ShOpNoHiN

সবা
প্রকাশনা

ওয়েস্টার্ন

কার্তুজ

সায়েম সোলায়মান

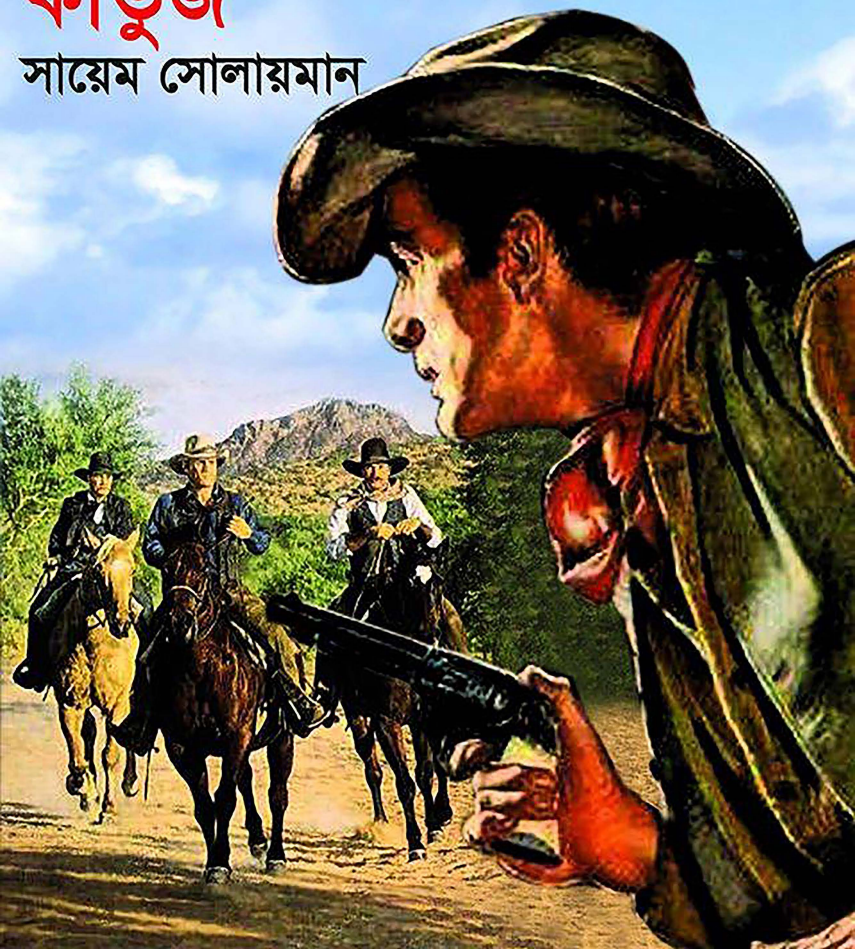

ওয়েস্টার্ন

কার্তুজ

সায়েম সোলায়মান

কারা যেন ফেলে রেখে গেছে লোকটাকে
ডাক্তার হিরাম ম্যাক্সওয়েলের দরজায়।
ভীষণ মার খেয়েছে লোকটা। বুজে গেছে একটা চোখ,
ভেঙে গেছে নাকটা, থেঁতলে গেছে ঠোঁট দুটো।
শুধু হাতের ঝালই ঝাড়া হয়নি ওর উপর, চাবকানোও হয়েছে—
ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে শার্ট, কাঁধ আর বুকে অসংখ্য ক্ষত,
চওড়া পিঠের প্রায় পুরোটা জুড়ে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ।
জ্ঞান ফিরে পেলে ভালো চোখে তাকিয়ে থাকে সে,
মাঝেমধ্যে প্রচণ্ড আক্রোশ দেখা যায় সে-চোখে।
ভয়াবহ প্রতিশোধস্পৃহা আছে ওর মনে, এবং
তা বাস্তবায়নের আগে মরবে না সম্ভবত।
তাই, ঘটনাক্রমে ওর শুশ্রূষার দায়িত্ব পাওয়া
জরজিনা ল্যাকারিকে প্রথম সুযোগেই বলল সে,
'একটা পিস্তল যোগাড় করে দিতে পারবে, প্লিয?
বিশ্বাস করো, একটা পিস্তলের খুব দরকার আমার।'

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী *ShOpNoHiN*

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

কার্তুজ

সায়েম সোলায়মান

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8346-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৬

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

KARTUJ
A Western Novel
By: Sayem Solaiman

এক শ' একষট্টি টাকা

কার্তুজ

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

ওয়েস্টার্ন কার্তুজ

সায়েম সোলায়মান

SCAN & EDITED BY:

ShOpNoHiN

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অন্তর্দ্রু প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **ইসমাইল আরমান:** মুক্ত বাতাস, দেশান্তর, কাপুরুষ, মরণডাক, রক্ষক। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা। **এ. টি. এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনুর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনুর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু, একশো রাইফেল। **কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার, শক্তপাল্লা, শিকড়, ত্রাতা। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসূরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি, রক্ষা, ছোবল, খেসারত, শাস্তি, আঁতাত, ফাঁসির দড়ি, জুলুম, দুর্জয়, জট, বিল হিকক, ভূমিগ্রাস, আস্তানা, সতর্ক প্রহরী, নিশানা, লড়াকু, দাবদাহ, একা, বিনাশ, শত্রু। **গোলাম মাওলা নঈম ও মুনতাসির রহমান অর্ণব:** হাঙ্গামা। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান, অপচেষ্টা, দাঙ্গা, চোরাবালি, ঘৃণা, বাধা, নিঃসঙ্গ নেকড়ে, বিপাক। **আবু মাহ্‌দী:** পাণ্ডার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর, পরিবর্তন, ষড়যন্ত্রের জাল, ডেথ ট্রেইল, কার্তুজ। **ডিউক জন:** সুবর্ণ সমাধি। **তারক রায়:** দাবিদার।

এক

নড়ে উঠে চোখ খুলল বুড়ো ডাক্তার হিরাম ম্যাক্সওয়েল। অন্ধকার—সামনে কালো একটা পর্দা ঝুলছে যেন। কয়েকবার চোখ পিটপিট করল সে, খানিকটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। বেশিক্ষণ থাকল না অস্বস্তিকর অনুভূতিটা—বুঝতে পারছে রাত নেমেছে এবং আলো জ্বালানো হয়নি ওর অফিসে। কয়েকবারের চেষ্টায় পিঠটা আলগা করল সে জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে-যাওয়া পুরনো চামড়ার-সোফা থেকে। সোজা হয়ে বসার পর টের পেল, হাঁ করে দম নিতে হচ্ছে ওকে, সামান্য কসরতেই ফুরিয়ে গেছে ফুসফুসের জোর। কিছুক্ষণ শ্বাস নেয়ার পর স্থির হলো একটুখানি; ডান পা-টা এদিক-ওদিক করে মেঝেতে, সোফার পাশে রাখা পানিভর্তি জগটার অস্তিত্ব টের পাওয়ার চেষ্টা করল। এত পিপাসা লেগেছে যে, মনে হচ্ছে এক জগ কেন, পুরো বাথটাব ভরা পানিও গিলে খেতে পারবে।

এ-রকমই হচ্ছে গত বিশটা বছর ধরে—মাতাল হয়ে হুঁশ হারিয়ে ফেলার আগপর্যন্ত মদ গেলা, অফিসকামরার সোফাটায় মড়ার মতো পড়ে থাকা, তারপর একসময় জ্ঞান ফিরে পেয়ে মরণপিপাসা টের পাওয়া। কোনো ব্যতিক্রম নেই এই রুটিনের।

অনেকখানি পানি খেল ম্যাক্সওয়েল, টের পেল আস্তে আস্তে হালকা হচ্ছে মাথাটা। রান্নাঘরে থালাবাসন ধুচ্ছে হাউসকিপার মিসেস ওয়েস্ট, শোনা যাচ্ছে সে-আওয়াজ। উঠে দাঁড়াল ম্যাক্সওয়েল, কোঁচকানো শার্টের উপর থেকে সরে যাওয়া গ্যালিস দুটো ঠিক করল। অফিসকামরা থেকে রান্নাঘরের দিকে যাওয়ার পথটা সুপরিচিত ওর

জন্য, অন্ধকারেও এগোতে অসুবিধা হচ্ছে না তাই।

স্টোভের পাশে ধোয়া থালাবাসনগুলো সাজিয়ে রাখছে মিসেস ওয়েস্ট, রান্নাঘরের দরজায় ম্যাক্সওয়েলের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

'মর্নিং,' মৃদু গলায় বলল ম্যাক্সওয়েল।

'ইভনিং,' শুধরে দিল মিসেস ওয়েস্ট।

রান্নাঘরে ঢুকল ম্যাক্সওয়েল, এগিয়ে গেল এককোনার সিঙ্কটার দিকে। পানি ঢেলে ভর্তি করল সিঙ্কটা, খুলে ফেলল শার্ট। ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হওয়া, চিড়ধরা আয়নায় দেখছে নিজেকে। দেখছে একটা জিন্দালাশ—বেঁটেখাটো একটা শরীর, ঝুলে পড়েছে কাঁধ দুটো, বিবর্ণ হয়ে গেছে চামড়া। দিন দিন মাংস হারিয়ে ক্রমাগত শুকিয়ে যাচ্ছে হাত দুটো, পাঁজরের হাড়গুলো বুকের লোম সরিয়ে উঁকি দিতে চাচ্ছে যেন।

নিজেকে দেখে নিজেই ব্যঙ্গের হাসি হাসল ম্যাক্সওয়েল।

'তোমার শেভ করা দরকার,' আয়নায় ম্যাক্সওয়েলের চেহারাটা দেখছিল মিসেস ওয়েস্ট, পরামর্শ দিল বিজ্ঞের মতো।

'আচ্ছা।'

'পানি গরম করে রেখেছি।'

'আচ্ছা,' চেহারা আর দুই হাত ভালোমতো পরিষ্কার করছে ম্যাক্সওয়েল, পানির ছিটায় ভিজে যাচ্ছে রান্নাঘরের একদিকের মেঝে।

অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দৃশ্যটা দেখছে মিসেস ওয়েস্ট। রান্নার কাজ শেষ করে মেঝেটা সুন্দর করে মুছেছিল, নোংরা হয়ে যাচ্ছে সেটা।

হাতমুখ ধোয়া শেষ করে মিসেস ওয়েস্টের দিকে ঘুরল ম্যাক্সওয়েল। অত্যধিক মদ্যপানের ফলে ফুলে আছে চোখ দুটো, দিন দিন আরও যেন ফুলে যাচ্ছে আগের চেয়ে, কারণ দিন দিন মদ খাওয়ার পরিমাণ বাড়াচ্ছে সে। ফুলে আছে ঝুলেপড়া গাল দুটোও, ওকে দেখলে মনে পড়ে যায় স্প্যানিয়েল কুকুরের কথা। চোখ দুটো

বইঘর.কম

মায়াবি ছিল এককালে, এখন প্রাণহীন হয়ে এসেছে দৃষ্টি, দিন যত যাচ্ছে তত প্রাণহীন হচ্ছে। নীল মণি দুটো কী যেন বলতে চায় দর্শককে, কিন্তু সে-ভাষা ঠাহর করা মুশকিল। রূপালি কয়েক গাছি চুল খুলি কামড়ে আছে এখনও, যত্নের অভাবে উসুখুসু হয়ে গেছে সেগুলো। সময় নিয়ে গুনলে নির্ণয় করা যাবে ক'টা বলিরেখা পড়েছে চোখের কোনে আর চেহারায়।

'যাও, কাজ সারো,' বলল মিসেস ওয়েস্ট, 'তোমার সাপার খাওয়া পর্যন্ত আছি আমি।'

'কোন্ কাজ সারবো?'

'কেন, শেভ করবে না?'

'না, করবো না। এটা আমার বাড়ি, আমার ঘর। আমি শেভ করবো কি করবো না, কাপড় পরবো নাকি ন্যাংটা থাকবো—সব আমার ইচ্ছা।'

'মদ খেয়ে মাতাল হবে কি না সেটাও তোমার ইচ্ছা, ঠিক না?'

'হ্যাঁ, ঠিক,' শার্টটা তুলে নিয়ে পরছে ম্যাক্সওয়েল। 'সাপার তৈরি করা শেষ, না? থাক ওগুলো ওভাবেই। কাল সকালে ব্রেকফাস্ট হিসেবে খেয়ে নেবো। একটু পর আরেকটা বোতল নিয়ে বসবো, আশা করি ওটা খালি হওয়ার আগেই ঘুমিয়ে যাবো।' শয়তানি মার্কা চাহনিতে তাকাল মিসেস ওয়েস্টের দিকে। 'বসবে নাকি আমার সঙ্গে? দু'-এক ঢোক গিললেই টের পাবে, ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল সস্তা মাল খায় না।'

জবাব দিল না মিসেস ওয়েস্ট, দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে না।

ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল ম্যাক্সওয়েল। ওর এসব অক্ষতিকর শয়তানিতে অনেক আগেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে মিসেস ওয়েস্ট। আরও একবার টের পেল, আসলে ওর উপর একরকমের মায়া পড়ে গেছে মহিলার, অধিকার না থাকার পরও অধিকার খাটানোর চেষ্টা করে সে-কারণে।

স্টোভ থেকে সরিয়ে রান্নাঘরের এককোনার টেবিলে, চেককাটা টেবিলক্লথের উপর ম্যাক্সওয়েলের সাপারের পাত্রটা রাখল মিসেস ওয়েস্ট। বলল, 'রেখে গেলাম। ইচ্ছা হলে খেয়ো, ইচ্ছা হলে ফেলে দিয়ো—তোমারই বাড়ি, তোমার ঘর, কারও কিছু বলার নেই।' একটা চেয়ারের উপর থেকে তুলে নিল নিজের শাল, গায়ে জড়াল, ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে রান্নাঘরের দরজার দিকে।

ডাইনিংটেবিলের দিকে এগিয়ে গেল ম্যাক্সওয়েল, একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। দেখছে আজ রাতের জন্য কী রান্না করেছে মিসেস ওয়েস্ট।

'গতরাতের ঘটনাটার জন্য আমি দুঃখিত, ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল,' থেমে দাঁড়িয়েছে মিসেস ওয়েস্ট, ঘাড় না ঘুরিয়েই বলেছে কথাটা।

মুখ তুলল ম্যাক্সওয়েল। 'কোন্ ঘটনা?'

'ফ্রেড ল্যাকারির ঘটনাটা।'

কিছুক্ষণের জন্য কেঁপে উঠল ম্যাক্সওয়েলের ঠোঁট দুটো, কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে দুই হাতের তালুর দিকে। 'দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। চিরকাল বেঁচে থাকার জন্য দুনিয়াতে আসিনি আমরা কেউই। একদিন না একদিন মরতে হবে আমাদের সবাইকেই।'

'সেটা বলিনি আমি। লোকটা ওভাবে...মরে গেল...

উপহাসের হাসি হাসল ম্যাক্সওয়েল। সুর করে বলল, 'হাম্পটি ডাম্পটি বসে ছিল দেয়ালে, হাম্পটি ডাম্পটি পড়ল বেখেয়ালে। ছুটে এল রাজার সব সৈন্য আর ঘোড়া, পারল না দিতে ওরা বেচারাকে জোড়া।'

কিছু বলল না মিসেস ওয়েস্ট, আস্তে আস্তে ঘুরল ম্যাক্সওয়েলের দিকে।

'আমি কেন, রাজ্যের সব ডাক্তারও যদি যেত লোকটাকে বাঁচাতে, পারত না। ...মজার ব্যাপার কী, জানো? মজার ব্যাপার হচ্ছে, ফ্রেডকে যতবার দেখেছি ততবার আমার মনে হয়েছে, লোকটার খুলি এত শক্ত

বইঘর.কম
কাতুজ

যে, ওটা চুরমার হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।'

'কিন্তু...শহরের লোকেরা গীবত গাচ্ছে তোমার।'

'গাইতে দাও। গীবত গাওয়া যাদের স্বভাব, ওরা কোনোদিন ভালো হয় না। গুডনাইট।'

কথা আর না বাড়িয়ে চলে গেল মিসেস ওয়েস্ট।

ডাইনিংটেবিলে আগেরমতোই বসে আছে ম্যাক্সওয়েল, আবারও তাকিয়ে আছে নিজের দুই তালুর দিকে। উপহাসের হাসিটা ফিরে এসেছে ওর ঠোঁটের কোনায়, দৃষ্টিতে গাঢ় বিষাদ। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর উঠে দাঁড়াল, গিয়ে ঢুকল নিজের অফিসকামরায়, হুইস্কির নতুন একটা বোতল নিয়ে রান্নাঘরে ফিরে এসে ছিপি খুলল। টেবিলের উপর দুধভর্তি একটা গ্লাস রেখে গেছে মিসেস ওয়েস্ট, গ্লাসটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল সিঙ্কের দিকে, ফেলে দিল সবটুকু দুধ। তারপর বসে পড়ল আগের জায়গায়, গ্লাসটা কানায় কানায় পূর্ণ করল হুইস্কি দিয়ে, একচুমুকে খালি করে ফেলল অর্ধেকের মতো। একটুখানি চক্কর দিয়ে উঠল মাথাটা, মিসেস ওয়েস্টের বলা 'শহরের লোকেরা গীবত গাচ্ছে তোমার' কথাটা কানের কাছে যেন প্রতিধ্বনিত হলো কয়েকবার, মনে পড়ে যাচ্ছে গতকালের ঘটনাগুলো। টের পেল, নিজের উপর বিরক্ত হয়ে উঠছে সে, আস্তে আস্তে বাড়ছে বিরক্তিটা, ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে ইচ্ছা করছে সাপারের পাত্রটা।

গতকাল দুপুরে ক্লান্ত এক পনিতে চড়ে ওর অফিসে হাজির হয় গ্র্যাপ্পেল রানশের এক রাইডার। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে, হড়বড় করে বলে, 'এখনই আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে, ডাক্তার।'

ম্যাক্সওয়েল তখন স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হাত বুলাচ্ছে একটা হুইস্কির বোতলে—নেশায় ধরলে কাজটা করে মাঝেমধ্যে। 'কেন?' চোখ তুলে তাকায় সে আগন্তুকের দিকে। 'কোথায় কোন্ গজব নাজিল হয়েছে?'

'মাথা ফেটে গেছে ফ্রেড ল্যাকারির,' গলায় বাঁধা রুমাল খুলে চেহারার ঘাম মুছতে মুছতে জানায় আগন্তুক, 'খুলিটাও অক্ষত নেই

বইঘর.কম

সম্ভবত। বোতল রাখো, জলদি চলো আমার সঙ্গে।'

গ্র্যাপ্পেল রানশে যখন হাজির হয় ওরা দু'জনে, ততক্ষণে পুরো আউটফিট জড়ো হয়ে গেছে বড়সড় লগহাউসটার বাইরে, অপেক্ষা করছে ম্যাক্সওয়েলের জন্য। লগহাউসের বাইরে, একধারে, মাটিতেই শুইয়ে রাখা হয়েছে ফ্রেড ল্যাকারিকে। পাশে ওর ভাই জেমস ল্যাকারি, বিশালবপুর কারণে এ-তল্লাটের সবাই যাকে বিগ জেমস নামে চেনে।

যাওয়ার সময় হুইস্কির বোতলটা সঙ্গে না নিয়ে পারেনি ম্যাক্সওয়েল, ছুটন্ত ঘোড়ায় বসে কায়দা করে গিলেছিলও কয়েক ঢোক। তাই রোগীর দিকে যখন এগিয়ে যায় সে, তখন রীতিমতো হিক্কা উঠছে ওর, মস্তিষ্কের শাসন অগ্রাহ্য করে টলছে পা দুটো। ওর সমান বয়সের কেউ যদি এত লম্বা সময় ধরে বসে থাকে ঘোড়ার পিঠে, তা হলে মদ না খেলেও পা টলবে এমনিতেই। কিন্তু বদমেজাজী বিগ জেমসের কোনো কাজ নেই এসব অজুহাতে, ম্যাক্সওয়েলকে এগোতে দেখে তাই সাপের মতো হিসহিস করে বলে, 'সাবধান! ঘোড়ার লাথি খেয়েছে কিন্তু ফ্রেড।'

ঘোড়ায় লাথি মারুক অথবা অন্য যা-ই হোক, সিদ্ধকরা ডিমের খোলস ভেঙে গেলে যে-অবস্থা হয়, ফ্রেডের হয়েছে তা-ই। চামড়ার সঙ্গে সেঁটে গিয়ে কোনোরকমে আটকে আছে খুলির ভাঙা অংশটা, নইলে হয়তো...

ফ্রেডকে একনজর দেখেই বুঝতে পারে ম্যাক্সওয়েল, ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মারা যায়নি বটে, কিন্তু মরতে বেশি সময়ও নেই। কথাটা জানাতে পারেনি সে বিগ জেমসকে, জানানোর সাহস হয়নি। ছোবল মারার জন্য ফণা তুলে আছে যে-সাপ, সেটার সামনে নাচানাচি না করাই ভালো।

তারপরও, রোগীর প্রতি একজন ডাক্তারের যে-স্বাভাবিক মমতা থাকে, সেটাতে কমতি ছিল না ম্যাক্সওয়েলের; যা কিছু করা সম্ভব ছিল ফ্রেডের জন্য, সবই করার চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু বিধাতা যার মরণ লিখে রেখেছেন, তাকে যমের থাবা থেকে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা আছে

বইঘর.কম
কার্তুজ

কোন্ ডাক্তারের? ফ্রেডের মাথাটা ব্যাণ্ডেজে মুড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিল ম্যাক্সওয়েল, এমন সময় ওর মতোই কয়েকবার হিক্কা তুলে পরপারে পাড়ি জমাল লোকটা।

ভাইকে মরতে দেখল বিগ জেমস। চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরল সে ম্যাক্সওয়েলের দিকে, ক্রোধে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'কুত্তার বাচ্চা! হারামি বুড়ো কোথাকার! ওকে খুন করেছিস তুই!'

এর আগে কেউ কখনও গালি দেয়নি ম্যাক্সওয়েলকে, স্বজন মারা গেলেও কেউ কোনোদিন কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ আনেনি ওর বিরুদ্ধে। একলাফে দাঁড়িয়ে গেল সে, গালি খেয়ে এবং রোগীকে মরতে দেখে নেশা কেটে গেছে; কিন্তু ক্রোধ নামের সবচেয়ে বড় পাগলামিটা পেয়ে বসেছে ওকে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, 'আমি খুন করেছি তোর ভাইকে? আমি? ঘোড়ার লাথি খেয়ে মাথা ফেটেছে ওর, ওকে সুস্থ করার সাধ্য ছিল কোন ডাক্তারের? আমার সঙ্গে চেঁচামেচি না করে পারলে গিয়ে মারামারি কর্ খুনি ঘোড়াটার সঙ্গে, শালা দানব কোথাকার!'

বিগ জেমস যে আসলেই দানব, ম্যাক্সওয়েলকে লক্ষ করে চালানো ওর প্রথম ঘুসিতেই প্রমাণিত হয়ে গেল সেটা। থুঁতনিতে লাগা প্রচণ্ড আঘাতে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল ম্যাক্সওয়েলের চোখের সামনে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরে উঠে গেল ওর পা দুটো, ছিটকে গিয়ে কয়েক হাত দূরে পড়ল সে। এরপর কী হয়েছে বলতে পারবে না সঠিকভাবে, কারণ সূর্যের চেয়ে বালি গরম কথাটা প্রমাণ করার জন্য ওর দিকে ছুটে এসেছিল আউটফিটের আরও কয়েকজন—অজুহাত তুচ্ছ হলেও সুযোগ পাওয়া গেছে হাতের ঝাল ঝাড়ার, সেটা নষ্ট করা উচিত মনে করেনি ওরা।

জ্ঞান যখন ফেরে ম্যাক্সওয়েলের, বলা ভালো একটা চোখ যখন কোনোরকমে খুলতে সক্ষম হয় সে, তখন টের পায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে একটা চলন্ত বাকবোর্ডে। আস্তে আস্তে ছোট থেকে আরও ছোট হচ্ছে জেমসের দানবীয় মূর্তিটা, ক্রমশ ঔজ্জ্বল্য হারাচ্ছে লোকটার

বইঘর.কম

হাতেধরা জ্বলন্ত লণ্ঠনের আলো। তারপরও, ওর চামচাদের চেহারার শয়তানি হাসি ঠাহর করতে কষ্ট হয়নি ম্যাক্সওয়েলের।

'ব্ল্যাক হিলসে সময় ফুরিয়েছে তোর,' তখনও শেষ হয়নি বিগ জেমসের তর্জনগর্জন। 'শুয়োরের বাচ্চা বুড়ো ডাক্তার, যত তাড়াতাড়ি পারিস পালিয়ে যা এ-তল্লাট ছেড়ে। নইলে ফ্রেডের মতো অবস্থা হবে তোরও, তবে তোর খুলি ফাটবে আমার ঘুসিতেই।'

প্রতিবাদে কিছু বলতে পারেনি ম্যাক্সওয়েল, বলতে পারার মতো অবস্থা ছিল না ওর তখন। বাকবোর্ডটা ওকে নিয়ে আসে শহরের কাছাকাছি, ড্রাইভিংসিট থেকে নামে দুই সওয়ারি, টেনেহিঁচড়ে নামায় ওকে, তারপর বলতে গেলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ফেলে চলে যায়। ওর ঘোড়াটা আসছিল পেছন পেছন, মনিবকে পড়ে যেতে দেখে থেমে দাঁড়ায় জন্তুটা, কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়ে স্যাডলব্যাগ থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করে ম্যাক্সওয়েল। অক্ষম ক্রোধটা নেভাতে গিয়ে কয়েক চুমুকে খালি করে সেটা, তারপর মাটিতে আছড়ে ফেলে চুরমার করে। ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটতে হাঁটতে, বলা ভালো টলতে টলতে ফিরে আসে বাড়িতে, কাপড় না ছেড়েই শুয়ে পড়ে বিছানায়। একটানা ঘুম দিয়ে সকালে যখন ওঠে, তখন ওর মনের দাবানল পরিণত হয়েছে তুষের আগুনে।

আগুনটা আছে এখনও, পাশাপাশি একগাদা শঙ্কা কালো মেঘের মতো ছেয়ে ফেলেছে মনটাকে। এত বছর ধরে আছে সে এই ব্ল্যাক হিলস শহরে, এখন বুড়ো বয়সে পাততাড়ি গুটিয়ে কোথায় যাবে? না, যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। তা হলে? লড়াই করবে বিগ জেমসের মতো একজন বেপরোয়া আর প্রভাবশালী রানশারের বিরুদ্ধে? উপহাসের হাসিটা আরেকবার হাসল ম্যাক্সওয়েল—কাজটা যদি করে সে, তা হলে সেটা অসম লড়াইয়ের সবচেয়ে হাস্যকর দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বুনো পশ্চিমে।

অফিসকামরায় রাখা দোনলা বন্দুকটার কথা মনে পড়ল ম্যাক্সওয়েলের। ওটা দিয়ে গুলি চালাতে পারবে সে, দু'-চারদিন

বইঘর.কম

প্র্যাকটিস করলে দ্রুত রিলোডিংটাও এসে যাবে আয়ত্তে, কিন্তু একটা গুলিও যে লাগাতে পারবে না নিশানায় সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কারণ ইদানীং মদ না খেলে হাত কাঁপে ওর, আর মদ খেলে মাথা ঘুরায়।

হঠাৎ চমকে উঠে চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরল ম্যাক্সওয়েল—কে বা কারা যেন পাগলের মতো কিল মারছে পেছনের দরজায়।

'ভেতরো এসো!' চেঁচিয়ে বলল সে।

থেমে গেল উপর্যুপরি কিলের আওয়াজ, কিন্তু দরজা খুলে ভেতরে এল না কেউ।

কে এসেছে? বিগ জেমস? তা হলে এত নাটক করার দরকার কী লোকটার? সোজা ভেতরে চলে এলেই তো পারে। নাকি ভাবছে ওর জন্য অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষায় আছে ম্যাক্সওয়েল, নাগালে পাওয়ামাত্র...

'ভেতরে এসো!' আরেকবার গলা ফাটাতে হলো বুড়ো ডাক্তারকে।

উঁহুঁ, এবারও বাইরে থেকে খোলা হলো না দরজাটা, কেউ এল না ভেতরে।

বিড়বিড় করে জঘন্য একটা গালি দিল ম্যাক্সওয়েল, লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে এগোল পেছনের দরজার দিকে। ওয়াশস্ট্যাণ্ডের উপর নামিয়ে রাখল সেটা, দরজার হাতলে হাত রেখে ভাবছে ওটা খুলবে কি খুলবে না। দলবল নিয়ে এসে যে-কোনোকিছু করতে পারে বিগ জেমস, এমনকী নিজহাতে গুলি করে মারতেও পারে ম্যাক্সওয়েলকে—শহরের কেউ প্রতিবাদ করবে না, কারণ কাজটা করার মতো সাহস কারও আছে বলে মনে হয় না। খোদ শেরিফ সমঝে চলে জেমসকে, ঘাঁটানোর প্রয়োজন বোধ করে না...

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে হাতল ধরে জোরে মোচড় দিল ম্যাক্সওয়েল, ইচ্ছা ছিল দরজাটা খুলে দিয়েই সরে যাবে একপাশে। কিন্তু ঠিকমতো করতে পারল না কাজটা, কারণ যতটা আশা করেছিল তারচেয়েও তাড়াতাড়ি খুলে গেল দরজাটা কোনোকিছুর ভারে, হুড়মুড়

বইঘর.কম

করে ঘরে ঢুকে পড়ল একটা লোক। আসলে ঢুকে পড়ল না বলে বলা ভালো, হুড়মুড় করে পড়ে গেল রান্নাঘরের মেঝেতে; পুরো বাড়ি কেঁপে উঠল যেন।

বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গেছে ম্যাক্সওয়েল, দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মতো। তবে সংবিৎ ফিরে পেল কিছুক্ষণের মধ্যেই, ভালোমতো তাকাল লোকটার দিকে। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না জ্ঞান নেই লোকটার। ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে ওর শার্ট, টুকরোগুলো যেন আলগা ব্যাণ্ডেজের মতো জড়িয়ে আছে গায়ের সঙ্গে। চওড়া পিঠের প্রায় পুরোটা জুড়ে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ।

বাইরে নাক ঝাড়ল একটা ঘোড়া, লাগাম দিয়ে বাড়ি মেরে ওটাকে শান্ত করল কেউ। খুকখুক কাশির আওয়াজ পাওয়া গেল। আহত লোকটার উপর থেকে মনোযোগ সরে গেল ম্যাক্সওয়েলের।

'সে যদি মারা গিয়ে না থাকে,' জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল কেউ, 'তা হলে, ডাক্তার, জানিয়ে দিয়ো ওকে, ফিরে আসবো আমরা। দেনাপাওনা এখনও চুকেনি।'

'দাঁড়াও!' চট করে ওয়াশস্ট্যাণ্ডের কাছে গেল ম্যাক্সওয়েল, একথাবায় তুলে নিল লণ্ঠনটা, ওটা মাথার উপরে তুলে ধরে চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে এল।

সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল কেউ।

ভেঙে চুরমার হয়ে গেল লণ্ঠন, নিভে গেল আলো, টুকরো টুকরো কাচের কিছু পড়ল ম্যাক্সওয়েলের চাঁদিতে, কিছু ওর কব্জিতে। ফায়দা নেই বুঝে হাতটা নিচু করল সে ধীরে ধীরে, ততক্ষণে ছোটখাটো ঝড় উঠেছে বাইরের রাস্তায়—একসঙ্গে ছুট লাগিয়েছে একাধিক ঘোড়া, ওগুলোর খুরের শব্দ এগিয়ে যাচ্ছে পাশের অন্ধকার গলিটার দিকে।

রান্নাঘরে ফিরে এল ম্যাক্সওয়েল, স্টোভের আশপাশ হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে নিল একটা ম্যাচবাক্স। একটা ম্যাচকাঠি জ্বালিয়ে বের করল আরেকটা লণ্ঠন, জ্বালাল। এগিয়ে গেল মুখ থুবড়ে পড়ে-থাকা লোকটার দিকে। ওর শরীরের অর্ধেক পড়েছে রান্নাঘরের ভেতরে,

বইঘর.কম
কাতুজ

বাকি অর্ধেক বাইরে রয়ে গেছে এখনও, তাই চাইলেও দরজাটা আটকে দেয়ার উপায় নেই। লণ্ঠনটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল ম্যাক্সওয়েল, আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লোকটার পাশে। টেনে নিল একটা হাত, পাল্‌স দেখছে।

না, এখনও মরেনি লোকটা, তবে খুব দুর্বলভাবে চলছে নাড়ি। একনজর দেখলেই বোঝা যায় সে একজন কাউহ্যাণ্ড, পাঞ্চার সম্ভবত। পরনে স্যাডলের-সঙ্গে-ক্রমাগত-ঘষায় নরম হয়ে-যাওয়া জিন্স, এবং বুট। চেহারাটা পরিচিত না ম্যাক্সওয়েলের, অথবা পরিচিত হলেও মনে করতে পারছে না এখন।

উপহাসের হাসিটা আরও একবার হাসতে হলো ম্যাক্সওয়েলকে। লোকটা যদি ওর নিজের ছেলেও হতো, ওকে চিনতে পারত কি না সন্দেহ। একরাশ লম্বা কালো চুলের আড়ালে ঢাকা-পড়া চেহারাটার মানচিত্র বদলে গেছে প্রচণ্ড পিটুনির কারণে। শুধু ঘুসিই না, সবুট লাথিও হাঁকানো হয়েছে সে-চেহারায়; বুজে গেছে একটা চোখ, ভেঙে গেছে নাকটা, থেঁতলে গেছে ঠোঁট দুটো। ন্যাতাকানি শার্টের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে-থাকা কাঁধ আর বুকে অসংখ্য ক্ষত।

'শুধু হাতের ঝালই ঝাড়া হয়নি এর উপর,' বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল ম্যাক্সওয়েল, 'চাবকানোও হয়েছে। এই মারের দশভাগের একভাগও যদি হজম করতে হতো আমাকে গতকাল... খানিকটা শিউরে উঠল সে।

কিন্তু পরক্ষণেই ওর বুকের ভেতরে নিজের উপস্থিতির জানান দিল তুষের আগুনটা; কেন যেন বিগ জেমসের চেহারাটা ভাসছে চোখের সামনে, গতকালের অবদমিত ক্রোধটা যেন প্রাণ ফিরে পাচ্ছে নতুন করে। দাঁতে দাঁত চাপল সে; দুই হাত ঢুকিয়ে দিল চিনতে-না-পারা লোকটার বগলতলায়, কম করে হলেও সোয়া দুই মণ ওজনের শরীরটাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে যাচ্ছে নিজের বেডরুমে। লোকটাকে নিজের বিছানায় চিৎ করে শুইয়ে দেয়ার আগে থামল না।

কাজটা শেষ করে টের পেল, হাঁ করে হাঁপাতে হচ্ছে ওকে,

বইঘর.কম

বাতাসের জন্য যেন আকুলিবিকুলি করছে ফুসফুস, ভোঁ ভোঁ করছে মাথার ভেতরটা। টলতে টলতে এগোল রান্নাঘরের দিকে। আটকে দিল পেছনের দরজাটা, স্টোভ জ্বালিয়ে পানি বসিয়ে দিল একটা পাত্রে। পানি ফুটতে সময় লাগবে, তাই ফিরে এল বেডরুমে, বিছানার পাশে একটা কাঠের রকিংচেয়ারে বসে পড়ল ধপ করে। দম নিচ্ছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অচেনা লোকটার দিকে।

তারপর, প্রায় সারাটা রাত, দাসের মতো খাটল সে ওর রোগীর জন্য। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চুমুকের পর চুমুক দিয়ে খালি করল দুই বোতল নির্জলা হুইস্কি।

পরদিন সকালে, ব্ল্যাক হিলসের বিভিন্ন বাড়ির চিমনি দিয়ে যখন বের হতে শুরু করেছে স্টোভের ধোঁয়া, প্রতিদিনের মতোই নিঃশব্দে পেছনের দরজা দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল মিসেস ওয়েস্ট। শরীর থেকে শালটা খুলে রাখল একটা চেয়ারে, অদ্ভুত কিছু অস্বাভাবিকতা টের পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল স্থির হয়ে।

গতরাতে যেভাবে রেখে গিয়েছিল, চেককাটা টেবিলক্লথের উপর সেভাবেই আছে সাপারের পাত্রটা, তারমানে খাবার ছুঁয়েও দেখেনি বুড়ো ডাক্তার। স্টোভের উপর দেখা যাচ্ছে একটা পাত্র—সম্ভবত পানি গরম করা হয়েছে ওটাতে, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে মিসেস ওয়েস্টের, গতরাতে চলে যাওয়ার আগে সব গুছিয়ে দিয়ে গেছে সে। নিতান্ত অবহেলায় রান্নাঘরের এককোনার মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে লণ্ঠনটা—গতকাল সন্ধ্যায় ওটাই জ্বালিয়েছিল মিসেস ওয়েস্ট, কিন্তু উধাও হয়ে গেছে কাচ। রঙমাখানো তুলি দিয়ে ছবি-আঁকার-কাগজে টান দিলে যে-রকম দাগ পড়ে, সে-রকম দাগ দেখা যাচ্ছে রান্নাঘরের মেঝের জায়গায় জায়গায়—খুব সম্ভব রক্তের দাগ ওগুলো; ডাক্তারের বেডরুমের দিকে চলে গেছে দাগগুলো। রান্নাঘরের এখানে-সেখানে পড়ে আছে পানি, কোথাও কোথাও ব্যাণ্ডেজের টুকরো। জোরে দম নিলে এখনও অ্যান্টিসেপ্টিক ওষুধের গন্ধ পাওয়া যায় বাতাসে।

যেদিন থেকে ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের বাসায় কাজ করছে মিসেস

বইঘর.কম
কাতুজ

ওয়েস্ট, সম্ভবত সেদিন থেকেই এ-রকম অস্বাভাবিক ঘটনা দেখছে। তাই আশ্চর্য হলো না সে, ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে শয়নকক্ষের দিকে। কাছে গিয়ে আস্তে করে হাত রাখল দরজার হাতলে, নিঃশব্দে খুলল ওটা, ফাঁক করল বেশ কিছুটা।

বিছানার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মাথা-থেকে-কোমর পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজমোড়া বিশালদেহী এক লোক, সম্ভবত ঘুমাচ্ছে। চেনার উপায় নেই লোকটাকে, কারণ মুখ, দু'চোখ আর নাকের ফুটো বাদ দিয়ে ওর চেহারার প্রায় পুরোটা ঢেকে ফেলা হয়েছে ব্যাণ্ডেজে। খুলে নেয়া হয়েছে ওর বুট আর মোজা, আলগা করে দেয়া হয়েছে প্যান্টের বেল্ট।

বিছানার পাশের রকিংচেয়ারটাতে আধশোওয়া হয়ে নাক ডাকাচ্ছে ডাক্তার, একটা জ্ঞানগর্ভ বই খুলে উপুড় করে রেখেছে বুকের উপর, হাত দুটো হাস্যকর ভঙ্গিতে ঝুলছে চেয়ারের দু'দিকে। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ, সে-ক্লান্তি আরও বেশি বলে মনে হচ্ছে দাড়ি না-কামানোর কারণে। ওর পেছনে, একটা টেবিলের উপর রাখা আছে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন, পুড়ে পুড়ে শেষ হচ্ছে সেটার তেল। ওর পায়ের কাছে, মেঝেতে পড়ে আছে হুইস্কির দুটো বোতল, দুটোই খালি।

দৃষ্টি সরিয়ে বিছানার লোকটাকে আবারও দেখল মিসেস ওয়েস্ট।

কে সে?

দুই

শীত বিদায় নিয়েছে, কিন্তু প্রকৃতিতে পুরোপুরি রাজত্ব শুরু করেনি বসন্ত। সকালের বাতাসে একটু-আধটু ঠাণ্ডা লেপ্টে থাকে এখনও।

বিছানা ছেড়ে নামল জরজিনা ল্যাকারি, তাড়াহুড়ো করে কাপড়

বইঘর.কম

পরে নিল। হাতমুখ ধুয়ে নেমে এল নীচতলায়, লিভিংরুমের দরজাটার সামনে থামল। গত পরশু রাতে ঠিক এখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলকে। দেখছিল, কীভাবে দুর্বল একটা মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিচ্ছে কতগুলো কাপুরুষ। দশজনে মিলে যখন একটা মানুষকে পেটায়, তখন ওই দশজন কাপুরুষ ছাড়া আর কী?

বুড়ো একটা মানুষকে ওভাবে পিটিয়ে কী পেল গ্র্যাপ্পেল রানশের আউটফিট? ওটা কি ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার নামান্তর না? একজন মানুষ মারা গেছে দুর্ঘটনায়, যে ছিল রানশেরই আরেক কর্ণধার; কোথায় লোকটার জন্য একটু উহু-আহা করবে সবাই, বাইবেলটা টেনে নিয়ে দু'-এক পাতা পড়বে, কিন্তু কীসের কী? মাটিতে পড়ে থেকে মরণযন্ত্রণায় ছটফট করছিল ফ্রেড, সময় যত যাচ্ছিল তত নিস্তেজ হচ্ছিল সে—এখানে একটা দুধের-বাচ্চারও তো বুঝবার কথা, কিছু করার নেই কোনো ডাক্তারেরই। কিন্তু ফ্রেডকে ঘিরে-থাকা জেমস আর ওর সাঙ্গোপাঙ্গরা কী করল?

একটু গোঁয়ার স্বভাবের ছিল ফ্রেড। আসলে একটু না, হয়তো বলা উচিত পুরোপুরিই গোঁয়ার ছিল। যেটা মানা করা হবে, সেটা করাই ছিল ওর স্বভাব। তারপরও, মা'র পেটের ভাই, তা-ও আবার বয়সে বড়—জিনার চোখ যতটা না কেঁদেছে গত দুটো দিন, তারচেয়ে বেশি কেঁদেছে মন। আগেরদিন তা-ও যা একটু ঘুমিয়েছিল সে, কিন্তু কাল রাতে বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করেছে শুধু, এক করতে পারেনি দু'চোখের পাতা।

ঘুম? ঠোঁট বাঁকা করে তিতা হাসি হাসল জিনা, শোকের চেয়ে বড় যে-বিরক্তি বিষিয়ে তুলেছে ওর মনটাকে, সেটা যতদিন না বিদায় নেবে, ততদিন ঠিকমতো ঘুমাতে পারবে কি না, সন্দেহ আছে।

লিভিংরুমে ঢুকল সে, তাকাল এককোনার লম্বা ডিভানটার দিকে। একটা ধূসর কম্বল মুড়ি দিয়ে সেখানে শুয়ে আছে জেমস, ঘুমাচ্ছে সম্ভবত। ইতস্তত করছে জিনা, এগোবে কি না ভাবছে; যতই বদমেজাজী হোক না কেন জেমস, ভাইকে অকালে হারিয়ে সে-ও কম

বইঘর.কম
কাতুজ

চোট পায়নি মনে, এই দুটো দিন কম ধকল যায়নি ওর উপর দিয়েও।

কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে জিনার, আজ চূড়ান্ত ফয়সালা করতেই হবে জেমসের সঙ্গে। ডিভানটার দিকে পা বাড়াল সে।

কাছাকাছি গেছে, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কম্বলটার দিকে, এমন সময় দ্বিধা আবার পেয়ে বসল ওকে। তখন কম্বল সরিয়ে ওর দিকে তাকাল জেমস লাল হয়ে আছে ক্লান্ত দুই চোখ, সে-ও ঠিকমতো ঘুমায়নি বোধহয়

মায়া লাগছে জিনার; টের পাচ্ছে যতখানি কঠোরতা নিয়ে এসেছিল জেমসের কাছে, ততখানি কঠোর আর নেই ওর মন, কিন্তু এসব মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরই চোয়াল শক্ত করল সে, শীতল হলো দৃষ্টি, ছিপছিপে শরীরটা ওর অজান্তেই টানটান হয়ে যাচ্ছে যেন। খোলা জানালা দিয়ে দিনের প্রথম রোদ ঢুকে পড়ল ঘরে, এবং হাতের কাছে পেয়ে প্রথমে স্পর্শ করল জিনাকেই। এতক্ষণ কেমন মলিন আর ধূসর মনে হচ্ছিল ওর শার্টটা, এখন বোঝা যাচ্ছে ওটা উজ্জ্বল সবুজ রঙের; প্রাণ পেয়ে যেন ঝকমক করছে প্রায় কোমর-পর্যন্ত-লম্বা ছাইরঙা ঘন চুল।

বোন কিছু বলবে—ভেবে চুপ করে তাকিয়ে থাকল জেমস কিছুক্ষণ। কিন্তু কিছু বলছে না জিনা, বলতে পারছে না আসলে—টের পেয়ে বিরক্তিতে কুঁচকে উঠল জেমসের ভ্রূ। কম্বলটা সরাল গা থেকে, উঠে বসল বিছানায়। আরেকবার তাকাল জিনার দিকে। কিন্তু কিছু না বলে হাঁটা ধরল মেয়েটা, সাবলীল ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছে রান্নাঘরের দিকে।

কিছুক্ষণ পর বাড়ির পোর্চে, ছোট একটা টেবিলে বোনের মুখোমুখি বসে পড়ল জেমস, ব্রেকফাস্ট সার্ভ করা হয়েছে এখানেই। জিনা তখন সামনে নাস্তা নিয়ে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কুকশ্যাকটার দিকে; দেখছে আস্তে আস্তে তেজ বাড়ছে রোদের, সূর্যকিরণ আস্তে আস্তে গ্রাস করে নিচ্ছে ওদের রানশ আর সংলগ্ন দিগন্তবিস্তৃত বেসিনটাকে, শুরু হচ্ছে বসন্তের আরেকটা দিন।

'হ্যালো, জিনা,' শীতল গলায় বলল জেমস।

'হ্যালো, জেমস,' জিনার কণ্ঠ কেমন প্রাণহীন।

নাস্তার প্লেট টেনে নিল জেমস। 'তোমার ক্ষুধা নেই মনে হচ্ছে?'

জবাব দিল না জিনা, কেন যেন চুপ করে থাকতে ইচ্ছা করছে। নির্বিষ একখণ্ড মেঘ যেন স্থির হয়ে ভেসে আছে আকাশে, ওটার বিশাল ছায়া পড়েছে বেসিনে এবং উঁচুনিচু ঘাসেভরা সমতলভূমিতে। কিছুক্ষণ ঝুলে থাকার পর সরে গেল মেঘটা একসময়, সরে যাচ্ছে ছায়াটাও; পুরো গ্র্যাপ্পেল রেঞ্জ যেন ছোটবেলায় পড়া সাগর-থেকে-উঠেআসা দানোর মতো মাথা তুলছে আস্তে আস্তে। দূরে, কতগুলো বেঁটে পাহাড়ের পাদদেশে রসালো ঘাসের সঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে হরেক প্রজাতির গাছ, চোখের সামনে যেন নতুন করে প্রাণ পাচ্ছে জিনার বালিকাবেলার রহস্যময় মেসা। আরও দূরের পর্বতগুলোর চূড়া ইতোমধ্যে ঝকঝক করছে সূর্যালোকে।

প্রকৃতির উপর থেকে চোখ সরিয়ে ভাইয়ের দিকে তাকাল জিনা।

চুপচাপ খাচ্ছে জেমস। লোকে যে ওকে বিগ জেমস বলে ডাকে, শুধু শুধু ডাকে না। বিশাল চৌকোনা কাঁধের কারণে ওর বিপরীতে সবকিছুই কেমন ক্ষুদ্রাকৃতির দেখায়, সবকিছুই খেলনা মনে হয় ওর সামনে। এখানে আসার আসে পোশাক পাল্টেছে সে; পরিষ্কার ওভারঅল, গাঢ় নীল শার্ট আর ভেস্ট পরেছে।

'খেয়ে নিয়েছ নাকি?' মুখের ভেতরে চালান করে দেয়া খাবার চিবুতে চিবুতে বলল জেমস। 'ভাইয়ের জন্য একটু অপেক্ষা করাটাকে দরকার মনে করলে না?'

একটুকরো রুটি তুলে নিল জিনা, কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে।

কোনো কোনো মেয়েমানুষ আছে, যারা বিনাসাজেও সুন্দরী; জিনা ওদের একজন। আজ সকালের সঙ্গে মেয়েটা পুরোপুরি মানিয়ে গেছে যেন। এমন একটা সময় ছিল যখন ওর ধূসর দুই চোখে কিশোরীর আবেগ ছাড়া আর কিছুই খেলা করত না, কিন্তু আস্তে আস্তে অনেক বদলে গেছে জিনা, বলতে গেলে আপাদমস্তক। উচ্ছলতা বিসর্জন দিয়ে

বইঘর.কম
কার্তুজ

ধীরস্থির হয়েছে, আগে কথায় কথায় হেসে কুটিকুটি হতো অথচ এখন কমই হাসে, ইদানীং বাক্যবিনিময়ও করছে যেন মেপে মেপে। বিশেষ করে ফ্রেড মারা যাওয়ার পর...এই দুটো দিনে...যেন আকাশপাতাল বদলে গেছে মেয়েটা।

কথাগুলো ভাবছিল আর বিরক্ত হচ্ছিল জেমস, ইদানীং প্রায় সবকিছুতেই বিরক্ত হচ্ছে সে, ওর রোদেপোড়া লম্বাটে চেহারায় ছায়া পড়ল সে-আবেগের। সে এমন এক লোকের সন্তান যে-লোক সামান্য এক কাউহ্যাণ্ড হয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়ার বদলে গণ্ডা গণ্ডা কাউহ্যাণ্ডের মালিক থাকা অবস্থায় মরতে চেয়েছে, এবং করতে পেরেছে কাজটা। উত্তরাধিকারসূত্রে কোনো রাজ্য পায়নি জেমস, কিন্তু নিজেকে একজন রাজার চেয়ে কোনো অংশে কম বলে মনে করে না। সবসময় ভাবে, বাবা যদি কাউহ্যাণ্ড থেকে কাউহ্যাণ্ডদের মালিক হতে পারে, তা হলে আমি কেন এত বড় সম্পত্তির অধিকারী হয়ে সে-সম্পদ আরও বাড়াতে পারবো না? ওর এই আত্মজিজ্ঞাসা ওকে সঠিক পথে পরিচালিত করুক বা না করুক, ওর অহংবোধ যে বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকখানি, সন্দেহ নেই সে-ব্যাপারে। বলল, 'তোমাকে দেখে কেমন বেপরোয়া বলে মনে হচ্ছে, জিনা। ফ্রেডের মৃত্যুতে দুঃখ পাওনি তুমি?'

'পেয়েছি। আবার পাইওনি।'

'হেঁয়ালি করছ নাকি?'

'না।'

'তা হলে?'

'ফ্রেডের কপালে যে খারাবি আছে, অনুমান করতে পেরেছিলাম আগেই। ওর জন্য দুঃখ পেতে শুরু করেছিলাম কম করে হলেও এক বছর আগে থেকে।'

খেতে ইচ্ছা করছে না জেমসের—জিনার কথা শুনে ক্ষুধা মরে গেছে, প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পকেট থেকে সিগারেটের সরঞ্জাম বের করল। নিঃশব্দে রোল করছে একটা সিগারেট। খানসামা এসে নাস্তার টেবিলটা পরিষ্কার করে দেয়ার পর জিনার দিকে তাকিয়ে বলল,

বইঘর.কম

'এক বছর আগে থেকে দুঃখ পেতে শুরু করেছিলে...কথাটার মানে বুঝলাম না। তুমি কি কোনো ঝগড়া শুরু করতে চাচ্ছ?'

'না, ঝগড়া না। তোমার মতো লোকের সঙ্গে, বলা ভালো তোমার আর ফ্রেডের মতো লোকদের সঙ্গে ঝগড়া করে কোনো ফায়দা নেই। আমি শুধু তোমার কাছ থেকে একটা প্রশ্নের জবাব চাচ্ছি।'

'কী?'

'ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের মতো বুড়ো আর অসহায় একটা লোককে ওভাবে পেটালে কেন তোমরা?'

'নিশ্চয়ই তোমার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য না আমি?'

'অবশ্যই বাধ্য।'

'কীভাবে?'

'সবাই বলে বাবা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, কিন্তু কোনো দুর্নাম ছিল না তাঁর। দুর্নাম ছিল না আমাদের এই গ্র্যাপ্পেল রানশেরও। মরার আগে বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল ফ্রেড, গত পরশু রাতে সীমা ছাড়িয়ে গেলে তুমি। তোমাদের কারণে অপমানিত হবে বাবা, বদনাম হবে আমাদের রানশ—নিশ্চয়ই মুখ বুজে সহ্য করবো না আমি?'

'তারমানে সব দেখেছ তুমি?' একটু যেন নরম হয়েছে জেমস।

'হ্যাঁ, দেখেছি। লিভিংরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। ঘটনার আকস্মিকতায় পায়ে যেন শিকড় গজিয়ে গিয়েছিল আমার। নইলে...

তিতা হাসি হাসল জেমস। 'সবই যদি দেখে থাকো, তা হলে আমাকে প্রশ্ন করছ কেন? বুড়ো ভাঁড়টা কী করেছে সেটা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না নতুন করে?'

'কী করেছে সে?' মুখ ঝামটা মারল জিনা। 'কোনো ফালতু কাজ করেনি। ফ্রেডের সময় শেষ জেনেও যা যা করা সম্ভব ছিল ওর জন্য, করেছে। যতক্ষণে পৌঁছেছে লোকটা রানশে, তখন কি কিছু করার ছিল ফ্রেডের জন্য? তুমি কি উড়ে না-আসার কারণে দোষী করতে চাও লোকটাকে?'

বইঘর.কম
কাতুজ

'সে খুন করেছে আমার ভাইকে।'

'না, করেনি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়েও উঠল না জেমস। 'দয়া করে এসব ফালতু কথা বন্ধ করো, জিনা। অনেক কাজ পড়ে আছে আমার, মেজাজটাও ভালো না। বেশি ইচ্ছা করলে বুড়ো ভাঁড়টার ব্যাপারে নিজের সঙ্গেই কথা বলতে থাকো সারাদিন।'

চোয়াল শক্ত করল জিনা, কিছুটা ঝুঁকল। উত্তরোত্তর রাগ বাড়ছে ওর, লাল হয়ে যাচ্ছে ফর্সা চেহারাটা। 'ফ্রেড কীভাবে আহত হলো, জেমস?'

'বলেছি আগেও। একটা বিশাল গেল্ডিংকে পোষ মানাতে পারছিলাম না আমরা কিছুতেই, যেচে পড়ে দায়িত্বটা নিজের কাঁধে নেয় ফ্রেড। অনেক কসরত করে উঠে পড়ে ঘোড়াটার পিঠে, ওকে নিয়ে ছুটতে শুরু করে ওটা। যে চার-পাঁচজন কাউহ্যাণ্ড সঙ্গে ছিল তখন, সবাইকে চমকে দিয়ে একলাফে খোঁয়াড়ের বেড়া পার হয় জন্তুটা, ছুট লাগায় সঙ্গে সঙ্গে। একদৌড়ে মেসা ছাড়িয়ে ঢুকে পড়ে উপত্যকার আরও গভীরে, আমাদের ধারণা ওখানেই কোথাও ফ্রেডকে ছুঁড়ে ফেলে নিজের পিঠ থেকে। হয়তো তখনই বড় কোনো পাথরের সঙ্গে মাথাটা ঠুকে যায় ফ্রেডের। অথবা হয়তো কিছুই হয়নি ওর তখন, কিন্তু পরে ক্রুদ্ধ গেল্ডিংটার লাথি খায় মাথায়। যা-ই হোক, একটা ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নীচে নেমে যায় ওর অচেতন দেহটা। পরে যখন ওকে খুঁজে পায় আমাদের কয়েকজন কাউহ্যাণ্ড, ততক্ষণে...ততক্ষণে কী অবস্থা হয়েছিল ওর তা আমি যেমন জানি, তুমিও তেমন জানো।'

'মিথ্যা কথা,' শীতল গলায় বলল জিনা। 'তুমি একটা মিথ্যুক।'

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেল জেমস, ধাক্কা লেগে উল্টে পড়ল চেয়ার। দুম করে একটা কিল বসিয়ে দিল টেবিলে। শব্দটা এত জোরে হলো যে, মনে হলো ভেঙেই গেছে টেবিলটা। বিষদৃষ্টিতে দেখছে বোনকে, রাগে লাল হয়ে গেছে চেহারা। 'তোমার জায়গায় অন্য কেউ যদি বলত কথাটা, তা হলে...তা হলে...মারতে মারতে ফ্রেডের মতো খুলি

বইঘর.কম

ফাটিয়ে ফেলতাম ওর। তুমি আমার বোন বলে বেঁচে গেলে।'

'মারামারি ছাড়া আর কী পারো তুমি, জেমস? আজ কিল মেরেছ টেবিলে, কাল আমার গায়ে হাত তুলবে না সেটার নিশ্চয়তা কী?'

কিছু বলল না জেমস।

'তোমার জায়গায় যদি অন্য কেউ থাকত তা হলে কী করত, জানো?'

এবারও জবাব দিল না জেমস।

'টেবিলে কিল মারার বদলে জানতে চাইত,' বলে চলল জিনা, 'কেন মিথ্যুক বললাম ওকে। তোমার সবচেয়ে বড় দোষ কী, জানো? সবকিছু গায়ের জোরে করতে চাও তুমি।'

'কেন মিথ্যুক বললে আমাকে?' কিছুটা শান্ত হয়েছে জেমস।

'কারণ গত একটা বছরে হঠাৎ করেই অনেক পরিবর্তিত হয়েছ তুমি আর ফ্রেড, গত একটা বছরে ভূরি ভূরি মিথ্যা কথা শুনতে হয়েছে আমাকে তোমার আর ফ্রেডের কাছ থেকে।'

'ঠিক আছে, তর্কের খাতিরে না হয় মেনে নিলাম গত একটা বছরে অনেক মিথ্যা কথা বলেছি তোমার কাছে। কিন্তু তা-ই বলে নিজের ভাইয়ের মৃত্যু নিয়েও মিথ্যা বলবো?'

'বললে তো।'

'কীরকম?'

'গত পরশু রানশ ছেড়ে রিযার্ভেশনের উদ্দেশে রওনা দেয় ফ্রেড। বলে, খড়ের নতুন একটা চালানের জন্য একজন এজেন্টের সঙ্গে কথা বলবে সেখানে। এখান থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে, সল্ট লেকে, মিক হ্যাভেন আর আমাদের তিন কাউহ্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা হয় ওর। কথাটা কীভাবে জানলাম, জানো? কারণ ফ্রেডের একদিন পর আমিও গিয়েছিলাম সেখানে।'

কাঁধ ঝাঁকাল জেমস। 'তা হলে আমাদের যে-কাউহ্যাণ্ডরা নিয়ে এসেছে ফ্রেডকে, ওরা ভুল তথ্য দিয়েছে আমাকে।'

'না, দেয়নি। কারণ, জেমস, তুমি ঠিকই জানতে কোথায় আছে

বইঘর.কম
কাতুজ

না-আছে ফ্রেড, কী করছে না-করছে। তুমি ঠিকই জানতে হাতে গুলি খেয়েছে ফিল ব্যানারম্যান—কথাটা মেরি বলেছে আমাকে। এবং গুলি খাওয়ার সময় ফ্রেডের সঙ্গে ছিল লোকটা।'

চুপ করে আছে জেমস, আস্তে আস্তে আবারও লাল হয়ে যাচ্ছে ওর চেহারা।

আবেগশূন্য চেহারায় একদৃষ্টিতে ভাইকে দেখছে জিনা। সে জানে সূক্ষ্মবুদ্ধি কিছুটা কমই আছে ওর ভাইয়ের, এবং বুঝতে পারছে সে-কারণেই জবাব পেতে দেরি হচ্ছে।

আস্তে আস্তে ঝুঁকল জেমস, খাড়া করল চেয়ারটা, বসল। সিগারেট ধরাল। গ্রেপ্তার হওয়ার পর উপর্যুপরি জেরার মুখে খুনি যে-ভঙ্গিতে স্বীকার করে খুনের কথা, সে-ভঙ্গিতে বলল, 'ঠিক আছে। মানলাম সল্ট লেকে গিয়েছিল ফ্রেড। কিন্তু তাতে কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে বুঝতে পারছ না? একটু আগে ফ্রেডের মৃত্যুর ব্যাপারে যা বললে, সব মিথ্যা হয়ে গেছে। পারলে নতুন কোনো গল্প শোনাও এবার।'

'কীসের গল্প?'

'ন্যাকামো করছ নাকি? ফ্রেড কীভাবে মরেছে জানতে চাই আমি।'

'সে মাতাল ছিল। ছুটন্ত ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে।'

'তা হলে ওই ঘোড়াটা নিশ্চয়ই ফ্রেডকে পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলে গুলি করেছে ফিলকে?'

চোয়াল শক্ত করল জেমস। 'আমি নিজেও পুরোপুরি জানি না কীভাবে কী হয়েছে। হতে পারে...নেশার ঘোরে কিছু একটা করে বসেছিল দু'জনে। তা ছাড়া...শেষেরদিকে মদ খাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিল ফ্রেড—কথাটা জানাতে চাইনি তোমাকে।'

'আরেকটা মিথ্যা বললে। ফ্রেড আর যা-ই হোক, কাপুরুষ ছিল না কোনোকালে। এবং সে আর যা-ই করুক, মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ঘোড়ায় চড়ত না কখনও।'

কিছু বলল না জেমস, বলতে পারল না আসলে। উত্তরোত্তর

বইঘর.কম

বাড়ছে ওর রাগ, কিন্তু জোর করে সামলে রাখছে নিজেকে—হিংস্রতা প্রকাশ করতে পারছে না বোনের সামনে।

'আমি জানি কীভাবে মারা গেছে ফ্রেড,' কিছুক্ষণ পর বলল জিনা।

'কীভাবে?' সিগারেটের ছাই ঝাড়ল জেমস, খেয়াল করল অল্প অল্প কাঁপছে ওর হাত।

'ইচ্ছামতো পেটানো হয়েছে ওকে। সোজাকথায়, মারতে মারতে মেরে ফেলা হয়েছে। যে-বাড় বেড়েছিল ওর, আশঙ্কা করছিলাম ও-রকমই কোনোকিছু জুটবে ওর কপালে।'

কোনো মন্তব্য করল না জেমস, চুপচাপ সিগারেট টানছে। একটু পর পর চোখ তুলে তাকাচ্ছে জিনার দিকে, কিন্তু খেয়াল রেখেছে যাতে চোখাচোখি হয়ে না-যায় ওর সঙ্গে। ঘন ঘন ধোঁয়া ছেড়ে আড়াল করার চেষ্টা করছে নিজের চেহারা।

চুপ করে আছে জিনাও, তাকিয়ে আছে আরেকদিকে, চাচ্ছে জেমসই নীরবতা ভাঙুক।

সেটাই ঘটল। ঘড়ঘড়ে গলায় জানতে চাইল জেমস, 'কে বা কারা পিটিয়েছে ফ্রেডকে, তা-ও জানো নাকি?'

'না, জানি না। কিন্তু এটা জানি, ওই লোকের অথবা লোকগুলোর পরিচয় জানো তুমি। এবং আমার ধারণা, ফ্রেডের মতো বেঁচে নেই ওরাও।'

সিগারেটটা বিষের মতো লাগছে জেমসের কাছে, ওটা ঠোঁট থেকে সরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল না নিভিয়েই। পিঠ সোজা করে মূর্তির মতো বসে আছে সে, ভালুকের থাবার মতো বিশাল দুই হাত রেখেছে টেবিলের উপর। 'তারমানে তোমার দৃষ্টিতে আমি এখন একজন খুনি?'

'জানি না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেলান দিল জিনা।

'জানো না, নাকি বলতে চাচ্ছ না?'

ভাইয়ের চোখে চোখ রাখল জিনা। 'শুনতে চাও? শোনার মতো সাহস আছে? শোনো তা হলে। ...হ্যাঁ, আমার দৃষ্টিতে তুমি এখন একজন খুনি। জঘন্য কাজটা আগেও করেছ তুমি, মাঝখানে ভালো

বইঘর.কম
কাতুজ

ছিলে, ইদানীং শুরু করেছ নতুন করে।'

হা হা করে হাসল জেমস, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল প্রাণের ছোঁয়া নেই সে-হাসিতে। উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ চাবুক চালানোর মতো ধমকে উঠল জিনা, 'বসো! কথা শেষ হয়নি আমার!'

বসে পড়ল জেমস, কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বোনের দিকে, অপেক্ষা করছে। কৌতুকের ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে চেহারায়, কিন্তু সাদা হয়ে যাওয়া ঠোঁট দুটো বুঝিয়ে দিচ্ছে, সফল হতে পারছে না সে। জ্বলছে দু'চোখ, জোর করেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না সে-জ্বলুনি।

'গত একটা বছর ধরে তুমি আর ফ্রেড মিলে সমানে মিথ্যা বলেছ আমার কাছে। যদি অন্ধ হতাম, যদি বোধশক্তি না থাকত আমার, তা হলে বুঝতে পারতাম না কীভাবে ঠকছি নিজের মা'র পেটের ভাইদের কাছে। তুমি কি ভাবো এই বেসিনের অন্য রানশগুলোর মহিলারা কথা বলে না আমার সঙ্গে? ওদের ছেলেমেয়েরা ঝোপজঙ্গলের আড়াল থেকে পাথর ছোঁড়ে না আমার দিকে? তুমি কি ভাবো আমি বুঝি না কেন কোনো কোনো রানশার চলে যাচ্ছে এই বেসিন ছেড়ে? নতুন কাউহ্যাণ্ডদের চাকরি দেয়ার নামে গানম্যানদের কেন ভাড়া করছ তুমি—বুঝি না? যদি জিজ্ঞেস করি, কেনাকাটার জন্য যখন স্টোরে যাই তখন শহরের লোকজন আমাকে দেখে চুপ হয়ে যায় কেন, তা হলে কী জবাব দেবে? যদি জানতে চাই, রাতের বেলায় ঘোড়া দাবড়ে কারা আসে তোমার সঙ্গে দেখা করতে, কাদের নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত নিজের অফিসে ফুসুরফাসুর করো, তা হলে কী বলবে?'

জেমসকে দেখে মনে হচ্ছে, পাথর কুঁদে বানানো একটা মূর্তি যেন সে। চোখের পলক পড়ছে না, চেহারা আবেগশূন্য, দম নিচ্ছে কি না তাতেও সন্দেহ জাগে।

'এমন একটা সময় ছিল,' বলে চলল জিনা, 'যখন গ্র্যাপ্পেল রানশের একজন রাইডার ছিল দূতের মতো। ওরা যেখানেই যেত, ওদেরকে দাম দিত লোকে, ওদের কথা শুনত। কেন, জানো? কারণ

বইঘর.কম

খাঁটি কাউবয় বলতে যা বোঝায়, ওরা ছিল তা-ই। খাঁটি কাউবয় না হয়ে উপায়ও ছিল না, কারণ তা না হলে চাকরিই দিত না বাবা। মনে পড়ে, একবার একদল ইণ্ডিয়ান এসে ফেরত দিয়ে যায় আমাদের তিনটা গরু? তখন ইণ্ডিয়ানদের চুরিচামারি বেড়ে গিয়েছিল এই এলাকায়, ওদেরকে দেখলেই গুলি চালাত রানশাররা, তারপরও গ্র্যাপ্পেল রানশের গরু নিয়েছে বুঝে জান হাতে নিয়ে এসে ওগুলো বুঝিয়ে দিয়ে যায় বাবার কাছে। মনে পড়ে? কেন করেছিল ওরা কাজটা, বুঝতে পারো?'

কিছু বলল না জেমস।

উঠে দাঁড়াল জিনা। 'ইণ্ডিয়ানদের চুরিচামারিতে অতিষ্ঠ হয়ে একসময় ওদেরকে গুলি করে মেরেছে এখানকার রানশাররা, কিছুদিন পর যখন গ্র্যাপ্পেল রানশের অত্যাচারে ধৈর্যহারা হবে ওরা, একই কাজ করবে আমাদের সঙ্গেও। তার আগেই এই রানশ ছেড়ে চলে যেতে চাই আমি।'

'মাত্র গতকাল কবর দেয়া হয়েছে ফ্রেডকে...' যন্ত্রচালিতের মতো বলতে শুরু করেই থেমে গেল জেমস।

ওর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল জিনা, যেন পর্যবেক্ষণ করছে চেহারাটা, যেন নতুন করে চেনার চেষ্টা করছে ভাইকে। কিন্তু, দু'চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি বাদে, ভাইয়ের কোনো পার্থক্য করতে পারল না সে প্রকাণ্ড একটা কাঠপুতুলের সঙ্গে। ধীরে ধীরে বলল, 'তুমি তা হলে বলবে না?'

'কী?'

'কীভাবে মারা গেল ফ্রেড?'

'না, বলার কিছু নেই।'

'তা হলে যাচ্ছি আমি। কেউ জিজ্ঞেস করলে বোলো, ভাই আর বোন দু'জনকেই একসঙ্গে হারিয়েছ তুমি।'

'থাকবে কোথায়? খাবে কী?'

'জানি না।'

বইঘর.কম
কার্তুজ

'আমি কিন্তু একটা সেন্টও দেবো না তোমাকে।'

'তোমার কাছ থেকে সেটা আশাও করি না।'

'একবার যদি বেরিয়ে যাও, গ্র্যাপ্লেলের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে তোমার জন্য। যদি কখনও ফিরে আসো, দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়া হবে তোমাকে।'

'এর বেশি আর কী করতে পারো তুমি?' উল্টো ঘুরল জিনা, ফোঁপানি চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

'বার বার বলছি মাত্র গতকাল দাফন করা হয়েছে ফ্রেডকে, তারপরও...'

'আমিও বোধহয় বলেছি আমার কাছে এক বছর আগেই মারা গিয়েছিল ফ্রেড। যে বা যারা সন্ত্রাস আর পেশীশক্তিকে নিজের পৌরুষ জাহির করার উপায় বলে মনে করে, যেদিন থেকে মনে করে ওরা কথাটা, সেদিনই মারা যায়। কথাটা আমার না, বাবার।'

'তত্ত্বকথা শোনাচ্ছ মনে হয়?'

'না, অত জ্ঞানী আমি না। যদি হতামও, সে-জ্ঞান তোমাকে দিলে উলু বনে মুক্তো ছড়ানো হতো। ...একটা উপকার করতে পারবে?'

'কী?'

'একটা বাকবোর্ড আর একজন লোক দিতে পারবে? নইলে হেঁটে শহরে যেতে হবে আমাকে।'

'এ-ই তা হলে তোমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদায় হও আমার চোখের সামনে থেকে।'

আর কিছু বলল না জিনা, দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কখন যেন মরে গেছে ফোঁপানিটা। জ্বালা করছে দু'চোখ, কিন্তু কান্নাটা আসি আসি করেও আসছে না। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে—পা দুটো ভারী হয়ে গেছে যেন, অনুভূতিশূন্য হয়ে গেছে ভেতরটা, অদ্ভুত এক ধুকপুকানি টের পাচ্ছে বুকে।

বইঘর.কম

নিজের ঘরে, জামাকাপড় আর টুকটাক জিনিস যখন গুছিয়ে নিচ্ছে, হঠাৎ করেই টের পেল, কাঁদছে সে। টপটপ করে পানি পড়ছে চোখ দিয়ে, অথচ গলার কাছে শক্ত কোনোকিছুর আটকে থাকার অনুভূতিটা নেই। কিছুক্ষণ কাঁদবার পর চোখ মুছল, শেষবারের মতো দেখে নিল নিজের জিনিসগুলো, তারপর বন্ধ করল সুটকেসটা। টের পেল, আবারও ভিজে যাচ্ছে দু'চোখ।

কেন কাঁদছে সে? ফ্রেডের জন্য? না। একটু আগে বলেছে ওর কাছে এক বছর আগেই মারা গেছে ফ্রেড, এবং কথাটা উপলব্ধি করেছে বলেই বলেছে। জেমসের জন্য কাঁদছে? মোটেও না। ওর জন্য লোকটা থেকেও না থাকার সমান। ওর কাছে বিগ জেমস ল্যাকারি নামটা একটা জীবন্ত বিভীষিকার মতো। ফ্রেডের জন্য কিছুটা দরদ ছিল জিনার, কিন্তু জেমসের জন্য হয়তো সেটাও নেই।

জিনা কাঁদছে, কারণ, গ্র্যাপ্পেল ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে ওকে। এখানে জন্মেছে সে, বড় হয়েছে এখানে—এখানকার কত মধুর স্মৃতি যে আছে ওর! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ স্মৃতিচারণ করল সে, তারপর ধপ করে বসে পড়ল সুটকেসের পাশে, ভেঙে পড়ল অঝোর কান্নায়।

বেশ কিছুক্ষণ পর নক করে গ্র্যাপ্পেলের এক রাইডার এসে ঢুকল ওর ঘরে, একনজর দেখল ওকে, একটা শব্দও উচ্চারণ না করে সুটকেসটা নিয়ে চলে গেল।

জিনা বুঝল, যাওয়ার সময় হয়েছে।

উঠে দাঁড়াল সে, ভালোমতো চোখ মুছল, নিজের বেডরুমের আয়নায় নিজেকে শেষবারের মতো দেখতে গিয়েও সামলে নিল।

লাভ কী? নিজের প্রতিবিম্বটা দেখলে সব হারানোর অনুভূতিটা আবার চেপে ধরবে।

ঝটপট চুল আঁচড়ে নিল সে, ধীরেসুস্থে নামল নীচে, গিয়ে দাঁড়াল লিভিংরুমের দরজায়। উজ্জ্বল ইণ্ডিয়ান কম্বল ঝুলছে এ-ঘরের দেয়ালে, মেঝেতেও বিছানো আছে বড় একটা। সোফার চামড়ার গদিগুলো বহুল ব্যবহারে দেবে গেছে, অনেক দিন পরিষ্কার না করায় কালো হয়ে

বইঘর.কম
কাতুজ

গেছে ফায়ারপ্লেস। এ-মুহূর্তে কোনো রাইডিংগিয়ার নেই ঘরে, তারপরও যেন ওগুলোর গন্ধ পাচ্ছে জিনা। গোবরাটে কয়েকটা মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল সে, টের পাচ্ছে স্মৃতি আবার বোঝা হয়ে চেপে বসছে মনে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরে এল আর দেরি না করে।

পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে জেমস। ওকে ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে একটা বাকবোর্ড, যে-লোকটা জিনার সুটকেস নিয়ে এসেছে সে চুপচাপ বসে আছে ড্রাইভিংসীটে, সিগারেট ফুঁকছে আর অপেক্ষা করছে। জিনার সোরেল গেল্ডিংটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে বাকবোর্ডের পেছনদিকে, তারমানে শহরে সম্পূর্ণ একা থাকতে হবে না ওকে—সঙ্গী হিসেবে নিজের ঘোড়াটা পাচ্ছে। সোরেলটার স্যাডল এবং অন্যান্য জিনিস রাখা আছে সুটকেসের পাশে।

জেমসের প্রতি বিন্দু পরিমাণ হলেও কৃতজ্ঞতা অনুভব করল জিনা।

'ফ্রেড মারা গেছে,' স্বাভাবিক গলায় বলল জেমস, 'বাবার উত্তরাধিকারী বলতে এখন শুধু তুমি আর আমি। এই রানশে তোমারও ন্যায্য হিস্যা আছে। কিন্তু যেভাবে সব ছেড়েছুঁড়ে চলে যাচ্ছ, নিজের পাওনা কখনও দাবি করবে বলে তো মনে হয় না।'

'করবো না। ভূমিলিপ্সা পেয়ে বসেছে তোমাকে, তোমার সে-লোভের তুলনায় আমার হিস্যাটা খুব সামান্য।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে জিনাকে দেখছে জেমস, বোনের এই স্বত্বত্যাগ আশ্চর্য করছে ওকে। কোমরে গানবেল্ট পরেছে সে, খুব সম্ভব কোথাও যাবে। 'হঠাৎ করেই দাবি ছেড়ে দিচ্ছ যে? সন্ন্যাসিনী হবে নাকি?'

জেমসের চোখে চোখ রাখল জিনা। 'সন্ন্যাসিনী হবো কি না? জানি না। তবে না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি—ধর্ম সেভাবে টানে না আমাকে। আবার হয়ে যেতেও পারি—ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে, বলো? তবে তোমার একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত—ফ্রেডের মতো মারা পড়বে তুমিও, এবং ঘটনাটা দেখতে হবে আমাকে। ততদিন পর্যন্ত

বইঘর.কম

একাই থাকো গ্র্যাপ্পেলে।' পোর্চের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল, উঠে বসল বাকবোর্ডে, সিগারেট ফুঁকতে থাকা লোকটা সিগারেট ফেলে দিয়ে সাহায্য করল ওকে।

ভাই-বোনের মধ্যে আর কোনো কথা হবে কি না, জানে না লোকটা, তাই অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। কিন্তু জেমসও কিছু বলল না, জিনাও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল না। যা বুঝবার বুঝে নিয়ে ঘোড়ার পাছায় আলতো করে লাথি মারল লোকটা।

চলতে শুরু করল বাকবোর্ড।

রানশ ছাড়িয়ে পথে উঠে এসেছে ওটা, আরও কিছুদূর যাওয়ার পর সব হারানোর অনুভূতিটা নতুন করে পেয়ে বসল জিনাকে। গ্র্যাপ্পেলের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে না তাকিয়ে পারল না সে।

সুবিস্তৃত বেসিনের পটভূমিতে ছবির-মতো-সুন্দর রানশটা ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ছোট হয়ে যাচ্ছে লগহাউস, লগবার্ন, কুকশ্যাক আর আস্তাবল। সাদা মেঘ চুইয়ে বেরিয়ে আসা বসন্তের-রোদ অদ্ভুত নকশা তুলেছে কাছের পাইনজঙ্গলে।

'থামো!' হঠাৎ বলে উঠল জিনা।

ঘোড়ার লাগামে টান দিল ড্রাইভিংসীটের লোকটা।

বাকবোর্ড থেকে নামল জিনা, বাঁধনমুক্ত করল নিজের ঘোড়াকে। স্যাডল পরাল, তারপর চেপে বসল জন্তুটার পিঠে। বলল, 'যেভাবে যাচ্ছিলে যাও। শহরে গিয়ে আমার নামে ফ্রি উইণ্ড হোটেলে রেখে দিয়ো সুটকেসটা, পরে খুঁজে নেবো আমি।' আর কিছু না বলে বুট দিয়ে আলতো খোঁচা মারল সোরেলের পেটে।

পরিচিত নির্দেশ পেয়ে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা।

একটা ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে জিনা, বাতাস যাতে উড়িয়ে নিয়ে না যায় ওর হ্যাট সেজন্য একহাত দিয়ে চেপে ধরে আছে সেটা। এখন আর একবারও পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না। টের পাচ্ছে, গ্র্যাপ্পেল থেকে যত দূরে যাচ্ছে, সব হারানোর অনুভূতিটা তত ফিকে হচ্ছে যেন। এবং ঠিক ততটাই চাঙা হচ্ছে নিজের আত্মসম্মানবোধ।

বইঘর.কম
কার্তুজ

ব্ল্যাক হিলস শহরে নিজের জন্য কোনো একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারবে সে নিশ্চয়ই।

তিন

দু'দিন কেটে গেছে।

যারপরনাই হতাশ জিনা। পাগলের মতো কাজ খুঁজছে সে, কিন্তু কাজের যেন কোনো সুযোগই নেই ব্ল্যাক হিলসে। শহরের লোকদের মনে দয়ামায়া নেই এমনটা না, বরং কেউ কেউ অতি দয়ালু। যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে, সান্ত্বনার বাণী শুনতে হচ্ছে ওকে; কিন্তু প্রত্যুত্তরে মেয়েটা যখন বলছে, 'গ্র্যাপ্পেল ছেড়ে এসেছি আমি চিরতরে, পেট চালানোর মতো একটা কাজ চাই,' তখন ঝুলে পড়ছে সান্ত্বনার-বাণী-শোনানো লোকগুলোর মুখ, বিড়বিড় করে কী যেন বলতে বলতে আর তাকাচ্ছে সরিয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে সরে যাচ্ছে প্রায় সবাই। কেউ কোনো প্রশ্ন করছে না, কারণ গ্র্যাপ্পেলের ব্যাপারে অনেককিছুই জানা আছে সবারই।

জিনার মনে হচ্ছে, বন্ধুত্ব আর সহানুভূতির মুখোশ পরে আছে যেন শহরের সবাই। মনে হচ্ছে, খরস্রোতা নদীতে নেমে পড়েছে সে, সাঁতার কাটতে হচ্ছে স্রোতের প্রতিকূলে। টের পাচ্ছে, জীবন কত কঠিন, বাস্তব কত নিষ্ঠুর।

পৃথিবীতে ভালো-খারাপ দু'রকমেরই মানুষ সবসময় ছিল, সবসময় আছে এবং সবসময় থাকবে। ব্ল্যাক হিলসের যারা ভালো, যাদের মনে জিনার প্রতি বন্ধুত্ব আর সহমর্মিতা আছে তারা বলছে, 'কোনো চিন্তা কোরো না, ফ্রি উইণ্ডে নিখরচায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি

বইঘর.কম

তোমার।' যারা খারাপ তারা জিনার কথা শুনে উদাস দৃষ্টিতে কী যেন ভাবছে, কিছুক্ষণ পর কুঁতকুঁতে চোখে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে অশ্লীল হেসে বলছে, 'কী আর বলবো বলো...ইচ্ছা করলে আমার বাড়িতে থাকতে পারো, কিন্তু আমার বউটা সাংঘাতিক বদমেজাজী, ওকে সমঝে চলতে হবে, আর মাঝেমধ্যে গতর খাটাতে হবে একটু।'

জিনার ইচ্ছা করে, ঠাস করে চড় বসিয়ে দেয় খারাপ লোকগুলোর গালে, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে পারে না। ইচ্ছা করে, থু করে থুতু ছিটায় ওদের চেহারায়, কিন্তু পরে কী থেকে কী হয়ে যাবে ভেবে সামলে নেয় নিজেকে। টের পায়, দিন যত যাচ্ছে ওর অস্থিরতা আর হতাশা তত বাড়ছে যেন।

সে কারও দয়া চায় না, কাজ চায়—শুনে হাসে শহরের লোকেরা। যাদের হাস্যরস কম, তারা ঠোঁটটা একটু বাঁকায়, পরক্ষণে নিজেদের সামলে নিয়ে একগাদা উপদেশ দেয় ওকে।

'স্কুলটিচার হবে?' জিনার ইচ্ছার কথা শুনে পাল্টা প্রশ্ন করে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে কেউ কেউ। 'সম্ভব না। কারণ আমাদের স্কুলে একজন শিক্ষিকা আছে, আরেকজনকে দরকার নেই আপাতত। যে আছে তাকেই বেতন দিতে পারি না ঠিকমতো, নতুন কাউকে নেয়া মানে...

বড় একটা স্টোরের মালিক মিক ওলসন জিনার আবেদন শুনে বলল, 'তুমি! তুমি কাজ করবে? বয়স যত বাড়ছে আমার, কানে তত উল্টোপাল্টা শুনছি নাকি?'

'হ্যাঁ, আমি কাজ করবো। অসুবিধা কী?'

'বিগ জেমসের বোন কাজ চাচ্ছে—অসুবিধাটা কী, বুঝতে পারছ না?'

'কিন্তু মিস্টার ওলসন,' জিনার কণ্ঠে যেন আকুতি, 'গত কয়েক মাস ধরে আপনি বলছেন ভালো একজন হিসাবরক্ষকের দরকার আপনার, একা সবদিক সামলাতে পারছেন না। অন্তত বুককিপিং-এর দায়িত্বটা ছেড়ে দিন আমার উপর?'

বইঘর.কম
কাতুজ

'বুককিপিং? তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি। কেন, সমস্যা কোথায়? বাবা মারা যাওয়ার পর গ্র্যাপ্লেলের বুককিপিং-এর কাজ তো আমিই করতাম।'

'সহজ একটা কথা বুঝতে পারছ না তুমি, জিনা। রানশের বুককিপিং করা আর স্টোরের বুককিপিং করার মধ্যে পার্থক্য অনেক। তোমাদের শুধু গরুবাছুরের হিসাব। আর আমার স্টোরে? কম্বল থেকে শুরু করে বোতাম, পিস্তল-রাইফেলের বুলেট থেকে শুরু করে ময়দা—কী নেই? ...না, তোমাকে দিয়ে হবে না।'

'মানলাম প্রথম প্রথম একটু সমস্যা হবে, কিন্তু দেখবেন সব শিখে নেবো ঠিকমতো। মন দিয়ে কাজ করবো, ফাঁকি দেবো না কখনও।'

'তারপরও কাজটা দেয়া যাবে না তোমাকে।'

'কেন?'

'কারণ তুমি একটা সুন্দরী মেয়েমানুষ।'

'তো?'

'আমার বউ মরেছে বেশ কয়েক বছর আগে, এখন তোমাকে যদি আমার স্টোরে নিয়ে গিয়ে কাজের বিনিময়ে থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা করি, শহরের লোকেরা কী বলবে?'

প্রশ্নটার জবাব জানা থাকার পরও দিতে পারল না জিনা।

'তারচেয়ে বরং,' মেয়েটার অসহায়ত্বে খারাপ লাগল মিস্টার ওলসনের, 'একটা প্রস্তাব দিই, ভালো লাগুক অথবা খারাপ লাগুক মন দিয়ে শোনো। কিছু টাকা দিই তোমাকে, এমনিতে নিতে না চাইলে ধার হিসেবেই নাও না-হয়; পারলে শোধ করে দিয়ো পরে, আর না পারলে কোনো দাবি থাকবে না আমার।'

মাথা নিচু করে মিস্টার ওলসনের সামনে থেকে সরে এল জিনা।

ব্ল্যাক হিলস ছোট শহর না। কিন্তু মেয়েটার মনে হচ্ছে, এখানে থাকার কোনো জায়গা নেই ওর, করে খাওয়ার মতো কোনো কাজ নেই। এখানে থাকতে হলে হয় কারও দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে ওকে, নইলে...

বইঘর.কম

দ্বিতীয় পথটা কল্পনা করলেও ঘৃণায় গা রি রি করে ওঠে ওর।

তাই সময় যত যাচ্ছে, নিজের উপর তত বিরক্ত হচ্ছে সে। ও-রকম হুট করে গ্র্যাপ্পেল ছেড়ে চলে না এলেই কি ভালো হতো? অল্প কিছু ডলার আছে সঙ্গে, আস্তে আস্তে ফুরিয়ে আসছে সেগুলো। সব টাকা শেষ হয়ে যাওয়ার পর কী হবে? বাধ্য হয়ে ফিরে যেতে হবে রানশে? কিন্তু...জেমস বলেছে গ্র্যাপ্পেলের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে জিনার জন্য।

মেয়েটা টের পাচ্ছে, একটা ভয়, বলা ভালো একটা আতঙ্ক যেন পেয়ে বসছে ওকে।

একটা দোতলা বাড়ির ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে সে এখন, কী করা যায় ভাবছে। পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখে নিল। তারপর ওটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে তাকাল শহরের প্রধান সড়কের দিকে। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে, তারপরও রোদের তেজ যথেষ্ট, বলতে গেলে খালিই রাস্তাটা—বেশিরভাগ লোক দিবানিদ্রা সেরে নিচ্ছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরল জিনা, হোটেলের দিকে এগোচ্ছে। খিদায় চোঁ চোঁ করছে পেট, কিন্তু নিজের হোটেলকামরায় গিয়ে শুয়ে পড়বে এখন—টাকা বাঁচানোর জন্য লাঞ্চ বাদ দিয়েছে।

কয়েক কদম গিয়েছে মাত্র সে, এমন সময় কে যেন বলে উঠল পেছন থেকে, 'কয়েক বছর আগে শেষ যখন দেখেছিলাম তোমাকে, এত লম্বা ছিলে না তুমি।'

ঘুরে তাকানোর আগেই হেসে ফেলল জিনা—ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের কণ্ঠ চিনতে পেরেছে। থামল সে, ঘুরল।

এগিয়ে এসে ওর একটা হাত ধরল ম্যাক্সওয়েল, মিটি মিটি হাসছে। পাশাপাশি হাঁটতে লাগল দু'জনে। কালো একটা হ্যাট পরেছে ডাক্তার, একদিকে কাত হয়ে আছে সেটা। আজ শেভ করেছে সে, বরাবরের মতো অতটা বুড়ো লাগছে না ওকে; এবং দেখে মনে হচ্ছে মদ খায়নি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর ম্যাক্সওয়েল বলল, 'কী শুনছি এসব?

বইঘর.কম
কার্তুজ

তুমি নাকি শহরে থাকার পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে চাচ্ছ?'

'ঠিক। কিন্তু কতদিন থাকতে পারবো জানি না।'

'কেন?'

'কারণ হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছি, কেউ দিচ্ছে না।'

'কেন?'

'কারণ আমি একটা মেয়ে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ম্যাক্সওয়েল বলল, 'তোমার হঠাৎ কাজেরই বা এত দরকার পড়ল কেন?'

ঘাড় ঘুরিয়ে ডাক্তারের চোখে চোখ রাখল জিনা। 'গ্র্যাপ্পেল ছেড়ে চলে এসেছি আমি...ফিরে যাবো না কখনও।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ম্যাক্সওয়েল, হাত ধরে টেনে মুখোমুখি দাঁড় করাল জিনাকে, আপাদমস্তক দেখল মেয়েটাকে। 'কখনও ফিরে যাবে না?'

মাথা ঝাঁকাল জিনা, কিছুটা লাল হয়ে গেছে দু'গাল। 'অন্তত জেমস যতদিন বেঁচে আছে ততদিন না। যা শুরু করেছে সে, যে-কোনো সময় মারা পড়তে পারে প্রতিপক্ষের গুলিতে। ওর সঙ্গে থাকলে আমাকেও মরতে হবে।'

ম্যাক্সওয়েল কিছু বলল না, কী যেন ভাবছে আনমনা হয়ে।

'সে-রাতে যা ঘটেছে আমাদের রানশে, তার জন্য আমি দুঃখিত, আঙ্কেল ম্যাক্স। আসলে...

জিনার দিকে তাকাল ম্যাক্সওয়েল। 'দোষ যে আমারও নেই, তা-ও কিন্তু না। তখন কিছুটা হলেও মাতাল ছিলাম আমি।'

'তারপরও ফ্রেডের জন্য যা যা করা সম্ভব ছিল, করেছ তুমি। অথচ জানতে, ওসব করে কোনো লাভ হবে না শেষপর্যন্ত।'

আবার হাঁটতে শুরু করল দু'জনে, হোটেলে পৌঁছানোর আগপর্যন্ত থামল না, কোনো কথাও বলল না। ভেতরে ঢোকার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জিনা।

'একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম,' একটু ইতস্তত করে বলল

ম্যাক্সওয়েল।

'কী?'

'একটা গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছি আমি।'

'যেমন?'

'আজ থেকে বিশ বছর আগে একদিন তোমার মতোই এই শহরে এসে ঠাঁই নিয়েছিল মিসেস ওয়েস্ট, মানে আমার হাউসকিপার। তোমার মতোই সেদিন কেউ কোনো কাজ দিতে চায়নি ওকে, বরং কুপ্রস্তাব দিয়েছিল। আমি তখন বাঁচাই মহিলাকে। শহরের লোকদের পিছুকথা পাত্তা না দিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাই ওকে, ঘর গোছানো আর রান্না করার মতো সহজ কাজ দিই, তারপর বলতে গেলে নিখরচায় থাকার ব্যবস্থাও করে দিই অন্য একজায়গায়। কিন্তু এখন, একটা ঝামেলায় যখন জড়িয়ে গেছি আমি, যখন ওর সাহায্য দরকার, মুখের উপর আমাকে মানা করে দিয়েছে সে। বলেছে, করতে পারবো না কাজটা, পারলে অন্য কাউকে খুঁজে নাও।'

'কীসের ঝামেলা? কীসের কাজ?'

'এক লোকের নার্সিং করার দায়িত্ব নিতে বলেছিলাম। তখন রান্নাঘরে এঁটো থালাবাসন ধুচ্ছিল সে, কাজ শেষ না করেই নিজের শালটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল হুড়মুড় করে। পরের দিন মানা করে দিল মুখের উপর।'

'হাজার হোক সে তোমার হাউসকিপার, নার্স না,' মিসেস ওয়েস্টের পক্ষ নিল জিনা।

'কিন্তু একজন হাউসকিপারের কাজ কী? বাড়ির ভেতরে যে বা যারা আছে তাদের দেখাশোনা করা, নাকি?'

মৃদু হাসল জিনা। 'তোমার কথাটা মনে হয় কৌশলগত দিক দিয়ে ঠিক। কিন্তু...ঝামেলাটা কী বললে না তো? আর রোগীটাই বা কে?'

'রোগীটা কে বলতে পারলাম না, কারণ লোকটাকে চিনি না আমি। এখন পর্যন্ত কথা হয়নি ওর সঙ্গে, তাই নামধামও জিজ্ঞেস করতে পারিনি। আর ঝামেলা বলছি কারণ, গত পরশু রাতে কারা যেন

বইঘর.কম
কাতুজে

আমার পেছনের দরজায় ফেলে দিয়ে গেছে ওকে, তবে তার আগে ইচ্ছামতো পিটিয়েছে। ওকে সুস্থ করতে বলেছে, তারপর নাকি আবার পেটাতে আসবে। এখন দেখো, ডাক্তার হিসেবে লোকটাকে সুস্থ করা আমার দায়িত্ব, কিন্তু শুধু একজনকে নিয়ে পড়ে থাকলে কি চলবে? মিসেস ওয়েস্ট তো সোজা মানা করে দিল। শহরের আরও কয়েকজন মহিলাকে বলেছিলাম কাজটা করতে, কিন্তু হঠাৎ করেই যেন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই। বাচ্চা সামলাতে মনোযোগী হয়ে উঠেছে কেউ কেউ, কেউ কেউ আবার সামলাচ্ছে নিজেদেরকে—কয়েক মাস পর বাচ্চা পয়দা করবে কিনা,' নাক টানল ম্যাক্সওয়েল। 'আসলে আমার মনে হয় সব দোষ ওই মিসেস ওয়েস্টের। গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে সে অপরিচিত লোকটার নামে, ঘাবড়ে গেছে শহরের মহিলারা, অথচ ওই লোকের সার্বক্ষণিক শুশ্রূষা দরকার। ...কী করা যায়, বলো তো?'

জিনা বুঝতে পারছে, আসলে ওকে নার্সিং-এর কাজটা নিতে বলছে ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল; সরাসরি বলতে পারছে না, তাই এত ভূমিকা করছে। মিষ্টি করে হাসল সে, টের পেল খানিকটা দুষ্টুমি পেয়ে বসেছে ওকে। 'আমার সন্ধানে একজন নার্স আছে। কিন্তু...'

'কিন্তু?' দেখে মনে হচ্ছে কিছুটা যেন দমে গেছে ম্যাক্সওয়েল।

'কিন্তু মেয়েটা এই বেসিনের সবচেয়ে অনভিজ্ঞ নার্স। ওকে যদি কাজ দিতে চাও, শিখিয়েপড়িয়ে নিতে হবে।'

'তা না হয় নিলাম। কিন্তু মেয়েটা কে?'

'আমি।'

'কিন্তু...' নিমরাজি হওয়ার ভান করছে ম্যাক্সওয়েল, 'আগেই বলে রাখি, বিপদ হতে পারে। ওই লোকগুলো যদি ফিরে আসে, যদি অপরিচিত লোকটার গায়ে হাত তোলে...

'তাতে আমার কী? আমাকে তুমি নার্সিং-এর কাজ দিচ্ছ, মারামারির দায়িত্ব নিতে বলছ না নিশ্চয়ই?'

কিছু বলল না ম্যাক্সওয়েল, তাকিয়ে আছে জিনার দিকে।

বুড়ো ডাক্তারের কাঁধে একটা হাত রাখল মেয়েটা। 'তা হলে

একটা কাজ পেলাম আমি শেষপর্যন্ত? যাক, চিন্তা দূর হলো কিছুদিনের জন্য। আজ সন্ধ্যায় ডিনার করার পর আমার মালসামান নিয়ে চলে যাবো তোমার বাসায়। হোটেলে থাকাখাওয়ার খরচ বেশি হয়ে যাচ্ছে আমার মতো একটা বেকারের জন্য।'

'ঠিক আছে, এসো। কিন্তু মনে রেখো, কাজটা খণ্ডকালীন। লোকটা যদি মারা যায়, অথবা সুস্থ হয়ে চলে যায়, তোমার চাকরি শেষ। তখন ইচ্ছা হলে অন্য কোনো ব্যবস্থা করে নিতে পারো নিজের জন্য, অথবা শিক্ষানবীশ হিসেবে থেকে যেতে পারো আমার সঙ্গে। ...এখন আসি তা হলে। গলাটা শুকিয়ে গেছে, জলদি গিয়ে ঢুকতে হবে সেলুনে। কয়েক রাউণ্ড হুইস্কি না হলে আর চলছে না।'

কিছুক্ষণ পর।

বারে বসে আছে ম্যাক্সওয়েল। ওর দিকে এগিয়ে এল বারটেণ্ডার, হুইস্কির একটা বোতল নামিয়ে রাখল সামনে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনে ঝুঁকল ম্যাক্সওয়েল, আনমনা হয়ে আছে। ঝুঁকে বসার কারণে পেটে কিছুটা ব্যথা পাচ্ছে—ভেস্টের নীচে, কোমরের বেল্টে গুঁজে রেখেছে একটা কোল্ট। এতদিন এসব বহন করত না সে, কিন্তু গ্র্যাপ্লেলের ঘটনাটার পর থেকে সঙ্গে রাখছে বেশিরভাগ সময়।

বোতল থেকে ছোট্ট একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢালল ম্যাক্সওয়েল, একা একাই খাচ্ছে। কেউ কেউ আছে সঙ্গী না থাকলে পান করতে পারে না, ওদের মতো না সে। শহরের লোকদের কাছে সে শুধু প্রয়োজনের সময়ের মানুষ, এমনিতে ওকে ঘাঁটায় না কেউ। এবং ব্যাপারটা ভালো লাগে ওর—নিজের একাকীত্ব উপভোগ করে। ড্যান্সফ্লোরে খদ্দেরদের সঙ্গে খুনসুটি করছে কয়েকটা মেয়ে, ওদেরকে বিষদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখল সে। বারবণিতা আর তার খদ্দের—দু'জনকেই ভীষণ অপছন্দ ওর।

অপরিচিত লোকটাকে নিয়ে ভাবছে সে। কে ওই লোক? কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিল সে? কারা অত নিষ্ঠুরভাবে পেটাল ওকে?

বইঘর.কম
কাতুজে

বিগ জেমস ল্যাকারি কি জড়িত ঘটনাটার সঙ্গে?

শেষ প্রশ্নটার জবাব যদি হ্যাঁ হয়, তা হলে সন্দেহ নেই নিজের বোনকে ম্যাক্সওয়েলের বাসায় দেখতে চাইবে না জেমস। এবং দেখলে কী করবে সেটা অনুমান করতেও কষ্ট হয় না। হয়তো এত সব প্যাঁচঘোঁচের কারণেই মিসেস ওয়েস্ট বলেছিল, মারাত্মকভাবে আহত লোকটাকে বাড়িতে ঠাঁই দেয়াটা বিপজ্জনক। শুধু তা-ই না, লোকটার পকেটে সম্ভবত ফুটো পয়সাও নেই, চিকিৎসার খরচ বহন করতে পারবে কি না সে সন্দেহ।

না পারুক, গ্লাসটা আরেকবার ভরতে ভরতে ভাবল ম্যাক্সওয়েল, শুশ্রূষা করে যাবে সে ওই লোকের, পয়সা নেবে না। কেন যেন, ভাবতে গিয়ে আরেকবার টের পেল ম্যাক্সওয়েল, লোকটাকে পছন্দ করে ফেলেছে সে।

হুইস্কির বোতলটা অর্ধেকের কিছু বেশি খালি করার পর টের পেল, মাথাটা একটু টলছে যেন। উঠে দাঁড়াল, পকেট থেকে কয়েকটা ডলার বের করে দাম চুকাল, তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। হাঁটা ধরল নিজের বাড়ির উদ্দেশে।

বাড়িটা শহরের একপ্রান্তে। ম্যাক্সওয়েলের প্রতিবেশীদের সংখ্যা তাই খুব বেশি না। চেহারানকশার দিক দিয়ে ভালো না একতলা বাড়িটা। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে দেয়ালের বাইরের দিকের রঙ অনেক মলিন হয়ে গেছে, হঠাৎ দেখায় সন্দেহ জাগে কোনোকালে আদৌ রঙ করা হয়েছিল কি না। আর দশটা বাড়ির মতোই সদর-দরজাটা মুখ করে আছে বড় রাস্তার দিকে, কিন্তু আড়াআড়িভাবে দুটো তক্তা পেরেক দিয়ে লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সেটা। আসা-যাওয়ার উপায় এখন একটাই—রান্নাঘরের ছোট দরজাটা, যেটা মুখ করে আছে সরু গলির দিকে।

বাইরের দিকের দেয়ালের এককোনায় রঙ দিয়ে লেখা আছে: হিরাম ম্যাক্সওয়েল, এম.ডি.। লেখা আছে না বলে, লেখা ছিল বললে মানায় বেশি। রোদবৃষ্টির অত্যাচার সহ্য করতে পারেনি লেখাটা,

বাড়ির রঙের মতোই প্রায়-অদৃশ্য হয়ে গেছে। যারা নতুন আসছে শহরে তারা তাই জানে না, ব্ল্যাক হিলসেই নিজের প্রথম প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করে ম্যাক্সওয়েল। অনেকেই জানে না, এমনকী মিসেস ওয়েস্টও না, এককালে আর্মি মেডিকেল কোরে ছিল লোকটা। মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয় সে, সেনাবাহিনীর চাকরিটা হারায়।

ওর অফিসকামরার সঙ্গে ছোট একটা কন্সাল্টিংরুম আছে, বাড়িতে ঢুকে সোজা সেখানে হাজির হলো সে, বসে পড়ল নিজের চেয়ারে। মেডিকেল জার্নাল, ওষুধের শিশি, গাদা গাদা বই এবং আরও অন্যান্য হাবিজাবি জিনিস দিয়ে ঠেসে গেছে ঘরটা। এই বাড়তি ঘরটা করার ইচ্ছা ছিল না ওর, অফিসকামরাতেই রোগী দেখত সে আগে, কিন্তু একসময় বুঝতে পারে, যারা ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে তারা যে-কোনো কারণেই হোক একটু আড়াল চায়।

কন্সাল্টিংরুমের এককোনায় যেন মুখব্যাদান করে আছে অপারেটিং টেবিল আর ডেন্টিস্টের চেয়ারটা। ও-দুটোর উপর থেকে চোখ সরিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে অফিসকামরার দিকে উঁকি দিল ম্যাক্সওয়েল, অনায়াসে দেখতে পাচ্ছে চামড়ার সোফাটা, মদ খেয়ে যেখানে পড়ে থাকা ওর বিশ বছরের অভ্যাস।

আসলে এ-রকম ছন্নছাড়া ছিল না সে, নিয়তিই বদলে দিয়েছে ওকে। সেনাবাহিনীর চাকরিটা যাওয়ার পর ঘুরতে ঘুরতে ব্ল্যাক হিলসে চলে আসে সে, প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করে। কামাই নেহাৎ মন্দ ছিল না। একটুখানি গুছিয়ে নিয়েই দেখেশুনে ভালো একটা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই একটা ছেলেও হয়। ছেলের মুখ দেখে কসম খায় মনে মনে, আর কোনোদিন মদের বোতল ছোঁবে না।

আত্মপ্রতিজ্ঞাটা ছ'মাসের বেশি রাখতে পারেনি ম্যাক্সওয়েল। দুধের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে স্টোরে যাচ্ছিল ওর বউ, রাস্তায় হট্টগোল শুরু হয়ে যায় আচমকা, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুরু হয় গোলাগুলি, বারুদপোড়া ধোঁয়া সরে যাওয়ার পর দেখা যায় রাস্তায়

বইঘর.কম
কাতুজ

পড়ে আছে ম্যাক্সওয়েলের বউ আর ছেলে—ক্রসফায়ারে মারা গেছে দু'জনই।

খবরটা কেউ জানায়নি ওকে, কেউ না; গভীর রাতে এক রোগীকে যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে নিজের বাসায় এসে দেখে সে, সদর-দরজার সামনে পড়ে আছে লাশ দুটো।

ওর তখনকার অনুভূতির কথা ভুলেও স্মরণ করে না সে, এবং স্মরণ যাতে না হয় সেজন্য দুটো "মহৌষধের" আশ্রয় নেয়—হুইস্কি আর রাম। চৌকাঠের সঙ্গে পেরেক দিয়ে তক্তা গেঁথে আটকিয়ে দেয় সদর-দরজাটা, যাতে সেখান দিয়ে চলাচল করতে না হয় কখনও।

ঠক্ ঠক্ ঠক্!

কে যেন টোকা দিচ্ছে পেছনের দরজায়।

তন্দ্রা এসে গিয়েছিল ম্যাক্সওয়েলের, কিছুটা চমকে উঠে চোখ খুলল সে, পিটপিট করল কয়েকবার।

কে এসেছে? জিনা? এত তাড়াতাড়ি ডিনার করা হয়ে গেল ওর? নাকি সন্ধ্যা ঘনিয়েছে আগেই, টের পায়নি ম্যাক্সওয়েল?

চেয়ার ছেড়ে উঠল সে, আসলেই অন্ধকার হয়ে আসছে। খুঁজে খুঁজে একটা লণ্ঠন বের করল, জ্বালাল। দরজার বাইরে থাকা মানুষটা ইতোমধ্যে আরও কয়েকবার টোকা দিয়েছে।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলল ম্যাক্সওয়েল।

মিসেস ওয়েস্টকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জিনা।

কোনো কথা হলো না তিনজনের মধ্যে, ঘরে ঢুকেই স্টোভ জ্বালিয়ে কাজ শুরু করে দিল মিসেস ওয়েস্ট। গত পরশু রাতে চুরমার হয়েছে বাড়ির দ্বিতীয় এবং শেষ লণ্ঠনটা, নতুন আরেকটা কেনা হয়নি এখনও, তাই একটা মোমবাতি বের করে ধরাল ম্যাক্সওয়েল, ওটা কিছুক্ষণের জন্য মিসেস ওয়েস্টকে দিয়ে লণ্ঠনটা নিয়ে এগোল নিজের বেডরুমের দিকে। ওর পেছন পেছন যাচ্ছে জিনা।

বিছানায় শুয়ে থাকা লোকটাকে দেখল মেয়েটা সময় নিয়ে। ঘুমাচ্ছে লোকটা, গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

ভ্রূ কুঁচকে ডাক্তারের দিকে তাকাল জিনা। নিচু গলায়, অনেকটা ফিসফিস করে বলল, 'দেখে তো মনে হচ্ছে সাংঘাতিক মার খেয়েছে লোকটা।'

'হুঁ। ঘুসি মারা হয়েছে ওকে, লাথি হাঁকানো হয়েছে, এবং সবচেয়ে বড় কথা, ইচ্ছামতো চাবকানো হয়েছে।'

'সে...বাঁচবে তো?'

'যদি ঠিকমতো খায় আর ঘুমায়, তা হলে সম্ভাবনা আছে। আসলে এখন ওর অবস্থা হচ্ছে পূর্ণবয়স্ক শরীরওয়ালা একটা বাচ্চার মতো। বেহুঁশের মতো পড়ে থাকে সে, সময়ে সময়ে জ্ঞান ফিরে পায়, তখন সুপজাতীয় তরল খাবার খেতে দিই। সে কথা বলতে পারে কি না তা-ও জানি না, এখন পর্যন্ত একবারও কথা বলেনি আমার সঙ্গে—আগেও বলেছি। ঘুসির পর ঘুসি খেয়ে বুজে গেছে একটা চোখ, যখন জ্ঞান ফিরে পায় তখন অন্যটা দিয়ে কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। মাঝেমধ্যে প্রচণ্ড আক্রোশ দেখি আমি সে-চোখে। ভয়াবহ প্রতিশোধস্পৃহা আছে লোকটার মনে, এবং সে-স্পৃহা বাস্তবায়নের আগে সে মরবে না সম্ভবত। ...এবার বলো, আজব কিন্তু বিপজ্জনক এই লোকের নার্সিং-এর দায়িত্ব নেবে?'

'নেবো। ...একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?'

'কী?'

'কারা পিটিয়েছে লোকটাকে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ম্যাক্সওয়েল, গত পরশু রাতের ঘটনাটা বলল জিনাকে।

'ওদের কাউকে চিনতে পারোনি তুমি?'

'না। অন্ধকারে দেখিইনি কারও চেহারা।'

'কারও কণ্ঠ পরিচিত মনে হয়নি?'

'না।'

বিছানায় শুয়ে থাকা লোকটার দিকে আবার তাকাল জিনা। 'ইচ্ছা করলে ওকে মেরে ফেলতে পারত লোকগুলো, ইচ্ছা করলেই গুম করে

বইঘর.কম
কাতুজে

ফেলতে পারত ওর লাশ। কাজটা করল না কেন?'

'অজগরের কথা শুনেছ না? বড় বড় হরিণকেও পিষে মারতে পারে সে নিজের কুণ্ডলীর ভেতরে, কিন্তু শেষপর্যন্ত গিলে খেতে পারে না—চোয়াল যতখানি প্রসারিত করতে পারে, তার তুলনায় রড় হয়ে যায় হরিণটা। ওই গুণ্ডাগুলোর জন্য আমাদের এই লোক হয়তো সে-রকম কোনো হরিণ। আবার আরও একটা কারণ হতে পারে।'

'কী?'

'হয়তো উদাহরণ তৈরি করতে চেয়েছে ওরা—যে বা যারা বাধা হয়ে দাঁড়াবে ওদের পথে, তাদের কী পরিণতি হতে পারে, দেখাতে চায়। ...এবার এসো, ওষুধগুলো বুঝিয়ে দিই তোমাকে। কোন্‌টা কখন খাওয়াতে হবে, ভালোমতো শুনে রাখো।'

জিনাকে ওর কাজ বুঝিয়ে দিয়ে নিজের অফিসকামরায় ফিরে এল ম্যাক্সওয়েল, একটা মোমবাতি জ্বালাল, গিয়ে দাঁড়াল নিজের ডেস্কের কাছে।

গত প্রায় দশদিন ধরে আসা চিঠিগুলো জমে জমে ছোটখাটো একটা স্তূপের মতো হয়ে আছে। চিঠি খুব কমই পড়ে ম্যাক্সওয়েল, খামের গায়ে লেখা প্রেরকের নাম একনজর দেখেই ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দেয় সেটা। এবং বলতে গেলে কোনো চিঠিরই জবাব দেয় না।

করার মতো কোনো কাজ নেই আপাতত, তাই চিঠিগুলোর উপর নজর বুলাচ্ছে ম্যাক্সওয়েল। না, তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই মনে হচ্ছে, কিন্তু কেমন যেন আলস্য লাগছে, চিঠিগুলো ফেলতে ইচ্ছা করছে না। একটা খামের ভেতরে সাপ্তাহিক একটা পত্রিকা আছে, ওটার নিয়মিত গ্রাহক সে; খাম খুলে বের করল পত্রিকাটা, হেডলাইনগুলোর উপর চোখ বুলাচ্ছে। না, মারামারি-কাটাকাটির খবর ছাড়া তেমন কিছু নেই এখানেও। হতাশ হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, পত্রিকাটা দিয়ে এল জিনাকে—করার মতো কিছু না থাকলে অপেক্ষার কাজ খুব বিরক্তিকর মনে হয়।

বইঘর.কম

অফিসকামরায় ফিরে এসে মেডিকেলের নতুন একটা জার্নাল নিয়ে পুরনো সোফাটাতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল ম্যাক্সওয়েল। রান্নাঘর থেকে কোনো আওয়াজ আসছে না, তারমানে সাপার বানানোর কাজ শেষ করে চলে গেছে মিসেস ওয়েস্ট। খাবারগুলো প্রতিদিনের মতো টেবিলের উপর সাজিয়েও দিয়ে গেছে, না দেখলেও জানে ম্যাক্সওয়েল।

আপাতত ক্ষুধা নেই ওর। জার্নালটা পড়তে পড়তে ঘুমে জড়িয়ে আসবে দু'চোখ, এক-দেড় ঘণ্টা ঘুমানোর পর জেগে উঠে খাবার টেবিলে বসা যাবে জিনাকে নিয়ে।

ডাক্তারের বেডরুমে, রকিংচেয়ারটাতে আরাম করে বসে আছে জিনা, অপেক্ষা করছে। পুরো বাড়ি নিঝুম, পাশের সরু গলি কিংবা দূরের বড় রাস্তায় কোনো কোলাহল নেই। হাজারটা ভাবনা জাপ্টে ধরতে চাচ্ছে ওকে, জোর খাটিয়েও সেগুলোর কবল থেকে রেহাই পাচ্ছে না সে। এবং যখনই কোনো দুশ্চিন্তা পেয়ে বসছে ওকে, অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি জাগছে মনে, দুঃখভারাক্রান্ত হচ্ছে মন। এসব থেকে বাঁচার জন্য পত্রিকাটা টেনে নিল, মেলে ধরল চোখের সামনে।

প্রথম পৃষ্ঠার দুই কলাম জুড়ে একটা হেডলাইন দেখা যাচ্ছে:

ডিপ ফ্রস্ট পাহাড়ে জলাধার নির্মাণ করবে সরকার।

হেডলাইনটার দিকে একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল জিনা, আনমনা হয়ে পড়েছে।

খবরটার কি কোনো গুরুত্ব আছে?

আছে মনে হয়। কারণ ডিপ ফ্রস্ট পাহাড় ওদের বেসিনেই, বলা ভালো পাহাড়টাকে ধরা হয় এই বেসিনের সূচনাবিন্দু হিসেবে। প্রশ্ন হচ্ছে, হঠাৎ ওখানে জলাধার নির্মাণের ইচ্ছা হলো কেন সরকারের?

এমনিতে খবরের কাগজ তেমন একটা পড়ে না জিনা, কিন্তু এই খবরটা পড়তে লাগল মন দিয়ে। মোটামুটি যা জানা গেল তা হচ্ছে, ব্ল্যাক হিলস এবং সংলগ্ন অঞ্চলে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে

বইঘর.কম
কাতুজ

সরকার, যাতে রানশার এবং কৃষক দু'রকমের মানুষই সমানভাবে উপকৃত হয়। তবে কেমন হবে জলাধারটা, দরপত্রে অংশ নেয়ার কী কী শর্ত থাকবে ইত্যাদি বিষয়ে আগামী সংখ্যায় বিস্তারিত জানানোর কথা বলা হয়েছে।

"শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য" লেখাটা দেখে পাতা উল্টাল জিনা, কেন যেন একেবারে শেষের লাইনটায় আটকে গেল ওর দৃষ্টি:

তবে ওয়াশিংটনের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আভাস পাওয়া গেছে, এখনও এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। নানা গুজব ছড়ানো হচ্ছিল এ-বিষয়ে, সেসব থামাতেই এই উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে সরকার।

পত্রিকাটা রেখে দিয়ে রকিংচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জিনা, ম্যাক্সওয়েলকে রান্নাঘরে পাওয়া যাবে ভেবে গেল সেখানে। কিন্তু সেখানে না পেয়ে গিয়ে ঢুকল ডাক্তারের অফিসে। দেখল, একটা জার্নাল নিয়ে সোফায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ডাক্তার, ঘুমিয়ে গেছে।

বেডরুমে ফিরে এল জিনা, বসে পড়ল রকিংচেয়ারটাতে। আবার তুলে নিল পত্রিকাটা, দ্বিতীয়বারের মতো পড়তে লাগল খবরটা। মাঝামাঝি এসেছে, এমন সময় হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল একটা কথা, মনে হলো যেন দম আটকে আসছে ওর।

বুঝতে পারছে সে! সব আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে আসছে ওর কাছে। সরকার যদি পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, তা হলে যেসব জমিতে সহজে সেচ দেয়া যায়, সেগুলোর দাম বাড়তে শুরু করবে লাফিয়ে লাফিয়ে। জমি দখল করার জন্য শুরু হবে মারামারি। শুরু হবে যার যার জমিতে কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর প্রতিযোগিতা। রানশাররা মরবে, সুযোগ বুঝে ওদের জমি দখল করতে চাইবে কৃষকরা।

ডিপ ফ্রস্ট পাহাড় থেকে গ্র্যাপ্পেল বেশি দূরে না। জেমস আর ফ্রেড অনেক আগে থেকেই জানত, ওখানে জলাধার বানানোর কথা চিন্তা করছে সরকার। সেজন্যই কি কাউহ্যাণ্ডদের বদলে গানম্যান ভাড়া

করছিল ওরা গত কয়েক মাস ধরে? জোরজুলুম করে খেদিয়ে দিতে চাচ্ছিল কাছেপিঠের রানশারদের? গুজব আছে, কোনো কোনো রানশারকে পয়সার বিনিময়ে কিনে নেয়া হয়েছে ইতোমধ্যে। যাদেরকে পারেনি তাদের জন্য...তাদের জন্যই কি রাতদুপুরে নিজের অফিসে গুণ্ডামার্কা চেহারার একদল লোকের সঙ্গে গোপন বৈঠক করছে জেমস?

'পত্রিকাটা দেখতে পারি, ম্যা'ম?' গম্ভীর গলায় কে যেন বলল আচমকা।

ভীষণ চমকে উঠল জিনা, ভয়ে দাঁড়িয়ে গেল লাফ দিয়ে।

বিছানায় শুয়ে থাকা লোকটা কথা বলছে!

স্বাভাবিক হতে একটু সময় লাগল জিনার, টের পাচ্ছে বুকের ধুকপুকানি কমছে। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। একটা চোখ বুজে আছে এখনও, ভালো চোখটা অস্বাভাবিক সুন্দর—মণি কেমন লালচে-বাদামি রঙের; প্রাণের ছোঁয়া আছে সেখানে, সে-চোখ একদৃষ্টিতে দেখছে জিনাকেই।

'কী বললে?' জানতে চেয়ে বুঝল জিনা, বোকার মতো হয়ে গেছে প্রশ্নটা। তাই আবার জিজ্ঞেস করল, 'এই অবস্থায়...পড়াশোনা করাটা কি উচিত হবে?'

একটুখানি নড়ে উঠল লোকটা, অস্থিরতা প্রকাশ করল যেন, তারপর কাঁপা কাঁপা একটা হাত তুলে বলল, 'পত্রিকাটা, প্লিয।'

ওটা পড়ে গেছে মেঝেতে, ঝুঁকে তুলে নিল জিনা, বাড়িয়ে ধরল লোকটার দিকে।

মাথাটা একটুখানি নাড়ল লোকটা, বুঝিয়ে দিল নিজের হাতে নিয়ে পত্রিকা পড়ার মতো অবস্থা নেই ওর। বলল, 'একটু কষ্ট করে আমার চোখের সামনে ধরে রাখো, ম্যা'ম, আমি পড়ে নিচ্ছি।'

কথামতো কাজ করল জিনা। দেখছে, লালচে-বাদামি মণিটা নড়ছে থেকে থেকে, ছাপার অক্ষরে লেখা লাইনগুলো পড়ছে সময় নিয়ে।

'শেষের পৃষ্ঠা, ম্যা'ম, প্লিয,' কিছুক্ষণ পর বলল লোকটা।

বইঘর.কম
কাতুজে

পাতা উল্টিয়ে শেষের পৃষ্ঠাটা বের করে দিল জিনা। টের পেল, ওর মতোই শেষের লাইনটার উপর আটকে গেছে লোকটার দৃষ্টি, আনমনা হয়ে কী যেন ভাবছে সে। একটু পর ঘুরিয়ে নিল মাথাটা, তারমানে পড়া শেষ ওর। মুখের পাশের ব্যাণ্ডেজ কুঁচকে উঠল একটুখানি...হাসছে নাকি?

'ঘুম ভেঙেছে তোমার,' পত্রিকাটা সরিয়ে রাখতে রাখতে বলল জিনা, 'তারমানে তোমাকে খাওয়ানোর সময় হয়েছে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল লোকটা, খাঁকারি দিয়ে পরিষ্কার করল গলা। একটু আগের দৃষ্টিটা মরে গেছে, ওর ভালো চোখটাতে এখন কেমন বুনো আবেগ খেলা করছে। বলল, 'ম্যা'ম, ওরা যখন এখানে নিয়ে এল আমাকে, আমার সঙ্গে কোনো পিস্তল ছিল?'

উত্তরটা জানে না জিনা, তারপরও মাথা নাড়ল।

'একটা যোগাড় করে দিতে পারবে, প্লিয?'

জবাব দিল না জিনা। সে বুঝতে পারছে না, কী বলছে লোকটা।

মাথাটা আবার ঘুরিয়ে নিল লোকটা, দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। 'বিশ্বাস করো, একটা পিস্তলের খুব দরকার আমার।'

চার

একরোখা হিসেবে সুনাম আর দুর্নাম দুটোই আছে সিনেটর উইল গ্যানোনের। সে এমন একজন মানুষ, যে জিন্সের চেয়ে বাকস্কিনকে প্রাধান্য দিয়েছে জীবনের বেশিরভাগ সময়; এবং সে-কারণে ওর দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়েছে অনেকেই। নিজের অনেক কাজের কারণেই লোকের বাঁকা নজর সহ্য করতে হয়েছে ওকে। কিন্তু তাই বলে দমে

বইঘর.কম

যায়নি কখনও। সহজে দমার পাত্র না সে।

নিজের জীবনটাকে প্রভাবশালী একজন রানশারের চরিত্রে সীমাবদ্ধ রাখাটাকে ঠিক মনে করেনি গ্যানোন। যোগ দিয়েছে রাজনীতিতে, নিজের অফিস খুলেছে রাজধানী শহর ওয়াশিংটনে; এবং সময় যত গেছে, একটা রাজনৈতিক দলে তত সক্রিয় হয়েছে। নিজের এলাকার কৃষকদের চেয়ে রানশারদের প্রাধান্য দিয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যাতে সুবিধা হয় নির্বাচনের সময়। তাই বলে কৃষকদেরকেও ছেড়ে দেয়নি—প্রতিশ্রুতি আর আশ্বাস দিয়ে দিয়ে হাতে রেখেছে ওদেরকেও।

সম্ভবত গ্যানোন ছাড়া আর কেউ জানে না কীভাবে এত ফুলেফেঁপে উঠেছে ওর রানশ; এই তল্লাটে একমাত্র সে-ই পারে অন্য যে-কোনো রানশকে কিনে নিতে, অন্য যে-কোনো রানশারকে ঘুষ দিয়ে অথবা ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিতে। ওর দাপটে এই এলাকায় রাসলিং অনেক কমে গেছে আজকাল; কিন্তু কোনো এক রহস্যজনক কারণে বন্ধ হয়নি পুরোপুরি। এসব নিয়ে যখনই আপত্তি জানানো হয়েছে ওর কাছে, যারা অভিযোগ জানাতে গেছে তাদেরকে আস্ত শুয়োরের বারবিকিউ আর দেদারসে মদ খাইয়ে বিদায় করেছে—সমস্যার সমাধান না করেই মন জিতে নিয়েছে নিজ-এলাকার লোকদের।

গ্যানোনের সুন্দর-করে-ছাঁটা মোটা গোঁফে পাক ধরেছে, আভিজাত্য আরও বেড়েছে ওর চেহারার; যে-কোনো কারণেই হোক টেনেসির এই নিভৃত তল্লাটে ওর যাতায়াত বেড়েছে ইদানীং, আশপাশের রানশারদের কাছে ওর গ্রহণযোগ্যতা যাতে আরও বাড়ে সেজন্য ঢোলা ফ্রককোট আর কাউম্যান বুট পরতে দেখা যাচ্ছে ওকে। আগে চুরুট ফুঁকত, এখন মাটি-মানুষের সঙ্গে একাত্মতা দেখানোর জন্য পাইপ টানে প্রায়ই। আগে রাজধানী শহর থেকে যখন ফিরত নিজের ডব্লিউ.জি. রানশে তখন তেমন একটা বের হতো না, ইদানীং মাঝেমধ্যে কেন যেন টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে নিজের এলাকায়—কখনও

বইঘর.কম

একা, কখনও দলবলসহ।

মূলত পানির দামে কিনতে পেরেছিল বলেই এই লগ রিভার রেঞ্জ এত প্রিয় ওর কাছে। তখন সে ছিল টগবগে যুবক, টেনেসির নিউ আর্মি পোস্ট থেকে দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে ফ্রেইটিং ব্যবসা ফেঁদেছিল। নিজের জন্য একটা ঠিকানা নিশ্চিত করতে দশটা বছর অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় ওকে, এবং সেই সময়ে অনেক সাধ-আহ্লাদ বাদ দিয়ে পাই পাই করে টাকা জমায়। ওর সে-কষ্টের প্রতিদান দিতে কার্পণ্য করেনি ভাগ্য। জমানো সব টাকা নিয়ে লগ নদীর ধারে হাজির হয় সে একদিন, সঙ্গে ছিল নগণ্য পারিশ্রমিকের একদল মেক্সিকান মজুর। এলাকার লোকে আশ্চর্য হয়ে দেখে, বখাটে ছেলেছোকরা আর কোমরে-নিচু-করে-পিস্তল-ঝোলানো গানম্যানদের কীভাবে যেন সামলে নেয় গ্যানোন, গোড়াপত্তন করে নিজ সাম্রাজ্যের।

এরপর যাত্রা শুরু হয় ওর বুলহর্ন ক্যাটল কোম্পানির। আশপাশের রানশারদের কাছ থেকে পানির দামে গোমাংস যোগাড় করে চড়ামূল্যে নামীদামি শহরগুলোতে সরবরাহ করতে থাকে সে। সঙ্গে ফ্রেইটিং ব্যবসা তো ছিলই। আশ্চর্যের ব্যাপার, তখন ইণ্ডিয়ান আর মেক্সিকানদের উৎপাত বেড়ে গিয়েছিল অনেক, সমানে রাসলিং হচ্ছিল লগ রিভার রেঞ্জ আর সংলগ্ন ব্ল্যাক হিলস রেঞ্জে, কিন্তু বেশিরভাগ রানশার ক্ষতিগ্রস্ত হলেও গ্যানোনের তেমন কিছুই হয়নি। রসালো মোটা ঘাস আর অফুরন্ত পানি খেয়ে খেয়ে দিন দিন নধর থেকে আরও নধর হচ্ছিল ওর বাছুরগুলো। আগে শুধু কাঁটাতারের বেড়া আর দু'-একটা আউটার হাউস ছিল ডব্লিউ.জি.-তে, আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে শুরু করে কাউহ্যাণ্ডদের কোয়ার্টার্স, ব্ল্যাকস্মিথশেডসহ আরও কয়েকটা শেড, গোলাঘর, আস্তাবল, কুকশ্যাক। এবং একটা কটনউড আর একটা ওক গাছকে দু'পাশে রেখে মাঝখানে নিজের চমৎকার দোতলা বাড়িটা বানায় গ্যানোন। পাথরের বাঙ্কহাউসটা থেকে এক-দেড় শ' গজ দূর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিনন্দন একটা খাঁড়ি।

আজ রাতে ডিনারের পর অতিথিদের কাছে হঠাৎ করেই

বইঘর.কম

ক্ষমাপ্রার্থনা করল গ্যানোন, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দোতলায়, নিজের স্টাডিরুমে। মাঝেমধ্যে যখন একা থাকতে ইচ্ছা করে ওর, চলে আসে এ-ঘরে, বসে পড়ে দামি শ্যাম্পেনের বোতল আর চমৎকার নকশা করা একটা গ্লাস নিয়ে। এ-সময় সে যতটা না রানশার তারচেয়ে বেশি একজন সফল পুরুষ, এবং যতটা না সিনেটর তারচেয়ে বেশি একজন বাবা—ওর মেয়ে লিমা গ্যানোনের কাছে।

কিন্তু লিমা না, স্টাডিরুমে গ্যানোনের জন্য অপেক্ষা করছিল ওর ফোরম্যান বেন লেনর। ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দিল গ্যানোন, কোনো কথা না বলে এগিয়ে গেল নিজের ডেস্কের দিকে, একটা কোনা ঘুরে বসে পড়ল পুরু গদিওয়ালা চেয়ারে। গ্যানোনের কাছ থেকে এ-রকম আচরণ আশা করেনি লেনর, তাই কিছুটা থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু কিছু বলল না। সিনেটরের মেজাজমর্জি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে সে।

খাঁটি টেক্সান বলতে যা বোঝায়, লেনর ঠিক তা-ই। হ্যাটের নীচে বালিরঙা লম্বা লম্বা চুল, মাথাটা চোয়াল থেকে উপরের দিকে ক্রমশ সরু। চোখের দিকে তাকালে মনে হয় রক্তশূন্যতায় ভুগছে লোকটা। ধীরস্থির দৃষ্টিতে কোনো গভীরতা নেই। চওড়া কিন্তু চর্বিহীন চোয়াল নিঃশব্দ কর্তৃত্বের ভাব এনে দিয়েছে চেহারায়। শরীরের বাকিটা—গলায় বাঁধা ময়লা রুমাল থেকে শুরু করে ক্ষয়ে যাওয়া উঁচু হিলের বুট পর্যন্ত, গড়পড়তা কাউম্যানদের মতো। গ্যানোনের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা যতটা মালিক-কর্মচারীর, ঠিক ততটাই বন্ধুত্ব আর বিশ্বস্ততার।

চেয়ার ঘুরিয়ে বসল গ্যানোন, এখন ওটার পিঠে পড়ছে ডেস্কের-উপর-রাখা জ্বলন্ত লণ্ঠনের আলো। ওর জন্য একগাদা চিঠি আর হাবিজাবি কিছু কাগজ নিয়ে এসে ডেস্কে রেখেছে লেনর, নিজের দিকে সেগুলো টেনে নিল সে। প্রথম খাম থেকে বের হলো একটা পত্রিকা; এক ঝটকায় সেটা খুলল গ্যানোন, চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলোয়, মোটা সাদা ভ্রু'র নীচে ভাসা ভাসা চোখ দুটোয় ঝিলিক দিচ্ছে কৌতুক। পড়া শেষ করে ধীরেসুস্থে ভাঁজ করে রেখে দিল পত্রিকাটা, লেনরের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ঢং-এ বলল, 'তবে

বইঘর.কম
কাতুজ

ওয়াশিংটনের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আভাস পাওয়া গেছে, এখনও এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। নানা গুজব ছড়ানো হচ্ছিল এ-বিষয়ে, সেসব থামাতেই এই উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে সরকার।'

'কে লিখেছে রিপোর্টটা?' মুখ খুলল লেনর। 'ম্যাক ওল্ডারসন?'

'সম্ভবত। গত পাঁচ বছর ধরে আমার বিরুদ্ধে নামে-বেনামে বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন রিপোর্ট লিখছে সে। ওর কলম যতদিন চলবে, আমার বিরুদ্ধে লিখতেই থাকবে।'

'তবে এই রিপোর্টটা...নিরীহই বলা যায়, নাকি? তা ছাড়া এটাতে কারও নামও নেই।'

মুচকি হাসল গ্যানোন। 'একটা মানুষের গীবত কত আর গাওয়া যায়, বলো? এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো প্রমাণ ছাড়া লিখলে সুনামের চেয়ে দুর্নামই বেশি হয় রিপোর্টারের।' একটা সিগার ধরাল, বাকি খামগুলো ঘাঁটছে।

'আর কতদিন সহ্য করবে এসব?' ডেস্কের কাছে এগিয়ে এসেছে লেনর। 'পত্রিকাটা নিজের বলে যা খুশি তা-ই লিখতে থাকবে ওল্ডারসন?'

কিছু বলল না গ্যানোন।

'এ-রকম ছাড় দিতে থাকলে একদিন তো আমাদের ব্যাপারে সব ফাঁস করে দেবে লোকটা।'

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সুগন্ধী ধোঁয়া গিলল আর ছাড়ল গ্যানোন। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'শায়েস্তা তো করতে চেয়েছিলে লোকটাকে, কতখানি সফল হয়েছ?'

'সফল হইনি?'

'তুমিই বলো হয়েছ কি না।'

লাল হয়ে গেল লেনরের চেহারা। 'ঠিক আছে, মেনে নিলাম সফল হইনি। তা হলে অনুমতি দাও, সফলতা কাকে বলে দেখিয়ে দিই।'

'ঝুঁকিটা নেয়া ঠিক হবে কি না ভাবছি,' নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল গ্যানোন। 'টালি গিবসের কী খবর? এত মার

বইঘর.কম

খাওয়ার পর কী করবে লোকটা? চলে যাবে এই এলাকা ছেড়ে?'

'যদি আবারও চাবুকের বাড়ি খেতে না চায়, তা হলে চলে গেলেই ভালো করবে। ওর জায়গায় আমি থাকলে তা-ই করতাম।'

কোনো মন্তব্য করল না গ্যানোন। ফুরিয়ে এসেছে সিগারটা, ওটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে নতুন আরেকটা ধরাল।

পকেট থেকে সিগারেটের সরঞ্জাম বের করল লেনর, দ্রুত হাতে একটা সিগারেট রোল করে ধরাল। 'তুমি কী করবে এখন? তোমার ব্যাপারে নাক গলাতে দেবে ওল্ডারসনকে? নাকি...'

'দেবো।'

সিগারেট টানতে টানতে গ্যানোনকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখল লেনর। তারপর বলল, 'অনেক বছর ধরে তোমার কাছে চাকরি করছি আমি। তোমাকে মাঝেমধ্যে কী মনে হয় আমার, জানো? জুয়াড়ি। এবং প্রায় সব জুয়াতেই জিততে দেখেছি তোমাকে। কিন্তু এখন যে-খেলাটা খেলছ, সেটা কি ঠিক হচ্ছে? যদি সবকিছু জানাজানি হয়ে যায়, তা হলে তোমার অবস্থা কী হবে ভেবেছ?'

'ভেবেছি। কিন্তু সবকিছু জানাজানি হওয়ার আগেই যদি, যে বা যারা আছে ওল্ডারসনের সঙ্গে, তাদের সবাইকে একে একে পঙ্গু করে দিই আমি, তা হলে কী হবে?'

'গিবসের কথা বলছ? সে পঙ্গু হয়নি। পঙ্গু বানানোর মতো মার মারিনি আমরা ওকে, সে-রকম নির্দেশনা ছিল না আমাদের উপর।'

'আহ্, ধরে নাও বাতিলের খাতায় চলে গেছে গিবসের নাম। ওল্ডারসন এখন কী করতে পারে, সেটা বলো।'

'কী আর করবে সে? বেশির থেকে বেশি অস্ত্র ধরবে তোমার...বলা ভালো বিগ জেমসের বিরুদ্ধে। ব্ল্যাক হিলসের রানশারদের একত্রিত করে লড়াই শুরু করবে লোকটা। যদি সত্যিই করে কাজটা, সম্মুখসমরে না নেমে উপায় থাকবে না জেমসের। যতই পয়সা থাকুক না কেন বিশালদেহী লোকটার, এককভাবে বেশিদিন লড়তে পারবে না। শেষে দেখা যাবে একেক একর জমির দামে

বইঘর.কম
কাতুজ

একেকজন নতুন গানহ্যাণ্ড ভাড়া করে আনছে সে। সেটা কি সম্ভব ওর পক্ষে, বলো? ওকে যদি পাকড়াও করতে পারে ওল্ডারসন, ওর পেছনে কে আছে জানাজানি হতে চব্বিশ ঘণ্টাও লাগবে না।'

'সম্মুখসমর, না?'

'আমার বিবেচনায় তা-ই।'

'ধরো ছোটখাটো একটা গৃহযুদ্ধ লাগল। এবং সে-যুদ্ধে যেভাবেই হোক মারা পড়ল ওল্ডারসন। তা হলে?'

'তা হলে আমাদের অবস্থা হবে লাউ মানে কদু'র মতো।'

'মানে?'

'রানশারদের একবার যদি সংগঠিত করতে পারে ওল্ডারসন, ওর অনুপস্থিতিতে কেউ না কেউ নেতৃত্ব দেবেই।'

চেয়ার ছেড়ে উঠল গ্যানোন, এগিয়ে যাচ্ছে ফায়ারপ্লেসের দিকে। কাঠ দেয়া আছে ভেতরে, একটা ম্যাচকাঠি জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল ওগুলোতে। বাড়ন্ত আগুনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'আমার কত টাকা আছে, জানো?'

'না।'

'কয়েক মিলিয়ন। কী মনে করো—নিজের সম্মান আর সহায়সম্পত্তি বাজি ধরেছি মাত্র কয়েক হাজার ডলারের জন্য?'

জবাব দিল না লেনর।

উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে আগুন, ফায়ারপ্লেসের দিকে উল্টো ঘুরল গ্যানোন। আগুনের আলোয় অনেকখানি উদ্ভাসিত হয়েছে ঘরটা, চকচক করছে ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা চেস্টনাট কাঠের একটা বুকশেল্ফ। চকচক করছে গ্যানোনের চেহারাটাও। কোমরের পেছনে, আরামে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে দু'হাত বাঁধল সে; পায়চারি করল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেখো তো, ডেস্কের উপর রাখা ক্যালেণ্ডারে আজ কত তারিখ? চব্বিশ নাকি?'

'পঁচিশ,' শুধরে দিল লেনর।

'সামনের মাসের তিন তারিখে, মানে সোমবারে, ডিপার্টমেণ্ট অভ

বইঘর.কম

ইণ্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্সের একটা লোক আসবে ওয়াশিংটন থেকে। ইণ্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর ক্যারি বেন্টলের পক্ষ থেকে একটা চিঠি নিয়ে আসার কথা আছে লোকটার। তেমন গুরুত্বপূর্ণ না চিঠিটা, আবার ফেলনাও না। কী লেখা থাকবে সে-চিঠিতে তা-ও বলে দিচ্ছি। ক্যারি বেন্টলের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হবে আমাকে, ওর প্রতিনিধিকে যেন ঠিকমতো খাতিরযত্ন করা হয়, যে-কাজে পাঠানো হচ্ছে লোকটাকে সে-কাজে যেন যথাসম্ভব সাহায্য করা হয়। খাতির করবো আমরা, যত্নও করবো, যে-কাজে আসছে সে সে-কাজে সাহায্যও করবো। গাইড হিসেবে আমাদের একটা লোক, ভাবছি লিমাকেই দিয়ে দেবো ওর সঙ্গে। ওরা দু'জনে যাবে ইণ্ডিয়ান রিযার্ভেশনে, কথা বলবে মেজর স্টেলম্যান আর ইণ্ডিয়ান সর্দারদের সঙ্গে। আলোচনাটা যখন চলতে থাকবে তখন এমন ভাব করবো আমরা যেন কিছুই জানি না ওই ব্যাপারে। বুঝতে পারছ?'

মাথা ঝাঁকাল লেনর। 'বুঝলাম। কিন্তু আসল কথা কী?'

'এসব ব্যাপারে গত তিনটা বছর ধরে একটু একটু করে সুতো ছাড়ছি আমি। এবং ইতোমধ্যে সিকি মিলিয়ন ডলার খরচ হয়ে গেছে আমার, যার বেশিরভাগই গেছে দেশবরেণ্য সিনেটর ক্যারি বেন্টলের পকেটে। আমিই ঠেলেধাক্কিয়ে ইণ্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান বানিয়ে দিয়েছি লোকটাকে। আমার টাকা খেয়েছে সে, আমার কারণে গুরুত্বপূর্ণ একটা পদ পেয়েছে, বিনিময়ে কিছু কি দেবে না?'

'কী দেবে?'

'ওর পক্ষ থেকে আসছে যে-লোক সে চষে বেড়াবে ইণ্ডিয়ান রিযার্ভেশন, বিশেষ করে পুবের ভালো এলাকাগুলো। কাজ শেষে ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করবে, এত জায়গার দরকার নেই ইণ্ডিয়ানদের। দরকার আছে কি নেই সেটা বড় কথা না, বড় কথা হচ্ছে বেন্টলে'র পক্ষ থেকে ও-রকম একটা রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে কংগ্রেস, কারণ ওটা পাওয়ার পর পরই ইণ্ডিয়ান রিযার্ভেশন সঙ্কুচিত করার বিল পাস করা হবে। ...এবার কিছু বুঝতে পারছ?'

বইঘর.কম
কার্তুজ

'না।'

'আজ থেকে দশ বছর আগে এই এলাকায় ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা ছিল এখনকার চেয়ে কমপক্ষে বারো গুণ বেশি। আস্তে আস্তে কমছে ওদের সংখ্যা, আস্তে আস্তে বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ওরা আমাদের জন্য। ওদের থাকা-খাওয়া-পরার দায়িত্ব নিতে হয়েছে সরকারকে, আরও কিছু সুযোগসুবিধা দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। এই যে ব্ল্যাক হিলস পাহাড়ে জলাধার বানানোর কথা উঠেছে, এটাও কিন্তু মূলত ওদের জন্যই। সহজে পানি পেলে কী করবে ওরা? সহজে সেচ দিতে পারবে জমিতে। তখন চাইবে নিজেদের রিযার্ভেশনের নির্দিষ্ট কিছু জায়গা ছেড়ে সরে আসতে, জলাধারের কাছাকাছি থাকতে। তখন সরকার কী করবে? ঘোষণা দেবে, রিযার্ভেশনের কয়েক শ' একর জায়গা সংরক্ষণের দরকার নেই আর। ফলে ওসব জমি কেনাবেচা করতে আর কোনো বাধা থাকবে না। ...পানির দামে কে কিনে নেবে ওই জায়গা, সেটাও কি বলে দিতে হবে?'

'ওয়াশিংটন থেকে যে-লোক আসবে সে তা হলে...

'হ্যাঁ, আগে থেকেই শিখিয়েপড়িয়ে রাখা হয়েছে ওকে, কী রিপোর্ট দিতে হবে ওকে জানে সে।'

'কিন্তু মেজর স্টেলম্যান...'

মুচকি হাসল গ্যানোন। 'মেজর স্টেলম্যান? না, আমাদের কাজে কোনো বাধাই দেবে না সে। বাধা দিতে পারবে না আসলে।'

'বাধা দিতে পারবে না মানে?'

'মানে সে-ও পয়সার বিনিময়ে বিক্রি হয়ে গেছে আমার কাছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল লেনর, তারপর বলল, 'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। ইণ্ডিয়ান রিযার্ভেশনের কিছু জমির জন্য এত উতলা হয়েছ কেন তুমি? ওই জায়গার ধারেকাছে তো রেইলরোডও নেই যে...'

'আমি যদি ওই জায়গা পর্যন্ত রেইলরোড নিয়ে যেতে পারি?'

'তুমি! কীভাবে?'

বইঘর.কম

'সিনেটর ক্যারি বেন্টলে'র পরিবার রেইলরোড ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। শুধু শুধু ওকে সিকি মিলিয়ন ডলার গেলাইনি আমি।'

'কিন্তু...' ইতস্তত করছে লেনর, 'তারপরও কেন যেন সবকিছু পরিষ্কার হচ্ছে না আমার কাছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, বিশেষ কিছু একটা আছে সেই জমিতে। তা না হলে...

'ঠিকই বলেছ,' ফোরম্যানকে থামিয়ে দিল গ্যানোন, 'বিশেষ কিছু একটা আছে সেই জমিতে। কিন্তু সেটা কী, জানার সময় এখনও হয়নি তোমার। শুধু বলে রাখি, যারা সেগুলো সরবরাহ করতে পারছে, শুনেছি তাদের সবাই টাকার কুমির হয়ে গেছে। আমি সে-জিনিস শুধু সরবরাহই করবো না, আমার কাছ থেকে একতরফাভাবে কিনতে বাধ্য করবো সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে। দাঁও মারবো দু'দিক দিয়ে। ফেরত পাবো আমার বিনিয়োগ করা সিকি মিলিয়নের কমপক্ষে দশ গুণ বেশি ডলার।'

কিছু বলল না লেনর।

'কাজেই ওল্ডারসনের রিপোর্টের কারণে জনগণ যদি মনে করে জলাধার নির্মাণের পেছনে নেক নিয়ত আছে সরকারের, খারাপ কী? সেজন্যই ওকে একটু ছাড় দিতে চাচ্ছি আমি। পত্রিকার আগামী সংখ্যায় কী লেখে সে, দেখা যাক। আরেকটা কথা। কুকুর যদি মনে করে বেজির গর্তে ঢুকে পাকড়াও করবে ওটাকে, পারবে? গর্ত যখন বানায় বেজি, সেটার মুখ সবসময় দুটো রাখে, জানো তো?'

গ্যানোন কী বোঝাতে চেয়েছে বুঝতে পেরে নিঃশব্দে হাসল লেনর। 'তোমার তুলনা সম্ভবত তুমি নিজেই।'

ফোরম্যানের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে খুশি হলো গ্যানোন। 'ওল্ডারসনের সন্দেহ, বিগ জেমসের পেছনে আমি আছি। কিন্তু কথাটা প্রমাণ করতে পারবে না সে। প্রশ্ন হচ্ছে, গিবসও কি সেটা জানে? যদি জেনে থাকে এবং যদি জানানোর চেষ্টা করে এখানকার রানশারদের, ওকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবো আমি। এবং সেটা করতে সময় লাগবে না আমার।'

বইঘর.কম
কাতুজ

'কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে গিবসকে এত হালকাভাবে নেয়াটা ঠিক হচ্ছে না আমাদের। ওকে চিনি আমি।'

'ওকে আমিও চিনি। ওকে ভয় দেখানোর চেয়ে বেশি আর কিছু করার দরকার আছে বলে মনে করি না।'

গ্যানোনের একমাত্র যে-স্বভাবটা অপছন্দ করে লেনর তা হলো, একরোখামি। গিবসের ব্যাপারে লোকটার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, করিডরে কারও পায়ের আওয়াজ পেয়ে থেমে গেল।

দরজায় নক করল কেউ।

'ভেতরে এসো,' কোমল গলায় বলল গ্যানোন, মুহূর্তের মধ্যে বদলে ফেলেছে নিজেকে—বহুরূপী ক্যামিলিয়নের মতো।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ওর মেয়ে লিমা গ্যানোন, স্টাডিরুমে বাবার সঙ্গে রানশের ফোরম্যানকে দেখতে পেয়ে কিছুটা অপ্রতিভ হলো যেন। এগিয়ে গেল ফায়ারপ্লেসের দিকে, গ্যানোনের কাছে গিয়ে হাত রাখল লোকটার কাঁধে।

লেনর বুঝল, গ্যানোনের সঙ্গে আর কথা বলার সুযোগ হবে না আজ রাতে। মাথা ঝাঁকিয়ে স্টাডিরুম থেকে বেরিয়ে গেল সে, চলে যাওয়ার সময় টেনে দিয়ে গেল দরজাটা।

মেয়ের দিকে তাকাল গ্যানোন। উজ্জ্বল লাল রঙের চমৎকার একটা ইভনিংড্রেস পরেছে সে, দারুণ দেখাচ্ছে ওকে। ধবধবে ফর্সা না সে, গায়ের বাদামি রঙটা ওর মা'র মতো। দুরারোগ্য অসুখে ভুগতে ভুগতে অনেক আগে মারা গেছে ভদ্রমহিলা। মাকে হারানোর পর থেকে পুবের এক রেসিডেন্সিয়াল কলেজে থাকছে মেয়েটা, পড়াশোনা করছে সেখানে। ছুটিছাটায় দেখা করতে আসে বাবার সঙ্গে, কিছুদিন কাটায় একসঙ্গে।

মেয়ের সঙ্গে টুকটাক কিছু কথা বলল গ্যানোন, তারপর জানতে চাইল, 'এবারের ছুটি কেমন লাগছে?'

'প্রথম প্রথম ভালোই লাগছিল। কিন্তু এখন আর লাগছে না।'

বইঘর.কম

'কেন?'

'এ-ক'দিন আমার সঙ্গে ছিল টালি গিবস, আমার গাইডের ভূমিকা পালন করছিল। হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেল সে। গত কয়েকদিন ধরে কোনো খোঁজ নেই ওর। কথাটা বলি বলি করেও বলতে পারছিলাম না তোমাকে, কিন্তু আর চুপ করে থাকতে পারলাম না।'

চোয়াল শক্ত করল গ্যানোন। 'গিবস উধাও হয়ে যাওয়ায় ভালো লাগছে না? কেন? তোমার গাইডের ভূমিকা পালন করার মতো অনেক লোক আছে আমার রানশে।'

'কিন্তু ওরা কেউ গিবসের মতো না। ওকে ভালো লাগে আমার।'

গ্যানোন টের পাচ্ছে, চেহারার হাসিখুশি ভাবটা ধরে রাখতে পারছে না সে। বলল, 'লিমা, লোকটা সাধারণ একজন পাঞ্চার—আমাদের কর্মচারী। ওকে নিশ্চয়ই তোমার গাইডের ভূমিকা পালন করার জন্য বেতন দেয়া হয় না। তা ছাড়া তুমি বড় হয়েছ এখন, এ-এলাকার যেখানে খুশি সেখানে একাই যেতে পারো। এবং সেটা করাই উচিত তোমার, এখানকার প্রতিটা ইঞ্চি জায়গা চিনে রাখা উচিত।'

'বছরে দু'-একবার আসি আমি, আর এসেই দেখি নতুন কয়েক শ' একর জমি যুক্ত হয়েছে তোমার সম্পত্তির সঙ্গে। কাজেই গাইড না নিয়ে উপায় কী আমার, বলো?'

'তারপরও...কাজ করতে করতে দম ফেলার ফুরসত পায় না আমার রানশের লোকেরা, আর লেনরকে তো চেনোই—পান থেকে চুন খসলে গালমন্দ করে কিছু রাখে না ওর অধীনস্থদের। কাজে ফাঁকি দিয়ে তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর জন্য নিশ্চয়ই দিনের পর দিন ছুটি দিতে পারে না সে গিবসকে?'

'তা হলে আমার শিকার করা, মাছ ধরা আর ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ানোর কী হবে?'

'তুমি রাজি থাকলে লেনরকে বলে দিই, গিবসের চেয়েও ভালো

বইঘর.কম
কাতুজে

কাউকে দিয়ে দেবে সে তোমার সঙ্গে।'

'গিবসের চেয়ে ভালো কাউকে দরকার নেই আমার। আমি ওকেই চাই।'

'কেন?'

'কারণ এত বিরক্ত করেছি লোকটাকে, তারপরও কখনও বেজার হয়নি সে।'

আরেকদফা চোয়াল শক্ত হলো গ্যানোনের। 'কথাটা কি গিবস তোমাকে বলেছে?'

'না। আমিই বললাম।'

মাথা নাড়ল গ্যানোন। 'কিন্তু এই মুহূর্তে ওকে দিতে পারবো না আমি, লিমা—ভীষণ ব্যস্ত সে। লেনর রাজি থাকলে অন্য কাউকে...'

'গিবস কোথায় গেছে, বাবা?'

জবাব দেয়ার আগে মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল গ্যানোন, তারপর আরেকটা সিগার ধরাল। 'আমি আসলে...ঠিক জানি না। আসলে এসব লেনরের ব্যাপার, আমি কখনও মাথা ঘামাই না। ...রানশে নেই সে?'

বিরক্তিতে ভ্রূ কোঁচকাল লিমা। 'বললাম না, কয়েকদিন ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ওকে?'

দাঁতের ফাঁক থেকে সিগার বের করে ঠোঁট ওল্টাল গ্যানোন, কাঁধ ঝাঁকাল। 'তা হলে হয়তো কোনো লাইনক্যাম্পে গেছে। গ্রীষ্মকাল আসছে, আগেভাগেই সব গুছিয়ে না রাখলে পরে সময় পাওয়া যায় না। এসময় খুব দরকার পড়ে পাঞ্চারদের।'

'আমার কিন্তু মনে হয় লাইনক্যাম্পে যায়নি লোকটা।'

চুরুটে ঘন ঘন টান দিচ্ছে আর ধোঁয়া ছাড়ছে গ্যানোন, মেয়ের দৃষ্টি থেকে আড়াল করতে চাচ্ছে নিজের চেহারা। 'কথাটা কেন মনে হয় তোমার?'

'রানশের যাকেই জিজ্ঞেস করি গিবসের কথা, কিছু না জানার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সরে যায় আমার সামনে থেকে, টুঁ শব্দটা পর্যন্ত

বইঘর.কম

উচ্চারণ করে না। যারা কিছু বলে, তাদের একেকজন একেক কথা বলে; কারও কথার সঙ্গেই মিল নেই অন্য কারোরই। বুঝতে পারছি, গিবসের ব্যাপারে ক্রমাগত মিথ্যা বলা হচ্ছে আমার কাছে।'

'তুমি তা হলে আমার এক কর্মচারীর খোঁজ, আমারই অন্য কর্মচারীদের কাছ থেকে নিচ্ছ?'

'হ্যাঁ। কোনো সমস্যা?'

'তোমার জায়গায় আমি থাকলে করতাম না কাজটা।'

'কেন?'

'কারণ এসব করলে...ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। যাদেরকে জিজ্ঞেস করছ গিবসের কথা তারা অল্পশিক্ষিত লোক, তোমার কথার ভুল মানে করা তাদের জন্য খুব স্বাভাবিক।'

'ভুল মানে বলতে কী বোঝাচ্ছ? আমি যে গিবসকে পছন্দ করি সেটা?'

'হ্যাঁ।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাসল লিমা। 'এখানে ভুল বোঝাবুঝির কিছু নেই, বাবা। লোকটাকে আসলেই পছন্দ করি আমি।'

কঠোর হয়ে গেছে গ্যানোনের চেহারা, কঠোর হচ্ছে দৃষ্টি। মেয়ের সঙ্গে কথা বলার সময় কখনোই এ-রকম হয়নি ওর আজকের আগে। 'পছন্দ করো মানে কী?'

'যে-লোক তার কাজ ভালো বোঝে এবং পারে, তাকে যে-কেউ পছন্দ করতে পারে, ঠিক না? তা ছাড়া পুরো লগ রিভার রেঞ্জ আর ব্ল্যাক হিলস রেঞ্জ হাতের উল্টোপিঠের মতো চেনে লোকটা। ...একবার কী হলো, জানো? একটা জঙ্গলে পাশাপাশি বসে ছিলাম আমরা, একটা মা ভালুক তার শাবকদের মাছশিকার শেখাচ্ছিল, আর ঘটনাটা আমাকে দেখাচ্ছিল গিবস। একটা খাঁড়ি পুরো এক ঘণ্টা তোলপাড় করে ফেলে শাবক দুটো, কিন্তু একটা মাছও ধরতে পারেনি। পরে ওদেরকে তীরে রেখে পানিতে নামে মা ভালুকটা, কিছুক্ষণ চেষ্টা করেই বড় একটা মাছ ধরে ফেলে। ওটাকে তীরে, বড় একটা পাথরের উপর রাখে। কিন্তু

বইঘর.কম
কাতুজ

আশ্চর্য, মাছটা একবার শুঁকেই আরেক দিয়ে চলে যায় শাবক দুটো। তখন মা ভালুকটা...কী হলো, বাবা? রেগে যাচ্ছ কেন তুমি?'

'শাবকসহ ভালুক? গিবস একটা গাধা নাকি? এখানকার জঙ্গলের ভালুক কত ভয়ঙ্কর, জানে না সে?'

'জানে। এবং জানে বলেই ওর সঙ্গে সবসময় একটা রাইফেল ছিল সেদিন।'

'বাজে বোকো না! হিংস্র ভালুকের সামনে রাইফেল কিচ্ছু না। গিবসের মতো এত বড় একটা ছাগলকে চাকরি দিল কী করে লেনর, বুঝতে পারছি না। ফিরুক সে লাইনক্যাম্প থেকে, একটা ব্যবস্থা করতে হবে ওর।'

'বাবা, এত রেগে যাচ্ছ কেন বুঝতে পারছি না। কী হয়েছে?'

মেয়ের কথায় টের পেল গ্যানোন, আসলেই রেগে যাচ্ছে সে, তাই চট করে সামলে নিল নিজেকে, হাসল। 'কিছু হয়নি। অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি যারা নেয়, তাদের উপর ভরসা করতে পারি না আমি। গিবস হচ্ছে সে-রকম একটা লোক। ওকে আর কখনও দেখতে পাবে না তুমি। বুঝতে পেরেছ?'

সরু চোখে বাবার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর লিমা বলল, 'পেরেছি।'

রাত গভীর হয়েছে। নিজের স্টাডিরুমে গ্যানোন এখন একা।

জানালা খুলে দিয়ে লণ্ঠন নিভিয়ে দিয়েছে সে, আগুন উস্কে না দেয়ায় কমে গেছে ফায়ারপ্লেসের আলো। আধো আলো আধো অন্ধকারে ডেস্কের পেছনে, গদিওয়ালা চেয়ারটাতে হেলান দিয়ে, জানালার দিকে মুখ করে বসে আছে সে। মেঘঢাকা আকাশটা দেখছে, শ্যাম্পেনের বোতল থেকে নকশাওয়ালা গ্লাসটাতে একটু একটু করে শ্যাম্পেন ঢেলে খাচ্ছে, আর একমনে ভাবছে লিমার কথাগুলো।

গিবসকে পছন্দ করে মেয়েটা। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, উপযুক্ত সময়ে গিবসকে সরিয়ে দিয়েছে লেনর, তা না হলে...

বইঘর.কম

ভালোবাসায় বিশ্বাস করে না গ্যানোন, জীবনে কাউকে ভালোবাসেনি সে, এমনকী লিমার মাকেও না; সংসার করতে হয় বলে বিয়ে করেছিল ওই মহিলাকে। ওর অকালমৃত্যুতে যতটা না দুঃখ পেয়েছে, লিমাকে কে দেখবে ভেবে চিন্তিত হয়েছে তারচেয়ে অনেক বেশি। তারপরও সে জানে, ভালোবাসা খুব অদ্ভুত। এটা একটা রোগ, এর বৈশিষ্ট্য মহামারির মতো—কখন কাকে ধরে বসে আগে থেকে বলা মুশকিল।

এবং আজ রাতে লিমার ভাবভঙ্গি খুব একটা ভালো মনে হয়নি গ্যানোনের।

সে জানে, লেনর আর ওর লোকেরা আধমরা করে দিয়েছে গিবসকে; লিমার সঙ্গে কথা হওয়ার আগপর্যন্ত সে ধরেই নিয়েছিল নেমে গেছে ওর গলার-কাঁটা, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভুল হয়েছে ওর। টালি গিবসকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে এখন।

ভাবতে হচ্ছে লেনরকে নিয়েও। নিজের বেশকিছু পরিকল্পনার কথা লোকটার কাছে বলেছে গ্যানোন। যদি কোনো কারণে বিশ্বাসঘাতকতা করে লোকটা? কিন্তু...লেনরের কাছে সব কথা কি বলেছে গ্যানোন? সে কি বলেছে, ইণ্ডিয়ানদের রিযার্ভেশনের যে-জায়গা দখল করতে চাচ্ছে, সেখানে কল্পনার চোখে নিজের নামে একটা খনি দেখতে পাচ্ছে নিকট ভবিষ্যতে? দেখতে পাচ্ছে, বড় একটা শহর গড়ে উঠেছে ওই জায়গায়, যেখানে মিল আছে, ফ্যাক্টরি আছে, রেইলরোড আছে। সঙ্গে আছে গ্যানোনের মোটা বিনিয়োগ, এবং লাভের উপর লাভ হয়ে তা হু হু করে বাড়ছে।

ছোটবেলা থেকে বড়লোক হওয়ার ইচ্ছা ছিল ওর, আজকের এই অর্জন ওর দৃষ্টিতে কিছুই না, কিচ্ছু না; আরও অনেক চাই ওর, অনেক কিছু। আমেরিকান রাজনীতিতে সিনেটরের উপরে তো আরও পদমর্যাদা আছে, ঠিক না?

সেই অর্জন আর গ্যানোনের আজকের এই অবস্থানের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কে বা কারা?

বইঘর.কম
কার্তুজ

ম্যাক ওল্ডারসন নামের এক লোক, সংবাদপত্রের জন্য কলম পেষা যার কাজ।

এবং টালি গিবস নামের এক কাউপাঞ্চার, মাসে চল্লিশ ডলার বেতনে যে-লোক চাকরি করে গ্যানোনেরই রানশে।

মুচকি হাসল গ্যানোন, আরও একটু শ্যাম্পেন খেল। আজ রাতে কি একটু বেশি মদ খেয়ে ফেলছে সে?

কাদেরকে নিয়ে ভাবছে সে? ম্যাক ওল্ডারসন আর টালি গিবস? বনের ক্যুগার যদি সামান্য খরগোসকে নিয়ে ভাবে, তা হলে সেটা কি হাস্যকর হয়ে যায় না? ওল্ডারসন আর গিবস কি গ্যানোনের প্রতিপক্ষ হওয়ারও যোগ্যতা রাখে? ওই দু'জন, গ্যানোনের বিবেচনায়, ওর শত্রু হওয়ারও উপযুক্ত না।

আরও একটু শ্যাম্পেন ঢালতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল গ্যানোন। হিসেবী লোক এত মদ খায় না। উঠে দাঁড়াল সে, লাগিয়ে দিল জানালাটা, নিভিয়ে দিল ফায়ারপ্লেসের আগুন। স্টাডিরুম থেকে বের হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে বেরিয়ে এল বাঙ্কহাউসের বাইরে। যে-কোয়ার্টার্সে থাকে লেনর, সেটা বেশি দূরে না, তাই সেখানে হাজির হতে সময় লাগল না ওর। লেনরের দরজায় টোকা দিল সে।

দরজা খুলে ওকে দেখে তাজ্জব হয়ে গেল লেনর। 'এত রাতে? কোনো সমস্যা?'

'গিবসের ব্যাপারে কথা আছে,' চাপা গলায় বলল গ্যানোন।

'কী করতে হবে আমাকে? দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে হবে ওকে?'

'না।'

'তা হলে?'

'আমি নিশ্চিত হতে চাই, ওকে যেন আর কখনও দেখা না যায় ব্ল্যাক হিলস অথবা লগ রিভার রেঞ্জে।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল লেনর, 'গিবসকে আর কখনও দেখবে না তুমি।'

বইঘর.কম

পাঁচ

জিনার সন্দেহ মোটামুটি বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে—তথাকথিত "রোগীর" ব্যাপারে বাড়িয়ে বলেছে ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল, ও-রকম কারও "নিবিড়" শুশ্রূষার জন্য আসলে দরকার ছিল না ওর।

এবং এ-রকম মনে হওয়ার কারণ আছে। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই লোকটা বলছে, 'উঠে দাঁড়াতে চাই আমি।'

রকিংচেয়ারে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিল জিনা, প্লেটটা ধীরেসুস্থে নামিয়ে রেখে বলল, 'আগে তোমাকে নাস্তা খাওয়াই, তারপর গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসি আঙ্কেল ম্যাক্সকে।'

কিন্তু খাওয়াতে গিয়ে দেখা গেল যথেষ্ট বিরক্ত হচ্ছে লোকটা। বলল, 'আমি তো পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইনি, দু'হাত ব্যবহার করতে পারি। তা হলে আমাকে এভাবে ব্যাণ্ডেজ দিয়ে মমির মতো পেঁচিয়ে রাখা হয়েছে কেন?'

'জানি না। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করতে হবে। এবার হাঁ করো দয়া করে, সুপটা শেষ করতে হবে।'

আর কিছু বলল না লোকটা, চুপচাপ খাচ্ছে।

আনাড়ি ভঙ্গিতে ওকে খাওয়াচ্ছে জিনা, খেয়াল করছে ভালো চোখটা দিয়ে একদৃষ্টিতে ওকে দেখছে লোকটা। মেয়েটা বুঝতে পারছে, লোকটার সঙ্গে বাচ্চাদের মতো আচরণ করা হচ্ছে বলে ক্ষুব্ধ সে।

সুপ খাওয়ানো শেষ। 'পেট ভরেছে?' কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করল জিনা।

'একটুও না,' সঙ্গে সঙ্গে বলল গিবস।

মুচকি হাসল জিনা, উঠে দাঁড়াল। একটা বাহানায় সরে যাওয়া যাবে গিবসের সামনে থেকে—অস্বস্তি বোধ করছিল লোকটার পাথরশীতল দৃষ্টির সামনে। টের পাচ্ছে, ব্যাণ্ডেজমোড়ানো চেহারাটা দেখতে কৌতূহল বোধ করছে সে। একটা মানুষের চেহারাই যদি দেখা না যায়, তা হলে তার সঙ্গে কথা বলতে কি ভালো লাগে?

আসলেই, ব্যাণ্ডেজমোড়ানো লোকটা জ্যান্ত একটা মমি ছাড়া আর কী? বিশালদেহী লোক সে, কোমর থেকে টাখনু পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা। ঘুমিয়ে না থাকলে একটামাত্র চোখ দেখা যায়; কখনও মনে হয় সে-চোখ আশ্চর্য রকমের সুন্দর, কখনও মনে হয় বিরক্তিতে ঠাসা। আর কণ্ঠ? শুনলে মনে হয় লোকটা বদরাগী, অথচ এ-ক'দিনে একটাবারের জন্যও দুর্ব্যবহার করেনি সে। তবে লোকটা হতাশ হয়েছে কখনও কখনও, বিরক্তি প্রকাশ করেছে; জিনার মনে হচ্ছে সার্বক্ষণিক এক অস্থিরতা যেন ঘিরে আছে ওকে।

যে-রাতে পত্রিকা পড়তে চেয়েছিল সে, সে-রাতে আর একটা কথাও বলেনি, এমনকী ম্যাক্সওয়েল যখন ওর সামনে দাঁড়িয়ে বার বার জিজ্ঞেস করছিল কেমন লাগছে ওর তখন জবাবে টুঁ শব্দও করেনি। শুধু তাকিয়ে ছিল নির্নিমেষ—যেন বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল ম্যাক্সওয়েলকে, বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল জিনাকে। গতরাতে টুকটাক কথা বলেছে সে, তখন ম্যাক্সওয়েল নিজের আর জিনার পরিচয় দিয়েছে ওর কাছে। জিনার পুরো নাম শোনার পর থেকেই কেমন যেন চুপ হয়ে গেছে লোকটা, হয়তো আরও কিছু বলত কিন্তু সামলে নিয়েছে নিজেকে, এমন দৃষ্টিতে বার বার দেখছে মেয়েটাকে যেন কোনো ধাঁধা সমাধানের চেষ্টা করছে।

এখনও নিজের নাম বলেনি সে। একটা পিস্তল চাচ্ছিল বার বার, সেটা দেয়া হয়েছে ওকে, পাওয়ার পর থেকে বুলেটভর্তি অবস্থায় নিজের বালিশের নীচে রেখে দিয়েছে সিক্সগানটা—কোন্ কাজে লাগাবে সে জানে, আদৌ লাগাতে পারবে কি না তা নিয়েও সন্দেহ আছে।

বইঘর.কম

তারপর থেকে...উফ্‌ফ্‌, ভাবলেও জিনার মনে হয় মাথা ঘুরছে ওর...একটু পর পর তাকাচ্ছে লোকটা ওর দিকে, যখন তাকাচ্ছে তখন তাকিয়েই থাকছে লম্বা সময় ধরে, অশ্লীল না হওয়ার পরও সহ্য করা যায় না অনুভূতিশূন্য দৃষ্টিটা।

এবং এখনও, সুপের খালি বাটিটা নিয়ে যখন উঠে দাঁড়িয়েছে জিনা, ওর চেহারা থেকে সরেনি লোকটার চোখ।

'আরেকটু সুপ নিয়ে আসি তোমার জন্য।'

'দরকার নেই, ম্যা'ম।'

'এই মাত্র না বললে পেট ভরেনি তোমার?'

'বলেছিলাম।'

ভ্রূ কোঁচকাল জিনা। 'তোমার কি সুপ খেতে আর ভালো লাগছে না?'

'না, ম্যা'ম।'

'তা হলে কী খেতে চাও?'

'চিবিয়ে গিলতে পারবো এ-রকম কিছু।'

আবারও মুচকি হাসল জিনা। 'আঙ্কেল ম্যাক্সকে জিজ্ঞেস না করে ও-রকম কিছু দেয়া যাবে না তোমাকে।'

'ভালো কথা। যাও তা হলে তোমার আঙ্কেল ম্যাক্সের কাছে। জিজ্ঞেস করো আমাকে দেয়ার মতো শক্ত খাবার আছে কি না তার বাসায়।'

রান্নাঘরে নাস্তা খাচ্ছিল ম্যাক্সওয়েল, কথাবার্তার আওয়াজ পেয়ে বেডরুমে ঢুকল, ভেস্টের গলার কাছে গুঁজে রাখা ন্যাপকিনটা সরায়নি অথবা সরাতে ভুলে গেছে। 'কী সমস্যা?'

'কোনো সমস্যা না,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল লোকটা। 'কিছু খেতে চাই আমি। শক্ত কিছু।'

ঘুরে দরজার কাছে গেল ম্যাক্সওয়েল, হাঁক ছাড়ল, 'বেকন, ডিম আর কফি, মিসেস ওয়েস্ট, যত তাড়াতাড়ি পারো।' ঘুরল ওর "রোগীর" দিকে। 'আর কিছু?'

বইঘর.কম
কাতুজ

'উঠে দাঁড়াতে চাই আমি।'

ম্যাক্সওয়েলের চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছে একইসঙ্গে আশ্চর্য আর খুশি হয়েছে সে, যদিও চেহারাটা গম্ভীর। 'ঠিক আছে, উঠে দাঁড়াও।' এগিয়ে গেল না ওর রোগীকে সাহায্য করার জন্য।

তাকিয়ে তাকিয়ে নাম-না-জানা লোকটাকে দেখছে জিনা। কোমর থেকে কম্বলটা সরিয়েছে সে; দেখা যাচ্ছে ধুলিধূসরিত, জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া জিন্স। দু'হাতে ভর দিয়ে মাথাটা তুলেছে একটুখানি, মনে হচ্ছে অল্প অল্প টলছে। দাঁতে দাঁত চেপে আধশোওয়া হতে পারল, তারপরই ফেটে পড়ল রাগে, 'নিকুচি করি এই ব্যাণ্ডেজের! এসব দড়িদড়া সরাও আমার গা থেকে, ডাক্তার! উঠে বসতে দাও আমাকে!'

দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল ম্যাক্সওয়েল, হাসল জিনাও। কিন্তু কেউই কিছু বলল না।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ম্যাক্সওয়েল, ওর ডাক্তারি ব্যাগ হাতে নিয়ে ফিরে এল কিছুক্ষণের মধ্যেই। গিয়ে দাঁড়াল বিছানার সামনে, ব্যাগ খুলে ব্যাণ্ডেজ কাটার কেঁচি বের করার সময় জিনাকে বলল, 'তোমাকে একটু বাইরে যেতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের নাস্তার প্লেট তুলে নিল জিনা, চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

নাম-না-জানা রোগীর হাত, বাহু আর বুকের ব্যাণ্ডেজ কেটে দিল ম্যাক্সওয়েল সময় নিয়ে। তারপর বলল, 'নাও, এবার পারলে উঠে বসো।'

কয়েকবারের চেষ্টায় উঠে বসল গিবস।

ওর দিকে তাকিয়ে আছে ম্যাক্সওয়েল, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে আর ছাড়ছে লোকটা, মনে হচ্ছে সামান্য পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে গেছে।

'এবার তোমার মাথা আর চেহারার ব্যাণ্ডেজ সরিয়ে দিচ্ছি।'

কাজটা করতে আগেরবারের চেয়ে বেশি সময় লাগল

বইঘর.কম

ম্যাক্সওয়েলের। ব্যাণ্ডেজ বলতে যা ছিল গিবসের শরীরে, সব সরিয়ে দিয়েছে সে; একটু যেন থতমত খেয়ে গেছে বিশালদেহী লোকটার দিকে তাকিয়ে—ঠিক মনে করতে পারছে না কয়েকদিন আগে রাতের বেলায় নিজের দরজায় যখন পেয়েছিল গিবসকে তখন এত লম্বাচওড়া দেখেছিল কি না ওকে।

চওড়া কাঁধ গিবসের, চওড়া বুকের ছাতি। প্রায় নির্লোম বুক আর পেটের পেশীগুলো স্পষ্ট—ইচ্ছা করলে একটা একটা করে গোনা যাবে বোধহয়। কাঁধে-বুকে চাবুকের দাগ রয়ে গেছে এখনও, এত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার কথাও না, তবে শুকাতে শুরু করেছে ইতোমধ্যে। ঘাড়টা মোটা, শরীরের সঙ্গে মানানসই চৌকোনা-চোয়ালওয়ালা চেহারার জায়গায় জায়গায় ক্ষতচিহ্ন। ফুলে গিয়েছিল ঠোঁট দুটো, আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। উন্নতি ঘটছে ভাঙা নাকটারও, দেখলে মনে হয় যথেষ্ট খাড়া ছিল সেটা। চোয়ালের হাড়ের ক্ষতি হয়নি সম্ভবত, কারণ উঠে বসার জন্য যখন বার বার চেষ্টা করছিল লোকটা, তখন ওর চোয়াল দুটো কয়েকবার শক্ত হতে দেখেছে ম্যাক্সওয়েল। তবে বুজে যাওয়া চোখটার উন্নতি ঘটেনি কোনো, ওটার আশপাশের কালো দাগও দূর হয়নি। ভালো চোখটা শীতল দৃষ্টিতে নির্নিমেষ দেখছে ম্যাক্সওয়েলকে। এ-মুহূর্তে সে-চোখে যতটা না গভীরতা, তারচেয়ে অনেক বেশি ধৈর্যহীনতা। ঢেউখেলানো কালো চুলগুলো এ-ক'দিনে তেমন উসুখুসু হয়নি দেখে ম্যাক্সওয়েলের ধারণা হলো ওগুলো বেশ শক্ত, ওদের মালিকের মতোই অনমনীয় যেন।

'যে-ক'দিন শুয়ে ছিলে সে-ক'দিন কিন্তু এতটা সুস্থ বলে মনে হয়নি তোমাকে,' আদালতে যেভাবে রায় পড়েন বিচারক, অনেকটা সে-ভঙ্গিতে বলল ম্যাক্সওয়েল, গলা থেকে খুলল ন্যাপকিনটা। 'পিঠের খবর কী?'

'জানি না, তবে ভালোই মনে হচ্ছে।'

'ওঠো তো দেখি।'

বিছানা থেকে পা দুটো মেঝেতে নামাতে কসরত করতে হলো

বইঘর.কম
কার্তুজ

লোকটাকে। ম্যাক্সওয়েল খেয়াল করল, পিঠের পেশীতে যাতে কোনোরকম টান না লাগে সে-ব্যাপারে সতর্ক আছে সে, তারমানে ব্যথা যায়নি এখনও।

'এই তো হচ্ছে,' সাহস দেয়ার ভঙ্গিতে বলল ম্যাক্সওয়েল, 'চেষ্টা করে যাও, পারবে।'

দু'পায়ে খাড়া হলো লোকটা। বেঁটেখাটো ম্যাক্সওয়েলের মনে হলো বিশাল একটা মূর্তি ওর সামনে মাথা তুলল যেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই সচকিত হয়ে উঠল—রক্ত সরে যাচ্ছে লোকটার চেহারা থেকে, তারপরও সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেল না সে। তাগাদা দিয়ে বলল, 'হাঁটো, হাঁটার চেষ্টা করো।'

এক পা আগে বাড়ল লোকটা, টলছে, কোনোরকমে আরেক পা বাড়াল, সঙ্গে সঙ্গে চোখ উল্টে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল, চিত হয়ে পড়ে গেল বিছানায়, কেঁপে উঠল সারাঘর।

পতনের আওয়াজ শুনল জিনা, অনুমান করে নিল কী ঘটেছে, একছুটে এসে ঢুকল বেডরুমে। দেখল, বিশাল লোকটাকে বিছানায় ঠিকমতো শুইয়ে দিচ্ছে ম্যাক্সওয়েল। জিনার উপস্থিতি টের পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, দাঁত বের করে নিঃশব্দে হেসে বলল, 'আমার সব রোগী যদি এই লোকের মতো এত মানসিক-শক্তির অধিকারী হয়, তা হলে না খেয়ে মরতে হবে আমাকে। বদলা নেয়ার নেশায় নিজের শরীরের দুরবস্থাকে তুচ্ছ জ্ঞান করছে সে।' কম্বলটা টেনে দিল ওর রোগীর কোমর পর্যন্ত, ন্যাপকিনটা গুঁজল নিজের গলায়, তারপর যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে হাঁটা ধরল রান্নাঘরের দিকে—নাস্তা শেষ করবে।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখা গেল কিছু বলছে না লোকটা, মুখ গোমড়া করে শুয়ে আছে একভাবে, এমনকী তাকাচ্ছেও না পাশে বসে থাকা জিনার দিকে। সন্দেহ হলো মেয়েটার, যে-কোনো কারণেই হোক ওকে পছন্দ করছে না লোকটা। দু'-তিনবার এটা-সেটা বলে আলাপ

বইঘর.কম

জমানোর চেষ্টা করল মেয়েটা, কিন্তু তেমন কোনো সাড়া পেল না। প্রাণশক্তির সব নিদর্শন যেন হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে ক্ষতবিক্ষত চেহারাটা থেকে; অদ্ভুত এক নৈঃশব্দ্য, বলা ভালো হতাশা ঘিরে ধরেছে লোকটাকে। কিন্তু পাশের গলিতে যখনই একাধিক ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, ঝট করে মাথা তুলছে সে, হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করছে বালিশের নীচে রাখা সিক্সগানটা, আর আওয়াজটা মিলিয়ে গেলেই জিনাকে বলছে, 'সিগারেট খাবো।'

একটা মানুষ দিনে ক'টা সিগারেট খায়? আরও বড় কথা, সে-মানুষটাকে অনভ্যস্ত হাতে কত সিগারেট বানিয়ে দেয়া যায়? তাই বিরক্ত হয়ে গেছে জিনা। লাঞ্চের আগে যখন দেখল বিশালদেহী লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছে হঠাৎ করেই, গিয়ে হাজির হলো ডাক্তারের কাছে, বলল, 'অনেক হয়েছে, আর পারবো না। এবার মুক্তি দাও আমাকে, হোটেলে ফিরে যাই।'

জবাবে মাথা নেড়ে নিজের অসম্মতির কথা জানিয়ে দিল ম্যাক্সওয়েল।

'আমাকে দরকার নেই লোকটার,' গলা চড়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে নিজেকে সামলে নিল জিনা। 'ওর জন্য সারাদিনে ত্রিশ-চল্লিশটার মতো সিগারেট বানিয়ে সেগুলো যদি রেখে দিই বিছানার পাশের টেবিলে, তা হলে আর কিছু করা লাগে না আমার। সে নিজে নিজে উঠে বসতে পারে। চুটিয়ে সিগারেট খেতে পারে। পড়তে পারে। দু'-একবার একটুখানি হাঁটাহাঁটিও করেছে। শক্ত খাবার খেতে পারছে, এবং খাচ্ছেও একগাদা। দেখে নিয়ো, ঘুম ভাঙার পর বলবে, কিচেনে গিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসে লাঞ্চ খাবো। আর কী লাগে? আজ বাদে কাল অনেকখানি সুস্থ হয়ে যাবে সে, কাজেই আমার দরকারটা কী?'

মেয়েটাকে জোর করে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল ম্যাক্সওয়েল। 'তোমার কথাটা ঠিক, আবার বেঠিকও। যার শুশ্রূষা করছ সে-লোক ভয়ঙ্কর কোনো এক খেলার একজন খেলোয়াড়, এবং খেলাটা শেষপর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। প্রচণ্ড মানসিক শক্তির

বইঘর.কম
কাতুজ

বলে নিজেকে খাড়া করেছে দু'পায়ে, কিন্তু বিশ্বাস করো, ওর জায়গায় অন্য কেউ থাকলে একমাসের আগে বিছানা ছাড়তে পারত না। অথচ...আচ্ছা, ক'দিন হলো এখানে আছো তুমি?'

'আজকের দিনটাসহ পাঁচ...না, ছয় মনে হয়।'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাক্সওয়েল। 'দেখো, মাত্র পাঁচ-ছ'দিনেই বিছানা ছাড়ার চেষ্টা করছে সে, হাঁটার চেষ্টা করছে, এবং ঠিকমতো হাঁটতে না পেরে ভীষণ বিরক্ত হচ্ছে নিজের উপর। অথচ ওর উচিত ছিল শুধু খাওয়া আর ঘুমানো।'

'তা হলে কথাটা বুঝিয়ে বলছ না কেন ওকে?'

'কী মনে হয় তোমার—বললে শুনবে সে?'

জবাব দেয়ার আগে একটা মুহূর্ত ভাবল জিনা। 'না, শুনবে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ম্যাক্সওয়েল। 'একটু আগে কী যেন বললে—ঘুম ভাঙার পর বলবে লোকটা, কিচেনে গিয়ে ডাইনিংটেবিলে বসে লাঞ্চ খাবো? হুঁ, হতে পারে, অসম্ভব কিছু না। শুধু তা-ই না, আজ বাদে কাল যদি দেখি, বালিশের নীচে রাখা পিস্তলটা নিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে সে, তাজ্জব হবো না। এবং কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, কাজটা করবে সে।'

'কেন?'

'জানি না। তবে শুধু এটা জানি, আজ না-হোক কাল, নয়তো পরশু, কিছু না কিছু ঘটবেই। লোকটাকে যারা পিটিয়েছে ওরা হয়তো আবার আসবে। কিংবা এই লোকই হয়তো যাবে শোধ নিতে। তখন...যদি বেঁচে থাকে সে...তোমাকে আবার দরকার হবে ওর। সেজন্যই থাকতে বলছি তোমাকে। তা ছাড়া,' দাঁত বের করে শয়তানি হাসি হাসল ম্যাক্সওয়েল, 'একা একটা বাড়িতে শুয়েবসে কতক্ষণ থাকা যায়, বলো? তুমি আছো, তোমার সঙ্গ উপভোগ করছে সে।'

'মোটেও না! সে আমার উপর যারপরনাই বিরক্ত। ওকে যে-রকম ঠোঁটকাটা স্বভাবের বলে মনে হচ্ছে, হয়তো মুখের উপর চলে যেতে বলত আমাকে; কিন্তু বলছে না, কারণ আমি না থাকলে কে ওকে দিনে

বইঘর.কম

ত্রিশ-চল্লিশটা করে সিগারেট বানিয়ে দেবে?'

আবারও হাসল ম্যাক্সওয়েল। 'থাকো তুমি। আর কিছু না-হোক, অন্তত সিগারেট বানিয়ে দাও লোকটাকে। তামাকপোড়া ধোঁয়া গিলে যদি সুস্থ হতে পারে সে, ক্ষতি কী?'

কাজেই খানিকটা হতাশা নিয়ে, এবং নিজের অবস্থা বিবেচনা করে রয়ে গেল জিনা।

এখানে "নার্স" হিসেবে নিখরচায় ভদ্রভাবে থাকতে পারছে সে, খেতে পারছে, মাস শেষে পারিশ্রমিক হিসেবে কয়েকটা ডলার পেলেও পেতে পারে ম্যাক্সওয়েলের কাছ থেকে; কিন্তু যদি হোটেলে ফিরে যায় এবং ওর সঙ্গের সব টাকা শেষ হয়ে যায়, তা হলে কী করবে? তা ছাড়া নাম-না-জানা লোকটা তো মুখ বেজার করে চুপচাপ শুয়েবসে থাকা ছাড়া অন্য কিছু করছে না। জিনা জানে সে সুন্দরী, যে-কোনো পুরুষ যেচে পড়ে কথা বলতে চাইবে ওর সঙ্গে, কিন্তু এ-ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোনো মাথাব্যথা দেখা যাচ্ছে না ওই লোকের।

কেটে গেছে আরও দুটো দিন।

আগে অনুভূতিশূন্য দৃষ্টিতে জিনার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকত লোকটা, এখন বন্ধ হয়ে গেছে সেটা। এখন সে প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকে বেডরুমের জানালাটার পাশে, বাইরে তাকিয়ে কী যেন দেখে, সেইসঙ্গে সমানে সিগারেট ফুঁকে। জিনা যদি তখন রান্নাঘর থেকে গিয়ে দাঁড়ায় বেডরুমের দরজায়, ওর উপস্থিতি টের পেলে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় লোকটা, ভদ্রতা দেখিয়ে নড করতে গিয়েও যেন সামলে নেয় নিজেকে, কিছু বলে না। ভাবখানা এমন, যে-ক'দিন আছে এখানে, আগন্তুক হিসেবেই থাকতে চায়।

একবার জিনা লোকটাকে দেখতে পেল রকিংচেয়ারে—না, দোল খাচ্ছে না, সিগারেটও খাচ্ছে না, দু'দিকের হাতলে দু'হাত রেখে পিঠটা খাড়া করে বসে আছে, তাকিয়ে আছে বিছানার দিকে। সরিয়ে দিয়েছে বালিশটা, দেখা যাচ্ছে সিক্সগানটা, আর ওটাই লোকটার মনোযোগের

বইঘর.কম
কাতুজ

কেন্দ্রবিন্দু।

জিনার উপস্থিতি টের পেয়ে হাত বাড়িয়ে বালিশটা টেনে নিতে চাইল সে—ঢেকে দেবে পিস্তলটা।

'গোপন করে লাভ কী?' জিজ্ঞেস করল জিনা। 'ওটা আমিই দিয়েছি তোমাকে।'

কিছু বলল না লোকটা।

'তখন বলছিলে, একটা পিস্তলের খুব দরকার তোমার। প্রয়োজনটা মিটে গেছে আশা করি? ইচ্ছা করলে অস্ত্রটা ফিরিয়ে দিতে পারো এখন।'

'না, পারি না।'

'কেন?'

'কারণ ওটা নিয়ে যত জলদি পারি এখান থেকে চলে যাবো আমি।'

কিছু বলল না জিনা, টের পাচ্ছে কথাটা ভালো লাগেনি ওর।

সেদিন রাতের বেলায় দূরের এক রানশে গেল ম্যাক্সওয়েল—এক মহিলার বাচ্চা হবে। জিনা আর মিসেস ওয়েস্টের সঙ্গে ডাইনিংটেবিলে খেতে বসল লোকটা।

কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে, যদিও দুর্বলতার ছাপ তেমন একটা নেই চেহারায়, ক্ষতচিহ্নগুলোও বেশ হালকা হয়ে গেছে। এ-ক'দিন খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়িতে কেমন জংলির মতো দেখিয়েছে ওকে, বিকেলে সময় নিয়ে দাড়ি কামানোর পর গোসল করেছে, তাই একটুখানি হলেও বেপরোয়া একটা ভাব চলে এসেছে চেহারায়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, সুন্দর লাগছে ওকে।

খেতে বসেই জানিয়ে দিল মিসেস ওয়েস্ট, বেশি সময় দিতে পারবে না সে—ওর এক আত্মীয় আসবে দেখা করার জন্য, তাই ফিরে যেতে হবে ওকে।

জিনা বলল, 'তা হলে ডিশপ্লেটগুলো আমিই ধুয়ে রাখবো।'

তাড়াহুড়ো করে খেয়ে চলে গেল মিসেস ওয়েস্ট। এঁটো

বইঘর.কম

ডিশপ্লেটগুলো নিয়ে সিঙ্কের দিকে এগিয়ে গেল জিনা। গিবস তখন ডাইনিংটেবিলে বসে চুপচাপ সিগারেট টানছে।

একমনে কাজ করছিল জিনা, হঠাৎ চমকে উঠল—নিঃশব্দে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বিশালদেহী লোকটা, হাতে একটা ডিশ-টাওয়েল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটা লোকটার দিকে।

মুচকি হাসল লোকটা। 'বিনা পয়সায় থাকছি-খাচ্ছি তোমাদের এখানে। বিনিময়ে কিছুই যদি না করি তা হলে খারাপ দেখায়।'

ওকে প্রথমবারের মতো হাসতে দেখছে জিনা, কল্পনাও করেনি এ-রকম কিছু ঘটবে, তাই থতমত খেয়ে গেছে। অপ্রস্তুতভাব আর বিস্মিত দৃষ্টি লুকানোর জন্য তাড়াতাড়ি তাকাল নিজের ভেজা দুই হাতের দিকে। বলল, 'ঠিক আছে।'

ওর ধুয়ে দেয়া ডিশ আর প্লেটগুলো কেবল মুছতে শুরু করেছে লোকটা, এমন সময় কে যেন মোচড় দিল পেছনের দরজার হাতল ধরে।

একসঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ওরা দু'জনই।

খুলে গেছে দরজাটা, মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকছে বিগ জেমস। ওর পেছনে বেন লেনর। ডব্লিউ.জি.'র ফোরম্যানের হাতে একটা পিস্তল, তবে সেটা নির্দিষ্ট কোনোকিছুর দিকে তাক করা না, আলগোছে ধরে রেখেছে।

জেমসের পেছন পেছন রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল লেনর। এদিকওদিক তাকাল, নাক উঁচু করে কীসের ঘ্রাণ নিল বাতাসে সে-ই জানে, তারপর নাম-না-জানা লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যালো, গিবস।'

'জেমস?' কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝেও যেন বুঝতে পারছে না জিনা। 'তুমি?' এগোতে যাচ্ছিল ভাইয়ের দিকে, হঠাৎ টের পেল কে যেন লৌহকঠিন হাতে আলতো করে চেপে ধরেছে ওর একটা হাত, সামনে যেতে বাধা দিচ্ছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখল গিবসকে—ঘটনার আকস্মিকতায় ভুলেই গিয়েছিল পাশে আছে লোকটা।

বইঘর.কম
কার্তুজ

এগিয়ে গিয়ে ডিশ-টাওয়েলটা ডাইনিংটেবিলের উপর নামিয়ে রাখল গিবস।

ওকে আপাদমস্তক দেখছে জেমস, কাপড়ের মাপ নেয়ার সময় দর্জি যেভাবে খদ্দেরকে দেখে অনেকটা সে-দৃষ্টিতে। জরিপ করা শেষ হলে ঘাড় না ঘুরিয়ে জানতে চাইল লেনরের কাছে, 'সহ্য করতে পারবে না মনে হয়।'

'আমারও তা-ই মনে হয়,' কৃত্রিম দুঃখ লেনরের চেহারায়, মাথা ঝাঁকাচ্ছে। 'পারবে, গিবস?'

ভ্রূ কুঁচকে শত্রুপক্ষের দিকে তাকিয়ে আছে গিবস, শক্ত হয়ে গেছে চোয়াল। 'একই প্রশ্ন আমারও। একবাপের সন্তান যদি হয়ে থাকো, খালি হাতে দাঁড়িয়ে যাও আমার মুখোমুখি। যদি ডুয়েল লড়তে চাও তা হলে বলো, সে-ব্যবস্থাও আছে।'

বিশাল হাত তুলে চোয়াল ডলল জেমস। 'জিনা, আরেক ঘরে যাও। এখানে একটু কাজ আছে আমাদের।'

একচুল নড়ল না জিনা, বরফের মতো জমে গেছে যেন।

'বেডরুমে চলে যাও, ম্যা'ম,' মৃদু গলায় বলল গিবস।

মাথা নিচু করে সরে গেল জিনা, কিন্তু চলে গেল না, দাঁড়িয়ে আছে রান্নাঘরের দরজায়। ঘষা কাচের মতো হয়ে গেছে চোখ দুটো, একবার দেখছে ভাইকে, আরেকবার গিবসকে।

'তা হলে পেশা হিসেবে নার্সিংকেই বেছে নিলে?' জেমসের কণ্ঠে স্পষ্ট ব্যঙ্গ। 'তা-ও আবার তোমার প্রথম রোগী টালি গিবসের মতো একটা নর্দমার কীট?' থু করে থুতু ফেলল রান্নাঘরের মেঝেতে।

'জেমস, লোকটা অসুস্থ,' মিনতি করল জিনা।

'সেজন্যই তো এসেছি,' বাঁকা হাসি হাসল জেমস। 'ঠিকমতো বাধা দিতে পারবে না সে, পিটিয়ে তক্তা বানাবো ওকে, হাত দুটো কেমন নিশপিশ করছে আমার—মারামারি করা হচ্ছে না অনেকদিন। নিশ্চিত থাকো, আজ মার খেয়ে ব্ল্যাক হিলস রেঞ্জ ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাবে সে, তোমার সেবা নেয়া আর সম্ভব হবে না ওর পক্ষে।

বইঘর.কম

কারণ ওকে এখানে যতবার খুঁজে পাবো আমরা, ততবার ধোলাই দেবো।'

কিছু বলল না জিনা।

নিজের হাত দুটো কয়েকবার মুঠ করল আর খুলল গিবস। তারপর পরনের শার্টের দুই হাতা গোটাল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে।

কাজটা শেষ করতে পেরেছে কি পারেনি, ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে দ্রুত আগে বাড়ল জেমস, নাগালের মধ্যে পাওয়া গেছে ভেবে ডান হাতে প্রচণ্ড একটা ঘুসি চালাল গিবসের চেহারা লক্ষ্য করে।

দেখতে অপ্রস্তুত মনে হলেও আসলে প্রস্তুত ছিল গিবস, বাঁ হাত তুলে ঠেকাল সে ঘুসিটা, হাড়মাংসের সঙ্গে হাড়মাংস বাড়ি খাওয়ার ভোঁতা শব্দ শোনা গেল। একটা মুহূর্ত দেরি করল না গিবস, ডান পায়ে প্রচণ্ড একটা লাথি মারল জেমসের বুকে।

অন্য কেউ হলে ওই একটা লাথিই মীমাংসা করে দিত লড়াইয়ের, কিন্তু জেমস সামলে নিল—হুক করে ফুসফুসের সব বাতাস বের করে দিয়ে টলে উঠল সে, পিছিয়ে গেল কয়েক কদম। দাঁতে দাঁত চেপে জঘন্য কয়েকটা গালি দিল গিবসকে, ক্ষ্যাপা ষাঁড় যেভাবে গুঁতো দেয়ার নেশায় ছুটে আসে ঠিক সে-ভঙ্গিতে দৌড়ে এল।

ওকে কাছে আসতে দিল গিবস, কিন্তু শেষমুহূর্তে চট করে সরে গেল সিঙ্কের দিকে, একটা পা বাড়িয়ে দিয়ে জোরে ল্যাং মারল, পুরো বাড়ি কাঁপিয়ে দিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল জেমস। ধুয়ে রাখা একটা ডিশ তুলে নিল গিবস, দ্রুত এগিয়ে গেল জেমসের দিকে। লোকটা তখন উঠে বসার চেষ্টা করছিল, ওর মাথায় ডিশটা সজোরে ভাঙল গিবস। চীনামাটির টুকরোগুলো মেঝেতে পড়ল সশব্দে, আশ্চর্য হয়ে দেখল জিনা, খুলির চামড়া কেটে গেছে ওর ভাইয়ের, কপালের একপাশ বেয়ে গড়িয়ে নামছে রক্ত।

বুনো ভালুকের মতো চিৎকার করে উঠল জেমস, লাফিয়ে দাঁড়াল। গিবসের হাতে তখনও ধরা ছিল চীনামাটির একটা টুকরো, সেটা জোরে ছুঁড়ে মারল জেমসের চেহারায়। জায়গামতো আঘাত করল টুকরোটা,

বইঘর.কম
কাতুজ

বিশ্রী ক্ষত তৈরি হলো জেমসের ঠোঁটের এককোনায়, রক্ত বেরিয়ে এল সেখান থেকেও।

কিন্তু এসব দেখার সময় নেই জেমসের, গিবসকে নাগালে পাওয়ার জন্য আবার ছুট লাগিয়েছে সে। এবারও সরে যেতে চাইল গিবস শেষমুহূর্তে, কিন্তু প্রস্তুত ছিল জেমস—ন্যাড়া বেলতলায় দু'বার যায় না। জাপ্টে ধরে ফেলল সে গিবসকে। জেমসের বিশাল শরীরের ভারে যাতে হুড়মুড় করে পড়ে না যায় সেজন্য ওর দু'হাত আঁকড়ে ধরল গিবস। শুরু হলো ধস্তাধস্তি।

দুই বিশালদেহীর ভারে মচমচ করছে কাঠের মেঝে, শ্বাস ছাড়ার সময় বুনো শূকরের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে দু'জনই। গিবসের ঘাড় পেঁচিয়ে ধরেছে জেমসের একটা হাত, টেনে নামানোর চেষ্টা করছে, ঠিকমতো নামাতে পারলে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারবে থুঁতনিতে। কিন্তু নিজের একহাত দিয়ে জেমসের হাতটা ধরে রেখেছে গিবস, ইচ্ছা পূরণ করতে দিচ্ছে না লোকটাকে। সুবিধা করতে পারবে না বুঝতে পেরে কৌশল বদলাল জেমস, একদিকের কাঁধ দিয়ে জোরে গুঁতো মারল গিবসের থুঁতনিতে। আচমকা আঘাতে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল গিবস, সুযোগটা নিল জেমস। ডান হাতে বিরাশি সিক্কার একটা ঘুসি মারল গিবসের চোয়ালে। জোরালো ঘুসিটা এক পাক ঘুরিয়ে দিল গিবসকে, ওর পিঠ এখন জেমসের দিকে। চাবুকের বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল জেমসের, সঙ্গে সঙ্গে গিবসের পিঠে তিন-চারটা ঘুসি মারল সে।

ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল গিবস, একটু সামলে নেয়ার জন্য নিজের অজান্তেই সরে গেল গরম স্টোভের কাছে।

চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও পারল না জিনা।

গিবসকে কোনো সুযোগ দিতে রাজি না জেমস, ছুটে গিয়ে আবার জাপ্টে ধরল সে গিবসকে, ওকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে যাচ্ছে স্টোভের আরও কাছে, ইচ্ছা আছে ওকে ওখানে ফেলে দিয়ে খানিকটা হলেও পোড়াবে।

এবার চিৎকার না করে পারল না জিনা।

বইঘর.কম

জেমস কী করতে চাচ্ছে আগেই বুঝতে পেরেছে গিবস, বাঁ পা'র উপর ভর রেখে ডান পা-টা একটুখানি পেছনে নিল সে, মুহূর্তের মধ্যে প্রচণ্ড জোরে গুঁতো মারল জেমসের তলপেটে। শিথিল হলো জেমসের হাত দুটো, সঙ্গে সঙ্গে সুযোগটা নিল গিবস। দু'হাত দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল জেমসের বুকে, টলে উঠল দানবটা। ওকে একটা মুহূর্তও সময় দিল না গিবস, ডান পা'র উপর ভর দিয়ে সরে এল একটুখানি, তারপর টপাটপ তিনটা ঘুসি মারল লোকটার মুখে, নাকে আর বাঁ চোখে। অন্য কেউ হলে হুড়মুড় করে পড়ে যেত, কিন্তু তিনটা ঘুসিই সহ্য করল জেমস।

ওর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল গিবস, দম নিল মুখ হাঁ করে, তারপর ডান হাতটা মুঠো করে আড়াআড়িভাবে কিল মারল জেমসের আরেক চোখে। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল জেমস, একটা হাত তুলে ঢাকল চোখটা।

প্রতিপক্ষের অপ্রস্তুত অবস্থাটার সুযোগ নিতে ভুল করল না গিবস। দু'হাতে খপ করে চেপে ধরল জেমসের একটা হাত, হ্যাঁচকা টানে সেটাকে নিয়ে গেল স্টোভের কাছে, একটুও দেরি না করে সেটা সর্বশক্তিতে চেপে ধরল স্টোভের উপর।

মাংস পোড়ার বীভৎস আওয়াজটা স্পষ্ট শুনতে পেল জিনা আর লেনর; জেমসের এবারের চিৎকারটা হলো আগের চেয়ে অনেক জোরে, আগের চেয়ে অনেক ভয়াবহ। ওর আহত দুই চোখ খুলে গেছে আপনাআপনি, পুড়ে যাওয়া হাতের-তালুটা দেখছে সে আর চেঁচাচ্ছে সমানে, একইসঙ্গে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছে গিবসকে।

কিন্তু এটা ওর ছলনামাত্র, লাফিয়ে আগে বেড়েই ঘুসি চালাল সে গিবসকে লক্ষ্য করে। প্রস্তুত ছিল গিবস, চট করে তুলে নিল চীনামাটির একটা প্লেট, ওটা দু'হাতে ধরে ঠেকাল ঘুসিটা। পরমুহূর্তে প্লেটটা দিয়ে সজোরে আঘাত করল জেমসের চেহারায়, তারপর মাথায়; লোকটা টলে ওঠামাত্র ওটা দিয়ে পর পর কয়েকবার বাড়ি মারল ওর মাথায়, চুরমার করে দিল প্লেটটাকে। কোন্ টুকরো কোন্‌দিকে পড়ল সেদিকে

বইঘর.কম
কাতুজ

না তাকিয়ে পর পর কয়েকটা ঘুসি মারল জেমসের বুকে আর পেটে। তারপর দম নেয়ার জন্য সরে গেল একটু দূরে, ডাইনিংটেবিলের কাছে, হাঁপাচ্ছে আর দেখছে জেমসকে।

একছুটে বেডরুমে গিয়ে ঢুকল জিনা।

রক্তের ঢল নেমেছে জেমসের কপাল বেয়ে—মনে মনে চীনামাটির ডিশ আর প্লেটটাকে ধন্যবাদ দিল গিবস। ডান চোখ খুলতে পারছে না দানবটা ঠিকমতো, ঘুসি খেয়ে লাল হয়ে গেছে অন্যচোখটা। প্লেটের বাড়ি খেয়ে ফুলে উঠেছে দুটো ঠোঁটই, উপরেরটা কেটে গেছে। হাতের পোড়া তালুর জ্বলুনি সহ্য করতে পারছে না সে, থেকে থেকে ঝাঁকাচ্ছে হাতটা। একটু আগে পেটে খাওয়া ঘুসিটা সামলাতে পারেনি এখনও, তাই কিছুটা কুঁজো হয়ে আছে।

দাঁতে দাঁত পিষল গিবস, মনে পড়ে গেছে লড়াই শুরু হওয়ার আগে ওকে উদ্দেশ্য করে বলা জেমসের একটা কথা: 'পিটিয়ে তক্তা বানাবো ওকে, হাত দুটো কেমন নিশপিশ করছে আমার—মারামারি করা হচ্ছে না অনেকদিন।' একটা চেয়ার টেনে নিল সে, ওটা দু'হাতে ধরে একঝটকায় তুলে ফেলল মাথার উপরে, কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে ওটা দিয়ে জোরে বাড়ি মারল জেমসের মাথায়। চেয়ারটা কয়েক খণ্ড না হওয়া পর্যন্ত একের পর এক বাড়ি মেরেই চলল। খুনে রাগ একটুখানি কমার পর টের পেল, উধাও হয়ে গেছে চারটা পায়াই, চেয়ারের পিঠটা শুধু রয়ে গেছে ওর হাতে; সেটা ছুঁড়ে মারল জেমসের নাকেমুখে। কী হলো দেখার জন্য দেরি করল না, কাছে গিয়ে একের পর এক ঘুসি মারতে লাগল দানবটার চেহারার যেখানে খুশি সেখানে। সাত-আটটার বেশি ঘুসি সহ্য করতে পারল না জেমস, চিৎ হয়ে পড়ে গেল সিঙ্কের উপর; অল্প কিছু সময় সেখানে ঝুলে থাকল ওর শরীরটা, তারপর হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেল সে। জ্ঞান আছে নাকি হারিয়েছে বোঝা যাচ্ছে না।

'নড়েছ তো মরেছ!' গিবসের দিকে পিস্তল তাক করেছে লেনর।

'একই কথা তোমার জন্যও প্রযোজ্য, মিস্টার!' রান্নাঘরের দরজার

বইঘর.কম

কাছ থেকে হুমকি দিল জিনা।

শোনামাত্র বোঝা গেল হুমকিটা ফালতু না।

আস্তে আস্তে ঘাড় ঘোরাল লেনর, গিবসের দিকে এখনও তাক করে রেখেছে পিস্তলটা।

জিনার হাতে একটা সিক্সগান—বালিশের নীচ থেকে অস্ত্রটা বের করে এনেছে সে।

'আমি এমন এক লোকের সন্তান,' স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা করলেও বোঝা গেল প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে আছে জিনা, 'যিনি মনে করতেন ছেলে আর মেয়ের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। তাই তিনি আমার ভাইদেরকে যেমন অস্ত্রচালনা শিখিয়েছেন, তেমন শিখিয়েছেন আমাকেও। কাজেই, মিস্টার, তুমি যে-ই হও না কেন, পিস্তল নামাও নিজের। মনে রেখো, যদি তা না করো, যদি গুলি চালাও মিস্টার গিবসের উপর, এই সিক্সগানের সবগুলো বুলেট তোমার হৃৎপিণ্ড ফুটো করবে, একটাও মিস হবে না।'

ঢোক গিলল লেনর, ঘাড়টা সাবধানে ঘুরিয়ে তাকাল গিবসের দিকে।

দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে গিবস, হাঁপাচ্ছে।

'আমাদের ভুল হয়ে গেছে, গিবস,' মৃদু গলায় বলল লেনর।

'দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে কথাটা বলে অনেকেই,' বলল গিবস।

জেমসের দিকে তাকাল লেনর।

আশ্চর্য, আস্তে আস্তে গড়ান দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করছে জেমস, হাতপায়ে ভর দিয়ে জানোয়ারের মতো খাড়া হতে সময় লাগল ওর। গিবসের মন্তব্যটা শুনতে পেয়েছে সে, মাথাটা কয়েকবার ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'পরেরবার দেয়ালে পিঠ ঠেকবে তোমারই, এবং নিজের ভুল স্বীকার করে নেয়ার সুযোগ পাবে না।'

'পরেরবার, যদি মোলাকাত হয় আমাদের,' বলছে গিবস, 'আমার পিঠ দেয়ালে ঠেকুক বা না-ঠেকুক, হাত দিয়ে আর জবাব দেবো না তোমাদের আক্রমণের। সেদিন কথা বলবে আমার পিস্তল, আমার

বইঘর.কম

কার্তুজই হবে তোমাদের সব হামলার জবাব।'

'ব্ল্যাক হিলস রেঞ্জ ছেড়ে চলে যাও, গিবস,' লেনরের কণ্ঠে যতটা না হুমকি তারচেয়ে বেশি সতর্কতা।

'ব্ল্যাক হিলস রেঞ্জ ছেড়ে চলে যাও, লেনর,' একই কথার পুনরাবৃত্তি করল গিবস।

'তোমার সাধ তা হলে মেটেনি?'

'আমার কোনোকালেই কোনোকিছুর সাধ ছিল না। সাধ হয়েছে তোমাদের, এবং সেটা মিটবে কি না সময়ই বলে দেবে। ...হাতেপায়ে ভর দিয়ে থাকা এই কুত্তাটাকে সঙ্গে করে নিয়ে বিদায় হও আমার চোখের সামনে থেকে। তা না হলে লাথি মারতে মারতে ওর চোয়াল ভাঙবো আমি।'

পিস্তলটা হোলস্টারে ঢোকাল লেনর, এগিয়ে গেল, উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল জেমসকে। ওর একটা হাত তুলে নিল নিজের কাঁধে, দু'জনে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে খোলা দরজাটার দিকে।

বাইরে গিয়ে দরজাটা টেনে দিল লেনর।

দেয়ালে হেলান দিল জিনা, ওর মনে হচ্ছে ওর পা দুটো শরীরের ভার বহন করতে পারছে না, অদ্ভুত এক অনুভূতিশূন্যতা আস্তে আস্তে ঘিরে ধরছে যেন ওকে। দরজার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাল গিবসের দিকে, তাকিয়েই থাকল।

মাথাটা ভারী ভারী লাগছে গিবসের, কান দুটো ভোঁ ভোঁ করছে যেন, যারপরনাই ক্লান্তি ভর করেছে ওর শরীরে। পা দুটো হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এগিয়ে গেল সে ডাইনিংটেবিলের দিকে, একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল ধপ করে, দুই হাত টেবিলের উপর রেখে হাত দুটোর উপর মাথা নামাল আস্তে আস্তে।

কী করা উচিত বুঝতে পারছে না জিনা। সোজা হয়ে দাঁড়াল সে, এগিয়ে গেল দরজাটার দিকে, ভেতর থেকে আটকে দিল সেটা। তারপর ধীর পায়ে ফিরে এল গিবসের কাছে, পিস্তলটা টেবিলে উপর নামিয়ে রেখে টেনে নিল আরেকটা চেয়ার, বসে পড়ল।

মাথা তুলল গিবস। 'ধন্যবাদ।'

'কীসের জন্য?'

'ওরা হয়তো...লেনর হয়তো...। তুমি বাঁচালে।'

'অনুমান করতে পেরেছিলাম ও-রকম কিছু করতে পারে লোকটা। ...কে সে? ওরা কেন তোমাকে তাড়াতে চায় ব্ল্যাক হিলস থেকে?'

'পরে বলি? এখন...খুব ক্লান্তি লাগছে আমার।'

'স্বাভাবিক,' সহমর্মিতার একটা হাত রাখল জিনা গিবসের কাঁধে। 'এমনিতেই আহত তুমি, তার উপর...। যার সঙ্গে মারামারি করলে, সে কে, জানো?'

'জেমস ল্যাকারি, তোমার ভাই। এবং সে-কারণেই আজ প্রাণে বেঁচে গেল সে। নইলে ওকে মারতে মারতে মেরেই ফেলতাম।'

কথাটা যেন ধাক্কা মারল জিনাকে, কিছু বলল না সে।

তারমানে, জেমস যে জিনার ভাই, আগে থেকেই জানত গিবস? জানত বলেই কি এ-ক'দিন ও-রকম নিস্পৃহ আচরণে ঢেকে রেখেছিল নিজেকে? ওর খুনে আবেগটার কথা মনে পড়ে গেল জিনার, নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল সে। একইসঙ্গে টের পেল, একটু আগে গিবসের অমঙ্গল আশঙ্কা করে যে-ভয় পেয়েছিল তা ফিকে হয়ে আসছে আস্তে আস্তে।

'আমি দুঃখিত, ম্যা'ম,' নিচু গলায় বলল গিবস।

'কেন?'

'তোমার আর ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের জন্য খারাপ লাগছে।'

'খারাপ লাগছে! আমার আর আঙ্কেল ম্যাক্সের জন্য? কারণ?'

'আমি জানতাম এ-রকম কিছু একটা ঘটবে। কিন্তু বলতে পারিনি তোমাদেরকে।'

'তাতে কিছু যায়-আসে না। আমরাও জানতাম কথাটা। এবং এ-রকম কিছু একটার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম।'

চুপ করে আছে গিবস।

'শুধু একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?' বলল জিনা।

বইঘর.কম
কাতুজ

'কী?'

'ওরা কেন বার বার হামলা করছে তোমার উপর?'

'জেনে কী লাভ?'

'লাভক্ষতি যা-ই হোক, জানার অধিকার কি নেই আমার?'

'ওদের দৃষ্টিতে আমি একজন বিশ্বাসঘাতক। আর বিশ্বাসঘাতককে কুকুরের মতো মারে সবাই।'

'বিশ্বাসঘাতক? কই, তোমার ব্যাপারে কখনও তো কিছু বলেনি আমাকে জেমস?'

'বলার কথাও না। ...এসব এখন থাক, ম্যা'ম।'

'কথায় কথায় আমাকে ম্যা'ম ম্যা'ম বলে ডাকো তুমি, শুনতে কেমন যেন লাগে আমার,' একটুখানি লাল হয়েছে জিনার দু'গাল। 'মনে হয়, অনেক বয়স আমার। বন্ধুরা আমাকে জিনা বলে ডাকে।'

মেয়েটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল গিবস, তারপর বলল, 'আর আমার বন্ধুরা আমাকে ডাকে গিবস নামে। ...একটা কথার জবাব দেবে?'

'কী?'

'ওভাবে হঠাৎ দৌড় দিয়ে পিস্তলটা নিয়ে এলে কেন? তখন মনে হয়েছিল ঠিক কাজই করেছ, কিন্তু এখন কেমন অদ্ভুত ঠেকছে ঘটনাটা।'

'আসলে...আমি...' ইতস্তত করছে জিনা, 'লড়াই করার জন্য উপযুক্ত না তুমি, এখনও পুরোপুরি সারেনি তোমার শরীর। ওরা দু'জন এসেছিল একটা অসুস্থ লোককে পেটাতে, একজন ঘরে ঢোকার আগেই হোলস্টারছাড়া করেছে নিজের পিস্তল। ব্যাপারটা অন্যায় মনে হয়েছে আমার কাছে। ছোটবেলা থেকেই অন্যায় কোনোকিছু মেনে নিতে পারি না আমি। তা ছাড়া জেমসের বেশিরভাগ কাজই পছন্দ হয় না আমার, সে সবসময় ভাবে গায়ের জোরে সবকিছু করে ফেলবে। টের পাই, ওর বেশিরভাগ সিদ্ধান্তই ভুল। সে-কারণেই নিজের বাড়িঘর ছেড়ে চলে এসেছি শহরে। হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছিলাম, কেউ দিতে চায় না, শেষে

বইঘর.কম

আঙ্কেল ম্যাক্স বলাতে তোমার শুশ্রূষার দায়িত্ব নিই।'

জিনার দিকে তাকিয়ে আছে গিবস, ওর এখনকার দৃষ্টিটা অনুভূতিশূন্য না, বরং অনেকখানি কোমল, কী যেন খুঁজছে সে মেয়েটার চেহারায়। কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল, ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে বেডরুমের দিকে। কিছুদূর যাওয়ার পর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল জিনাকে, বলল, 'তোমার আর ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের কাছে ঋণী হয়ে থাকলাম আমি, বিশেষ করে তোমার কাছে। কিন্তু ঋণী হয়ে থাকাটা আমার পছন্দ না।'

জিনা কিছু বলল না।

কয়েক মিনিট পর, বেডরুম থেকে কোনো শব্দ আসছে না বুঝে, উঠে দাঁড়াল সে, হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল দরজায়।

পাখি যেভাবে দু'দিকে ডানা মেলে দেয়, সে-ভঙ্গিতে দু'হাত ছড়িয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে গিবস, মুখটা গুঁজে দিয়েছে বালিশে। ওর ভারী শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, বিছানায় পড়ামাত্র ঘুমিয়ে গেছে সে মাত্রাতিরিক্ত ক্লান্তির কারণে।

পায়ে পায়ে রকিংচেয়ারটার দিকে এগিয়ে গেল জিনা, বসে পড়ল সেটাতে।

বিরক্তি, হতাশা আর অস্বস্তি একসঙ্গে ঘিরে ধরেছে ওকে। কিছু একটা হচ্ছে এই ব্ল্যাক হিলস রেঞ্জে, ভয়ঙ্কর কিছু একটা; কিন্তু সে-ব্যাপারে কেউই মুখ খুলছে না ওর কাছে। না কিছু বলছে ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল, না কিছু বলেছে জেমস, এমনকী ওই ভয়াবহতার শিকার টালি গিবসও ক্লান্তির অজুহাতে মুখে কুলুপ এঁটেছে যেন।

গিবসের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জিনা টের পেল, অজানা একটা ভয় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে ওর বুকের ভেতরে।

বইঘর.কম
কার্তুজ

ছয়

উইল ব্যালার্ডের বাড়িটা বেশি বড় না, আবার একদম ছোটও না। ওর লিভিংরুমে আসবাবের সমাহার না থাকলেও, যে-ক'জন লোক এসেছে এখানে আজ রাতে, তাদেরকে বসতে দিতে অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু বাড়ির ভেতরের বদ্ধ পরিবেশের চেয়ে পোর্চের মৃদুমন্দ বাসন্তী বাতাস বেশি পছন্দ অনেকের, তাই সবাই জড়ো হলো সেখানে। আরও একটা কারণ আছে—কোনো বিপদ যদি ঘটে, বাড়ির বাইরে থাকলে তা সামাল দেয়ার জন্য তুলনামূলকভাবে বেশি সময় পাওয়া যাবে।

ভেতরে জ্বলছে মৃদু আলো, গোবরাটে দাঁড়িয়ে সে-আলোর অনেকখানি ঠেকিয়ে দিয়েছে ব্যালার্ড, কামড়ে ধরে রাখা পাইপে টান দিচ্ছে আর ধোঁয়া ছাড়ছে একটু পর পর। আলোচনা শুরু হওয়ার আগে একটু যেন বুঝে নিতে চাচ্ছে অবস্থাটা। যারা এসেছে তাদের সবার ঘোড়া বেঁধে রাখা হয়েছে ওর আস্তাবলের বাইরে, লম্বা একটা অনুভূমিক খুঁটির সঙ্গে। ভাবখানা এমন, ঘোড়াগুলোর মালিকরা যে-কোনো মুহূর্তে ছুট লাগানোর জন্য প্রস্তুত।

যারা এসেছে, তাদের কারও সঙ্গেই জানে জান খাতির নেই ব্যালার্ডের। কারও কারও সঙ্গে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ ছিল গত কয়েক মাস ধরে। কিন্তু ব্ল্যাক হিলস রেঞ্জের বাতাসে ভেসে বেড়ানো একটা জোর গুজব আজ এখানে একত্রিত করেছে এতগুলো লোককে। ব্যালার্ডের রানশের চেয়ে ভালো কোনো জায়গা পায়নি ওরা একসঙ্গে জড়ো হওয়ার জন্য। কারণ ব্যালার্ড আর যা-ই করুক, অন্তত কোনো ক্ষতি করবে না মেহমানদের।

বইঘর.কম

অন্ধকার একটা কোনায় দাঁড়িয়ে চুরুট ফুঁকছিল জন এভার্ট, ওটা ঠোঁটের ফাঁক থেকে সরিয়ে বলল, 'ব্যালার্ড, তুমি নিশ্চিত লোকটা আসবে?'

'হুঁ।'

'ল্যাকারিদের পা-চাটা শেরিফ কেন ডেকেছে আমাদেরকে, সে-ব্যাপারে এক শ' একটা কারণ বলতে পারি আমি, কিন্তু কোনোটাই ভালো না, তাই বলতে চাচ্ছি না।'

'ইচ্ছা করলে চলে যেতে পারো, এভার্ট। কেউ তোমাকে বাধ্য করেনি আসতে। এখানে থাকার ব্যাপারে কেউ জোরাজুরিও করছে না তোমার সঙ্গে।'

'সে-কারণেই কি আসেনি রাসেল?'

'আসতে বলা হয়েছিল ওকে, কিন্তু আসেনি সে। আমার বাড়ি কোনো আদালত না, আর শেরিফ লকহার্টও কোনো বিচারক না যে, আসতে বলামাত্র হাজির হতে হবে এখানকার যে-কোনো রানশারকে।'

অস্থির ভঙ্গিতে চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল এভার্ট। 'লকহার্টের মতলব বোঝা হয়ে গেছে আমার। খবরদারি করার জন্য আসবে সে, সতর্ক করে দেবে আমাদেরকে।'

'হয়তো আরও কিছু বলার থাকতে পারে ওর,' বলল ব্যালার্ড।

'যা খুশি তা-ই বলুক সে, ওকে বলে দিয়ো, আমি নিকুচি করি ওর!' নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এভার্ট।

কেউ কিছু বলল না।

ঘোড়া দাবড়ে চলে গেল এভার্ট।

'কাজটা ঠিক করল না লোকটা,' মন্তব্য করল ব্যালার্ড।

'জানলে কী করে?' জিজ্ঞেস করল কেউ একজন, কণ্ঠে চ্যালেঞ্জের সুর।

'লকহার্ট কিছু একটা বলতে চায় আমাদেরকে।'

'শুনে মনে হচ্ছে তুমি জানো সেটা কী।'

মাথা নাড়াল ব্যালার্ড। 'না, জানি না। একটা কথা বলে রাখি

বইঘর.কম
কার্তুজ

তোমাদের সবাইকে, লকহার্ট আমার পিরিতের নাগর না। এই রেঞ্জের ঠিক মাঝখানে আমার রানশ, আমার এখান থেকে তোমাদের প্রত্যেকের স্প্রেড সবচেয়ে কাছে। সে-কারণেই আমার এখানে আসতে বলেছে সে তোমাদেরকে। ওর উদ্দেশ্য কী, জানি না আমি। তবে এটা জানি, আমাদেরকে ভয় দেখাবে না সে। আমার সঙ্গে যখন কথা বলেছে, দেখে মনে হয়েছে সে নিজেই ভয় পেয়েছে কোনো কারণে।'

'ভয় পেয়েছে? লকহার্ট?'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ব্যালার্ড, কিন্তু বলতে পারল না—ঘোড়া দাবড়ে দু'জন লোক আসছে।

অনুভূমিক খুঁটিটার সঙ্গে যার যার ঘোড়া বেঁধে কাছে এল ওরা। একজন শেরিফ লকহার্ট, সঙ্গের লোকটাকে ঠিকমতো চেনা যাচ্ছে না আধো অন্ধকারে।

বয়স বাড়ছে লকহার্টের, একটু যেন কুঁজো হয়ে গেছে সে। ওর সঙ্গের লোকটা ওর চেয়ে কম করে হলেও ছ'ইঞ্চি লম্বা, ছটফটে চালচলন দেখলে মনে হয় বয়সে শেরিফের অর্ধেক সে। হ্যাটের কোনা ছাড়িয়ে বের হয়ে আছে লোকটার লম্বা লম্বা চুলগুলো।

গোবরাট ছেড়ে সরে দাঁড়াল ব্যালার্ড, আরও বেশি আলো আসছে এখন বাইরে। হপ্তাখানেকের গোঁফদাড়িওয়ালা আগন্তুককে দেখল সে ভালোমতো, বুঝল লোকটার সঙ্গে পূর্বপরিচয় নেই ওর। শেরিফের দিকে তাকাল। 'সবাইকেই বলেছিলাম, যারা আসার দরকার মনে করেছে তারা এসেছে। কী বলবে বলো এখন।'

ইশারায় সঙ্গের লোকটাকে দেখাল লকহার্ট। 'এর নাম ম্যাক ওল্ডারসন। পেশায় সাংবাদিক; এ-অঞ্চলে যে-ক'টা পাক্ষিক সংবাদপত্র বের হয়, কমবেশি সবগুলোতেই লেখে। নিজের মালিকানায় একটা পত্রিকাও চালায়।' খেয়াল করল, রানশারদের সবার মনোযোগ ওল্ডারসনের উপর। বলে চলল, 'অস্বীকার করার উপায় নেই, অস্বীকার করে লাভও নেই, গত দু'-এক মাস ধরে ঝামেলা হচ্ছে ব্ল্যাক হিলস

বইঘর.কম

রেঞ্জে। ওই ব্যাপারেই কথা বলতে চায় সে তোমাদের সবার সঙ্গে।'

'কী বলতে চায়?' খেঁকিয়ে উঠল জনৈক রানশার। 'বিগ জেমস ল্যাকারির হাতে সব তুলে দিয়ে চলে যেতে হবে আমাদেরকে এখান থেকে?'

'না,' ও-রকম কিছু বলতে আসিনি আমি,' বলল ওল্ডারসন, আধো আলো আধো অন্ধকারে যতখানি দেখা সম্ভব দেখে নিল রানশারদেরকে। 'ডিপ ফ্রস্ট পাহাড়ে জলাধার বানানো নিয়ে একটা রিপোর্ট লিখেছিলাম আমার পত্রিকায়, যা লিখতে পারিনি সেগুলো বলতে চাই তোমাদেরকে।'

কিছু বলছে না কেউ, আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। যা ভেবেছিল ওল্ডারসন তা-ই হয়েছে—ওই জলাধার নিয়ে সন্দেহ আর কৌতূহল ছিল রানশারদের মনে, আর সেটাই আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে ওকে এই রানশারদের কাছে। বলে চলল, 'কেন লিখতে পারিনি কথাগুলো সেটা বলে নিই আগে। কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো প্রমাণ ছাড়া ছাপা যায় না। আমার বেলাতেও ঘটেছে তা-ই। প্রমাণ নেই আমার কাছে, কিন্তু জানি কথাগুলো জানার অধিকার আছে তোমাদের, কারণ এর সঙ্গে তোমাদের ভালোমন্দ জড়িত।'

চুপ করে আছে রানশাররা।

'নিশ্চয়ই নতুন করে বলতে চাও না,' বলল এক রানশার, 'পুরো ব্ল্যাক হিলস রেঞ্জ নিজেদের মুঠোর ভেতরে নিতে চাচ্ছে ল্যাকারি ব্রাদার্স? তবে এখন আর ব্রাদার্স বলে লাভ কী? ফ্রেড ল্যাকারি তো পটল তুলেছে কিছুদিন আগে। সেক্ষেত্রে আমি বলবো, বিগ জেমসের ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করতে চাও তুমি।'

লোকটার দিকে তাকাল লকহার্ট। 'মিথ্যা কথা!'

শেরিফের মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল দু'-তিনজন রানশার, হাত তুলে ওদেরকে থামিয়ে দিল ওল্ডারসন। 'আমাকে বলতে দাও। ছ'মাস আগের কথা। তখন আমার কানে এসেছে, কিছু একটা ঘটানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে ব্ল্যাক হিলস রেঞ্জে। তোমাদের কেউই

বইঘর.কম
কাতুজ

হয়তো জানো না, বিগ জেমস ল্যাকারির বাবা ডেভ ল্যাকারির সঙ্গে একসময় বন্ধুত্ব ছিল আমার বাবার। তাঁকে একবার বলেছিলেন তিনি, এমন একটা সময় আসবে যখন এই এলাকার ইণ্ডিয়ান রিযার্ভেশনের লোকগুলোকে জোর করে হোক অথবা কৌশল খাটিয়ে হোক কৃষক বানিয়ে দেয়া হবে। কথাটা মনে পড়ে যায় আমার, তাই গুজবটা শোনামাত্র চলে আসি এখানে। কৌতূহল হচ্ছিল—যেখানে পানির উৎস সীমিত সেখানে চাষাবাদ করা হবে কীভাবে?

'এসে দেখি, যে-গুজব শুনেছি সেটা পুরোপুরি মিথ্যা না—ডিপ ফ্রস্ট পাহাড়ের আশপাশের এলাকা এবং ওখান দিয়ে বয়ে চলা একমাত্র নদীটার দখল নিতে চাচ্ছে ল্যাকারিরা, যেভাবেই হোক। ঘটনাটা আকারে-ইঙ্গিতে জানিয়ে একটা চিঠি লিখি ওয়াশিংটনের ওয়ার ডিপার্টমেণ্টে, ডিপ ফ্রস্ট পাহাড়ে নিকট ভবিষ্যতে কোনো জলাধার বানানো হবে কি না জানতে চাই। রহস্যজনক নীরবতা অবলম্বন করে ওরা, আমার চিঠির কোনো জবাব দেয়নি। কয়েক মাস পরে আবারও চিঠি পাঠাই আমি, এবার বলা হয় আমাকে: এ-ব্যাপারে মুখ খুলতে নিষেধ আছে কর্তৃপক্ষের। যা বুঝবার বুঝে নিই আমি, অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করে আমার পত্রিকার এ-হপ্তার সংখ্যায় আর্টিকেলটা লিখি।'

'তারমানে...' স্পষ্ট দ্বিধা জনৈক রানশারের কণ্ঠে, 'খবরটা বানিয়ে লিখেছ তুমি?'

'খবরটা তা হলে সত্যি না?' জিজ্ঞেস করল আরেকজন।

'হ্যাঁ, বানিয়ে লিখেছি আমি খবরটা, কিন্তু সেটা মিথ্যা না।'

'মানে?' আশ্চর্য হয়ে গেছে ব্যালার্ড।

'আর্টিকেলটা প্রকাশিত হওয়ার পর ওটা কেটে পাঠিয়ে দিলাম ওয়ার ডিপার্টমেণ্টে। এবার তিন দিনের মাথায় জবাব পাওয়া গেল,' নাটকীয়ভাবে থামল ওল্ডারসন।

'কী বলেছে ওরা?'

'যা বলেছে তা জানতে পারবে আমার পত্রিকার আগামী হপ্তার

বইঘর.কম

সংখ্যায়। এখন শুধু এটুকু বলে রাখি, আমার আর্টিকেলের মূলভাব প্রকাশিত হয়েছে ওদের পাঠানো চিঠিতে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, যা ভেবেছিলাম আমি তা-ই হয়েছে—জলাধার বানানোর ইস্যুটা খারাপ কোনো দিকে মোড় নিতে পারে আশঙ্কা করে সেটা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে তথাকথিত কর্তৃপক্ষ।'

'তারপর?'

'গত সপ্তাহে জানতে পারলাম, নতুন একটা কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে ওয়াশিংটনে, নাম দেয়া হয়েছে ব্ল্যাক হিলস ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি। ল্যাকারিরা এ-পর্যন্ত যত জমি কিনেছে, বা দখল করেছে, বা চুরি করেছে, সবগুলোর তদারকির দায়িত্ব নিয়েছে কোম্পানিটা। সেটার স্টকহোল্ডারদের দু'-একজন ছাড়া বাকিদের সবাই এখান থেকে হাজার মাইল দূরের মানুষ। মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে তা হলে? ল্যাকারিরা যদি এই রেঞ্জ কব্জা করতে পারে, তা হলে এটার পরোক্ষ মালিক হয়ে যাচ্ছে অন্য কেউ।'

নতুন করে সিগারেট-চুরুট ধরাচ্ছে রানশাররা। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত খবর শুনছে ওরা ওল্ডারসনের কাছ থেকে, পক্ষে-বিপক্ষে কিছু বলার মতো সময় আসেনি এখনও।

'তারমানে তুমি কি বলতে চাও গুণ্ডামি করার জন্য বিগ জেমস আর ওর রাইডারদের টাকা দিচ্ছে ব্ল্যাক হিলস ডেভেলপমেন্ট?' ভোঁতা গলায় জিজ্ঞেস করল লকহার্ট।

'মনে হয় না,' বলল ওল্ডারসন।

'তা হলে?'

'গায়ের জোরে দখল করা জমি কারও না কারও কাছে তো বেচতে হবে বিগ জেমসকে, নাকি? ওর মামদোবাজি করার খবর জানত কেউ, তাই সুযোগ বুঝে...'

'কিন্তু ঘুরেফিরে তো একই হলো কথাটা?'

'না, এক হলো না। আমি যা বলতে চাই তা হলো, ষণ্ডামি করার জন্য টাকা দেয়া হচ্ছে না বিগ জেমসকে, বরং ষণ্ডামি করে যা হাসিল

বইঘর.কম
কাতুজ

করবে সে সেগুলো টাকার বিনিময়ে গ্রহণ করা হবে ওর কাছ থেকে।'

'যে-লোক নিজের পত্রিকায় বানিয়ে বানিয়ে আর্টিকেল লিখতে পারে,' কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক ঢং-এ বলল লকহার্ট, 'সে যে-কারও বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগও করতে পারে।'

'কিন্তু লোকটা যা বলছে তা বানোয়াট না,' প্রতিবাদ করল এক রানশার।

লোকটার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল লকহার্ট। 'বুঝলে কীভাবে?'

'আজ সকালে পাঁচজন রাইডার নিয়ে জন এভার্টের রানশে গিয়েছিল বিগ জেমস। ভয় দেখিয়েছে ওকে, ইচ্ছামতো গালমন্দ করেছে। ওকে বলেছে, সে যেন সময় থাকতে থাকতেই সব বেচে দিয়ে চলে যায় এখান থেকে।'

'একইভাবে ভয় দেখানো হয়েছে বাটলারকে,' মুখ খুলল আরেক রানশার, 'মারধর করা হয়েছে ওর রাইডারদের। মানে মানে কেটে পড়েছে বেচারা। বলতে গেলে প্রতিদিন হুমকি দেয়া হচ্ছে কিম্বার্লিকে, কিন্তু সে-ও বাপের ব্যাটা—মুখের উপর বলে দিয়েছে বিগ জেমসকে, পারলে যা খুশি করুক দানবটা, সে-ও দেখে নেবে। ওদিকে মারা পড়েছে জেমসের ভাই ফ্রেড। আমার কী মনে হয়, জানো? আমার মনে হয়, এতদিন হুমকিধমকিতেই সীমাবদ্ধ ছিল বিগ জেমসের বাড়াবাড়ি, এবার তারচেয়ে বেশি কিছু করবে সে। ওর মতো একটা লোক ভাই হারানোর বদলা নেবে না?'

ওল্ডারসন বলল, 'আচ্ছা, তোমরা কি তোমাদের জমি জরিপ করিয়েছ? নিজেদের নামে রেকর্ড করিয়েছ?'

জবাবে হ্যাঁ বলল না কোনো রানশার।

'বাহ্, তা হলে তো আরও সুবিধা হয়েছে বিগ জেমসের,' বলে চলল ওল্ডারসন। বাটলারের কপালে যা জুটেছে, তোমাদের বেশিরভাগের কপালে হয়তো তা-ই জুটবে। তোমাদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার পর কী হবে, জানো? একগাদা মক্কেল পাওয়ায় খুশিতে বগল বাজাতে থাকবে উকিলরা, নতুন নতুন মামলার ফাইলের স্তূপ জমবে

বইঘর.কম

তাদের অফিসে আর আদালতে, আইনকে ঘুষ দিয়ে নিজেদের পকেটে ঢোকানোর চেষ্টা করবে কেউ কেউ, নগদ পয়সার লোভে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে তোমাদেরই অনেকে। প্রশ্ন হচ্ছে, কী করা উচিত এখন তোমাদের? জবাবটা সহজ। সময় থাকতেই ঠেকানো উচিত বিগ জেমস আর ওর সাঙ্গোপাঙ্গদের। তা না হলে, একবার যদি মাঠে নামে ব্ল্যাক হিলস ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি, ওদের টাকার জোরের সামনে দাঁড়াতেই পারবে না তোমরা।'

'ভালো ভালো কথা শোনানোর নাম করে তুমি কি উস্কে দিতে এসেছ এই রানশারদের?' খেঁকিয়ে উঠল লকহার্ট। 'সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে, যদি কোনো কারণে রেঞ্জওয়ার শুরু হয় এখানে, দাঙ্গায় উস্কানিদাতা হিসেবে গ্রেপ্তার করবো তোমাকে। প্রতিটা হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবে তুমি, এবং সে-অভিযোগ নিয়েই দাঁড়াতে হবে তোমাকে কাঠগড়ায়।'

বিরক্ত হয়ে একথাবায় দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরাল ব্যালার্ড। 'তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছ, লকহার্ট। বিগ জেমস আর ওর ষণ্ডারা কী করছে, জানে সবাই। আমাদের সঙ্গে যা খুশি তা-ই করতে থাকবে দানবটা, আর চোখে ঠুলি পরে বসে থাকবে তুমি, অথবা সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করবে—তা হবে না।'

রেগে গেল লকহার্ট, কড়া কিছু কথা শোনাতে চাইল ব্যালার্ডকে, কিন্তু কী ভেবে সামলে নিল নিজেকে। বিষদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওল্ডারসনের দিকে। তারপর ঘুরে হাঁটা ধরল নিজের ঘোড়ার উদ্দেশে—চলে যাবে।

সে চলে যাওয়ার পর খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল এক রানশার। 'ওল্ডারসন, কী বলতে চাচ্ছ তুমি?'

'লড়াই করো। যদি নিজেদের রানশ হাতছাড়া করতে না চাও, তা হলে সংগঠিত হও, তারপর লড়াই করো। আমি জানি তোমাদের অনেকের মধ্যেই সম্পর্ক ভালো না। কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে রেষারেষি ভুলতে হবে তোমাদেরকে। এর বেশি আর কিছু বলার নেই

বইঘর.কম
কাতুজ

আমার,' নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল ওল্ডারসন।

ওর পিছন পিছন যাচ্ছে পিট লিঙ্কম্যান নামের এক রানশার। যখন ঘোড়ায় চড়ছে ওল্ডারসন, তখন ওর কাছে গিয়ে বলল লোকটা, 'ধন্যবাদ, আমাদের উপকার করলে তুমি।'

নিঃশব্দে হাসল ওল্ডারসন। 'তোমাদের শত্রুরা এখন কী করবে, জানো? চিন্তায় পড়ে যাবে। যেহেতু ফাঁস হয়ে যাচ্ছে ওদের চক্রান্ত, সেহেতু পরের পদক্ষেপগুলো সাবধানে নেবে। তাই আমার ধারণা সংগঠিত হওয়ার জন্য সময় পাবে তোমরা।'

'একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?'

'কী?'

'ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়াচ্ছ কেন?'

একটু মুহূর্ত চুপ করে থাকল ওল্ডারসন, তারপর বলল, 'এমন একটা সময় ছিল যখন এই রেঞ্জের মানুষরা খুব ভালো ছিল। ওরা কেউ কাউকে ঠকাত না, কারও কাছে ঠকতও না। এখানে সে-দিন ফিরিয়ে আনতে চাই আমি। গুড নাইট,' ঘোড়ার পেটে বুট দিয়ে গুঁতো দিল, ছুট লাগাল জন্তুটা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাতের অন্ধকার গিলে খেল ওকে।

ধীর পায়ে ফিরে গিয়ে রানশারদের সঙ্গে যোগ দিল লিঙ্কম্যান।

পাইপের ছাই ঝেড়ে ব্যালার্ড জানতে চাইল, 'এবারে তোমাদের যার যার মত জানাও। কী করতে চাও তোমরা?' টের পেল, ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লিন শ্র্যাডার নামের এক রানশার। বলল, 'শ্র্যাডার, তুমিই বলো আগে। কী করবে এখন?'

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল শ্র্যাডার। ওর আউটফিট ডিপ ফ্রস্ট পাহাড়ের সবচেয়ে কাছে, রসালো ঘাসে ভরা একটা উপত্যকায়। এখন যে-ক'জন রানশার উপস্থিত আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে স্বাধীনচেতা সে। বলল, 'বারো বছর ধরে আছি এখানে। পার করেছি বারোটা গ্রীষ্ম, বারোটা শীত। অনেক কঠিন-সময় গেছে আমার, প্রতিবেশীদের কেউ কখনও বলেনি, "ভাই, কোনো

বইঘর.কম

সাহায্য লাগবে?" বারো বছরে চারটা বাচ্চার জন্ম দিয়েছে আমার বউ, তখন প্রতিবেশী কোনো মহিলা একবারের জন্যও পা রাখেনি আমার আউটফিটে। বিগ জেমস ঝামেলা করছে ইদানীং, ওর আগে কেউ কি জ্বালায়নি আমাকে? তখন তো আজকের মতো মিটিং করে কিছু করার সিদ্ধান্ত নিইনি আমরা। তখন নিজের ঝামেলা নিজেই সামাল দিয়েছি। আমার বিশ্বাস, এবারও নিজের আউটফিট রক্ষা করতে পারবো, তোমাদের কারও সাহায্য লাগবে না। ...এটা নিষ্ঠুর পশ্চিম, ব্যালার্ড, এখানে নিজের পিঠ নিজেরই বাঁচানোর নিয়ম। জেনে রেখো, যদি সপরিবারে মারাও যাই বিগ জেমসের হাতে, সাহায্যের জন্য চেঁচিয়ে ডাকবো না তোমাদের কাউকে,' হাঁটা ধরল সে, গিয়ে চড়ল নিজের ঘোড়ায়, চলে গেল।

ফ্র্যাঙ্ক লুইস, শ্র্যাডারের এক প্রতিবেশী, বলল, 'আমারও একই কথা। প্রতিবেশী শব্দটার উপর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই আমার। আসুক বিগ জেমস, নিজেরটা নিজেই সামাল দেবো, না পারলে মরবো,' চলে গেল সে-ও।

লুইস বিদায় নেয়ার পর আর কোনো কথা হলো না, লিঙ্কম্যান বাদে বাকি রানশাররা এগিয়ে যাচ্ছে যার যার ঘোড়ার দিকে—আলোচনা শেষ।

ওরা চলে যাওয়ার পর লিঙ্কম্যান বলল, 'তা হলে কী দাঁড়াল ব্যাপারটা?'

'চাচা আপন পরাণ বাঁচা,' পাইপে নতুন করে তামাক ভরতে ভরতে বলল ব্যালার্ড।

বইঘর.কম
কাতুজ

সাত

দিন দশেক আগে জায়গাটার বর্ণনা দিয়েছিল গিবস, নামটাও বলেছিল সম্ভবত। বলেছিল, সেখানে দেখা হবে ওল্ডারসনের সঙ্গে। কিন্তু এ-ক'দিনে কি কম ঘটনা ঘটেছে? ওল্ডারসনের উপর দিয়ে কি কম ধকল গেছে? সুতরাং যে-খাঁড়ির কথা বলেছিল গিবস, সাতসকালে সেটার তীরে হাজির হওয়ার পরও ঠিক জায়গায় এসেছে কি না সন্দেহ হচ্ছে ওল্ডারসনের। খাঁড়ি সংলগ্ন অগভীর যে-উপত্যকার কথা বলেছিল গিবস, সেখানে ঢোকার পরও বার বার মনে হচ্ছে, ভুল হচ্ছে ওর। প্রায় আধ মাইল দূরে গাদাগাদি করে জন্মানো কতগুলো বুনো পাইন আর সিডারের আড়াল থেকে উঁকি-দিয়ে-থাকা লজপোলটা দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। গিবস বলেছিল, অনেক আগে একসময় ছোট্ট একটা ইণ্ডিয়ান গোত্র নাকি কিছুদিনের জন্য ঘাঁটি গেড়েছিল এই উপত্যকায়, শিকার করা পশুর চামড়া সেলাই করে বিশেষ কায়দায় তাঁবু বানিয়ে নিয়েছিল নিজেদের জন্য। ইণ্ডিয়ানরা চলে যাওয়ার পর রোদবৃষ্টির অত্যাচার বেশিদিন সহ্য করতে পারেনি তাঁবুগুলো, পাইন-সিডারের জঙ্গলে অস্তিত্ব হারিয়েছে নিজেদের, দু'-চারটা লজপোল কোনোরকমে দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশব্দে সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে আদিবাসীদের অতীত অবস্থানের।

নিজের ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোচ্ছে ওল্ডারসন, একটা লজপোলের কাছে গিয়ে রাশ টানল। বাসি ছাই দেখা যাচ্ছে একদিকের মাটিতে, তারমানে নিজের জন্য আগুন জ্বালিয়েছিল গিবস। লোকটা কাছেপিঠেই কোথাও আছে বুঝে আরেকবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল

বইঘর.কম

ওল্ডারসন। এদিকওদিক তাকাচ্ছে। দূরের একটা ঘন ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আছে এক জোড়া মোজা-পরা পা, আর একটা কম্বলের একটুখানি।

হাত থেকে প্যাকহর্সের লিড রোপ ছেড়ে দিল ওল্ডারসন, নামল স্যাডল ছেড়ে। সাবধানে ঝরাপাতা এড়িয়ে প্রায় নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াল গিবসের পায়ের কাছে। চমকে উঠল কিছুটা।

গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে গিবস, কেমন দুর্বল আর ক্লান্ত মনে হচ্ছে ওকে, চেহারায় অনেক ক্ষতচিহ্ন।

ডান বুটের মাথা দিয়ে গিবসের পেটে আলতো গুঁতো দিল ওল্ডারসন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল গিবসের, ধড়মড় করে উঠে বসল সে, শরীর থেকে সরে গেল কম্বলটা।

'কার কথা ঠিক হলো?' মৃদু গলায় জানতে চাইল ওল্ডারসন।

'মানে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছে ওল্ডারসন, তাই বুঝতে পারেনি গিবস।

'দিন দশেক আগে একটু মুখ দেখাদেখি হয়েছিল আমাদের, মনে আছে?' ব্যঙ্গের সুরে জানতে চাইল ওল্ডারসন।

মনে আছে গিবসের।

দিন দশেক আগে, ডব্লিউ.জি.'র এক লাইন ক্যাম্পে, গ্যানোনের বন্দি হিসেবে আটক ছিল ওল্ডারসন, আর ওকে পাহারা দিয়ে রাখার দায়িত্ব ছিল গিবসের উপর।

মাথা ঝাঁকাল গিবস। 'কেন?'

'মনে আছে, আমাকে ছেড়ে দেয়ার সময় বড় গলায় বলেছিলে, গিয়ে সব জানাবে তোমার ওস্তাদ লেনরকে, বয়সে বিস্তর ফারাক হওয়ার পরও যে নাকি তোমার জানি দোস্ত?'

আবারও মাথা ঝাঁকাল গিবস, ওল্ডারসনের দিকে তাকিয়ে আছে।

'চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি,' বলে চলল ওল্ডারসন, 'এমন খাতির করেছে তোমাকে তোমার তথাকথিত দোস্ত লেনর যে, খতম হয়ে গেছে ওর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব, এখন তোমরা তোমাদের সবচেয়ে

বইঘর.কম

বড় শত্রু সম্ভবত। বলো, বলেছিলাম কি না এ-রকম ঘটতে পারে? পশ্চিমের ক'জন ফোরম্যান ওদের মালিকের পা-চাটা কুকুর হয় না, বলতে পারো? আর লেনর শুধু কুত্তাই না, গ্যানোনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তিও করে। বন্ধুর মতো মেলামেশা করে তোমার মতো পাঞ্চারদের সঙ্গে, ভালোমানুষ সেজে কথা আদায় করে তোমাদের কাছ থেকে, পরে সেগুলো গিয়ে লাগায় গ্যানোনের কাছে।'

কিছু বলল না গিবস, কম্বলটা সরাল গা থেকে। খানিকটা দূরে রাখা আছে ওর বুট জোড়া, টেনে নিল একটা।

ওল্ডারসন জানতে চাইল, 'কী হয়েছিল?'

লেনর আর ওর লোকদের হাতে মার খাওয়া, পরে উপর্যুপরি কশাঘাতের ঘটনাটা বলল গিবস। বলল ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল, জিনা আর মিসেস ওয়েস্টের কথা। ওকে ব্ল্যাক হিলস রেঞ্জ থেকে চিরতরে তাড়ানোর জন্য গিয়েছিল বিগ জেমস, এবং তারপর কী হয়েছিল, জানাল সেটাও।

গিবসের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল ওল্ডারসন, কোনো মন্তব্য করল না, কিছু জানতে চাইল না।

কথা শেষ করে উঠল গিবস, এগিয়ে গেল খাঁড়িটার দিকে, হাতমুখ ধুয়ে আসবে।

এখানে আসার সময় যেখানে ছাই দেখেছিল, সেখানে গেল ওল্ডারসন। প্যাকহর্স থেকে মালসামান নামিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন ধরাল একাই, ব্রেকফাস্ট বানাবে। কাজ করছে আর গিবসের কথাগুলো ভাবছে।

লেনরের আচরণে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—খোলসের ভেতরে থাকলেও সাপ সাপই থাকে। ওল্ডারসন বরং আশ্চর্য হচ্ছে গিবসের কাজে। লোকটা বোকা না, বরং সাধারণ একজন কাউপাঞ্চারের তুলনায় ওর আচরণ-কথাবার্তা-স্বভাব সবই অন্যরকম। ওল্ডারসন জানে, অবসরে অন্য পাঞ্চাররা যখন জুয়া খেলে, তখন গিবস বেশিরভাগ সময় বইপত্র ঘাঁটে, অথবা একা একা ফাস্ট ড্র প্র্যাকটিস

বইঘর.কম

করে। তারপরও লোকটা সম্ভবত জানে না বুনো পশ্চিমে নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাস করতে হয় না, অন্তত নিয়োগকর্তার কাছের লোকদেরকে তো অবশ্যই না। প্রায় মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে অজ্ঞতার মাশুল দিয়েছে সে।

কাজ করতে করতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ওল্ডারসন। এখনও ফেরেনি গিবস। নিকট অতীতে ফিরে গেল ওল্ডারসন—মনে পড়ে যাচ্ছে গিবসের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার স্মৃতি।

এখান থেকে প্রায় দেড় শ' মাইল দক্ষিণের এক গরুব্যবসার শহরে দেখা হয় ওদের দু'জনের। ততদিনে সাংবাদিক হিসেবে মোটামুটি নাম কামিয়ে ফেলেছে ওল্ডারসন, বলতে গেলে দু'হাতে লেখালেখি করছে বিভিন্ন পত্রিকায় নামে-বেনামে, পাশাপাশি নিজের ছোট্ট একটা অফিস আর ছাপাখানা আছে ওই শহরে—নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে ওর সাপ্তাহিক পত্রিকাটা। একদিন গভীর রাত পর্যন্ত নিজের অফিসে কাজ করছিল সে, নিজেকে একা ভেবে নিয়ে ডুবে গিয়েছিল কাজে। হঠাৎ পেছনে খুক খুক কাশির আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠে ফিরে তাকায়। যতটা না বিস্মিত তারচেয়ে বেশি ভীত হয়ে দেখে, হাতের পিস্তলটা ওর দিকে তাক করে স্থির দাঁড়িয়ে আছে গিবস।

'তুমি নিশ্চিত স্বর্গে যাবে,' পরিহাসতরল গলায় বলে গিবস, 'কারণ যারা এত কাজ করে, তারা পাপ করার সময় পায় না। আর পাপ না করলে মরার পর লোকগুলো কোথায় যাবে, বলো?'

'কী চাও?' সতর্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে ওল্ডারসন।

'তোমাকে একটু বিশ্রাম দিতে চাই। ওঠো,' পিস্তল নাচায় গিবস।

'কিডন্যাপ করছ নাকি আমাকে?'

'কিডন্যাপ? হ্যাঁ, ইচ্ছা করলে ব্যবহার করতে পারো শব্দটা। এবার কথা না বাড়িয়ে ঝটপট এসো।'

অস্ত্রের মুখে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে অফিস থেকে বাইরে বের হয়ে ওল্ডারসন দেখে, একহাতে তিনটা ঘোড়ার লাগাম এবং আরেকহাতে একটা পিস্তল নিয়ে পাহারায় আছে লেনর। তখন অবশ্য গিবস বা

বইঘর.কম
কার্তুজ

লেনরের কাউকেই চিনত না ওল্ডারসন, পরে জানতে পেরেছে ওদের নাম।

গিবস আর লেনর মিলে একটা রানশের লাইনক্যাম্পে নিয়ে যায় ওল্ডারসনকে চোখ বেঁধে, বন্দি করে রাখে একটা শ্যাকে। কোন্ লাইনক্যাম্প, কোন্ রানশ—কিচ্ছু জানত না তখন ওল্ডারসন।

তবে বুদ্ধিমান লোক সে—যারা পালাক্রমে পাহারা দিচ্ছিল ওকে তাদের টুকরো টুকরো কথা জোড়া লাগিয়ে বুঝতে পারে, লোকগুলো ডব্লিউ.জি. নামের একটা রানশের রাইডার, জনৈক জেমস ল্যাকারির হুকুম পালন করছে।

জেমস ল্যাকারি? নিজের নাম যতটা পরিচিত ওল্ডারসনের কাছে, ওই নামও ঠিক ততটাই পরিচিত। কারণ দানবটাকে নিয়ে নিজের পত্রিকার কয়েকটা সংখ্যায় ধারাবাহিক আর্টিকেল ছেপেছে সে, যেগুলোর বিষয়বস্তু: ব্ল্যাক হিলস রেঞ্জের সাম্প্রতিক মামদোবাজির পেছনে নাটের-গুরু হিসেবে ভূমিকা পালন করছে বিগ জেমস ল্যাকারি। সুতরাং বিগ জেমস লোক পাঠিয়ে ওল্ডারসনকে কিডন্যাপ করাবে না তো কাকে করাবে?

কথায় আছে, সব চোর চোর না, কারণ যে-লোক কোনো মেয়ের মন চুরি করে তাকে বলা হয় প্রেমিকপুরুষ। একইভাবে সব ডাকাত ডাকাত না, কারণ যে-লোক ধনীর সম্পদ লুটে নিয়ে গরীবদের মাঝে বিলায়, সে কারও কারও চোখে বীরপুরুষ। বিশ্বাসপ্রবণ টালি গিবসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠবার পর ওল্ডারসন নতুন করে জানল, সব কিডন্যাপার আসলে কিডন্যাপার না। কারণ চাকরি বাঁচানোর জন্য আদেশ পালন করেছে গিবস, এবং ওল্ডারসনকে ওভাবে ধরে আনার জন্য অনুতপ্ত সে।

যে-শ্যাকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল ওল্ডারসনকে সেটা পুরনো কিন্তু মজবুত। একমাত্র জানালাটার এপাশে-ওপাশে দাঁড়িয়ে কথা বলত গিবস-ওল্ডারসন; একজন দাঁড়িয়ে, অন্যজন একটা কাটাগাছের মোটা গুঁড়ির উপর বসে।

বইঘর.কম

বন্দিদশার তৃতীয় দিন গিবসকে নিজের বন্দিত্বের কারণ ব্যাখ্যা করে ওল্ডারসন।

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায় গিবস। 'মিলছে না।'

'কী মিলছে না?'

'বিগ জেমস না, মিস্টার গ্যানোনের নির্দেশে উঠিয়ে আনা হয়েছে তোমাকে।'

'মিস্টার গ্যানোন মানে সিনেটর উইল গ্যানোনের কথা বলছ? ওর পাকা ধানে কখন মই দিলাম আমি?'

'কেন, নিজের পত্রিকায় দেদারসে লিখে যাচ্ছ বিগ জেমসের কথা। মিস্টার গ্যানোনের আশঙ্কা, বিগ জেমসের পেছনে যে আরেকজন আছে, তোমার লেখালেখির কারণে ফাঁস হয়ে যেতে পারে সেটা। আর সে-কারণেই...'

'আচ্ছা, সত্য কথা বলা কি দোষ নাকি অপরাধ?' জানতে চায় ওল্ডারসন। 'নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এতগুলো মানুষের ক্ষতি করতে চাচ্ছে সিনেটর গ্যানোন—জেনেও চুপ করে থাকবো? আমার তো বিবেক বলে কিছু একটা আছে, নাকি?'

ওল্ডারসনের শেষের কথাটা ভীষণ নাড়া দেয় গিবসকে। বিবেকের দংশন অনুভব করতে থাকে সে। ওল্ডারসনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যায় ওর, ওকে মুক্ত করে দেয় সে। তবে তার আগে, ওল্ডারসন কয়েকবার মানা করার পরও, সিদ্ধান্ত নেয়, গ্যানোনের শয়তানির ব্যাপারে সব জানাবে লেনরকে। ওদিকে ওল্ডারসন ঠিক করে, ফিরে গিয়েই ওর পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যার জন্য ডিপ ফ্রস্ট জলাধার নিয়ে লিখবে, তারপর ফিরে আসবে ব্ল্যাক হিলস রেঞ্জে, বিগ জেমসের বিরুদ্ধে সংগঠিত করার চেষ্টা করবে রানশারদের।

হাতমুখ ধুয়ে এসে ওল্ডারসনের পাশে, ঘেসো জমিনে বসে পড়ল গিবস। এতক্ষণে নাস্তার আয়োজন শেষ করে ফেলেছে ওল্ডারসন—রুটি, বেকন আর কফি।

চুপচাপ খাওয়া শেষ করে একটা সিগারেট ধরাল গিবস। 'কথা

বইঘর.কম

হয়েছে রানশারদের সঙ্গে?'

গতরাতের "আলোচনার" কথা জানাল ওল্ডারসন। তারপর বলল, 'কিন্তু আমার কী মনে হয়, জানো? আমার মনে হয়, শেষপর্যন্ত সংগঠিত করা যাবে না এখানকার রানশারদের। সবাই কেমন যেন নাকউঁচু স্বভাবের, আর ভীষণ স্বার্থপর। হয়তো কথাটা জানে বলেই যা খুশি তা-ই করছে বিগ জেমস আর ওর লোকেরা। ...এদিকে বড় একটা ভুল করে ফেলেছি আমি। নিরপেক্ষ লোক মনে করেছিলাম শেরিফ লকহার্টকে, কিন্তু কাল রাতে কথাবার্তা শুনে লোকটাকে বিগ জেমসের হাতের পুতুল বলে মনে হয়েছে আমার। নিশ্চিত থাকো, এতক্ষণে জেনে গেছে দানবটা, ব্ল্যাক হিলসেই আছি আমি। হয়তো জেনে গেছে সিনেটর গ্যানোনও। এখান থেকে পালানোর সব পথ বন্ধ করে দিয়ে পাহারায় বসে আছে কি না ওরা, কে জানে! ...লুকিয়ে থাকার জন্য একটা খাসা জায়গা দরকার আমাদের। এমন জায়গা, যেটা তুমি ছাড়া চেনে না কেউ। আছে নাকি?'

কিছুক্ষণ ভাবল গিবস, তারপর বলল, 'ডাবল টি রেঞ্জ ছাড়িয়ে কিছুদূর গেলে একসারিতে কয়েকটা পাহাড় আছে। একটা পাহাড়ের মাথায় আছে একটা পরিত্যক্ত লাইনশ্যাক। সেটা ব্যবহার করা যেতে পারে।'

মুচকি হাসল ওল্ডারসন।

ভ্রূ কোঁচকাল গিবস। 'হাসছ কেন?'

'আমাকে পাহারা দেয়ার দায়িত্ব যখন নিলে, তখন প্রথম প্রথম তোমাকে দেখে কী মনে হতো আমার, জানো?'

'কী?'

'তুমি এক গোবেচারা পাঞ্চার, এ-তল্লাটের প্রায় কিছুই চেনো না। মাস শেষে বেতনের চল্লিশটা ডলার হাতে পেলেই খুশি, আর কিছু লাগে না।'

জবাবে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল গিবস, কিন্তু পেছন থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত একটা শব্দ শুনে থেমে গেল, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

বইঘর.কম

অনতিদূরে থেমে দাঁড়িয়েছে একটা ঘোড়া, হাসি একানওকান হয়ে গেছে ক্লান্ত সওয়ারির, স্যাডলে বাঁধা কারবাইনটা খুলে হাতে নিচ্ছে সে।

স্যাম হর্ন—ডব্লিউ.জি.'র আরেক পাঞ্চার। ওল্ডারসনকে পালাক্রমে পাহারা দেয়ার দায়িত্ব ছিল এই লোকের উপরও। এবং গিবস জানে, লেনর আর ওর লোকদের হাতে মার খাওয়ার সময় দেখেছে আর কী, কিছু উত্তম-মধ্যম হজম করতে হয়েছে হর্নকেও।

সাবধানে উঠে দাঁড়াল গিবস, ফিতা আলগা করে দিচ্ছে হোলস্টারের, মুখোমুখি হলো হর্নের।

ওকে হোলস্টারের ফিতা আলগা করতে দেখে হা হা করে হাসল হর্ন। বলল, 'আমরা কেউ কখনও তোমাকে ড্র করতে দেখিনি, গিবস। তুমি কতটা চালু মাল, তা-ও শুনিনি কখনও। কিন্তু আমার হাতে যখন গুলিভর্তি একটা কারবাইন আছে, এবং সেটার ট্রিগারে আঙুল রেখে নলটা যখন তাক করে রেখেছি তোমার দিকে, আশা করি বোকার মতো কোনো অ্যাকশনে যাবে না?'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াচ্ছে ওল্ডারসনও।

'তুমি এখানে?' যতটা না আশ্চর্য হয়েছে গিবস, তারচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা ভর করেছে ওর মনে—আর ক'জন লোককে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে হর্ন?

আরেক দফা হাসল হর্ন। 'অবাক হচ্ছ? না, দোস্ত, অবাক হওয়ার কিছু নেই। একটা মানুষ তো আরেকটা মানুষকে অনুসরণ করতেই পারে, তা-ই না?'

'অনুসরণ?'

'হুঁ। বলতে বাধ্য হচ্ছি, মিস্টার ওল্ডারসন নিজেকে যতটা চালাক মনে করে, আসলে ততটা চালাক না সে।'

'কেন?'

'কেন?' গিবসের উপর থেকে নিশানা না সরিয়ে কারবাইনটা হাতবদল করল হর্ন, পকেট থেকে একটা সিগার বের করে ধরাল।

বইঘর.কম

আরাম করে দু'-তিনবার টান দেয়ার পর বলল, 'কারণ সে কল্পনাও করেনি, যাদের উপকার করার জন্য গতরাতে মিটিং-এর ব্যবস্থা করিয়েছিল, তাদের মধ্যে পেটপাতলা কেউ-না-কেউ থাকতে পারে, যে-লোক একবোতল হুইস্কির বিনিময়ে গোপন কথা ফাঁস করতে দ্বিধা করে না।'

'কে সে?'

তৃতীয়বারের মতো অট্টহাসি হাসল হর্ন। 'নামটা জেনে লাভ কী, গিবস? কী করতে পারবে তুমি ওর? দেখেই বুঝতে পারছি নাস্তাপানি করা শেষ তোমাদের, এবার আমি বলামাত্র যার যার ঘোড়ায় চড়বে তোমরা। আশা করি ডব্লিউ.জি.-তে পৌঁছানোর আগপর্যন্ত খাওয়ার নাম মুখে আনবে না আর। তবে পানি খেতে চাইলে দু'-একবার দিতে পারি।' খালি হাতটা দিয়ে স্যাডলে ঝোলানো ক্যান্টিনে চাপড় দিল। 'কাজে লাগতে পারে ভেবে কানায় কানায় ভরে এনেছি এটাকে খাঁড়ি থেকে।'

'ডব্লিউ.জি. কেন?' জিজ্ঞেস করল ওল্ডারসন।

ওর দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকাল হর্ন, কিন্তু একইসঙ্গে খেয়াল রাখল গিবসের সামান্য কোনো নড়াচড়াও যেন চোখ না এড়ায়। 'রানশে যদি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি তোমাকে, যদি তুলে দিতে পারি লেনরের হাতে, চাকরি ফিরে পাবো আমি। ওরা ধোলাই দিয়েছে আমাকে, অথচ সেটার প্রাপ্য ছিলাম না আমি। লেনর আমার চাকরি খেয়েছে, অথচ তোমার পালানোর পেছনে আমার কোনো দোষ ছিল না। বলো, আমার কথা কি ভুল?'

'না, তোমার কথা ভুল না,' বলল গিবস, 'কিন্তু তোমার সিদ্ধান্ত ভুল।'

'মানে?'

'আমাদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে লেনরের হাতে তুলে দিলেই চাকরি ফিরে পাবে—নিশ্চয়তাটা কে দিয়েছে তোমাকে? লেনর?'

'না। এ-ব্যাপারে ডব্লিউ.জি.'র কেউই কিছু বলেনি আমাকে, বলার

বইঘর.কম

কথাও না। সিদ্ধান্তটা আমার একার। যাদের কারণে বিনা অপরাধে মার খেয়েছি, যাদের কারণে বিনা দোষে চাকরি হারিয়েছে, তাদের উপর বদলা নেবোই। সেজন্যই যে-রাতে কুকুরের মতো খেদিয়ে দেয়া হলো আমাকে, সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম সে-রাত থেকেই। কাল শিকে ছিঁড়ল আমার ভাগ্যে, ইচ্ছা করলে মিস্টার ওল্ডারসনকে কাবু করতে পারতাম অনেক আগেই, কিন্তু ওকে ইণ্ডিয়ানদের পরিত্যক্ত এলাকার দিকে আসতে দেখে বুঝলাম কোনো-না-কোনো মতলব আছে।' দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল হর্ন। 'কথায় আছে সবুরে মেওয়া ফলে, এবং সেটা ভুল না।'

গিবস বলল, 'রানশে একসঙ্গে বন্ধুর মতো ছিলাম আমরা, হর্ন। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছি অনেকদিন...

'সেসব এখন অতীত। পশ্চিমের মানুষ দু'পয়সা দাম দেয় না স্মৃতির।'

'তুমি ভালো কাজ জানো। ইচ্ছা করলেই অন্য কোনো রানশে গতর খাটাতে পারো। চাকরি পাওয়াটা তোমার জন্য সমস্যা না।'

'কিন্তু আমি ডব্লিউ.জি.-তেই থাকতে চাই। এই যে এখন ধরে নিয়ে যাবো তোমাদেরকে, তারপর ওদের হাতে তোমাদেরকে তুলে দেয়ার পর ওদেরই একজন হয়ে হাতের ঝাল ঝাড়তে চাই তোমাদের উপর। তোমরা এখন আমার শত্রু...বলা উচিত সে-রাতের পর থেকে তোমরা আমার শত্রু।'

চোখের কোনা দিয়ে একটা নড়াচড়া দেখতে পেল গিবস। কিছুটা দূরে, হাতের বাঁ দিকে, ঝোপের আড়াল ছেড়ে বের হয়ে এসেছে নাদুসনুদুস একটা খরগোস, খাবারের খোঁজ করছে। তিনটা মানুষ বা তিনটা ঘোড়া নিয়ে সেটার তেমন কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হচ্ছে না।

'শুধু আমারই না,' গিবস বা ওল্ডারসন কিছু বলছে না দেখে বলে চলল হর্ন, 'আরও অনেকের শত্রুতে পরিণত হয়েছ তোমরা।'

'যেমন?' কিছু ঝরাপাতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে খরগোসটা, খেয়াল

বইঘর.কম
কাতুজ

করল গিবস।

'যেমন ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের বাসায় তোমার সঙ্গে বিগ জেমসের লড়াইটা মুখরোচক গল্পে পরিণত হয়েছে শহরের মানুষের কাছে। এখন অনেকেই জানে, জেমসের হাত পুড়িয়েছ তুমি, মাথা ফাটিয়েছ। তোমাকে মুঠোর ভেতরে পাওয়ার জন্য স্রেফ কুত্তাপাগল হয়ে গেছে লোকটা। শুনলাম, ওর কথামতো ওর রানশের তিন রাইডার আর দুই গানম্যান নাকি পাসির ভূমিকা পালন করছে—তোমাকে যেখানে পাকড়াও করতে পারবে সেখানেই দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘোড়ার পেছনে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে যাবে গ্র্যাপ্পেলে। আর পাকড়াও করতে না পারলে,' আরেকবার দাঁত দেখাল হর্ন, 'বিশ্বাস করো, ওই পাঁচজন যে-রকম মানুষ, তোমাদেরকে কবর দেয়ার কষ্টটুকুও করবে না।'

চোখের কোনা দিয়ে খরগোসটাকে আরেকবার দেখল গিবস, ঝরাপাতার খুব কাছাকাছি চলে গেছে সেটা। 'আমাদেরকে ছেড়ে দাও, হর্ন।'

'ঘোড়ায় ওঠো,' হুকুম না, যেন হুমকি দিল হর্ন, 'দু'জনই। যে দেরি করবে, সে আগে খোঁড়া হবে আমার কারবাইনের বুলেটে।'

'আমাদের তৃতীয় সঙ্গীর ব্যাপারে কী করবে, হর্ন?' কণ্ঠের নিশ্চিন্ত ভাবটা ধরে রেখে বলল গিবস।

'তৃতীয় সঙ্গী?'

জবাবে মুখ হাঁ করে লম্বা দম নিল গিবস, তারপর জোরে কাশি দিল কয়েকবার।

ভয়ে চমকে উঠল খরগোসটা, মুহূর্তের মধ্যে পিছন ফিরে তাকিয়ে বুঝে নিল "পরিস্থিতি" "বিপজ্জনক" সেটার জন্য, ছুট লাগাল পড়ে-থাকা পাতাগুলোর উপর দিয়ে।

সর্ সর্ শব্দ উঠল ঝরাপাতায়, এক লহমার জন্য মনে হলো, কেউ হেঁটে আসছে বুঝি।

"আগন্তুককে" দেখার জন্য ঘাড় ঘুরাল হর্ন।

সেটুকুই দরকার ছিল গিবসের জন্য।

বইঘর.কম

বিদ্যুৎগতিতে থাবা মারল সে নিজের হোলস্টারে।

প্রায় হাঁ হয়ে যাওয়া ওল্ডারসনের কাছে মনে হলো, পিস্তলটা নিজেই বেরিয়ে এল হোলস্টার ছেড়ে, ঠাঁই নিল গিবসের তালুতে, ঠিক সে-মুহূর্তেই আগুন দেখা দিল অস্ত্রটার নলে—পর পর দু'বার।

ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল হর্নের গ্রে স্ট্যালিয়ন, কারবাইনের ট্রিগারে টান দিল সে কিন্তু নিশানা সরে যাওয়ায় বুলেট বেরিয়ে গেল গিবস আর ওল্ডারসনের মাঝখান দিয়ে, তবে তার আগেই বুকের বাঁ দিকে গিবসের দুটো তপ্ত সীসার মরণব্যথা টের পেল সে। বিকৃত হয়ে গেল ওর চেহারা, স্যাডলের উপর আপনাআপনি কুঁজো হয়ে গেল শরীরটা, হাত থেকে ছুটে গিয়েছিল কারবাইনের বাঁট, সেটা তাড়াহুড়ো করে ধরতে গিয়ে নিজেই উল্টে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে। অনিচ্ছাকৃতভাবে টান দিয়ে বসল কারবাইনের ট্রিগারে, ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল অনতিদূরের একটা ঝোপ। আতঙ্কে তীক্ষ্ণ হ্রেষা ছাড়ল ওর ঘোড়া, বিশাল শরীরটা ঘুরিয়ে নিল মুহূর্তের মধ্যে, ছুট লাগাল। তবে কিছুদূর গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল একটা ঝোপের কোনা ঘেঁষে।

পিস্তলটা উঁচু করে ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে গিবস হর্নের দিকে।

এতক্ষণে পিস্তল হোলস্টারছাড়া করেছে ওল্ডারসন, এগিয়ে যাচ্ছে সে-ও, তবে গিবসের থেকে কম করে হলেও বারো-তেরো ফুট দূরে আছে সে।

মাটিতে পড়ে থাকা হর্নের মাথার কাছে যখন গিয়ে দাঁড়াল গিবস, ততক্ষণে নিজের নিয়তিকে মেনে নিয়েছে লোকটা। ওর পাঁজরের একদিকের হাড় ভেঙে দিয়েছে গিবসের একটা বুলেট, আরেকটা ফুটো করেছে ফুসফুস; জীবনের শেষ দমগুলোর সঙ্গে মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে লোকটার। ওর মতোই ধরাশায়ী কারবাইনটার দিকে হাত বাড়াল সে, তারপর কী ভেবে তাকাল গিবসের দিকে, শেষে সিদ্ধান্ত বদল করে গুটিয়ে নিল হাতটা।

'দোস্ত,' হর্নকে উদ্দেশ্য করে আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে বলল গিবস,

বইঘর.কম
কার্তুজ

'এভাবে মারতে চাইনি তোমাকে, বিশ্বাস করো। তোমার চেয়ে অনেক বেশি মার খেয়েছি আমি লেনর আর ওর লোকদের হাতে, চাকরি হারিয়েছি তোমার মতোই। ইচ্ছা করলে চলে যেতে পারতাম ব্ল্যাক হিলস্ ছেড়ে, অন্য কোথাও নতুন ঠিকানা খুঁজে নিতে অসুবিধা হতো না আমার। কিন্তু ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের ওখানে জ্ঞান ফিরে পেয়েই সঙ্কল্প করেছি, বদলা নেবো আমি ওদের প্রতিটা ঘুসির, প্রতিটা লাথির, প্রতিটা চাবুকের বাড়ির। সঙ্কল্প করেছি, সবকিছুর মূলে আছে যে-লোক, প্রথম সুযোগেই তার মুখোশ খুলবো সবার সামনে; তাঁকে অবতার থেকে কুলাঙ্গার বানিয়ে ছাড়বো। তুমি যদি...'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল হর্ন, সান্ত্বনা জানাতে নিষেধ করছে গিবসকে। কোনোরকমে বলল, 'পারলে কবর দিয়ো আমাকে। শিয়াল-শকুনের খাবার হতে চাই না...' আর কিছু বলতে পারল না, স্থির হয়ে গেল ওর চোখ দুটো, থেমে গেল সমস্ত নড়াচড়া, মুখের কশ বেয়ে রক্তও পড়ছে না আর।

লোকটার পাশে আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল গিবস, দাঁতে দাঁত পিষে তাকিয়ে আছে লাশটার দিকে, প্রচণ্ড একটা বিরক্তি টের পাচ্ছে নিয়তির উপর, ওর আত্মসঙ্কল্পটা দাবানল হয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চাচ্ছে সবকিছু।

জঙ্গলের ভেতরে নিঃসঙ্গ একটা কটনউড খুঁজে বের করে সেটার তলায় কবর দিল ওরা হর্নকে। মোটা দেখে দুটো ডাল কেটে নিয়ে এল ওল্ডারসন, দড়ি দিয়ে আনাড়ি হাতে বেঁধে ক্রসের মতো বানাল, তারপর সেটা পুঁতে দিল কবরটার মাথার কাছে। কাজ শেষে সোজা হয়ে তাকাল গিবসের দিকে। 'এবার?'

'এবার সেই লাইনশ্যাকের ট্রেইল ধরবো আমরা। মালসামান গুছিয়ে নাও ঝটপট। আমি দেখি হর্নের গ্রে স্ট্যালিয়নটাকে বশ করতে পারি কি না।'

'কী দরকার?'

বইঘর.কম

'দরকার আছে। একটা কারবাইন ছিল হর্নের কাছে, সেটা কাজে লাগতে পারে আমাদের। ওর স্যাডলব্যাগে বাড়তি কিছু বুলেট পাওয়ার আশা করছি। হোলস্টার পরে ছিল না লোকটা, কিন্তু কপাল ভালো থাকলে একটা বা দুটো পিস্তল, গানবেল্ট, এমনকী বাড়তি অ্যামুনিশনও পেতে পারি। আর ওর ক্যান্টিনটার উপর তো রীতিমতো লোভ হচ্ছে আমার।'

মালিক ভিন্ন হলেও একই রানশের ঘোড়া, গ্রে স্ট্যালিয়নটার পিঠে চড়ে বসতে দশ মিনিটের বেশি লাগল না গিবসের। ততক্ষণে দ্রুত হাতে সব গুছিয়ে নিয়েছে ওল্ডারসন, প্যাকহর্সটার লাগাম একটা দড়ি দিয়ে স্যাডলহর্নের সঙ্গে বেঁধে উঠে বসেছে স্যাডলে, একহাতে ধরে রেখেছে গিবসের ঘোড়ার লাগাম। গিবসকে স্ট্যালিয়নটার পিঠে বসতে দেখে বলল, 'হিংসায় কলিজা শুকিয়ে যাবে তোমার ঘোড়ার।'

একগাল হাসল গিবস। 'নাহ্, কিচ্ছু হবে না ওটার। ওটা আমার মতোই ভালো—হিংসাহিংসি নেই।' হাত বাড়িয়ে ধরল নিজের ঘোড়ার লাগাম, গুঁতো দিল স্ট্যালিয়নটার পেটে।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে পথ, অভিজ্ঞ চোখ ছাড়া বহু পুরনো ইণ্ডিয়ান ট্রেইলটার খোঁজ পাওয়া দুষ্কর, গিবস সঙ্গে থাকায় অন্তত সে-ব্যাপারে নিশ্চিন্ত বোধ করছে ওল্ডারসন। পাশাপাশি চলতে থাকা গিবসকে জিজ্ঞেস করল, 'কী মনে হয় তোমার? রেঞ্জওয়ার যদি শুরু হয়েই যায় শেষপর্যন্ত, জিততে পারবে বিগ জেমস?'

'রেঞ্জওয়ারের ইন্ধনদাতা কে, সে-ব্যাপারে গতরাতে কিছু বলেছ রানশারদেরকে?' পাল্টা প্রশ্ন করল গিবস।

'ইন্ধনদাতা? না, কারও নাম নিয়ে ব্যবহার করিনি শব্দটা। তবে রানশারদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি বিগ জেমসই ওদের একনম্বর শত্রু। এবং গতরাতে ওই একটা মিথ্যাই বলেছি আমি লোকগুলোকে।'

'আচ্ছা, জেমস যদি জিতে যায়, মানে গ্যানোনের ভূমিলিপ্সা যদি পূর্ণ হয়, তা হলে কত টাকার দাঁও মারতে পারে সে?'

বইঘর.কম
কার্তুজ

'কত আর হবে? বেশি হলে এক লক্ষ ডলার।'

'ব্যাপারটা হাস্যকর লাগছে না তোমার কাছে?'

'কোন্ ব্যাপারটা?'

'কয়েক মিলিয়ন ডলারের মালিক গ্যানোন, যদি আরও বিশ-ত্রিশ বছর বেঁচে থাকে তা হলে নিঃসন্দেহে আরও কয়েক মিলিয়ন কামাই করতে পারবে। সিনেটর হয়েছে সে, নাম-যশ-খ্যাতি পেয়েছে। মাত্র এক লক্ষ ডলারের জন্য নিজের সবকিছু বাজি ধরল?'

মুচকি হাসল ওল্ডারসন, তেরছা দৃষ্টিতে দেখল গিবসকে। 'পাঁচটা বছর ধরে লোকটার পিছনে লেগে আছি আমি। তারপরও মাঝেমধ্যে কী মনে হয় জানো? মনে হয়, ওকে ঠিকমতো চিনতেই পারিনি এখন পর্যন্ত।'

'আসলেই?'

কিছু না বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল ওল্ডারসন।

দুপুরের দিকে একজায়গায় থামল ওরা, চটজলদি কিছু খেয়ে নিল। তারপর ঘোড়াগুলোকে ঘাসপানি খাওয়ানোর দায়িত্ব নিল ওল্ডারসন, সে-সুযোগে ওগুলোকে দলাইমলাই করে দিতে লাগল গিবস। তারপর ছোট যাত্রাবিরতিটা শেষ করে রওয়ানা করল আবার। এবার আগের রাইডিং হর্সগুলো হয়ে গেছে প্যাকিংহর্স, আর আগের প্যাকিংগুলো হয়েছে রাইডিং।

ঝোপজঙ্গলের বিস্তার শেষ হতে সময় লাগল না। সামনে এখন এক বিশাল উন্মুক্ত ক্যানিয়ন, প্রায় পুরোটাই ন্যাড়া। ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত মেসকিট ঝোপ আছে অসংখ্য, গেল শীতে সবগুলোই শুকিয়ে খটখটে আর বাদামি হয়ে গিয়েছিল, বসন্তের আগমনে হালকা সবুজ রঙ ফিরে পেয়েছে। আর আছে শত শত ছোটবড় পাথর। বহু দূরের দুটো পাশাপাশি পর্বতের চূড়ায় এখনও লেপ্টে আছে পুরু তুষার, আরও কতদিন ওভাবে লেপ্টে থাকবে কে জানে, ওদিক থেকে যখন বাতাস বইছে তখন এই মাঝদুপুরেও গায়ে কাঁপন উঠে যাচ্ছে মাঝেমধ্যে।

তিন-সাড়ে তিন মাইল দূরে পুরো ন্যাড়া একটা টিলার উপর

বইঘর.কম

কাঠমূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল পাঁচটা ঘোড়া এবং ওগুলোর রাইডাররা, তাকিয়ে ছিল গিবসদের দিকেই, হঠাৎ প্রাণ পেল যেন জন্তুগুলো, যত জলদি পারছে ঢাল বেয়ে নামছে। সমতলভূমিতে পা পড়ামাত্র যেন ডানা গজাল ওগুলোর—ছুটে আসছে তুমুল গতিতে।

'ওরা কারা, গিবস?' দেখে মনে হচ্ছে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে ওল্ডারসন।

পরিস্থিতি আঁচ করা হয়ে গেছে গিবসের, চট করে এদিকওদিক তাকিয়ে কর্তব্য স্থির করে নিয়েছে সে, ঘোড়ার পেটে বুটের ডগা দিয়ে গুঁতো মেরে চেঁচিয়ে বলল, 'বোল্ডারে ভরা ওই টিলাটার দিকে, জলদি! ওরা গুলি করতে শুরু করার আগেই পজিশন নিতে হবে আমাদেরকে।'

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠল ওল্ডারসন, জোরে গুঁতো মারল ঘোড়ার পেটে।

পৌনে এক মাইল দূরের উঁচু টিলাটার কাছাকাছি পৌঁছেছে ওরা, এমন সময় পেছন থেকে শোনা গেল মুহুর্মুহু গুলির শব্দ। রাইফেল বের করে ফেলেছে পাঁচ রাইডার, ইচ্ছামতো গুলি করছে ছুটন্ত অবস্থাতেই, বোঝা যাচ্ছে অন্য কিছুর অভাব থাকুক না-থাকুক, অন্তত বুলেটের অভাব নেই ওদের।

ঢালের নরম বেলেমাটি দিয়ে উঠতে শুরু করল গিবস, সমানে গুঁতোচ্ছে ঘোড়া দুটোকে, একটুও দয়া দেখাচ্ছে না ওগুলোর উপর। তাড়াহুড়ো করার আরও একটা কারণ আছে ওর—সে সরে গিয়ে জায়গা করে না দিলে উঠে আসতে পারবে না ওল্ডারসন। সামনে একটা আর পেছনে আরেকটা বোল্ডার আছে—টিলার চওড়া মাথার এ-রকম একটা জায়গায় চট করে ঢুকে পড়ল সে, প্রবেশমুখের কাছে দাঁড় করিয়ে দিল গ্রে স্ট্যালিয়নটাকে। স্যাডল ছেড়ে নেমে ওর ঘোড়াটাকে যখন হাঁটিয়ে নিয়ে দাঁড় করাচ্ছে পেছনের বোল্ডারটার গা ঘেঁষে, তখন ঢাল বেয়ে উঠে এল ওল্ডারসন। টিলার সবচেয়ে উঁচু বোল্ডারটার পেছনে আড়াল করল নিজের ঘোড়া আর প্যাকিংহর্সটাকে, তারপর ঠিক উল্টোদিকে, তিন-চারটা ঘন ঝোপ আর একটা বেঁটে কিন্তু চওড়া

বইঘর.কম

পাথরের আড়ালে রাইফেল হাতে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে।

চোখের পলকে কাছে চলে এল পাঁচ রাইডার, পরিস্থিতি এবং প্রতিপক্ষের বুলেটের স্বল্পতা আঁচ করে নিয়ে টিলাটাকে ঘিরে ধরল ওরা একটা কাল্পনিক বৃত্ত রচনা করে, শত্রুপক্ষের মানুষের বদলে তাদের ঘোড়াগুলোর উপর শুরু হলো ওদের দ্বিতীয় দফার গুলিবর্ষণ। গুলির শব্দ এবং পোড়া বারুদের ধোঁয়া মিলিয়ে যাওয়ার আগেই গগনবিদারী হ্রেষা ছাড়ল স্ট্যালিয়নটা, সামনের দু'পা আকাশের দিকে তুলে সেগুলো দিয়ে প্রচণ্ড আক্রোশে চুরমার করে দিতে চাইল কাকে যেন। তৃতীয় দফার বুলেট বৃষ্টি হলো পাঁচ রাইডারের পক্ষ থেকে, সঙ্গে সঙ্গে একদিকে কাত হয়ে গিবসের থেকে তিন-চার হাত তফাতে আছড়ে পড়ল জন্তুটা, ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে গেল খানিকটা; আর কোনোদিন হ্রেষা ছাড়বে না।

রাইফেলটা কাঁধে ঠেকাল ওল্ডারসন, পাথরের আড়াল থেকে মাথাটা একটুখানি বের করতে গিয়ে ডেকে নিয়ে এল একটা বুলেট। পাথরের গায়ে আঁচড় কাটার জোরালো শব্দ করে উধাও হলো সেটা।

'এরা কারা, গিবস?' জানা আছে প্রশ্নটার জবাব, তারপরও জিজ্ঞেস করল ওল্ডারসন।

ডান হাতে পিস্তল ধরে রেখে বাঁ হাতে গানবেল্ট খুলে সামনে আনছে উপুড়-হয়ে-শুয়ে থাকা গিবস। কাজটা শেষ করার পর বলল, 'কেন, গ্র্যাপ্লেলের তিন রাইডার আর দুই গানম্যানের কথা ভুলে গেলে?'

আট

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে গিবস।

১. কার্তুজ

বইঘর.কম

অসংখ্য ছোটবড় বোল্ডার আর মেসকিটের ঝোপ টিলার পাদদেশে, সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থান নিয়েছে শত্রুপক্ষ। যার যার আড়াল থেকে একটু পর পর উঁকিঝুঁকি দিয়েই উধাও হয়ে যাচ্ছে ওরা, বুলেট ডেকে নেয়ার চেষ্টা করছে নিজেদের দিকে। এতে দুটো লাভ: গিবসদের অ্যামুনিশন ফুরাবে দ্রুত, আর ওদের অবস্থানটাও পরিষ্কার জানা হয়ে যাবে।

ওল্ডারসনকে চাপা গলায় বলল গিবস, 'নিশ্চিত না হয়ে ট্রিগার টেনো না।'

মারা পড়েছে গ্রে স্ট্যালিয়নটা। সব ঘটনার ভালো-খারাপ দুটোই থাকে; ঘোড়াটা মারা যাওয়ায় নিঃসন্দেহে তাগড়া একটা প্যাকিংহর্স হারিয়েছে গিবস। এভাবে কতদিন পালিয়ে বেড়াতে হবে ওকে জানে না সে, ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল যে-ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল ওর জন্য সেটা বেশি সুবিধার না, গিবস ভেবেছিল স্ট্যালিয়নটাকেই নিজের বাহন বানাবে আগামী দিনগুলোর জন্য। কিন্তু...

বিশালদেহী জন্তুটা মরে পড়ে আছে নিথর, সামনে বড় একটা আড়াল তৈরি হয়েছে গিবসের জন্য। ওর হাতে এখন অস্ত্র বলতে নিজের পিস্তল, সঙ্গে গানবেল্টটা; বাড়তি হিসেবে আছে হর্নের স্যাডলব্যাগ থেকে পাওয়া আরেকটা গানবেল্ট আর কোল্ট। গিবস জানে, যে-জায়গায় যেভাবে আছে সেখান থেকে ঠিকমতো জবাব দিতে পারবে না শত্রুপক্ষকে, বেশিক্ষণ ঠেকিয়েও রাখতে পারবে না হয়তো। স্ট্যালিয়নের পেটের সঙ্গে বাঁধা হর্নের কারবাইনটা রীতিমতো হাতছানি দিচ্ছে গিবসকে, ঝুঁকি নিয়ে হলেও অস্ত্রটা হস্তগত করার সিদ্ধান্ত নিল সে।

একটা রাইফেল আছে ওল্ডারসনের কাছে, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল গিবস, ওটা নিয়ে পজিশন নিয়েছে সে; এবং সেটাই আশা করেছিল গিবস। পিস্তলে তেমন একটা পাকা না ওল্ডারসন, সে বরং দূরপাল্লার অস্ত্রেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বেশি।

গিবসরা কোনো সাড়াশব্দ করছে না দেখে আরেকদফা বুলেটবৃষ্টি

বইঘর.কম

হলো গ্র্যাপ্পেলের রাইডারদের পক্ষ থেকে। বোল্ডারে আঁচড় কেটে, মেসকিটের দু'-চারটা ঝোপ কাঁপিয়ে দিয়ে উধাও হলো নির্বিষ বুলেটগুলো।

অস্বস্তি বোধ করছে গিবসদের ঘোড়াগুলো, বদ্ধ জায়গায় আটকা পড়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে আস্তে আস্তে, নাক ঝাড়ছে ঘন ঘন, থেকে থেকে পা ঠুকছে মাটিতে।

'ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে আমাদের,' ওল্ডারসনকে বলল গিবস। 'ওরা সংখ্যায় বেশি। দূরপাল্লার অস্ত্র আছে ওদের প্রত্যেকের কাছে। যা করছে এখন, সে-রকম পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে বুলেটও বেশি এনেছে সঙ্গে।'

'কিন্তু ধৈর্যের পরীক্ষা যদি ওরাও দেয়? যে-চালমাত অবস্থায় পড়েছি আমরা, সেভাবে যদি আটকে রাখে টানা কয়েকদিন? অল্পকিছু শুকনো খাবার আর এক ক্যান্টিন পানি ছাড়া আর কিছু নেই আমাদের সঙ্গে, ওদের বুলেটে যদি না-ও মরি, তা হলে না-খেতে পেয়ে মরবো নিশ্চিত।'

'টানা কয়েকদিন?' পিস্তল নামিয়ে রেখে হ্যাট খুলল গিবস, ওটা দিয়ে নিজেকে বাতাস করতে করতে বলল, 'ওদের জায়গায় আমি থাকলে অন্যকিছু চিন্তা করতাম।'

'যেমন?'

'দু'জনকে অবরুদ্ধ করে রাখতে পাঁচজনের দরকার হয় না। ইচ্ছা করলেই পজিশন নিয়ে থাকতে পারে ওদের চারজন। আরেকজন ঘোড়া দাবড়ে রওনা হয়ে যেতে পারে গ্র্যাপ্পেলের দিকে, খবর দিয়ে নিয়ে আসতে পারে বিগ জেমসসহ পুরো আউটফিটকে। বুদ্ধিটা কতক্ষণে ওদের মাথায় আসবে, ভাবছি।'

নীচে, পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে ফ্ল্যানেলের শার্টপরা একটা কাঁধ—গুলি করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ওল্ডারসনকে। রাইফেলটা কাঁধে ঠেকিয়ে ট্রিগারে হাত রাখতে যাচ্ছিল সে, কী ভেবে বিরত হলো, ঘাড়ের বদলে চোখ ঘুরিয়ে তাকাল ডানদিকে, গজ বিশেক তফাতে।

বইঘর.কম

মেসকিটের একটা ঝোপ ভেদ করে বেরিয়ে আছে একটা উইনচেস্টারের নলের শুরুটা, রোদ একটু একটু প্রতিফলিত হচ্ছে সেটাতে, গুলি করার জন্য পাথরের আড়াল থেকে মাথাটা যদি একটুখানি বের করে ওল্ডারসন...

'গিবস?' নিচু গলায় ডাকল ওল্ডারসন, 'একটু আসতে পারবে এদিকে?'

হ্যাটটা মাটিতে নামিয়ে রেখে গড়াতে শুরু করল গিবস, খেয়াল রাখল যাতে বোল্ডারের আড়াল থেকে ওকে দেখতে না পায় নীচের লোকগুলো। গড়াতে গড়াতে গিয়ে থামল ওল্ডারসনের পায়ের কাছে, কিছু না বলে হাত দিয়ে আলতো করে স্পর্শ করল ওল্ডারসনের একটা বুট।

'খবরদার, মাথা তুলবে না!' প্রথমেই ওকে সাবধান করল ওল্ডারসন। 'পারলে ঘাড়টাকেও স্থির রেখো। ...ফ্ল্যানেলের শার্ট পরা লোকটাকে দেখতে পাচ্ছ? বার বার উঁকি দিচ্ছে লোকটা পাথরের আড়াল থেকে? আসলে ফাঁদে ফেলতে চাচ্ছে আমাকে। ডানদিকে, গজ বিশেক দূরে তাকিয়ে দেখো, একটা উইনচেস্টারের নল সোজা তাকিয়ে আছে এদিকেই।'

আর কিছু বলতে হলো না গিবসকে, পরিস্থিতি বুঝে নিয়েছে সে। বলল, 'কিন্তু আমার পিস্তলের পাল্লার বাইরে আছে লোকটা। রাইফেল ছাড়া...'

'আমারটা নাও। গুলি চালিয়েই ফেরত দিতে হবে কিন্তু। আর নিশানা যেন বিফলে না যায়,' মাটি থেকে না তুলে রাইফেলটা গিবসের দিকে ঠেলে দিল ওল্ডারসন।

বাঁট ধরে টেনে অস্ত্রটা নিজের কাছে নিল গিবস, মাটিতে বুক-পেট ঘষে পিছিয়ে এল কিছুটা। সময় নিয়ে ঘুরল উইনচেস্টারওয়ালার দিকে, একইসঙ্গে রাইফেলটা আস্তে আস্তে টেনে নিচ্ছে ডান কাঁধে। যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে গেল একটা মেসকিটের ঝোপের দিকে, নীচের কেউ যদি দেখে ফেলে ওকে তা হলে...

বইঘর.কম

সময় নিচ্ছে গিবস, ওল্ডারসনকে ফাঁদে ফেলার জন্য এখনও আগের জায়গায় স্থির হয়ে আছে উইনচেস্টারটা। অস্ত্রটার মালিক ডান হাতি নাকি বাঁ হাতি বুঝবার কোনো উপায় নেই, তাই নিশানা করে পর পর দু'বার ট্রিগারে টান দিল গিবস। এবং সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে সরে গেল। রাইফেলটা ওল্ডারসনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে দুই ডাইভ মেরে এসে পড়ল নিজের পজিশনে, ছোঁ মেরে তুলে নিল পিস্তলটা।

উইনচেস্টারওয়ালাকে ডান হাতি মনে করে প্রথম গুলিটা করেছিল গিবস, বিফলে গিছে সেটা, কিন্তু বাঁ হাতি মনে করে করা দ্বিতীয় গুলিটা আঘাত করেছে লোকটাকে। গগনবিদারী চিৎকারে মুখরিত করে ফেলেছে লোকটা টিলার পাদদেশ, তারমানে ধরে নেয়া যেতে পারে ওর কাঁধের হাড় ভেঙে দিয়েছে রাইফেলের বুলেট। বাপ-মা তুলে গাল দিচ্ছে সে গিবস আর ওল্ডারসনকে, সম্ভব-অসম্ভব সবরকমের অভিশাপ দিচ্ছে। মিনিটখানেক চলল ওর এই চিৎকার-চেঁচামেচি, তারপরও যখন সে দেখল ওর সঙ্গীরা কিছুই করছে না, এমনকী সামান্য সান্ত্বনাও দিচ্ছে না ওকে, তখন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, 'কাপুরুষের বাচ্চারা! আঙুলটা মুখে দিয়ে চুষবার জন্য এখানে এসেছ তোমরা?'

সঙ্গে সঙ্গে আরেকদফা বুলেটবৃষ্টি শুরু হলো। একটু আগে রাইফেল চালানোর সময় যে-জায়গায় ছিল গিবস, সে-জায়গার মাটি ছিদ্র হয়ে যাচ্ছে জায়গায় জায়গায়। যে-মেসকিট ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল সে, মুহুর্মুহু কেঁপে উঠছে সেটা, ওটাকে সমূলে উৎপাটিত না করা পর্যন্ত বোধহয় বুলেটবৃষ্টি থামবে না। চলটা উঠে যাচ্ছে প্রায় প্রতিটা বোল্ডারের, পাথরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তীক্ষ্ণ শিসের মতো শব্দ তুলে দিগ্বিদিক্ ছুটে যাচ্ছে বুলেটগুলো।

রাইফেলটা নিজের কাছে টেনে নিয়েছে ওল্ডারসন, মাথা প্রায় লাগিয়ে ফেলেছে মাটির সঙ্গে, গুটিসুটি মেরে বেঁটে পাথরটার আরও আড়ালে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ভুল হয়ে গেছে, ভাবছে সে, এখানে আশ্রয় নেয়ার সময় তাড়াহুড়ো করে নেমেছে ঘোড়া থেকে, স্যাডলব্যাগ থেকে বুলেটকেসটা বের করার কথা মনেই ছিল না। ওটা

বইঘর.কম

সঙ্গে থাকলে...

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাত পেছনে একটা সিক্সশুটার গর্জাতে শুরু করায় কিছুটা চমকে উঠল সে, সাবধানে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

একটু আগের বুলেটবৃষ্টির মধ্যেও মৃত স্ট্যালিয়নটার কাছে পৌঁছে গেছে গিবস, নিজের সিক্সগানটা দিয়ে কভার দিচ্ছে নীচের দুই শত্রুকে, একইসঙ্গে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে বাঁ হাতটা তুলে দিয়েছে ঘোড়াটার পেটের উপর—টেনে বের করে আনার চেষ্টা করছে হর্নের কারবাইনটা। সিক্সগানটা খালি না হওয়া পর্যন্ত থামল না, ততক্ষণে আলগা করে ফেলতে পারল কারবাইনটা আর হর্নের স্যাডলব্যাগ। ওগুলো নিয়ে পিছিয়ে আসতে যাবে, সুযোগ বুঝে পাল্টা জবাব দিতে শুরু করল নীচের লোক দুটো। চট করে একটুখানি সরে গেল গিবস, ঘোড়ার ঘাড়ের কাছে আড়াল করল নিজেকে। নীচের লোকগুলোর মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণের কারণে এবার বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছে মৃত ঘোড়াটা।

বেচারা, ভাবল ওল্ডারসন, মরেও শান্তি নেই।

রাইফেলটা নিয়ে কিছুটা পিছিয়ে এল সে, তারপর গিবসের কায়দায় গড়ান দিয়ে হাজির হলো ওর পেছনে, যে-বোল্ডারের আড়ালে গিবস আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে। এখনও নির্দয়ের মতো ঘোড়াটাকে বার বার ফুটো করছে নীচের লোক দুটো, হয়তো ভাবছে কোনো-না-কোনো বুলেট ঘোড়ার শরীর ভেদ করে আঘাত করবে গিবসকেও। এ-ই সুযোগ, আবারও ভাবল ওল্ডারসন, ছোট্ট একটা গড়ান দিয়ে বের হলো বোল্ডারের আড়াল ছেড়ে, নীচের লোক দুটোকে পালাক্রমে নিশানা করে পর পর দু'বার টান দিল ট্রিগারে। স্পষ্ট দেখতে পেল, ওর প্রথম বুলেট চোয়াল ভেঙে দিল এক শত্রুর, সামান্য আর্তনাদ করারও সুযোগ পেল না লোকটা, এমনভাবে ঘুরে পড়ে গেল যেন চেহারায় ভালুকের থাবা খেয়েছে। আর দ্বিতীয় বুলেটটা মিস হলেও ভয় পাইয়ে ছাড়ল অন্য লোকটাকে, একটা মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে থেকেই চট করে উধাও হয়ে গেল সে একটা পাথরের আড়ালে।

বইঘর.কম

কারবাইন আর স্যাডলব্যাগটা ওল্ডারসনের দিকে ছুঁড়ে দিল গিবস, তারপর ঘুরে মাথা নিচু করে ছুট লাগাল উল্টোদিকে—ওল্ডারসন যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে, কারণ অরক্ষিত হয়ে পড়েছে জায়গাটা। শত্রুপক্ষের পঞ্চম লোকটা গুলি করার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেছে, বার বার টান দিচ্ছে সে নিজের কারবাইনে, কিন্তু বেশি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে দু'বার নিশ্চিত সুযোগ পাওয়ার পরও মিস করল গিবসকে। সুযোগটা নিল গিবস, কিছুদূর দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটিতে, হাতে চলে এসেছে হর্নের কোল্ট। বুক আর পেট মাটির সঙ্গে ঠেসে ধরে দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। যে-বেঁটে পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল ওল্ডারসন, সেটার কাছে পৌঁছেছে কি পৌঁছায়নি, ঘোড়ার ছুটন্ত খুরের আওয়াজ শুনতে পেল। চট করে মাথাটা বের করল একটুখানি, অভাবনীয় দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে একটা সেকেণ্ডের জন্য হলেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল।

গ্র্যাপ্লেলের এক রাইডার বুঝে গেছে পজিশন ছেড়ে সরে গেছে ওল্ডারসন, গিয়ে যোগ দিয়েছে গিবসের সঙ্গে, কাজেই ওল্ডারসন যেদিকের ঢাল পাহারা দিচ্ছিল সেটা সম্পূর্ণ অরক্ষিত। একটুও সময় নষ্ট না করে নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছে লোকটা, রাইফেল বাদ দিয়ে হাতে নিয়েছে পিস্তল, দুদ্দাড় করে উঠে আসছে ঢাল বেয়ে। ঘোড়াটা আর কয়েক কদম দৌড়াতে পারলেই ছাড়িয়ে আসবে বেঁটে পাথরটাকে, এবং তখন হয়তো...

সন্দেহ নেই ওই দুঃসাহসী একজন গানম্যান, যাদের কাছে রাইফেলের চেয়ে পিস্তলের মূল্য বেশি। যারা গানফাইট বলতে বোঝে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে থেকে পিস্তলের ট্রিগার টানা; মাঝদুপুরের রোদ পিঠে নিয়ে ঝোপ বা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে রাইফেল-কারবাইন দিয়ে ইঁদুর-বিড়াল খেলা যাদের কাছে এককথায় অসহনীয়। ধৈর্যের পরীক্ষায় হেরে গেছে সে, তাই মীমাংসার জন্য ছুটে আসছে এখন।

লোকটা দেখে ফেলেছে গিবসকে, পিস্তল তুলছে, গুলি করবে

বইঘর.কম

এখনই। সময় নেই বুঝে কোল্টের ট্রিগারে তাড়াহুড়ো করে টান দিল গিবস, ছুটন্ত ঘোড়াটার পায়ের কাছের মাটি ছেঁদা করল বুলেট।

ভড়কে গেল জন্তুটা, দৌড়াতে দৌড়াতেই লাফ দিল, ঠিক তখন গুলি করল গানম্যান লোকটা। সম্পূর্ণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো বুলেট। আলগা কিছু নুড়ির উপর ল্যাণ্ড করল ঘোড়াটা, সঙ্গে সঙ্গে থেমে দাঁড়াতে চাইল, যখন বুঝতে পারল চার পা-ই পিছলে যাচ্ছে ওটার তখন স্পষ্ট আতঙ্কে তীক্ষ্ণ হ্রেষা ছাড়ল, চেষ্টা করল আরেকটা লাফ দেয়ার। ঠিক তখন দ্বিতীয় গুলিটা করল গিবস।

এবারও তাড়াহুড়োয় মিস করেছে সে, সওয়ারির কোনো ক্ষতি না করে ঘোড়ার চামড়া কেটে দিয়ে বেরিয়ে গেল তপ্ত বুলেট।

এবার আগের চেয়েও জোরে হ্রেষা ছাড়ল জন্তুটা, লাফ দেয়ার বদলে কে জানে কোন্ আক্রোশে দু'পা শূন্যে তুলে ছুঁড়ল কিছুক্ষণ, পিঠ থেকে গানম্যানকে খসাতে গিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল।

লাফিয়ে সরে যেতে চেয়েছিল গানম্যান, কিন্তু কপাল খারাপ বেচারার, স্টিরাপে আটকে গেল একটা পা, ঘোড়াটা যেদিকে পড়েছে ঘোড়ার ভারে সেদিকেই পড়ল সে। লোকটার পা ভেঙে যাওয়ার আওয়াজ, এবং ব্যথায় লোকটার গগনবিদারী চিৎকার প্রায় একইসঙ্গে শুনতে পেল গিবস। একমুহূর্তের বেশি স্থায়ী হলো না আর্তনাদটা, কারণ ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল বলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডিগবাজি খেয়েছে ঘোড়াটা, এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চাপা দিয়েছে গানম্যানকে।

মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড, তারপরই গড়াতে গড়াতে টিলার পাদদেশে যেন আছড়ে পড়ল ঘোড়া আর সেটার মালিক। এবার লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জন্তুটা, ওটার সামনের বাঁ দিকের খুরের অনিচ্ছাকৃত আঘাতে থেঁতলে গেল গানম্যানের চেহারা। দৌড়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ওটা, পেছনের পা দুটো উঠে গেল গানম্যানের বুকে-পেটে। লোকটাকে "ছেড়ে দিয়ে" যখন দূরে সরে গেল জন্তুটা, ততক্ষণে গুরুতর আঘাতের কারণে বেহুঁশ হয়ে গেছে সে, এবং অনেক আগেই ওর হাত

বইঘর.কম

থেকে খসে পড়েছে পিস্তল।

পোড়া বারুদের গন্ধ এখনও যায়নি। পাতলা হতে শুরু করেছে ধোঁয়া, তবে মিলিয়ে যায়নি পুরোপুরি। কোন্ ফাঁকে আকাশে হাজির হয়েছে দুটো শকুন, খেয়াল করল গিবস, অলস গতিতে চক্কর দিচ্ছে অনেক উঁচুতে, সময় যত যাচ্ছে তত নিচুতে নামছে একটু একটু করে।

ধৈর্যের খেলায় ওদেরকে হারাতে পারবে না কেউ কখনও।

নিজের সিক্সশুটার রিলোড করল গিবস, বুলেট ভরল হর্নের কোল্টেও।

'কী অবস্থা?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল ওল্ডারসন। 'আছো, নাকি খরচের খাতায় নাম লিখিয়েছ?'

'আছি,' গিবস টের পাচ্ছে বারুদপোড়া ধোঁয়া ওর সিগারেটের ক্ষুধা জাগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু জ্বলন্ত তামাক দিয়ে ফুসফুস ভর্তি করার সময় না এটা। তাই থু করে একদলা থুতু ফেলে বলল, 'তোমার খবর কী?'

'আমিও আছি। রাইফেলের বুলেট শেষ, বুলেটকেস স্যাডলব্যাগে। হর্নের স্যাডলব্যাগে বাড়তি কার্তুজ আছে, তাই কারবাইনটাকে বউ মনে করে আদর করতে ইচ্ছা করছে।'

'দয়া করে সে-রকম কিছু কোরো না,' শকুন দুটোকে আরেকবার দেখে নিয়ে বলল গিবস। 'বুলেটভর্তি অস্ত্র—হয় গুলি ফুটে মরবে, নইলে তোমার আদরের ঠেলায় কার্যকারিতা হারাবে ওটা।'

'লড়াইয়ের ফল কী?'

'আমাদের জন্য এখন পর্যন্ত ভালো, ওদের জন্য খারাপ। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে নিজেদের বারোটা নিজেরাই বাজিয়েছে ওরা। ওদের তিনজন আহত, যাদের দু'জনের অবস্থা গুরুতর। কাজেই ধরে নেয়া যেতে পারে পাল্লাটা এখন সমান সমান—দুই বনাম দুই।'

খিক খিক করে কিছুক্ষণ হাসল ওল্ডারসন, তারপর বলল, 'বিশ্বাস করো, এ-রকম লড়াই জীবনে প্রথমবার লড়ছি আমি। কল্পনাও করিনি প্রথমবারেই এত ভালো করবো। ওরা যখন ঘিরে ধরেছিল

বইঘর.কম

আমাদেরকে, ধরেই নিয়েছিলাম সব আশা শেষ।'

কিছু বলল না গিবস, কনুই-বুক-পেটে ভর দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে আবারও। নিজের ঘোড়ার কাছে গিয়ে থামল, একটুখানি উঁচু হয়ে যত দ্রুত পারল খসাল ক্যান্টিনটা। শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে, ছোট ছোট চুমুকে পানি খেল সময় নিয়ে। তারপর ক্যান্টিনটা মাটিতে রেখে দিয়ে আবারও গিরগিটির কায়দায় গিয়ে হাজির হলো ওল্ডারসনের ঘোড়ার কাছে। স্যাডলব্যাগ হাতড়ে হাতড়ে বের করল বুলেটকেসটা। ওটা আর ক্যান্টিনটা দিল ওল্ডারসনকে, হর্নের কারবাইন আর স্যাডলব্যাগ নিয়ে ফিরে এল বেঁটে পাথরের কাছে।

'গিবস!' শত্রুপক্ষের কোনো একজন বলল চেঁচিয়ে, 'এখনও সময় আছে, আত্মসমর্পণ করো!'

হা হা করে হাসতে ইচ্ছা করল গিবসের, কিন্তু কাজটা করল না সে। বুঝবার চেষ্টা করছে ঠিক কোন্ ঝোপ বা পাথরের আড়াল থেকে এসেছে আত্মসমর্পণের আহ্বান, কিন্তু বুঝতে পারছে না। লোকটার পজিশন ঠাহর করার জন্য বলল, 'আমার নাম জানলে কী করে?'

'বোকা নাকি তুমি?' আড়ালে থাকা লোকটার কণ্ঠে বিরক্তি। 'ব্ল্যাক হিলস রেঞ্জের সবাই এখন চেনে তোমাকে। সবাই জানে, বিগ জেমসের মতো একটা লোককে চ্যালেঞ্জ করার দুঃসাহস দেখিয়েছ তুমি। যা-ই হোক, নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারবে না অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছ তোমরা? নিশ্চয়ই অস্বীকার করবে না, আমরা যেতে না দিলে পালানোর কোনো পথ নেই তোমাদের?'

'আমরা? আমরা মানে ক'জন?'

জবাব দেয়ার আগে একটু সময় নিল লোকটা। 'কেন, পাঁচ?'

'পাঁচ?' মুচকি হাসল গিবস। 'গনায় ভুল হচ্ছে না তো তোমার? তোমাদের একজনকে তো দেখছি ঘোড়ার চাপা খেয়ে নিথর পড়ে আছে, এতক্ষণে মরেই গেছে কি না কে জানে! আরেকজনকে গুলি করেছি আমি নিজে, এবং বাজি ধরে বলতে পারি জায়গামতো লেগেছে বুলেটটা। তৃতীয় আরেকজনের চোয়াল ভেঙে যেতে দেখেছি আমার

বইঘর.কম
কার্তুজ

পার্টনারের বুলেটের আঘাতে। কাজেই পাঁচ শব্দটা উচ্চারণ করার আগে কম করে হলেও পাঁচবার ভাবা উচিত ছিল তোমার।'

নীরবতা। শত্রুপক্ষের লোকটা কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

'আমরাই বরং একটা সুযোগ দিতে চাই তোমাদেরকে—অবশ্য সেটা নেয়া না-নেয়া তোমাদের মর্জি। যেভাবে যেদিক থেকে এসেছ, সেভাবে সেদিকে চলে যাও; কথা দিচ্ছি বাধা দেবো না, গুলি করবো না। ইচ্ছা করলে তোমাদের আহত সঙ্গীদের তুলে নিয়ে যেতে পারো। যদি না নিতে চাও, অথবা যদি চলে না যাও তা হলে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো একজোড়া শকুন অপেক্ষায় আছে,' বলতে বলতে কারবাইনটা কাঁধে নিল গিবস, চট করে উঁকি দিল পাথরের আড়াল ছেড়ে, যে-লোক কথা বলছিল ওর সঙ্গে সে কোথায় আছে বুঝে গেছে, চেম্বার খালি না হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট বিরতিতে টান দিতে লাগল ট্রিগারে।

অনেকটা আয়তাকার একটা পাথরের আড়ালে ছিল লোকটা; কারবাইনের একটা বুলেট চুমু দিয়ে গেল সেটার চাঁদিতে। ভড়কে গেল লোকটা, আরেকটু জড়োসড়ো হতে গিয়ে পাথরের আড়াল থেকে বের করে দিল নিজের একটা হাঁটু; কারবাইনের অন্য একটা বুলেট ফুটো তৈরি করল ওর মালাইচাকিতে। আর্তচিৎকার ছাড়ল লোকটা, ততক্ষণে কারবাইনের গর্জন থেমেছে, পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে গিবস।

'কী হে?' স্পষ্ট ব্যঙ্গ গিবসের জোরালো কণ্ঠে, 'পালানোর পথ কাদের নেই, ভাববে ঠিক করে? একটা কারবাইন আছে আমার হাতে, সঙ্গে একগাদা বুলেট। রাইফেল নিয়ে অপেক্ষায় আছে আমার পার্টনার, সঙ্গে আছে ওর বুলেটকেসটা। সে আবার পিস্তলের চেয়ে রাইফেলটা চালাতে পারে ভালো। কাজেই ইচ্ছা করলে শুয়ে থাকতে পারো রাত নামার আগপর্যন্ত। শকুন দুটো নেমে এসেছে আরও নীচে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখো তোমাদের মরা সঙ্গীদের কীভাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় ওরা।'

'বাজে কথা!' বলল বটে, কিন্তু গলায় জোর নেই লোকটার, 'ইচ্ছা

বইঘর.কম

করলে এখনই ঘোড়ায় চড়তে পারি আমরা, ছুট লাগাতে পারি মুহূর্তের মধ্যে। এতদূর থেকে গুলি চালিয়ে কিছু করতে পারবে?'

'চেষ্টাটা করে দেখো কিছু করতে পারি কি না। ফুটো হয়ে যাওয়া মালাইচাকি নিয়ে ঘোড়ায় চড়তে যে-সময় লাগবে তোমার, সে-সময়ে আরও কয়েকবার ফুটো করতে পারবো তোমাকে।'

জবাবে কিছু বলল না লোকটা, বুঝতে পারছে কী বিপাকে পড়েছে।

জায়গা কিছুটা বদল করল গিবস, "ফুটো মালাইচাকি" যেখানে আছে সেখান থেকে একটা সরলরেখা কল্পনা করলে রেখাটার শেষপ্রান্তে পাওয়া যাবে ওকে। রিলোডেড কারবাইনটা নামিয়ে রাখল, কোমরে ঝোলানো খাপ থেকে বের করল নিজের হান্টিংনাইফ। যে-মেসকিট ঝোপ প্রতিবন্ধক হয়ে জন্মে আছে পাথরটার সামনে, সেটার গোড়ার বেলেমাটিতে ঢুকিয়ে দিল ছুরির ফলা, যাঁতা ঘোরানোর মতো ঘোরাচ্ছে বাঁট, মাটি সরিয়ে দিয়ে আরও গভীরে ঢুকে যাচ্ছে ফলাটা। এভাবে কয়েকবার ফলা ঢুকিয়ে আর বাঁট ঘুরিয়ে সরিয়ে ফেলতে পারল অনেকখানি মাটি। ঝোপের শেকড় দেখা যাচ্ছে এখন।

ছুরিটা নামিয়ে রেখে গলায় বাঁধা রুমালটা খুলে নিল গিবস। ঘেমে যাওয়া কপাল, মুখ আর হাতের তালু মুছল। হাত বাড়িয়ে টেনে নিল কারবাইনটা, ফুটো মালাইচাকির কোনো ক্ষতি করতে পারবে না জেনেও চেম্বার খালি করল যে-পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আছে লোকটা সেটার উদ্দেশে। পাথরটার চলটা জায়গায় জায়গায় তুলে দিয়ে উধাও হলো বুলেটগুলো।

পরিস্থিতি "অনুকূল" বুঝতে পেরে আরও নীচে নেমে এসেছিল শকুন দুটো, কারবাইনের গর্জন শুনে উঁচুতে উঠে গেল।

কারবাইনটা রিলোড করল গিবস।

আসলে লোকটাকে ভয় দেখানোর জন্য গুলি করেছে সে, চাচ্ছে পাথরের আড়াল থেকে উঁকি না দিক লোকটা আগামী কিছু সময়ের জন্য। ততক্ষণে, যা করতে চাচ্ছে সে, আশা করছে করে ফেলতে

বইঘর.কম

পারবে।

ছুরিটা আবার হাতে নিল গিবস, সমূলে উৎপাটিত করল ঝোপটা। ছুঁড়ে ফেলে দিল সেটা, আলগা কিছু নুড়িসহ ঢাল বেয়ে নেমে গেল মৃত মেসকিট।

চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল গিবস, ছুরিটা রেখে দিয়েছে, আঙুলগুলো প্রসারিত করে দু'হাত দিয়ে চাপ দিচ্ছে মাটিতে, বুটপরা পা দুটো ঠেকিয়েছে পাথরের গায়ে। আস্তে আস্তে জোর বাড়াচ্ছে দুই পায়ে, ঠেলে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে পাথরটা। দু'-চারবার নড়ে উঠল সেটা, কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ল না। দাঁতে দাঁত চাপল গিবস, শরীরের সবটুকু শক্তি নিংড়ে দু'পায়ে যোগান দিচ্ছে যেন, ফুলে উঠেছে গলার রগ, দপদপ করতে শুরু করেছে কপালের দু'পাশের শিরা। যন্ত্রণা শুরু হয়েছে দিন দশেক আগে সৃষ্ট শরীরের প্রত্যেক ক্ষতে।

আরেকবার স্থানচ্যুত হলো পাথরটা, শরীরটাকে ইঞ্চি তিনেক ঘষটে সামনে নিয়ে সেটার গায়ে আবারও দু'পা দিয়ে বলপ্রয়োগ করল গিবস। টলমল করছিল পাথরটা, ফিরে আসতে চাচ্ছিল পেছনে, কিন্তু গিবসের ঠেলায় ভোঁতা একটা আওয়াজ তুলে গড়াতে শুরু করল হঠাৎ। ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে ওটা, যত নামছে তত গতি বাড়ছে, সঙ্গের ধুলোর লেজটা বড় থেকে আরও বড় হচ্ছে ক্রমশ।

চট করে কারবাইনটা টেনে নিল গিবস, কাঁধে ঠেকিয়ে নিশানা করল।

পাথর গড়িয়ে আসার আওয়াজ শুনল ফুটো মালাইচাকি, মাটিতে কম্পনও টের পেল, ঘটনা কী দেখার জন্য উঁকি না দিয়ে পারল না সে। "নিজের" পাথরের সঙ্গে, ছুটেআসা বেঁটে পাথরটার সংঘর্ষ ঘটতে দু'-তিন সেকেণ্ড আছে বুঝতে নষ্ট করে ফেলল একটা মুহূর্ত, তারপরই আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল হাঁচড়েপাঁচড়ে। কিন্তু আহত হাঁটুর কারণে কাজটা করতে পারল না ঠিকমতো, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। ঠিক তখনই শোনা গেল পাথরের সঙ্গে পাথরের সংঘর্ষের বিশ্রী আওয়াজ, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল গিবসের

কারবাইন—পর পর দু'বার।

প্রথম বুলেট এক ছটাক মাংস নিয়ে গেল লোকটার কাঁধ থেকে, ব্যথায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু দ্বিতীয় বুলেটের কারণে পারল না। ওটা ফুটো করে দিল ওর কপালের একপাশ, চিৎকারটা মুখেই মরে গেল লোকটার, ইহজীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেল সে চিরতরে।

ছুরিটা কোমরের খাপে ঢোকাল গিবস, কারবাইন আর হর্নের স্যাডলব্যাগ নিয়ে গিরগিটির কায়দায় হাজির হলো ওল্ডারসনের পাশে।

ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখল ওল্ডারসন, ভ্রূ নাচিয়ে জানতে চাইল খবর কী।

জবাবে হাত দিয়ে গলায় ছুরি চালানোর ভঙ্গি করল গিবস।

দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল ওল্ডারসন। 'পাঁচজনের মধ্যে তা হলে দু'জন খতম?'

মাথা নাড়ল গিবস। 'সংখ্যাটা সম্ভবত তিন। ঘোড়ার নীচে পিষ্ট হয়েছে ওদের একজন, তারপর থেকে একবারের জন্যও নড়তে দেখিনি লোকটাকে।'

'শ্রাব্য-অশ্রাব্য গাল দিচ্ছিল যে-লোক, ওরও তো কোনো আওয়াজ পাচ্ছি না?'

'রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়েছে সম্ভবত। আমাদেরকে মারার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বুলেট এনেছিল ওরা, কিন্তু নিজেদের শুশ্রূষার জন্য কোনো ওষুধ আনেনি। হয়তো ভাবেইনি এমন কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে যেখানে আমরা থাকবো একটা টিলায় বোল্ডারের আড়ালে, আর ওদেরকে থাকতে হবে সেটার পাদদেশে গুটিকয়েক ঝোপ আর পাথরের পেছনে।'

'এই যে! শুনছ তোমরা?' গ্র্যাপ্পেলের যে-রাইডার অক্ষত আছে এখনও, তার ডাক শোনা গেল।

বোল্ডারের দু'দিক থেকে একইসঙ্গে উঁকি দিল গিবস আর ওল্ডারসন।

বইঘর.কম
কার্তুজ

উইনচেস্টারের নলের সাহায্যে নিজের হ্যাট খাড়া করেছে লোকটা, নিজেকে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে নাড়াচ্ছে হ্যাটটা। 'আত্মসমর্পণ করতে চাই আমি,' বলল সে। 'আমাকে জানে মেরো না তোমরা।'

গিবসের সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওল্ডারসন।

'ঠিক আছে,' বলল গিবস, কারবাইনটা ঠেকাল কাঁধে, 'তোমার নিয়তে ভেজাল না থাকলে মারবো না তোমাকে। কী করতে চাও?'

'ঘোড়া দাবড়ে চলে যেতে চাই। বিশ্বাস করো, আমার নিয়তে কোনো ভেজাল নেই।'

'তোমার সঙ্গীদের কী হবে?'

'ওরা জাহান্নামে যাক, আমার কী? নিজে বাঁচি না মরি তার ঠিক নেই, পার্টনারদের খবর রাখবো কোন্ দুঃখে?'

ব্যাপারটা কেন যেন খুব সহজ বলে মনে হচ্ছে গিবসের কাছে। মনে হচ্ছে...হঠাৎই যেন ঘাবড়ে গেছে অক্ষত লোকটা। যার মনে মরণভীতি জেগেছে তার কণ্ঠে আতঙ্ক থাকবে, কিন্তু...ওই লোকের গলা স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না?

'সাবধান!' চিৎকারটা করল সে ওল্ডারসনের উদ্দেশে, এবং সঙ্গে সঙ্গে গড়াতে শুরু করল। আর বেঁচে গেল সে-কারণেই।

একদম নিঃশব্দে, ওল্ডারসন আর গিবসের চোখ-কান ফাঁকি দিয়ে উঠে এসেছে একটা লোক টিলার আরেকদিকের ঢাল বেয়ে, গিরগিটির কায়দায়। এ-ই সেই লোক, গ্র্যাপ্পেলের পাঁচ রাইডারের মধ্যে সবার আগে গুলি খেয়েছে যে; এ-ই সেই বাঁ হাতি, যার ডান কাঁধের হাড় ভেঙেছে রাইফেলের বুলেটে। ডান হাতটা পেটের সঙ্গে চেপে ধরেছে সে, চেপে ধরেছে উপরের পাটির সবগুলো দাঁত নীচের পাটির দাঁতগুলোর সঙ্গে, ঢাল বেয়ে উঠে আসতে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করেছে নীরবে, রক্তক্ষরণে আরও দুর্বল হয়েছে শরীর কিন্তু পাত্তা দেয়নি সেটা। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না বলে কুঁজো হয়ে আছে কিছুটা। ওর বাঁ হাতের সিক্সশুটারের প্রথম বুলেট অল্পের জন্য মিস করল গিবসকে। কাঁপা কাঁপা হাতে সময় নিয়ে আবার নিশানা করল

বইঘর.কম

সে, কিন্তু ততক্ষণে দু'বার ডাইভ দিয়ে মৃত স্ট্যালিয়নটার উপর গিয়ে পড়ল গিবস, তৃতীয় ডাইভে চলে গেল ঘোড়াটার আড়ালে। ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে, এমন সময় আবার গর্জন করল সিক্সশুটার, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তারচেয়েও জোরে গর্জে উঠল ওল্ডারসনের রাইফেল।

স্ট্যালিয়নের শরীরটা ঝাঁকি খেল আরেকবার, দেখল গিবস। পতন ঠেকানোর চেষ্টা করছে সে, কিন্তু তৃতীয় ডাইভটার গতি সামাল দিতে পারছে না। টের পাচ্ছে, চলে যাচ্ছে গ্র্যাপ্পেলের অক্ষত রাইডারের নাগালে। ডাইভ দিতে গিয়ে হোলস্টার থেকে পড়ে গেছে নিজের সিক্সশুটার, কোমরে গুঁজে রাখা হর্নের কোল্টই ভরসা এখন। গড়াতে গড়াতে সেটা টান মেরে বের করল সে।

টিলার মাথায় কী হচ্ছে বুঝে গেছে অক্ষত রাইডার, হ্যাট নাচানো বাদ দিয়ে উইনচেস্টার নিয়ে বের হয়েছে সে আড়াল ছেড়ে, ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নামতে দেখল গিবসকে। একমুহূর্ত দেরি না করে কাঁধে ঠেকাল উইনচেস্টারের বাঁট, টান দিল ট্রিগারে। কিন্তু পড়ন্ত টার্গেট ভেদ করা সহজ কাজ না, তাই মিস হলো বুলেটটা। লিভার টেনে আরেকটা বুলেট পাঠাল সে চেম্বারে, আবার নিশানা করছে। কিন্তু ওকে সময় দিল না ওল্ডারসন, গুলি করল টিলার উপর থেকে।

হঠাৎ ঝাঁকুনি খেল লোকটা, কাত হয়ে গেছে একদিকে, ওই অবস্থাতেই টান দিল অথবা টান লেগে গেল উইনচেস্টারের ট্রিগারে। এবারও নিশানার কাছ দিয়েও গেল না বুলেট। একটা মেসকিটের ঝোপ এগিয়ে আসছে দেখে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিল গিবস, নাগালে পাওয়ামাত্র সর্বশক্তিতে খামচে ধরল সেটা। ছিলে গেল বাঁ হাতের তালু, জোরে টান লাগায় টনটন করে উঠল বাঁ কাঁধ, কিন্তু পাত্তা দিল না সে—পতন সামলানো গেছে এবং সেটাই বড় কথা। শুয়ে থাকা অবস্থাতেই টান দিল কোল্টের ট্রিগারে। ওল্ডারসনের বুলেট লেগেছিল কোমরে, গিবসের গুলিটা বুকে খেল গ্র্যাপ্পেলের রাইডার। দাঁতে দাঁত চেপে তৃতীয়বার টান দিতে যাচ্ছিল সে উইনচেস্টারের ট্রিগারে, পারল

বইঘর.কম

না।

উঠে দাঁড়াল গিবস, পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে ধরাশায়ী লোকটার দিকে, উঁচিয়ে রেখেছে কোল্টটা, ট্রিগারে আঙুল প্রস্তুত। সাত-আট হাত দূরে পৌঁছে থামল, বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাইডারের দিকে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল, মৃত্যুপথযাত্রী কাউকে দেখলে কেন যেন শোধস্পৃহা কাজ করে না মনে।

'পানি...' দুর্বল, বলা ভালো কাতর গলায় বলল লোকটা, 'একটু পানি...'

থু করে থুতু ফেলল গিবস। 'আমার গুলি খেয়ে যে হাল হয়েছে তোমার, তোমার গুলি খেয়ে যদি একই হাল আমার হতো, পানি খাওয়াতে আমাকে?'

'পানি...' প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে আবার বলল লোকটা।

'ওল্ডারসন!' গলা চড়িয়ে ডাকল গিবস, চোখ সরায়নি মুমূর্ষু লোকটার উপর থেকে। 'আছো?'

'আছি!' ঢাল বেয়ে নামতে যাচ্ছিল ওল্ডারসন, গিবসের ডাক শুনে থমকে গেল। 'কোনো দরকার?'

'বাঁ হাতির খবর কী?'

'মরেছে। এত কাছ থেকে আমার রাইফেলের বুলেট হজম করতে পারেনি, পারার কথাও না।'

'ক্যান্টিনটা একটু নিয়ে আসতে পারবে? লোকটা বলেছিল ভেজাল নিয়ত ছিল না ওর মনে, মিথ্যা বলেছিল বলে মরণপিপাসায় ধরেছে ওকে।'

'আনছি।'

কিন্তু যতক্ষণে ক্যান্টিন নিয়ে গিবসের কাছে পৌঁছাল ওল্ডারসন, ততক্ষণে স্থির হয়ে গেছে গ্র্যাপ্পেলের রাইডার, ওর খোলা চোখের প্রাণহীন দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে মারা গেছে সে।

বাতাসে গোঙানি মেরে নেমে এল শকুন দুটো গিবসদের বিপরীত দিকের ঢালে।

বইঘর.কম

নয়

বিকেলটা ফুরিয়ে যাচ্ছে এমন সময় ঘোড়ার রাশ টানল গিবস, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে।

'কী?' জানতে চাইল ওল্ডারসন। 'কোনো ট্র্যাক?'

মাথা ঝাঁকাল গিবস, মুখ তুলে তাকাল দক্ষিণ দিকে। খাড়া ঢালওয়ালা একটা টিলার মাথায় হাজির হয়েছে ওরা, আশপাশের জমিন প্রায় পুরোটাই ন্যাড়া। দূরে ঘাসেছাওয়া একটা মাঠ দেখা যাচ্ছে।

'ওখানে থাকার কথা শ্যাকটার,' হাত তুলে দেখাল গিবস 'তবে...'

'তবে?'

'মনে হচ্ছে আমাদের মতোই অন্য কেউ জেনে গেছে শ্যাকটার ঠিকানা,' স্যাডল ছেড়ে নামল গিবস, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে, ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে ট্র্যাকগুলো। কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে যাচ্ছে একদিকের ঢালের কাছে, ওখানে জড়াজড়ি করে আছে দুটো মরা ওক মিনিট দশেক বাদে ফিরে এসে বলল, 'কমপক্ষে তিনজন ইণ্ডিয়ান হাজির হয়েছে। ওদের তিনটা প্যাকিংহর্স দেখলাম। শিকার করছে ওরা, বিভিন্ন জায়গার মাটিতে রক্তের ফোঁটা ফোঁটা দাগ আছে তিনজনের একজন, আমার ধারণা, মেয়েমানুষ।'

'মেয়েটা হেঁটেচলে বেড়াচ্ছে নাকি?'

'না।'

'তা হলে ওর ঘোড়া কি বিশেষ কোনো ট্র্যাক তৈরি করেছে?'

'না।'

'তা হলে বুঝলে কী করে একটা মেয়েমানুষ আছে ওদের সঙ্গে?'

'ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সামান্য উঠবস থাকলে তুমিও বুঝতে পারতে। ওরা যখনই শিকারে বের হয়, একজন মেয়েমানুষ সঙ্গে নেবেই। শিকার করা জন্তুর ছাল ছাড়ানো, মাংস টুকরো করে কাটা—এসব কাজ সাধারণত করতে চায় না ইণ্ডিয়ান পুরুষরা।'

'তারমানে বেদখল হয়ে গেছে আমাদের তথাকথিত শ্যাক?'

'মনে হয় না। ঘেসো জমিনে শোওয়ার সুযোগ পেলে শ্যাক বা তাঁবু ব্যবহার করতে চায় না ইণ্ডিয়ানরা সাধারণত। ছোট করে আগুন জ্বালায়, ছোট করে ক্যাম্প করে সেটার ধারে। ঘোড়াগুলোকে রাখে নাগালের মধ্যে, খাওয়ায় ওগুলোকে, নিজেরাও খায়। আমার কী মনে হয়, জানো?'

'কী?'

'কাল সকাল নাগাদ আরও দূরে চলে যাবে ওরা, শিকার করা মাংস শুকানোর জন্য এমন কোথাও ক্যাম্প করবে যেখানে সারাটা দিন কড়া রোদ পাবে।'

'কেন?'

'রিযার্ভেশনের উদ্দেশে রওনা দেয়ার আগে মাংস শুকিয়ে নেবে ওরা।'

হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল ওল্ডারসন, দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল গিবস।

'গ্র্যাপ্লেলের পাঁচ রাইডার মরেছে আমাদের হাতে, ভেবেছিলাম আমাদের অবস্থান ফাঁস হবে না কারও কাছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে কেউ-না-কেউ জেনে যাচ্ছে কোথায় ঠাঁই নিতে যাচ্ছি আমরা।'

ঘাড় ঘুরিয়ে উত্তরদিকে, ট্র্যাকগুলো যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে তাকাল গিবস। প্রশস্ত একটা জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, সেটা ছাড়িয়ে মাথা তুলে আছে কয়েকটা পাহাড়, আরও দূরে চোখে পড়ে তুষারেঢাকা দু'-একটা পর্বতশৃঙ্গ। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'একটা কথা ভাবছি।'

বইঘর.কম

'কী?'

'রিযার্ভেশন ছেড়ে এত দূরে এসেছে ওই ইণ্ডিয়ানরা, নিশ্চয়ই অনুমতির দরকার হয়েছে ওদের। এই এলাকা, যতদূর জানি, ডাবল টি রেঞ্জের; তবে ওরা নাকি বিগ জেমসের কাছে লিজ দিয়ে রেখেছে। একবার এ-রকমও শুনেছিলাম, শয়তানটার বাপ মারা যাওয়ার পর ইণ্ডিয়ানরা নাকি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গ্র্যাপ্পেলের জমিতে আর শিকার করবে না।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ইণ্ডিয়ানরা হয় বিগ জেমসের অনুমতি নিয়ে এসেছে এখানে, নইলে...

'নইলে?'

উত্তরের পাহাড়গুলোর দিকে ইঙ্গিত করল গিবস। 'ওগুলো ডিঙিয়ে হাজির হয়েছে, যেভাবেই হোক।'

ঘাড় ঘুরিয়ে পাহাড়গুলো দেখল ওল্ডারসন। 'ওগুলো ডিঙিয়ে? মনে হয় না। আর ধরো এলই, কী এমন হয়েছে তাতে?'

'তুমি কি চিনতে পারছ না, ওল্ডারসন? উত্তরের তুষারঢাকা ওই পর্বতগুলোর পাদদেশে ডব্লিউ.জি. রানশ।'

'তা-ই নাকি?' আরেকবার পিছন ফিরে দেখল ওল্ডারসন। 'কিন্তু তাতেই বা কী?'

'চলো, এগোই,' জবাব না দিয়ে বলল গিবস।

টিলার ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল দু'জনে, পাদদেশে হাজির হতে বেশি সময় লাগল না। ঘোড়া হাঁটিয়ে ঢুকে পড়ল ঘেসো জমিনে, বেশ কিছুদূর এগোনোর পর নজরে এল ইণ্ডিয়ানদের ক্যাম্পটা।

এদিকওদিক তাকাচ্ছে ওল্ডারসন। ঘেসো জমিনের শেষমাথায় দাঁড়িয়ে আছে লাইনশ্যাকটা, দেয়াল বানানোর কাজে ব্যবহার করা হয়েছে গাছের গুঁড়ি, ছাত ঢেকে দেয়া হয়েছে প্রায় চারকোনা কতগুলো ঘাসের-চাপড়া দিয়ে। একনজরেই বোঝা যায় ইণ্ডিয়ানরা ব্যবহার করছে না ওটা। ফুটকিওয়ালা চারটা পনি দাঁড়িয়ে আছে শ্যাকটার

বইঘর.কম

একধারে, গিবসদের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল চারটাই, সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে কেমন জ্বলজ্বল করছে ওগুলোর চোখ।

আগুন ঘিরে ক্যাম্প বানায় ইণ্ডিয়ানরা, ছোট করে আগুনও জ্বালানো হয়েছে একধারে, কিন্তু সেটার আশপাশে কেউ নেই।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল গিবস আর ওল্ডারসন।

স্যাডল ছেড়ে নিঃশব্দে নেমে পড়ল গিবস, আলগা করে দিয়েছে হোলস্টারের ফিতে। ওকে কাজটা করতে দেখে থমকে দাঁড়াল ওল্ডারসন, ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা রাইফেলটা খুলে নিয়ে এসে দাঁড়াল গিবসের পাশে। সতর্ক পায়ে একটু একটু করে এগোচ্ছে দু'জনে, কান খাড়া।

শ্যাকের একপ্রান্ত থেকে ভেসে আসা গোঙানির শব্দটা শুনতে অসুবিধা হলো না ওদের।

একথাবায় পিস্তল বের করে ফেলল গিবস, ছুটে গেল আওয়াজের উৎসের দিকে। ইচ্ছা করেই ওর থেকে একটু পিছিয়ে পড়ল ওল্ডারসন, কোমরের কাছে রাইফেলটা প্রস্তুত।

শ্যাকের একদিকের বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল লোকটাকে।

একনজরেই বোঝা যায় ওই লোক কোনো ইণ্ডিয়ান গোত্রের সর্দার। চর্বি থলথলে শরীর ওর, বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি হবে, কিন্তু বয়সের তুলনায় আরও বুড়ো আর দুর্বল দেখাচ্ছে ওকে, সম্ভবত কোনো অসুখে ভুগছে। মাটিতে পড়ে আছে সে, পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হয়েছে ওর দু'হাত, পা দুটোও একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দড়ির অন্যপ্রান্তটা বাঁধা হয়েছে একটা মরা গাছের কাণ্ডের সঙ্গে। পরনে বহুল ব্যবহারে জীর্ণ বাকস্কিন ট্রাউজার, উর্ধ্বাঙ্গে বাতিল আর্মি কোট। দুই বেণী করা লম্বা চুলগুলো লুটোপুটি খাচ্ছে মাটিতে, উধাও হয়ে গেছে উষ্ণীষের অর্ধেকের বেশি পালক। ওর মুখের ভেতরে গোঁজ ভরে দিয়ে একটা ন্যাকড়া দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা হয়েছে মুখটা।

দৌড় দিল গিবস, সিক্সশুটারটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রেখে কোমরের খাপ থেকে টেনে বের করেছে হান্টিংনাইফ। বুড়ো সর্দারের কাছে

বইঘর.কম

পৌঁছে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে, একধাক্কায় উপুড় করল লোকটাকে, ছুরির একপোঁচে কেটে ফেলল ন্যাকড়ার বাঁধন, তারপর লোকটাকে চিৎ করে ওর মুখের ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে বের করে আনল গোঁজটা।

'দোহাই লাগে...' ফোঁপাচ্ছে বুড়ো, দু'জন শ্বেতাঙ্গ দেখে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলছে দুর্বল গলায়, 'আমার মেয়েটাকে...শয়তানটা।' হাঁপাচ্ছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বোধহয়। 'দোহাই লাগে...মেয়েটাকে বাঁচাও।' আর কিছু বলতে পারল না, কাশতে শুরু করেছে।

'লোকটা কতক্ষণ আগে বেঁধেছে তোমাকে?' জরুরি গলায় জানতে চাইল গিবস।

কাশতে কাশতে মাথা নাড়ল সর্দার, বুঝিয়ে দিল গিবসের কথা বুঝতে পারছে না।

একটামাত্র ইণ্ডিয়ান ভাষা জানে গিবস—কোমাঞ্চি। ওটাই ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল। প্রশ্নটা আবার জানতে চাইল সর্দারের কাছে।

'বেশি না,' জোর করে কাশি থামিয়ে জবাব দিল সর্দার, উঠে বসার চেষ্টা করছে। 'তোমরা আসার কিছুক্ষণ আগে।'

'কোন্‌দিকে নিয়ে গেছে সে তোমার মেয়েকে?' আবার জানতে চাইল গিবস, ছুরির আরেক পোঁচে কেটে দিয়েছে সর্দারের হাতের বাঁধন।

হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে বসল বুড়ো, কাঁপা কাঁপা একটা হাত তুলে দেখিয়ে দিল দূরের কয়েকটা কটনউড গাছ। 'দোহাই লাগে...' শেষ করতে পারল না কথাটা, আবারও কাশি শুরু হয়েছে ওর।

একলাফে উঠে দাঁড়াল গিবস, খাপে ঢোকাল হান্টিংনাইফ। ওল্ডারসনের দিকে তাকাল, কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল, ঝট করে নিচু হয়ে তুলে নিল সর্দারের পাশে পড়ে-থাকা একটা কম্বল, তারপর দৌড় দিল কটনউড গাছগুলোর দিকে। ছুটতে ছুটতেই খালি হাতটা দিয়ে একবার স্পর্শ করল সিক্সশুটারের বাঁট।

এই জায়গাটা একেবারে জঙ্গলের মতো। এখানকার ঘাসগুলো

বইঘর.কম

আগের তৃণভূমির ঘাসের চেয়ে আরও উঁচু উঁচু, মোটা আর রসালো। জায়গায় জায়গায় কিছু ঝোপ এবং সেগুলোর তলদেশে কাদাও আছে।

কিছুদূর এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গিবস, বুঝতে পারছে না কোন্‌দিকে যাবে। আলোও ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। একটা মেয়ের ফোঁপানি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঠাস্ করে একটা চড় মারার শব্দ শুনতে পেয়ে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল সে মনে মনে। আওয়াজের উৎসের দিকে ছুট লাগাল।

বেশিদূরে নিয়ে যায়নি লোকটা মেয়েটাকে, তর সহ্য হয়নি হয়তো। শুকনো ঘেসোজমিনেই শুইয়ে দিয়েছে জোর করে, তারপর চড়ে বসেছে মেয়েটার উপর, ওদের দু'জনের ভারে দু'দিকে সরে গেছে ওদের নীচে চাপা-পড়া ঘাসগুলো। ধস্তাধস্তি চলছে, মেয়েটাকে এখনও পুরোপুরি কাবু করতে পারেনি শয়তানটা, একের পর এক আঘাত করছে সে মেয়েটার নাকেমুখে আর মাথায়। একনজর দেখেই বুঝল গিবস, উপর্যুপরি আঘাতের কারণে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। ব্যাপারটা টের পেয়ে থেকে থেকে শীৎকার ছাড়ছে ধর্ষকামী লোকটা, এক হাত দিয়ে আঘাত করেছে চলেছে সে যুবতীকে, আরেকহাত দিয়ে টেনেহিঁচড়ে খুলছে বেচারীর কাপড়।

ছুটে গিয়ে লোকটার একপাশের পাঁজরে জোরে লাথি মারল গিবস।

হুক করে একটা আওয়াজ বের হলো বেঁটে কিন্তু গাট্টাগোট্টা লোকটার মুখ দিয়ে; যুবতীকে ছেড়ে দিয়েছে সে, বসে পড়তে বাধ্য হয়েছে মেয়েটার পাশে, ওর চেহারায় বেদনার চেয়ে বিস্ময়ের ছাপ বেশি। এক ইঞ্চিও সরে যাওয়ার আগে গিবসের দ্বিতীয় লাথিটা খেল সে নাকেমুখে। চোয়ালের সঙ্গে বুটের সংঘর্ষের আওয়াজটা শুনল গিবস, পরমুহূর্তে দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে গেল লোকটা।

সঙ্গে করে আনা কম্বলটা যুবতীর দিকে ছুঁড়ে দিল গিবস, কোমাঞ্চি ভাষায় বলল, 'আর দেরি কোরো না, এখনই ফিরে যাও তোমার বাবার কাছে। ওখানে আমার এক বন্ধু আছে।'

বইঘর.কম

কম্বলটা লুফে নিল যুবতী, লজ্জা নিবারণ করল, ফোঁপাতে ফোঁপাতে উঠে দাঁড়াল। একনজর দেখল গিবসকে, কিছু বলতে চেয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে ছুট লাগাল।

সোজা হয়ে দাঁড়াল গিবস।

নিজেকে সামলে নিয়েছে গাট্টাগোট্টা ইণ্ডিয়ানটাও, ভোজবাজির মতো বড় একটা ছুরি বের করে ফেলেছে, সেটা বাগিয়ে ধরে এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে। "শিকার" হারিয়ে অপার্থিব ক্রোধে পাগলপারা হয়ে গেছে, দেখেও যেন দেখছে না হোলস্টারসহ একটা সিক্সগুটার ঝুলছে গিবসের কোমরে।

আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া কারও বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্রসহ মুখোমুখি হওয়াটা বিবেকহীন কাপুরুষদের কাজ বলে মনে করে গিবস। তাই হোলস্টারে থাবা দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সে, হান্টিংনাইফটা বের করল কোমরের খাপ থেকে। এগিয়ে গেল কয়েক পা। ইণ্ডিয়ান লোকটা উচ্চতায় ওর কাঁধ পর্যন্তও আসতে পারেনি, সে ঠিক করল সুযোগটা নেবে।

মুখোমুখি হয়ে গিবসকে ঘিরে কিছুক্ষণ চক্কর দিল গাট্টাগোট্টা, ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের ফায়দা লুটবার সুযোগ খুঁজছে। কিন্তু সতর্ক নজর রেখেছে গিবস, কোনো সুযোগ দিতে চায় না প্রতিপক্ষকে।

চট করে একটা লাফ দিল বাঁটকু, গিবস আর ওর মাঝখানে দূরত্বটুকু পার হলো চোখের পলকে, পা দুটো মাটি স্পর্শ করামাত্র আড়াআড়িভাবে ছুরি চালাল গিবসকে লক্ষ্য করে। প্রস্তুত ছিল গিবস, ছুরিটা ওকে আঘাত করার আগমুহূর্তে চট করে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল ইণ্ডিয়ান লোকটার ছুরিধরা হাত, সঙ্গে সঙ্গে জোরে মোচড় দিল। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে গিবসের আরও কাছে চলে গেল বাঁটকু। সুযোগ বুঝে লোকটার বুকে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি মারল গিবস।

ছিটকে পড়ে যেত বাঁটকু, কিন্তু মুঠভেধরা হাতটা ছাড়েনি গিবস, ওই হাত ধরে টেনে লোকটার পিঠ নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল সে।

বইঘর.কম

মুহূর্ত মাত্র সময় দিল না শয়তানটাকে, নিজের হান্টিংনাইফের ফলা ঢুকিয়ে দিল লোকটার ছুরিধরা হাতের কব্জিতে। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল বাঁটকু, ছুরিটা আপনাআপনি পড়ে গেছে ওর হাত থেকে, উল্টো ঘুরেই বাঁ হাতে ঘুসি চালিয়েছে গিবসের নাকমুখ লক্ষ্য করে। এবারও প্রস্তুত ছিল গিবস, চট করে সরিয়ে এনেছে নিজের ছুরিধরা হাত, বাঁটটা দু'হাতে শক্ত করে ধরে ফলাটা মেলে দিল বাঁটকুর বাঁ পাঞ্জার গতিপথে। হান্টিংনাইফের ফলায় ঘুসি মেরে আরেকদফা চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, কুঁজো হয়ে গেছে আপনাআপনি।

ছুরিটা খাপে ঢুকিয়ে রেখে ধাঁ করে লোকটার তলপেটে আরেকটা লাথি বসিয়ে দিল গিবস, লোকটা সিধে হওয়ামাত্র ওর চোয়ালে বসিয়ে দিল বিরাশি সিক্কার একটা ঘুসি। একদিকে কাত হয়ে গেল লোকটা, টলমল করছে, ওই অবস্থায় ওর কপালে নিজের দ্বিতীয় ঘুসিটা ঝাড়ল গিবস। মাটিতে পড়ে গেল শয়তানটা। ওর পাঁজরে, পেটে, পিঠে ছ'-সাতটা জোরালো লাথি মারল গিবস। শেষে চুল ধরে টেনে খাড়া করল শয়তানটাকে, টপাটপ কিছু ঘুসি মেরে ভেঙে দিল নাকটা, থেঁতলে দিল ঠোঁট দুটো। যখন বুঝল বাধা দেয়ার আর কোনো ক্ষমতাই নেই ধর্ষকামী লোকটার, তখন ওকে জোর করে টেনে তুলে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে চলল ক্যাম্পের দিকে।

ক্যাম্পফায়ার ঘিরে গোল হয়ে বসেছে ওরা চারজনে।

যে-জায়গায় যেভাবে বেঁধে রাখা হয়েছিল সর্দারকে, ঠিক সে-জায়গায় সেভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে গাট্টাগোট্টাকে। ওকে খাবার বা পানি কোনোটাই দিতে নিষেধ করেছে সর্দার, এমনকী ওর শুশ্রূষাও করা যাবে না।

সর্দারের মেয়ের রান্নার হাত চমৎকার। শিকার করা টাটকা মাংস দিয়ে স্টু রানিয়েছে সে, সঙ্গে করে আনা রুটি গরম করে সেগুলোতে অল্প করে মাখিয়ে দিয়েছে জলপাই তেল। ডিনারটা জিভে জল আনার মতো।

'হয়েছিল কী?' সর্দার আর ওর মেয়ে ধাতস্থ হতে পেরেছে বুঝবার পর কোমাঞ্চি ভাষায় জিজ্ঞেস করল গিবস। 'লোকটা কে?'

'শয়তানটা আমার দূর সম্পর্কের ভাতিজা,' বলল সর্দার। 'অনেকটা জোর করেই শিকারে আসতে চাইল আমাদের সঙ্গে। ওর মনে যে বদমতলব ছিল তা যদি আগে জানতাম...। শুধু ফিরে যাই রিযার্ভেশনে, চাবকে ওর পিঠের ছাল যদি না তুলে নিয়েছি আমি তো আমার নাম থলথলে ভালুক না।'

'থলথলে ভালুক?' গিবসের চোখে উৎসুক দৃষ্টি। 'আজব নাম তো!'

'হুঁ, তোমাদের মতো সাদা চামড়ার মানুষদের কাছে আজবই বটে। কিন্তু আমাদের কাছে এসব নাম স্বাভাবিক। যাদের শরীর বিশাল হয়, তাদেরকে কোনো-না-কোনো বিশাল প্রাণীর নামে ডাকি আমরা। আমার শরীরে চর্বি একটু বেশি বলে থলথলে শব্দটা যুক্ত হয়ে গেছে ভালুক শব্দটার আগে। ...কেন, তোমার বন্ধুর নামটাও তো আজব লেগেছে আমার কাছে। ওল্ডারসন। যার মানে বুড়ো ছেলে। ঠিক না?'

হেসে ফেলল গিবস।

খাওয়া শেষ হলো ওদের।

বেশিরভাগ সময় দৃষ্টি নত করে রাখছে সর্দারের মেয়েটা, বাড়তি কোনো জামা সঙ্গে নেই বলে কম্বলটা বার বার টেনেটুনে ঠিকমতো জড়িয়ে রাখার চেষ্টা করছে শরীরের সঙ্গে, এখনও লজ্জা যায়নি বলে প্রায় কোনো কথাই বলছে না গিবস বা ওল্ডারসনের সঙ্গে।

'আমার মাথায় কী দিয়ে যেন জোরে বাড়ি মারল শয়তানটা পেছন থেকে,' সিগারেট বানাচ্ছে গিবস, ওর অভ্যস্ত হাতের কাজ দেখতে দেখতে বলল সর্দার। 'সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম আমি। সংজ্ঞা ফিরলে দেখি, আমাকে বাঁধার কাজ শেষ শয়তানটার, জাপ্টে ধরেছে আমার মেয়েটাকে, ওকে ছুরির মুখে নিয়ে যাচ্ছে কটনউড গাছগুলোর দিকে। তোমরা যদি না আসতে আজ...'

লোকটার দিকে বানানো সিগারেটটা বাড়িয়ে ধরল গিবস।

বইঘর.কম
কার্তুজ

'তোমার মেয়ের ইজ্জত বাঁচানোর বিনিময়ে যদি কিছু একটা চাই তোমার কাছে, দেবে?'

সিগারেটটা নিল সর্দার, আগুন ধরিয়ে দু'বার টান দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'কথাটা বলে অপমান করলে আমাকে।'

'অপমান! কেন?'

'আমরা ইণ্ডিয়ানরা অনেক আগেই হেরে গেছি তোমাদের কাছে। আমাদের ক্ষমতা কেড়ে নিতে নিতে এখন আমাদের থাকার জন্যও রিযার্ভেশন বানিয়ে দিচ্ছ তোমরা সারাদেশে। আমার কাছে কিছু চাইলে সেটা দেবো কি দেবো না জানতে চাওয়ার মানে হলো, আমি যে একজন নামকাওয়াস্তে'র সর্দার, সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া।'

মাথা নাড়ল গিবস। 'ভুল বুঝছ।'

'কী চাও তুমি আমার কাছে?'

'আমি আর আমার বন্ধু যে এসেছিলাম এখানে, কেউ যেন জানতে না পারে কথাটা।'

সিগারেটে আরেকবার টান দিতে গিয়েও থেমে গেল সর্দার, আশ্চর্য হয়েছে। 'ব্যস, এ-ই?'

'হ্যাঁ, এটাই আমার চাওয়া।'

'কেন, তোমরা কি খারাপ লোক?'

'আমাদের কথাবার্তা শুনলে অথবা কাজ দেখলে কি তা মনে হয়?'

'না, মনে হয় না, কিন্তু...'

'বিপদে পড়েছি আমরা,' সর্দারের কথা কেড়ে নিল গিবস, 'পালিয়ে আসতে হয়েছে নিজেদের জাতভাইদের কাছ থেকে।' লাইনশ্যাকটা দেখাল ইঙ্গিতে। 'আপাতত ওটাই আমাদের ঠিকানা।'

'পালিয়ে এসেছ, নাকি খেদিয়ে দেয়া হয়েছে তোমাদেরকে?'

'হুঁ, ঠিকই বলেছ, তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আপাতত যাওয়ার কোনো জায়গা নেই আমাদের।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ সিগারেট টানল সর্দার, একদৃষ্টিতে দেখছে গিবস

বইঘর.কম

আর ওল্ডারসনকে, কী যেন ভাবছে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে; কথা দিলাম, তোমাদের ব্যাপারে জানবে না কেউ। আমার মেয়েও কাউকে কিছু বলবে না। আর ওই শয়তানটাও যাতে মুখ খুলতে না পারে সে-ব্যবস্থাও করবো। আর কিছু?'

'না, আপাতত আর কিছু লাগবে না। পরে যদি দরকার হয়, যদি দেখা হয় আমাদের, চেয়ে নেবো। প্রসঙ্গ বদল করা যাক। কী শিকার করছিলে তোমরা?'

'এল্ক। জানো, পাঁচ গুলিতে ওদের পাঁচটাকে শুইয়ে দিতে পেরেছি দেখে একটু অহঙ্কারও হচ্ছিল আমার। মেয়েটাও আমার খুব কাজের—হরিণগুলোর জিভ, বুকের মাংস, কিডনি, রানের মাংস, সামনের পা'র মাংস সব সুন্দর করে কেটে আলগা করে ফেলেছে। ওগুলো নিয়ে কাল সকালে রিযার্ভেশনে ফেরার কথা ছিল আমাদের, কিন্তু শয়তানটা...

'বাদ দাও।'

'কিছুটা মাংস নেবে নাকি তোমরা? চাইলে রানের মাংস দিতে পারি তোমাদেরকে।'

মানা করতে গিয়েও কী ভেবে রাজি হয়ে গেল গিবস। বলল, 'ঠিক আছে। ...একটা কথা বলবে?'

'কী?'

'এই যে শিকার করছ, কারও অনুমতি নিতে হয়নি?'

'হয়েছে। ডব্লিউ.জি. রানশের ফোরম্যানের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ওদের এলাকা দিয়ে ঢুকেছি এখানে। লোকটা বলেছে, এখানে শিকার করতে কোনো অসুবিধা নেই। প্রায় প্রতি বছরই বসন্তকালে কাজটা করি আমি। কারণ এ-সময়ে খাবারের স্বল্পতা দেখা দেয় রিযার্ভেশনে, দিনের পর দিন আর্মিদের দেয়া রেশন খেতে খেতে পেট খারাপ হয়ে যায় আমাদের অনেকেরই।'

'এত জলদি শিকার শেষ করে ফিরে যাচ্ছ কেন? তাড়া আছে কোনো?'

বইঘর.কম

'তা কিছুটা আছে বটে।'

'কী?'

'রিযার্ভেশনের বিভিন্ন ইণ্ডিয়ান গোত্রের সর্দারদের নিয়ে শীঘ্রিই একটা মিটিং ডাকা হবে বলে শুনেছি।'

গুরুত্বপূর্ণ খবর; কিন্তু যতটা পারল স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল গিবস। 'কে ডাকবে মিটিংটা?'

'ডব্লিউ.জি.'র মালিকের কাছে এক লোক এসেছে, রাজধানী শহর থেকে, শুনেছি সে নাকি কথা বলতে চায় আমাদের সঙ্গে। এ-সপ্তাহেই কোনো একদিন আলোচনায় বসবে সে আমাদের সঙ্গে।'

'কীসের আলোচনা, জানো কিছু?'

'ভাসা ভাসা শুনেছি কিছু কথা।'

'যেমন?'

'সরকার নাকি আমাদের অবস্থা নিয়ে চিন্তিত। তারা চায় না আমরা ভবঘুরের মতো থাকি, শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করি। সরকার চায়, আমরা চাষ করি; তাতে নাকি আমাদেরও লাভ, সরকারেরও লাভ। কোথায় চাষের জমি খুঁজতে হবে, কীভাবে সেখানে গিয়ে বসতি গড়ে তুলতে হবে, কখন কী চাষ করতে হবে, আলোচনাটা নাকি সেসব নিয়েই।'

'সরকার হঠাৎ তোমাদেরকে চাষাবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে কেন? রিযার্ভেশনে ইচ্ছা করলেই রানশিং করতে পারো তোমরা।'

'আমিসহ আরও কয়েকজন সর্দার আগেরবার বলেছিলাম কথাটা। কিন্তু তখন আমাদেরকে বলা হয়েছিল, রানশিং-এর জন্য যথেষ্ট জায়গা নেই রিযার্ভেশনে। আর সে-কারণেই কিছু জায়গা ছেড়ে দিতে হবে সরকারের কাছে, বিনিময়ে সরকার চাষযোগ্য জমি দেবে আমাদেরকে কাছাকাছিই কোথাও।'

'রিযার্ভেশনের ঠিক কোন্ জায়গাটা নিতে চায় সরকার, জানো?'

'না, জানি না। আসলেই নিয়ে নেবে কি না, তা-ও কিন্তু জানি না। কারণ একটু আগেই বললাম যা জানি তার বেশিরভাগই ভাসা ভাসা।

বইঘর.কম

রাজধানী শহর থেকে আসা লোকটার সঙ্গে কথা হোক, অনেককিছু বুঝতে পারবো।'

মাথা ঝাঁকাল গিবস, উঠে নিজের ঘোড়ার কাছে গিয়ে স্যাডলব্যাগ থেকে তামাকের ছোট একটা থলে নিয়ে এল। সেটা সর্দারের হাতে ধরিয়ে দেয়ার সময় বলল, 'থলথলে ভালুক, আমাকে মাংস দিয়েছ তুমি, বিনিময়ে আমার কাছ থেকে সামান্য এই উপহার রাখো। ধোঁয়ার ক্ষুধা লাগলে ব্যবহার কোরো এটা, এবং মনে কোরো আমাকে আর আমার বন্ধুকে।' হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করল সর্দারের সঙ্গে। 'যাওয়ার সময় হয়েছে আমাদের। বিদায়।'

'একটু দাঁড়াও!' সর্দারের কণ্ঠে অনুরোধ। 'আমার মনে হয় উপহার হিসেবে তোমাকে দেয়ার মতো একটা জিনিস আছে আমার কাছেও।'

'উপহার!' একটু যেন আশ্চর্য হলো গিবস। 'কিন্তু সেটার আবার কী দরকার? টাটকা মাংস তো দিয়েছ।'

'সেটা তো...কৃতজ্ঞতা হিসেবে দিয়েছি। আর এখন, বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে যদি কিছু দিই, নেবে না?'

'অবশ্যই নেবো, সর্দার,' হাসল গিবস।

হাসল থলথলে ভালুক, উঠে গিয়ে নিজের একটা বড় থলের ভেতর থেকে বের করে নিয়ে এল একটা ধনুক আর কয়েকটা তীর। ফিরে এসে সেগুলো বাড়িয়ে ধরল গিবসের দিকে।

ধনুকটা আর তীরগুলো নিল গিবস, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সর্দারের দিকে।

'এগুলো আমার গোত্রের অহঙ্কার,' বুঝিয়ে বলল থলথলে ভালুক। 'তীর-ধনুকের চল্ উঠে গেছে অনেক আগেই, তারপরও আমরা গোত্রপতিরা, ঐতিহ্য বহন করে যাচ্ছি। আমার পরে আমার গোত্রের সর্দার হতো যে-লোক, এই ধনুক আর তীরগুলো পাওয়ার কথা ছিল তার।'

'তা হলে আমাকে দিচ্ছ কেন? তোমাদের ঐতিহ্যের বরখেলাপ

বইঘর.কম
কার্তুজ

হয়ে যাচ্ছে না কাজটা?'

মাথা ঝাঁকাল থলথলে ভালুক। 'হয়তো হচ্ছে, আবার হয়তো হচ্ছে না। তুমি একজন সাহসী পুরুষ, আরেকজনের বিপদে সাহায্য করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ো, এবং লড়াই করে শেষপর্যন্ত বিজয়ী হও। তোমার মতো মানুষদেরই সর্দার হওয়া মানায়। তোমার মতো মানুষদের হাতেই কোনো সর্দারির ঐতিহ্য থাকা সাজে।'

গিবস কোনো মন্তব্য করল না; কখনও ভাবেনি একজন ইণ্ডিয়ান সর্দারের কাছ থেকে এত বড় সম্মান পাবে।

'তোমার কাছে হয়তো খেলনা হয়েই রয়ে যাবে আমার এই জিনিসগুলো,' বলে চলল সর্দার, 'কারণ এসব কখনও ব্যবহার করো না তোমরা সাদামানুষরা।'

'বেশিরভাগ সাদামানুষ হয়তো করে না, কিন্তু আমি করেছি।'

'তুমি তীরধনুক ব্যবহার করেছ! বলো কী?'

মাথা ঝাঁকাল গিবস। 'আমি যে-জায়গায় জন্মেছি, বড় হয়েছি, তার আশপাশে অনেক ইণ্ডিয়ান ছিল একসময়। আমার মুখে তোমার দেশী ভাষা শুনে বুঝতে পারছ না, ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে কত গভীর মেলামেশা থাকতে পারে আমার? ওরাই আমাকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়েছে, বুনো ঘোড়া ধরা শিখিয়েছে, ট্র্যাকিং শিখিয়েছে। শিখিয়েছে, কীভাবে নিঃশব্দে ঢুকে পড়া যায় শত্রুর ঘাঁটিতে। আরও শিখিয়েছে, কীভাবে তীরধনুক কাজে লাগিয়ে রাইফেল-উইনচেস্টারের চেয়েও সফলভাবে শিকার করা যায়। তোমার দেশী লোকদের সঙ্গে তীরধনুক নিয়ে কত যে নিশানা প্রতিযোগিতা করেছি আমি!'

আশ্চর্য হয়ে গিবসের দিকে তাকিয়ে আছে থলথলে ভালুক, কথা খুঁজে পাচ্ছে না সম্ভবত। একসময় বলল, 'তুমি মানুষটা...আসলেই অন্যরকম।'

ঘাসেছাওয়া জমিন পার হয়ে লাইনশ্যাকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে গিবস আর ওল্ডারসন।

রাত নেমেছে, একটা-দুটো করে হাজারটা তারা ফুটেছে আকাশে। চাঁদ নেই, কিন্তু পথ চলার জন্য তারার আলো যথেষ্ট। তাড়াহুড়ো নেই, তাই ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে এগোচ্ছে ওরা এবং কথা বলছে।

থলথলে ভালুকের কাছ থেকে যা যা জানতে পেরেছে, সব ওল্ডারসনকে বলল গিবস।

চুপ করে শোনার পর ওল্ডারসন বলল, 'তারমানে একসময় ইণ্ডিয়ানদের থাকার জন্য যে-জায়গা ঠিক করে দিয়েছিল সরকার, সেটারই কিছু অংশ গিলে খেতে চাচ্ছে এখন। আরেকটা কথা ওয়াশিংটন থেকে আসা ইণ্ডিয়ান এজেন্ট উঠেছে গ্যানোনের বাড়িতে। একজন সরকারি লোক পা রাখল ব্ল্যাক হিলসে, থাকার কোনো জায়গা পেল না কোথাও, সোজা গিয়ে উঠে পড়ল গ্যানোনের ওখানে। ব্যাপারটা কি স্বাভাবিক মনে হয় তোমার কাছে?'

'না, মনে হয় না। তবে ওয়াশিংটনের লোকটা বোধহয় সাধারণ কেউ না।'

'মানে?'

'মানে সে সাধারণ কোনো ইন্সপেক্টর না।'

কিছুক্ষণ কোনো কথা হলো না।

এগোচ্ছে ওদের ঘোড়া দুটো, পিছন পিছন আসছে প্যাকিংহর্সটা, ঘাসের জঙ্গলে একটানা সর্‌সর্ শব্দ হচ্ছে।

একসময় ওল্ডারসন বলল, 'ইণ্ডিয়ানদের জমি সরকার চায়। ঘুরিয়ে বললে, গ্যানোন চায়। প্রশ্ন হচ্ছে, উদ্দেশ্য কী ওর?'

জবাব দিল না গিবস, গ্যানোনের অভিসন্ধি কী হতে পারে সে-চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মনেও।

শ্যাকটার কাছে পৌঁছে গেল দু'জনে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল ওরা, স্যাডল ইত্যাদি আলগা করে আরাম দিল জন্তুগুলোকে। যার যার ঘোড়া দলাইমলাই করল কিছুক্ষণ, দানাপানি খেতে দিল, তারপর প্যাকিংহর্সটার স্যাডলব্যাগ থেকে একটা মোমবাতি বের করে সেটা জ্বালিয়ে নিয়ে ঢুকল শ্যাকের ভেতরে।

বইঘর.কম
কার্তুজ

দুটো বাঙ্ক দেখা যাচ্ছে। এককোনায় একটা টেবিল আছে, পড়ি পড়ি করছে সেটা। ঘরের মাঝখানে পাথর আর কাদামাটি দিয়ে কোনোরকমে বানানো হয়েছে একটা ফায়ারপ্লেস।

মোমবাতিটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে গিবসের দিকে তাকাল ওল্ডারসন। পকেট থেকে পাইপ বের করে সেটাতে তামাক ভরতে ভরতে বলল, 'তোমার কি মনে আছে, গ্যানোনের উদ্দেশ্য কী তা নিয়ে কথা বলেছিলাম আমরা আগেও? একটা রেঞ্জওয়ার বাধিয়ে দিয়ে সামান্য কিছু টাকা হাসিল করার জন্য নিজের সর্বস্ব বাজি ধরেছে কি না লোকটা, সে-প্রশ্ন চলে এসেছিল আমাদের সামনে।'

মাথা ঝাঁকাল গিবস।

'আগেরদিনের আউট ল'দের একটা কৌশল জানো?' জিজ্ঞেস করল ওল্ডারসন।

'কী?'

'মনে করো, কোনো শহরে ব্যাংকডাকাতি করার জন্য ঢুকেছে ওরা। আসল ঘটনার আগে শহরের কোনো এক কোনায় আগুন লাগিয়ে দেবে ওদের এক সহচর। শহরের বাসিন্দারা সবাই হই হই করতে করতে ছুটে যাবে আগুন নেভাতে, ব্যাংকের উপর নজর থাকবে না কারও। তখন ডাকাতি করতে সুবিধা হবে আউট ল'দের।'

'তা হলে গ্যানোনের আগুন কোন্‌টা?'

'ব্ল্যাক হিলসের আসন্ন রেঞ্জওয়ার।'

'আর ব্যাংক?'

'ইণ্ডিয়ান রিযার্ভেশনের কিছু জমি।'

'উদ্দেশ্য?'

জবাব না দিয়ে পাইপে অগ্নিসংযোগ করল ওল্ডারসন।

গিবসও কিছু বলল না, দুটো বেডরোল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দুটো বাঙ্কে বিছাল রোল দুটো, তারপর একটা বাঙ্কে বসে পড়ে টেনে খুলল বুট জোড়া।

ওকে বুট খুলতে দেখে আরেকটা বাঙ্কে বসে পড়ল ওল্ডারসন, বুট

বইঘর.কম

খুলল সে-ও। কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল মেঝের দিকে, তারপর বলল, 'থলথলে ভালুকের সঙ্গে আর কি দেখা হবে তোমার?'

'হতে পারে। কেন?'

'যদি হয়, ওকে জিজ্ঞেস করবে নাকি আলোচনায় কী সিদ্ধান্ত হলো? মানে, আমি জানতে চাচ্ছি, রিযার্ভেশনের ঠিক কোন্ জায়গাটা দখল করতে চায় গ্যানোন্।'

'ঠিক আছে, জিজ্ঞেস করবো।'

আর কিছু বলল না ওল্ডারসন। উঠে গিয়ে নেভাল মোমবাতি, তারপর নেভাল পাইপটা। শেষে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল বাঙ্কে।

দশ

পেট ভরে নাস্তা খেয়ে বিদায় নিয়েছে লকহার্ট বিশ মিনিট আগে। তারপর থেকে একতলার বড় ঘরটাতে বসেই আছে বিগ জেমস। ভাবছে সে। আকাশপাতাল ভাবনা পেয়ে বসেছে ওকে।

কী বলে গেল শেরিফ ওকে? এসব কী শুনিয়ে গেল লোকটা?

একত্রিত হচ্ছে ব্ল্যাক হিলসের রানশাররা, সংগঠিত হচ্ছে, এবং সেটা জেমসের বিরুদ্ধেই। ডব্লিউ.জি.'র মাথামোটা ফোরম্যান আর জেমসের দু'চোখের বিষ গিবস মিলে ধরে এনেছিল যে-লোককে, সেই ওল্ডারসন নাকি সংগঠকের ভূমিকা পালন করছে।

ভাবা যায়?

একটার পর একটা সিগারেট টানছে জেমস। বসে আছে ফায়ারপ্লেস থেকে কোনাকুনি একটা জায়গায়, বিশাল এক সোফায়, থেকে থেকে তাকাচ্ছে আগুন আর গনগনে-হয়ে-ওঠা কাঠকয়লার

বইঘর.কম

দিকে। টের পাচ্ছে, প্রায় একইরকম গনগনে একটা ক্রোধ ওর বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাচ্ছে।

লড়াই করতে চায় লোকগুলো, না? সংগঠিত হচ্ছে জেমসের বিরুদ্ধে? ঠিক আছে, জেমসও দেখে নেবে, কার পাঞ্জায় কত জোর। দরকার হলে রক্তের বন্যা বইয়ে দেবে সে ব্ল্যাক হিল্‌সে। আধিপত্য বিস্তারের যে-লড়াই শুরু করেছে সে, বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত দেবে না সেটাতে।

নতুন করে সংগঠিত হতে হবে না জেমসকে—আজকের দিনটার কথা ভেবে অনেক আগে থেকেই সংগঠিত করছে সে নিজের আউটফিটকে। পাঞ্চারের নামে ভাড়া করছে গানম্যান, গোখাদ্যের নামে আনছে অ্যামুনিশন। সে জানে, মুখিয়ে আছে ওর রাইডাররা—ইশারা পাওয়ামাত্র কেয়ামত ঘটাবে পুরো রেঞ্জে।

শেরিফ লকহার্ট আর সুতোয়-বাঁধা নাচের-পুতুল অনেক আগে থেকেই সমার্থক শব্দ জেমসের জন্য, কাজেই আইন বলতে গেলে ওর পকেটেই।

তা হলে বাধা কোথায়?

একনম্বর বাধার নাম টালি গিবস, যে-লোক হাঁটাচলার মতো শারীরিক সুস্থতা ফিরে পাওয়ামাত্র উধাও হয়ে গেছে ম্যাক্সওয়েলের বাড়ি থেকে। কেউ জানে না কোথায় গেছে সে, ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলও না; আর জিনা জানলেও বলবে না—নিজের বোনকে চেনে জেমস।

দুই, নির্ভীক সাংবাদিক ম্যাক ওল্ডারসন, যার কলম আর রাইফেল নাকি সমান দক্ষতায় চলে বলে শুনেছে জেমস। ধূমকেতুর মতো দেখা দিয়েছে সে একরাতে, উধাও হয়ে গেছে তারপরই; জেমস আশা করছে গিবসকে কবর দেয়ার জন্য যে-পাঁচ রাইডার পাঠিয়েছে সে, ওরা একই কবরে শোওয়াবে ওই সাংবাদিককেও; কারণ কেন যেন মনে হচ্ছে জেমসের, গিবসের সঙ্গেই পাওয়া যাবে লোকটাকে।

আচ্ছা, ওই পাঁচ রাইডারকে যে পাঠাল সে, কোনো খবর নেই কেন ওদের? গিবসকে খুঁজতে খুঁজতে অন্য কোনো রাজ্যে চলে গেছে

ওরা? নাকি...

দ্বিতীয় চিন্তাটা করতে চায় না জেমস। কারণ দ্বিতীয় চিন্তাটা গিবসকে একজন বীর, অথবা তারচেয়েও বেশি কিছু হিসেবে উপস্থাপন করছে ওর কাছে।

নিজেকে খুনখারাপি থেকে বিরত রাখার তিন নম্বর এবং সম্ভবত সবচেয়ে বড় কারণটা হচ্ছে, সিনেটর উইল গ্যানোন। শেষ যে-বার দেখা হয়েছে লোকটার সঙ্গে, শান্ত কিন্তু হিসেবী গলায় বলেছে সে, 'আমাকে না জানিয়ে যেন একটা গুলিও না করে তোমার রাইডাররা। আরেকটা কথা। ডব্লিউ.জি.-তে আর কখনোই আসবে না তুমি। আমার সঙ্গে আর কখনোই যেন তোমাকে না দেখে কেউ। মনে রাখবে, ছোট্ট একটা ভুল করবে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই জেনে যাবে কে আছে তোমার পেছনে। এবং আমি সেটা চাই না।'

কাজেই ইচ্ছা না থাকার পরও নিজের পিস্তল, রাইফেল আর নিজের লোকদের সামলে রাখতে হচ্ছে জেমসকে। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, আর করা যাবে না কাজটা। করলে মরতে হবে। রেঞ্জওয়ার যদি শুরু হয়, আর সে যদি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে গ্যানোনের হুকুমের অপেক্ষায়, তা হলে...

গত কয়েকটা দিন মোটেও ভালো যাচ্ছে না জেমসের, বিশেষ করে গিবসের কাছে ধোলাই খাওয়ার পর থেকে। মারতে জানে লোকটা, হাতটাও লোহার মতো শক্ত; যেসব জায়গায় ঘুসি খেয়েছে জেমস সে-জায়গাগুলো মাঝেমধ্যে টনটন করে ওঠে এখনও। আর বাঁ হাতটা! উফ্, সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে সেটাই। ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের শরণাপন্ন হওয়ার প্রশ্নই আসে না, তাই পুড়ে যাওয়ার পর রানশে ফিরে খবর দিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছিল এক হাতুড়েকে। বাঁ হাতটা আঙুল থেকে কব্জি পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে লোকটা, তারপর কী এক ওষুধ দিয়েছে...মনে পড়লেও লোকটাকে বাপ-মা তুলে গাল দিতে ইচ্ছা করে জেমসের...সে-ওষুধ যত ব্যবহার করছে, জেমসের মনে হচ্ছে ওর হাতের ব্যথা তত বাড়ছে যেন। গিবসের টুঁটিটা চেপে ধরে

বইঘর.কম

ওর হাত যতদিন পর্যন্ত না পোড়াতে পারছে সে, এই ব্যথা ততদিন পর্যন্ত যাবে না মনে হয়।

ইদানীং প্রায় সময়ই বিশাল এক কালো গ্লাভ পরে থাকছে সে বাঁ হাতে, এবং তার ফলে জ্বালাপোড়া কিছুটা হলেও কম অনুভব করছে।

নতুন আরেকটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে একটু যেন থমকাল জেমস। এভাবে সিগারেটের পর সিগারেট পুড়িয়ে কোনো লাভ নেই। কিছু একটা করতে হবে এখন। এমন কিছু, যা সবদিক দিয়েই ভালো হয় ওর জন্য।

কিন্তু কী সেটা?

উঠে দাঁড়াল সে, বেরিয়ে এল বাড়ির বাইরে। দ্বিধান্বিত পায়ে হেঁটে এগোচ্ছে আস্তাবলের দিকে। অস্থিরতা অনুভব করছে, একইসঙ্গে কেন যেন একটু ভয় ভয়ও লাগছে।

আস্তাবলে একপাল ঘোড়া ঢোকাচ্ছে দু'জন রাইডার, একপাশে দাঁড়িয়ে ওদের কাজ দেখছে ফোরম্যান জিম। জেমসের বাবা মারা যাওয়ার পর রানশের আগের ফোরম্যান চাকরি ছেড়ে দেয়, তারপর অনেকদিন জেমস নিজেই ফোরম্যানের ভূমিকা পালন করে। মাস তিনেক হলো জিমকে নিয়োগ দিয়েছে সে। লোকটা চুপচাপ প্রকৃতির, জিজ্ঞেস না করলে নিজে থেকে কোনো কথা বলে না সাধারণত। যেখানে হুমকিধমকি দিয়ে কাজ আদায় করে নেয় বেশিরভাগ ফোরম্যান, সেখানে জিম ব্যতিক্রম; তারপরও পাঞ্চার আর রাইডারদের কাছ থেকে নিজের কায়দায় কাজ ঠিকই আদায় করে নিচ্ছে সে।

জেমসকে দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্ভাষণ জানাল সে, তারপর আবার মনোযোগ দিল কাজে। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে জেমস, কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলেছে, এমন সময় কিছুটা হন্তদন্ত হয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল এক রাইডার, বলল, 'একটা ঝামেলা হয়েছে।'

'কী?' শান্ত গলায় জানতে চাইল জিম।

'ডব্লিউ.জি. রানশের একটা ঘোড়া কীভাবে যেন মিশে গেছে

বইঘর.কম

আমাদের একটা পালের সঙ্গে। এতদিন ধরতে পারিনি ব্যাপারটা, আজ হঠাৎ করেই চোখে পড়ল।'

'রানশের বাইরে নিয়ে যাও ওটাকে,' পরামর্শ দিল জিম, 'ছেড়ে দাও। পথ চিনে বাড়ি ফিরতে পারলে ফিরবে, না পারলে ঘুরে বেড়াবে বনেবাদাড়ে। ঝামেলা শেষ।'

'দাঁড়াও!' হুকুম করল জেমস। 'ঘোড়াটা নিয়ে এসো আমার সামনে।'

আশ্চর্য হলো রাইডার, কিন্তু মালিকের কথামতো কাজ করল।

ঘোড়াটা দেখে জেমসের হাতের ব্যথা বাড়ল যেন, কিন্তু একইসঙ্গে টের পেল, একটু আগেও যে-সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল, মুক্তি পেয়েছে সেটা থেকে। বলল, 'আমাদের ঘোড়ার পালে কবে হাজির হয়েছে সেটা?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রাইডার। 'ঠিক বলতে পারবো না। দশ-বারোদিন হবে হয়তো।'

দশ-বারোদিন? মনে মনে হোঁচট খেল জেমস, হারিয়ে গেল নিকট অতীতে। ওই সময় নাগাদ গিবস ধরা পড়েছে লেনর আর ওর লোকদের হাতে, ওকে মেরে-চাবকে ম্যাক্সওয়েলের হাতে তুলে দিয়েছে ওরা। হয়তো...আহত গিবসকে ওর ঘোড়ায় চড়িয়েই শহরে নিয়ে গিয়েছিল ওরা, তারপর ঘোড়াটা আর কোনো কাজে লাগবে না ভেবে মুক্ত করে দেয় সেটাকে। শহর ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর দিকভ্রান্ত হয়ে যায় ঘোড়াটা, যেভাবেই হোক ঢুকে পড়ে গ্র্যাপ্পেলের সীমানায়, ভিড়ে যায় একটা পালের সঙ্গে।

তারমানে ঘোড়াটা গিবসের, কোনো সন্দেহ নেই জেমসের মনে।

জন্তুটার দিকে আবারও তাকাল সে। বেশ উঁচুলম্বা সেটা, মাংসল বুকটা যথেষ্ট চওড়া, বর্ণ পিঙ্গল। চেহারার হাড়গুলো যেন ঠেলে বেরিয়ে আছে।

মনে মনে হাসল জেমস। রাইডারকে বলল, 'স্যাডল পরাও এটাকে। দক্ষিণে একটা কাজে যাচ্ছি আমি কয়েকদিনের জন্য, পথে

বইঘর.কম

ডব্লিউ.জি. রানশে থামবো, ওদের ঘোড়া বুঝিয়ে দেবো ওদেরকে।'

'ফেরার সময় পায়ে হেঁটে ফিরবে নাকি?' স্বভাববিরুদ্ধভাবে জানতে চাইল জিম।

বিরক্ত দৃষ্টিতে নিজের ফোরম্যানের দিকে তাকাল জেমস। 'আমাকে চেনে না এ-রকম কেউ নেই ব্ল্যাক হিলসে। আমি চাইলে একটা ঘোড়া ধার নিতে পারি যে-কারও কাছ থেকে।' নিজের জন্য আরেকটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল। 'শোনো, তোমার সঙ্গে জরুরি একটা কথা আছে।'

'শুনছি।'

'রেঞ্জের অবস্থা ভালো না। একটা টানটান উত্তেজনা চলছে চারদিকে। যে-ক'দিন বাইরে থাকবো আমি, নিজের লোকদের সামলে রাখবে। খেয়াল রাখবে, কেউ যেন রানশ ছেড়ে বাইরে না যায়, কারণ বিপদ বলে-কয়ে আসে না। যদি কোনো কারণে হামলা হয় গ্র্যাপ্পেলের উপর, সবাই মিলে ঠেকাবে। মনে থাকবে?'

কিছু না বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল জিম।

পরের পনেরো মিনিটের মধ্যে গিবসের ঘোড়ায় চড়ে বসল জেমস, রওয়ানা হয়ে গেল ডব্লিউ.জি.'র উদ্দেশে।

হাতেগোনা কয়েকবার সিনেটর গ্যানোনের রানশে গেছে জেমস, এবং যে-ক'বার গেছে, প্রতিবারই সঙ্গে লেনর ছিল। পাহাড়ি আর বুনো কিন্তু সংক্ষিপ্ত একটা ট্রেইল ব্যবহার করেছে লেনর সবসময়; আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, ট্রেইলটা চেনে না জেমস। নিজের রানশ থেকে ডব্লিউ.জি.-তে যাওয়ার একটামাত্র পথই চেনে সে, এবং সেটাই অবলম্বন করল। সে-কারণে সময় লেগে গেল বেশি; রওয়ানা দেয়ার প্রায় বাহাত্তর ঘণ্টা পর 'পার হলো লগ নদীটা, এবং তারপর আরও একঘণ্টার চেষ্টায় খুঁজে নিল বুলহর্ন ক্যাটল কোম্পানির হেডকোয়ার্টার্স।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে গিবসের ঘোড়াটা, ওটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোচ্ছে জেমস। যত কাছে যাচ্ছে ডব্লিউ.জি.'র, রানশটার বিস্তৃত

বইঘর.কম

ঢালে কটনউডের বিস্তার আর আউটবিল্ডিংগুলো তত স্পষ্টভাবে নজরে পড়ছে। গ্যানোন ঠিক কত টাকার মালিক হতে পারে ভাবতে গিয়ে হিংসার খোঁচা অনুভব করল সে নিজের বুকে। নিজের যে-থাবা বাড়িয়েছে লোকটা ব্ল্যাক হিলসের দিকে, সে-থাবার ভেতরে রেঞ্জটাকে বন্দি করতে পারলে আরও কত টাকার মালিক হবে, ভাবতে গিয়ে জেমসের হিংসা আরও বাড়ল। একইসঙ্গে টের পেল, কিছুটা কৌতূহলও হচ্ছে ওর—হঠাৎ করে ওকে দেখলে কী করবে বা বলবে গ্যানোন জানতে ইচ্ছা করছে।

মাঝবসন্তের একটা জোরালো বাতাস বিনা নোটিশে বাড়ি মারল ওর গায়ে, একগাদা ধুলো উড়িয়ে নিয়ে এসে ফেলল গিবসের ঘোড়াটার নাকেমুখে। নিজের "আদি বাসস্থানে" ফিরছে টের পেয়ে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখাচ্ছিল ক্লান্ত ঘোড়াটা, ওই নতুন "বিপত্তিতে" ওটার উৎসাহে ভাটা পড়ল যেন, আপনাআপনি শ্লথ হয়ে গেল হাঁটার গতি। কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না জেমস; যেভাবে এগোচ্ছে সেভাবেই এগোক জন্তুটা, এই সুযোগে আরেকটু দেখে নেয়া যাক গ্যানোনের রাজত্ব।

ওদের কোনো এক বাকবোর্ডের চাকায় কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে সম্ভবত, দুই পাঞ্চারকে দেখা যাচ্ছে সেটা নিয়ে কী যেন করছে ব্ল্যাকস্মিথশেডে। হয়তো মেরামতির কাজ চলছিল একটু আগেও, তবে এখন আপাতত বন্ধ সেটা। কারণ কামার লোকটা সম্ভবত বসন্তের বাতাস উপভোগ করার জন্য শেড ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে, একটা কটনউডের ছায়ায় আরাম করে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে।

জেমসকে ঢুকতে দেখল সে রানশের সদর-দরজা দিয়ে, কিন্তু তেমন কোনো ভাবান্তর হলো না ওর চেহারায়। গিবসের ঘোড়াটা হাঁটিয়ে নিয়ে ওর কাছে গেল জেমস, জিজ্ঞেস করল, 'লেনর আছে?'

নাকমুখ দিয়ে একগাদা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মাথা নাড়ল কামার, বলল, 'একটা কাজে বাইরে গেছে দু'-চারদিনের জন্য।'

'সিনেটর গ্যানোন?'

বইঘর.কম
কাতুজ

'আদার ব্যাপারীর কাছে জাহাজের খবর জানতে চাচ্ছ কেন? লোকটা আছে কি নেই, সে-খবর রাখার আমি কে? সোজা ঢুকে পড়ো মেইনবিল্ডিং-এ, খুঁজে দেখো সিনেটর আছে কি না।'

কামারের চাঁছাছোলা কথা মোটেও পছন্দ হয়নি জেমসের, লোকটার গালে ঠাস করে একটা চড় মারতে ইচ্ছা করছে ওর। কিন্তু নিজেকে সংযত করল সে। খোঁচা দিল ঘোড়ার পেটে, এগিয়ে চলল।

অতিথিদের ঘোড়া যাতে এসেই কিছু দানাপানি খেতে পারে সেজন্য নিজের নিচু-দেয়াল-দিয়ে-ঘেরা বাড়ির বাইরে একটা শেডের ব্যবস্থা করে দিয়েছে গ্যানোন, ঘোড়াটাকে সোজা সেখানে নিয়ে গেল জেমস। বাঁধবার প্রয়োজন বোধ করল না—নিজের বাড়ি ছেড়ে যাবে কই জন্তুটা?

পানির বিশাল গামলাটায় মুখ ডুবিয়েছে সেটা, এমন সময় স্যাডল ছাড়ল জেমস। টের পেল, প্রায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে পুরো শরীর—লম্বা সময় ধরে একটানা ঘোড়া দাবড়ানোর ফল। শেড ছেড়ে বেরিয়ে হাঁটা ধরেছে মেইনবিল্ডিং-এর দিকে, খেয়াল করল, পোর্চে বসা একটা মেয়ে নির্নিমেষ তাঁকিয়ে আছে এদিকেই।

মেয়েটাকে চেনে জেমস। চেনে মানে নামটা জানে—লিমা, গ্যানোনের মেয়ে। দু'-একবার টুকটাক কথা হয়েছে, কিন্তু সেটা কেমন আছো, ভালো—এ-পর্যন্তই। মেয়েটাকে কখনোই পছন্দ হয়নি জেমসের, আলালের ঘরের দুলালীদের কেন যেন সহ্য করতে পারে না সে। জানে, মেয়েটাও ওকে পছন্দ করে না।

একটা রকিংচেয়ারে বসে পায়ের কাছে তিনটা কুকুরছানা নিয়ে বই পড়ছিল লিমা, জেমসকে দেখে কোলের উপর নামিয়ে রেখেছে বইটা। এমনিতে হাসিখুশি চেহারা ওর, কিন্তু জেমসকে দেখে ঝোড়ো বাতাসে নিভে-যাওয়া মোমবাতির মতো নিভে গেছে সব আনন্দ। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, বিশালদেহী লোকটা প্রায় আপাদমস্তক ধুলোয় আবৃত হয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে। একরকমের আড়ষ্টতা কাজ করছে লোকটার শরীরে, মনে হয় একটানা অনেকক্ষণ বসে ছিল স্যাডলে।

বইঘর.কম

বুটের সোলটা ভীষণ শক্ত লোকটার, কারণ মাটিতে ওর পা পড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। লোকটার চেহারাই বলে দিচ্ছে, এই রানশে ওকে আমন্ত্রণ জানানোর মতো কেউ নেই, এবং সেটা সে নিজেও জানে। আগন্তুকের ভাবভঙ্গি ও চালচলনের সঙ্গে মিশে আছে প্রচ্ছন্ন কর্তৃত্ব। বাঁ হাতে ইয়া বড় একটা গ্লাভ পরে আছে, ডান হাতে সে-রকম কিছু পরেনি। শেষ কবে শেভ করেছে সেটা জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবে কি না সন্দেহ।

লিমার কাছে গিয়ে দাঁড়াল জেমস, আলতো করে স্পর্শ করল হ্যাটটা। বলল, 'সিনেটর গ্যানোন আছে?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না লিমা, দেখে মনে হচ্ছে কিছুটা আনমনা হয়ে পড়েছে যেন। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তুমি বোধহয় লেনরের সঙ্গে দেখা করতে চাও?'

'না। সিনেটর গ্যানোনের নাম উচ্চারণ করেছি আমি। লেনরের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে ওর কথাই বলতাম। আমাকে বলা হয়েছে, কয়েকদিনের জন্য বাইরে গেছে লোকটা। ...বাড়িতে আছে তোমার বাবা?'

জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল লিমা, কেন যেন ভালুকের মতো লোকটার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। ঘুরে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে, হল ধরে এগিয়ে যাচ্ছে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে। শুনতে পেল, বুট জোড়ার খটাখট আওয়াজ তুলে ওর পেছন পেছন আসছে বিশালদেহী লোকটা।

স্টাডিরুমের দরজার সামনে থামল লিমা, কয়েকবার টোকা দিল। শোনা গেল সিনেটর গ্যানোনের কণ্ঠ, ভেতরে যেতে বলছে।

দরজাটা খুলে দিয়ে চলে গেল লিমা, একটা কথাও বলল না জেমসের সঙ্গে।

স্টাডিরুমে ঢুকল জেমস।

নিজের ডেস্কের পেছনে বসে আছে গ্যানোন, পরনে চমৎকার ট্যুইডের স্যুট।

বইঘর.কম
কার্তুজ

দরজাটা লাগিয়ে দিল জেমস, গ্যানোন কিছু বলার আগেই এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল ডেস্কের এ-প্রান্তে। গ্লাভ খুলে রাখল ডেস্কের উপর, হ্যাট খুলল না।

'কী চাও?' গ্যানোনের কণ্ঠে যতটা না প্রশ্ন, তারচেয়ে বেশি উষ্মা।

'লেনর কোথায়?' পাল্টা প্রশ্ন করল জেমস। 'এভাবে আর কতদিন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে আমাকে?'

'কী চাও?' গ্যানোনের বিরক্তি বাড়ছে।

'রেঞ্জের রানশারদের সংগঠিত করছে ওল্ডারসন,' তপ্ত কণ্ঠে বলল জেমস। 'জানি সব খবরই রাখো তুমি, তারপরও দেখছি তেমন কোনো বিকার নেই তোমার মধ্যে। এভাবে চুপ করে বসে থাকলে রানশারদের হাতে সবার আগে কে মরবে, জানো? আমি। তোমার নিষ্ক্রিয়তার কারণে আমাদের হাত ফস্কে পালিয়ে গেছে গিবস, ভুলে যেয়ো না।'

'আমি যাদেরকে ভাড়া করি,' শীতল গলায় বলছে গ্যানোন, 'তারা আনুগত্য বজায় রাখে আমার প্রতি।'

'কী বললে?'

'যা বলেছি তা ঠিকই বুঝেছ তুমি।'

বুকের ভেতরটা জ্বলছে জেমসের, টের পাচ্ছে একটু আগের হিংসাটা আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হচ্ছে ঘৃণায়। থু করে থুতু ফেলতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু সেটা ভদ্রতার বরখেলাপ হবে। 'তারমানে তুমি চাও সংগঠিত হোক রানশাররা?'

'না, চাই না। আবার চাইও।'

'মানে?'

হাত বাড়িয়ে সুদৃশ্য পেনহোল্ডার থেকে একটা পেপারকাটিং নাইফ নিল গ্যানোন, কিছুক্ষণ একমনে খেলল সেটা দিয়ে। তারপর বলল, 'আমার কাছে কেন এসেছ, জেমস?'

'কারণ আমার বিবেকবুদ্ধি বলছে, নিজেকে যদি বাঁচাতে চাই তা হলে ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকার সময় শেষ হয়ে গেছে। তুমি বলেছিলে, তোমাকে না জানিয়ে যাতে একটা গুলিও না করি। গুলি

বইঘর.কম

করবো কি না সেটাই জানতে এসেছি।'

'ব্যস, এ-ই?'

নিজের ব্যাণ্ডেজবাঁধা হাতটা একনজর দেখল জেমস। 'না, আরও কথা আছে। হয় আক্রমণ করার অনুমতি দাও আমাকে, নইলে লেনরসহ তোমার কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দাও আমার রানশে। রানশাররা যদি একযোগে হামলা করে, আমার রাইডারদের নিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারবো না।'

কিছু বলল না গ্যানোন, একদৃষ্টিতে দেখছে জেমসকে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'একটা কথা ঠিকই বলেছ—ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকার সময় শেষ।'

নড়েচড়ে বসল জেমস, একচিলতে হাসি দেখা দিয়েছে ওর ঠোঁটের কোনায়। 'তারমানে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারি আমি?'

'কী করতে চাও?'

'হপ্তাখানেক আগে হুমকি দিয়ে এসেছিলাম জন এভার্টকে। বলেছিলাম, মালসামানসহ যেন ছেড়ে যায় ওর রানশ, নইলে খবর আছে ওর। সাত দিন সময় দিয়েছিলাম ওকে। গ্র্যাপ্পেলে ফিরে যেতে যে-ক'দিন লাগবে আমার, ততদিনে ওই সময়সীমা ফুরিয়ে গিয়ে আরও বেশি হবে।'

'কিন্তু এভার্ট যদি ঘাড়ত্যাড়ামি করে? ওকে সাহায্য করার জন্য যদি এগিয়ে যায় বাকি রানশাররা?'

'হ্যাঁ, লোকটা ঘাড়ত্যাড়ামি করতে পারে, কিন্তু সেটারও ওষুধ আছে আমার কাছে। আর বাকি রানশাররা? ওদেরকে সংগঠিত করার চেষ্টা করছে ওল্ডারসন, কিন্তু আমি জানি কাজটা করতে সময় লাগবে ওর। কারণ ওদের মধ্যে হিংসাহিংসি-রেষারেষি আছে। আবার ওদের ভেতরে আমার পয়সাখাওয়া লোকও আছে। আমি যা চাই তা হলো, ওদের ভেতরে যারা সমমনা, যারা আমাদের বিরুদ্ধে, ওরা একাট্টা হওয়ার আগেই যেন ওদের দু'-চারজনের দাফনকাফন নিশ্চিত হয়ে যায়। তা-ছাড়া শেরিফ লকহার্টও আমার পকেটে আছে। সবচেয়ে বড়

বইঘর.কম

কথা হলো, রেঞ্জওয়ারের সময় যে-আউটফিট সবার আগে হামলা করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারাই জয়ী হয়—ইতিহাস তা-ই বলে।'

'টালি গিবসের কী খবর?' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করল গ্যানোন।

'গিবস?' একটু যেন থতমত খেয়ে গেছে জেমস। 'আমি জানি না আসলে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের বাড়িতে ছিল, উধাও হয়ে গেছে হঠাৎ করেই। ওকে খুঁজে বের করে খুন করার জন্য লোক পাঠিয়েছিলাম আমি...

'আমাকে না জানিয়ে?'

গ্যানোনের চোখে চোখ রাখল জেমস। 'হ্যাঁ, তোমাকে না জানিয়ে। কারণ গিবসের সঙ্গে ব্যক্তিগত কিছু দেনাপাওনা আছে আমার। যা-হোক, সে-ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না। শুধু বলে রাখি, গিবসেরও কোনো খবর জানি না, আমার ওই পাঁচ লোকেরও কোনো হদিস নেই। তবে তোমার প্রতি আমার অনুরোধ, তোমার লোকেরা যদি কখনও পাকড়াও করতে পারে ওকে, দয়া করে যেন তুলে দেয় আমার হাতে। ওর হিসেব ওকে কড়ায়গণ্ডায় বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত শান্তিতে মরতেও পারবো না আমি।'

লিমার কথা মনে পড়ে গেল গ্যানোনের। 'গিবস কি ব্ল্যাক হিলসে আছে? জানো কিছু?'

'বললাম তো, জানি না। যদি থেকেও থাকে, পাহাড়-পর্বত বা বনজঙ্গলের এমন কোনো জায়গায় লুকিয়ে আছে, যে-জায়গার সন্ধান করাটা কষ্টসাধ্য এবং তা করার সময়ও নেই আমাদের। ...আমার কী মনে হয়, জানো?'

'কী?'

'আমার মনে হয়, গিবসের সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে যোগাযোগ রক্ষা করছে ওল্ডারসন,' ভ্রূ কোঁচকাল জেমস। 'আবার এমনও হতে পারে, একসঙ্গেই আছে দু'জনে।'

'কেন মনে হয় কথাটা?'

'কারণ ওল্ডারসন একজন সাংবাদিক, সে লড়াইয়ের কী বোঝে?

বইঘর.কম

কীভাবে কী করতে হবে, ওকে সে-বুদ্ধি যোগাচ্ছে অন্য কেউ, এবং সেটা খুব সম্ভব গিবসই।'

'কথাটা যদি ঠিক হয়, তা হলে গিবস যতদিন ব্ল্যাক হিলসে থাকবে ততদিন করতে থাকবে কাজটা,' হেলান দিল গ্যানোন।

'নিশ্চয়ই সেটা চাও না তুমি?'

'না, চাই না।'

'তা হলে লোকটাকে আমার হাতে তুলে দিতে আপত্তি নেই তো?'

'আগে ধরা পড়ুক সে, তারপর দেখা যাবে,' কিছু একটা ঝিলিক দিচ্ছে গ্যানোনের ধূর্ত চোখ দুটোতে।

ওর চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল জেমস। তারপর মেপে মেপে বলল, 'ধরা যাতে পড়ে সে, সেজন্য একটা বুদ্ধি আছে আমার মাথায়।'

'কী?'

'কিছুদিন আগে আমার ভাই ফ্রেড ল্যাকারি মারা গেছে, জানো তো?'

'না-জানার মতো খবর না সেটা।'

'ফ্রেড কীভাবে মরেছে, সেটা দেখেছে আমার দুই রাইডার। চাকরি খাওয়ার ভয় দেখাবো আমি ওদেরকে, বলবো লকহার্টের সামনে যেন বলে, গিবস খুন করেছে ফ্রেডকে। সোজা কথায়, মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে ওরা শেরিফের কাছে। লকহার্ট এমনিতেই আমার ইশারায় চলে, কাজেই ওর মগজে কথাটা গেঁথে দিতে কষ্ট হবে না। ওকে দিয়ে একটা পরোয়ানা জারি করিয়ে নেবো গিবসের নামে। সেটাতে লেখা থাকবে: কেউ যদি গিবসকে জ্যান্ত হাজির করাতে পারে শেরিফের কাছে, নগদ পাঁচ হাজার ডলার পাবে।'

চুপ করে আছে গ্যানোন, ওর মুখোমুখি বসে থাকা লোকটার ধূর্ততা নিয়ে ভাবছে।

'একটা আলোড়ন শুরু হয়ে যাবে পুরো রেঞ্জে,' বলে চলল জেমস। 'যেখানে সবচেয়ে ভালো একজন পাঞ্চারকে মাসে চল্লিশ

বইঘর.কম
কাতুজ

ডলার বেতন দিই আমরা, সেখানে পাঁচ হাজার ডলার মানে ও-রকম একজন পাঞ্চারের প্রায় দশ বছরের বেতন একবারে। ফলে আমাদের এক ঢিলে দুই পাখি মরবে।'

নড়েচড়ে বসল গ্যানোন। 'কীভাবে?'

'এক, সংগঠিত হওয়ার বদলে গিবসকে খুঁজতে শুরু করবে রানশারদের অনেকেই। আমার কাজ সহজ হয়ে যাবে তখন।'

'আর দুই?'

'যদি কেউ খুঁজে পায়, শেরিফ লকহার্টের হাতে তুলে দেবে লোকটাকে। ওকে আদালতে তুলবে লকহার্ট, জুরির সামনে স্বীকার করবে আমার লোকেরা, নিজচোখে খুন করতে দেখেছে ওরা গিবসকে। তাতেও যদি সন্তুষ্ট না হয় জুরি,' দাঁত বের নিঃশব্দে হাসল জেমস, 'আদালতকক্ষের বাইরে গিবসের মরণ নিশ্চিত করার জন্য লোক থাকবে আমার।'

চেয়ারে হেলান দিল গ্যানোন। 'গিবস আসলে কী করেছে তোমার, বলো তো?'

চেহারা লাল হয়ে গেল জেমসের। 'ওর সঙ্গে কিছুদিন আগে হাতাহাতি লড়াই হয়েছে আমার।'

'এবং সেটাতে পরাজিত হয়েছ তুমি।'

'সেটা বড় কথা না। ও-রকম যে-কারও বেলাতেই ঘটতে পারে। বড় কথা হচ্ছে, সারা রেঞ্জে একটা সুনাম ছিল আমার। সবাই বলাবলি করত, হাতাহাতি লড়াইয়ে বিগ জেমসকে হারানোর মতো কেউ নেই এখানে। কথাটা শুধু ভুলই প্রমাণ করেনি গিবস, আমার একটা হাতও পুড়িয়ে দিয়েছে। এখন অনেকেই বাঁকা দৃষ্টিতে তাকায় আমার দিকে, আমাকে দেখলে উপহাসের হাসি হাসে। ব্যাপারটা আমার সহ্যসীমার বাইরে চলে গেছে।'

উঠে গিয়ে খোলা জানালার কাছে দাঁড়াল গ্যানোন, বাইরে তাকিয়ে কী যেন দেখল কিছুক্ষণ। তারপর ঘুরে বলল, 'ঠিক আছে, গিবসের মাথার দাম ঘোষণা করো। এত করে যখন চাচ্ছ লোকটাকে, ওকে

বইঘর.কম

তোমার হাতেই তুলে দিলাম। ...আর কিছু বলবে?'

'একটা ঘোড়া লাগবে আমার।'

'কেন?'

কারণটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল জেমস।

ওর দিকে ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল গ্যানোন, তারপর একটুকরো কাগজে কিছু একটা লিখে বাড়িয়ে ধরল। 'আস্তাবলে গিয়ে হর্সর‍্যাঙ্গলারকে দিয়ো এটা। কাজ হয়ে যাবে।'

হাত বাড়িয়ে চিরকুটটা নিল জেমস, কী যেন বলল বিড়বিড় করে।

'এবার আমি কিছু কথা বলবো,' শান্ত কিন্তু কর্তৃত্বপরায়ণ কণ্ঠে বলল গ্যানোন। 'এবং আশা করবো কথাগুলো মগজে গেঁথে রাখতে ভুল হবে না তোমার।'

আবারও ভ্রূ কোঁচকাল জেমস। 'কী?'

'আমার রানশে আর কখনোই আসবে না তুমি। শুনেছ কথাটা? আর কখনোই না। আমার সঙ্গে তোমাকে আর কোনোদিন যেন না দেখে কেউ। তোমার সঙ্গে এ-ই আমার শেষ দেখা মনে রেখো, একটা কাজের জন্য ভাড়া করেছি তোমাকে, কাজটা একদিক দিয়ে শেষ হবে, আর আরেকদিক দিয়ে পাওনা বুঝে নিয়ে বিদায় হবে তুমি। তোমার আর আমার সম্পর্কটা সে-রকমই। জরুরি কোনো দরকার হলে খবর পাঠাবে লেনরের কাছে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে সে। কিন্তু তোমার ভালুকের মতো চেহারা আর শরীরটা নিয়ে আর কখনও হাজির হবে না আমার সামনে—ডব্লিউ.জি.-তে তো না-ই, এমনকী অন্য কোনো জায়গাতেও না।'

দুর্দমনীয় ক্রোধটা আবার টের পাচ্ছে জেমস, এবার আগের চেয়েও বেশি। দাঁতে দাঁত পিষল সে, টের পাচ্ছে হঠাৎ রাগে কাঁপছে ভেতরে ভেতরে। দুম করে একটা কিল বসিয়ে দিল গ্যানোনের ডেস্কে, তারপর প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উল্টো ঘুরল গ্যানোনের দিকে। দুদ্দাড় করে এগিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে।

সিঁড়ি বেয়ে নামছে, এমন সময় হঠাৎ মনে হলো, গ্লাভটা ফেলে

বইঘর.কম

এসেছে গ্যানোনের টেবিলের উপর। ফিরে গিয়ে জিনিসটা নিয়ে আসবে কি না ভাবল। কিন্তু কিছুক্ষণ ভেবে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। সিনেটর গ্যানোন নাকউঁচু একটা লোক, ভীষণ দেমাগ ওর। টাকার গরমে বিগ জেমসের মতো প্রভাবশালী লোককেও নিজের কর্মচারীর চেয়ে বেশি কিছু মনে করছে না।

'শুয়োরের বাচ্চা!' বিড়বিড় করে গাল দিল জেমস। 'আমি তোর হয়ে ভাড়া খাটি, না? সব ঝামেলা শেষ হোক, তারপর সুযোগ পাই, ভাড়া খাটা কাকে বলে সেটা যদি না দেখিয়ে দিয়েছি তোকে, তা হলে আমি এক বাপের ছেলে না।' আগের মতোই দুদ্দাড় করে নামতে লাগল।

পোর্চে আরেকটু হলে চাপা দিয়ে দিয়েছিল লিমার এক কুকুরছানাকে, শেষমুহূর্তে থমকে দাঁড়িয়ে সামাল দিল নিজের গতি। বিষদৃষ্টিতে তাকাল ছানাটার দিকে, ইচ্ছা করছে এক লাথি মেরে ওটাকে শেষ করে দিতে, জোর করে সংবরণ করল নিজেকে। চোখ তুলে তাকাল লিমার দিকে।

আহত দৃষ্টিতে জেমসের দিকে তাকিয়ে আছে লিমা, কিছুক্ষণ পর ঝুঁকে পড়ে কোলে তুলে নিল ছানাটাকে। বলল, 'ঘোড়াটা চিনি আমি।'

হঠাৎ বলা হয়েছে কথাটা, তাই ঠিক বুঝতে পারল না জেমস। 'কোন্ ঘোড়া?'

'যে-ঘোড়ায় চড়ে এখানে এসেছ তুমি।'

'হ্যাঁ, অস্বাভাবিক কী? তোমাদের রানশের ঘোড়া, তুমি চিনবে না তো কে চিনবে?'

'ওটা টালি গিবসের, না?'

গিবসের নাম শুনে একটা গালি এসে গিয়েছিল জেমসের মুখে, আবারও কষ্ট করে নিজেকে সংযত করল সে। হাজার হোক লিমা একটা মেয়েমানুষ, ওর সামনে মুখ খারাপ করাটা ঠিক হবে না। বলল, 'ঘোড়াটা কার, জানি না আমি। আমার রানশে পাওয়া গেছে ওটাকে, ফেরত দেয়ার জন্য নিয়ে এসেছি।'

বইঘর.কম

'তোমার রানশ? কিন্তু সেটা তো এখান থেকে অনেক দূরে, না? ঘোড়াটার তো একা একা অত দূরে যাওয়ার কথা না!'

'কী বোঝাতে চাচ্ছ?' মুখ ঝামটা মারল জেমস।

'রেগে যাচ্ছ কেন? আমি অন্যকিছু বোঝাতে চাইনি। ঘোড়াটার ব্যাপারেও তেমন কোনো আগ্রহ নেই আমার। আমি শুধু জানতে চাই, টালি গিবসের কী হয়েছে।'

'আমি ওর ফোরম্যান নাকি? ওর কথা আমাকে জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। পারলে তোমার বাপকে গিয়ে জিজ্ঞেস...' বেশি বলে ফেলছে বুঝে চুপ হয়ে গেল জেমস।

ওকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখল লিমা। তারপর ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'বাবার সঙ্গে ওর ব্যাপারে কথা হয়েছে তোমার? মানে, ঘোড়াটার ব্যাপারে কোনো কথা বলেছ তোমরা?'

'বলেছি।'

'বাবা কী বলল?'

'ঘোড়াটা ফিরে পেয়ে যারপরনাই খুশি হয়েছে।'

'ব্যস, এটুকুই?'

'হ্যাঁ...তুমি বোধহয় গিবসের ব্যাপারে জানতে চাও আমার কাছে, না? ঠিক আছে, বলছি তা হলে। মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছে লোকটার।'

'কী! কেন?'

'ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার জন্য।'

হাঁ হয়ে গেল লিমা, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সামলে নিল নিজেকে। 'অসম্ভব! হুলিয়াটা জারি করেছে কে?'

'কে আবার? ব্ল্যাক হিলসের শেরিফ নিজেই। আমার কথা বিশ্বাস না হলে শহরে গিয়ে দেখা করতে পারো লোকটার সঙ্গে, গিবস কী করেছে সে-ব্যাপারে সব জানিয়ে দেবে সে তোমাকে,' কথা আর না বাড়িয়ে আস্তাবলের উদ্দেশে হাঁটা ধরল জেমস। হর্সর‍্যাঙ্গলার লোকটা জায়গামতো আছে কি না কে জানে! না থাকলে লোকটাকে খুঁজতে

বইঘর.কম

গিয়ে সময় নষ্ট হবে। জাহান্নামের মতো অপ্রিয় এই রানশে আর একটা মুহূর্ত থাকতে রাজি না জেমস।

পিছন ফিরে তাকালে দেখতে পেত সে, ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে গেছে লিমার চেহারা। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটা জেমসের গমনপথের দিকে, কিন্তু কিছুই দেখছে না আসলে।

এগারো

পাইনের জঙ্গল থেকে হঠাৎ করেই বের হলো এক নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ঘোড়া দাবড়ে নামছে ঢাল বেয়ে, ছুটে আসছে ব্যালার্ডের রানশের দিকে। কাঠ কাটছিল ব্যালার্ড, কুড়ালটা রেখে দিয়ে সোজা হলো, একটা হাত বাঁকিয়ে অনুভব করল কোমরে-ঝোলানো ছুরিটার অস্তিত্ব। আড়চোখে দেখে নিল নাগালে রাখা কারবাইনটা।

এখনও দূরে আছে অশ্বারোহী, তাই পকেট থেকে তামাকের থলে আর পাইপটা বের করল ব্যালার্ড। ঠেসে তামাক ভরল পাইপে, তারপর সেটাতে অগ্নিসংযোগ করে টান দিতে লাগল। অপেক্ষা করছে অচেনা রাইডারের জন্য।

রানশের কাছাকাছি এসে ঘোড়ার গতি কমাল গিবস, দুলকি চালে ঢুকে পড়ল ব্যালার্ডের উঠানে, লোকটার কাছে গিয়ে রাশ টানল। আলতো করে স্পর্শ করল হ্যাটের একটা কোনা, বলল, 'হ্যালো।'

'হ্যালো,' সম্ভাষণ জানাল ব্যালার্ডও, কিন্তু তাতে প্রাণের কোনো ছোঁয়া নেই।

গিবস জানত আমন্ত্রণ জানানো হবে না ওকে ব্যালার্ডের রানশে, এবং সেটা আশাও করেনি সে। বলল, 'বিগ জেমস আর ওর পাঁচ

বইঘর.কম

রাইডারকে দেখলাম এভার্টের রানশের দিকে যাচ্ছে।'

দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ বের করল ব্যালার্ড। 'তা-ই নাকি? কতক্ষণ আগের ঘটনা সেটা?'

'দশ-পনেরো মিনিট হবে।'

আগন্তুককে দেখছে ব্যালার্ড। দেখছে, লোকটার চেহারায় মারামারির দাগ ভরা। অস্ত্রের অভাব নেই লোকটার সঙ্গে। কোমরে একটা গানবেল্ট পরেছে সে, হোলস্টারটা গানম্যানদের ভঙ্গিতে নিচু করে বাঁধা, ভেতরে যেন থাবা খাওয়ার অপেক্ষায় আছে একটা সিক্সশুটার। ঘোড়ার পেটের একদিকে ঝুলিয়েছে একটা রাইফেল, আরেকদিকে একটা উইনচেস্টার। বাড়তি একটা কোল্ট গুঁজে রেখেছে রঙজ্বলা জিন্সের বেল্টে। অনুভূতিশূন্য কঠোর চেহারা ওর, পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে কেমন ঢুলুঢুলু করছে দু'চোখ, কিন্তু একটু খেয়াল করলে বোঝা যায় সতর্ক চাহনি আছে চোখ দুটোতে।

ব্যালার্ড বলল, 'জেমস যদি এভার্টের রানশে যায় তা হলে আমার কী? তোমারই বা কী?'

লম্বা করে দম নিল গিবস, মাথা নাড়ল। 'ওল্ডারসন বলেছিল জেমস বাড়াবাড়ি শুরু করামাত্র কথাটা যেন সবার আগে জানানো হয় তোমাকে।'

চোখ সরু করল ব্যালার্ড। 'ওল্ডারসন?'

মাথা ঝাঁকাল গিবস।

'কিন্তু তোমার কথা সে বলেছিল বলে তো মনে পড়ছে না আমার? তোমার নামটাও উচ্চারণ করেছিল কি না সন্দেহ।'

'আমার নাম উচ্চারণ করলে করেছে, না করলে কিছু যায়-আসে না। কাজের কথা বলি। এখান থেকে এভার্টের রানশে যাওয়ার শর্টকাট কোনো পথ আছে?'

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ব্যালার্ড। 'সে-রাতে...বলতে গেলে আমাদের সঙ্গে ছিলই না এভার্ট আলোচনার সময়। সে আসলে...'

বইঘর.কম
কার্তুজ

'সে ছিল কি ছিল না সেটা কিন্তু বিবেচনার করার বিষয় না। বিবেচনা করার বিষয় হচ্ছে, পাঁচ রাইডার নিয়ে ওর রানশের দিকে যাচ্ছে বিগ জেমস, এবং দেখামাত্র মনে হয়েছে আমার, ওদের নিয়ত ভালো না। ...এবার দয়া করে বলো এভার্টের ওখানে যাওয়ার কোনো শর্টকাট পথ আছে কি না।'

'জেমস যদি মেরেকেটে শেষও করে ফেলে এভার্টকে, আমার কী?' আবারও একই কথা বলল ব্যালার্ড।

'তোমার কী, তা-ই তো? মনে করো এভার্টকে মেরে খেদিয়ে দিল বিগ জেমস, তারপর দখল করল ওর রানশ। রানশটার একপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা ঝরনা, তুমিসহ এখানকার আরও কয়েকজন রানশারের পানির একমাত্র উৎস সেটা। কাজেই এভার্টকে তাড়ানোর পর তোমাদেরকে তাড়ানোর জন্য কী করবে জেমস, সেটা কি বলে দিতে হবে?'

একছুটে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল ব্যালার্ড, বড় একটা আয়না নিয়ে বেরিয়ে এল একটু পরে। থামল গিবসের সামনে, সূর্যের আলো প্রতিফলিত করছে আয়নাটাতে, কোনো একটা সিগনাল পাঠাচ্ছে কারও কাছে।

দৃষ্টিতে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন নিয়ে ব্যালার্ডের দিকে তাকাল গিবস।

'ঢালের শেষমাথায় লিঙ্কম্যানের রানশ,' ব্যাখ্যা করল ব্যালার্ড। 'কোনো বিপদ ঘটলে এভাবে সংকেত পাঠিয়ে একজন আরেকজনকে ডাকি আমরা।'

'এই ভরদুপুরে লিঙ্কম্যানদের কেউ দিবানিদ্রা বাদ দিয়ে সাহায্য করতে আসবে কি না সন্দেহ আছে আমার।'

কিছুক্ষণ সিগনাল পাঠানোর পর কোনো ফল হচ্ছে না দেখে একই সন্দেহ ভর করল ব্যালার্ডের মনেও। হতাশ হয়ে হাত থেকে রেখে দিল আয়নাটা কয়েকটা কাঠের-টুকরোর গায়ে ভর দিয়ে। 'ঠিকই বলেছ। লিঙ্কম্যান আর ওর ছেলেদের ডেকে আনতে গেলে অনেক সময় নষ্ট

বইঘর.কম

হবে।'

'জলদি করা দরকার,' তাগাদা দিল গিবস।

কিন্তু জলদি করার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না ব্যালার্ডের মধ্যে। পাইপের ছাই ঝাড়ল সে, তারপর সেটা ঢুকিয়ে রাখল পকেটে। গিবসের চোখে চোখ রেখে বলল, 'তুমি যে বিগ জেমসের আরেক রাইডার না, সেটা জানছি কী করে?'

মাথা ঝাঁকাল গিবস। 'জানার কোনো উপায় নেই আপাতত। আমাকে অন্তত কিছুসময়ের জন্য বিশ্বাস করতে হবে। ...একটা কাজ করতে পারো, আমার সঙ্গে যেতে পারো এভার্টের ওখানে। আমাকে দেখে কী প্রতিক্রিয়া হয় জেমসের, সেটা নিজচোখে দেখলেই বুঝে যাবে আমি ওর চ্যালা নাকি শত্রু।'

তবুও নড়ার লক্ষণ নেই ব্যালার্ডের। 'জেমস যে বাড়াবাড়ি করার জন্য যাচ্ছে এভার্টের ওখানে, জানলে কী করে?'

রাগ হচ্ছে গিবসের, কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে সে। বলল, 'গত দু'দিন ধরে নজর রাখছি আমি গ্র্যাপ্পেল রানশের উপর। আজ সকালে জেমসকে বের হতে দেখেই বুঝে গেছি কোথায় যাচ্ছে সে—আমাকে আগেই বলে রেখেছিল ওল্ডারসন। জেমস আর ওর চ্যালাদের আগেই ঘোড়া দাবড়ে হাজির হয়ে যাই ওই পাইনের জঙ্গলে। লুকিয়ে থেকে দেখি, আমার অনুমান, বলা ভালো ওল্ডারসনের অনুমান ঠিক। ...আর দেরি কোরো না, শর্টকাট রাস্তাটা দেখিয়ে দাও আমাকে।'

কারবাইনটা হাতে নিয়ে দৌড় দিল ব্যালার্ড, একছুটে গিয়ে ঢুকল আস্তাবলে। কয়েক মুহূর্ত পরই দেখা গেল একটা স্যাডলপরানো ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে আসছে। কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেল সে রানশ থেকে।

ওর পিছু নিল গিবস।

রানশের সীমানাপ্রাচীর আর আস্তাবলটাকে হাতের বাঁয়ে রেখে ঢাল বেয়ে নামছে ব্যালার্ড। কিছুদূর এগিয়ে ঘোড়ার গতি কমাল সে,

বইঘর.কম
কাতুজ

পাশাপাশি হওয়ার সুযোগ দিল গিবসকে। বলল, 'এটা যদি কোনো ফাঁদ হয়, যদি আমাকে আমার রানশ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে খারাপ কিছু ঘটানোর ধান্দায় থাকো তুমি, মনে রেখো, নিজে মরার আগে তোমাকে গুলি করে মারবো।'

'ঠিক আছে,' বলল গিবস।

ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে পাইনের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ব্যালার্ড।

ওর পিছনে আঠার মতো লেগে আছে গিবস।

কিছুদূর গিয়ে টের পেল সে, অনেকদিন ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে না এ-রকম একটা ট্রেইলে উঠে পড়েছে ওরা। ট্রেইলটা খুবই অস্পষ্ট, আগে থেকে জানা না থাকলে ঠাহর করা মুশকিল। যত এগোচ্ছে, সামনে গাছ আর ঝোপের সংখ্যা তত বাড়ছে। একসময় অবস্থা এমন হলো, ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে এগোতে হলো ওদেরকে।

জঙ্গলটা পার হওয়ার পর, কিছুটা আশ্চর্য হয়ে দেখল গিবস, সঙ্কীর্ণ আর ঝোপঝাড়ে ভরা একটা উপত্যকায় হাজির হয়েছে ওরা। আবারও ঘোড়া ছোটাল ব্যালার্ড, দেখাদেখি গিবসও। মাইলখানেক যাওয়ার পর শূকরের পিঠের মতো দেখতে একটা ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল দু'জনে। চূড়ায় পৌঁছে হঠাৎ করেই রাশ টানল ব্যালার্ড, ওর ঠিক পেছনে হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গিবসের ঘোড়া।

নীচের উপত্যকার এককোনায় দেখা যাচ্ছে কয়েকটা লগশ্যাক আর পিকেটফেন্স দিয়ে ঘেরা একচিলতে জায়গা—এভার্টের রানশ। কাঠ দিয়ে বানানো একতলা মেইনবিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল একটা মহিলা, হাতের বড় গামলা থেকে ময়লা পানি ছুঁড়ে ফেলল বাইরে, তারপর উধাও হয়ে গেল বাড়ির ভেতরে।

গিবসকে ঢাল বেয়ে নামার ইঙ্গিত করল ব্যালার্ড। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দু'জনে পৌঁছে গেল এভার্টের মোটামুটি পরিচ্ছন্ন উঠানে।

পোর্চেই দাঁড়িয়ে ছিল এভার্ট, ব্যালার্ডের সঙ্গে এক আগন্তুককে আসতে দেখে বাড়ির ভেতর থেকে একটা রাইফেল নিয়ে এল। ওর কাছাকাছি গিয়ে রাশ টানল ব্যালার্ড আর গিবস।

বইঘর.কম

'যত জলদি পারো তোমার বউকে সরিয়ে দাও এখান থেকে, এভার্ট,' সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল ব্যালার্ড। 'ওকে ওই ওয়্যাগনশেডে গিয়ে ঢুকতে বলো। আর যাওয়ার আগে আমাদের ঘোড়া দুটো যেন নিয়ে যায় সে।'

ঘোড়া থেকে নামল সে, ওর দেখাদেখি গিবসও।

ওদের দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল এভার্ট, আগের চেয়ে শক্ত করে চেপে ধরেছে রাইফেলটা। 'কী আবোলতাবোল বকছ?'

'বিগ জেমস,' সংক্ষেপে জবাব দিল ব্যালার্ড। 'তোমার বউকে সরে যেতে বলো জলদি।'

ওর দিকে টানা কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল এভার্ট, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে দুলছে যেন। তবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিছুক্ষণের মধ্যেই, নাম ধরে ডাকল ওর বউকে।

বাড়ির ভেতরে, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল মিসেস এভার্ট; ওর স্বামী ডাকামাত্র বেরিয়ে এল বাইরে। ওর যা বয়স, তারচেয়ে বেশি বয়স্কা মনে হয় বেচারীকে—অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফল। পরনের কাপড়ের এখানে-সেখানে ময়লার দাগ লেগে আছে। প্রথমে ব্যালার্ড, তারপর গিবস, সবশেষে স্বামীর দিকে তাকাল সে।

'বিগ জেমস আসছে,' বলল এভার্ট। 'আমাদের দুই মেহমানের ঘোড়া দুটো নিয়ে চলে যাও ওয়্যাগনশেডে। যা-ই ঘটুক, সেখান থেকে বের হওয়ার দরকার নেই তোমার।'

ঘোড়া দুটো নিয়ে জায়গামতো গিয়ে ঢুকল মিসেস এভার্ট।

ব্যালার্ড আর গিবসকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল এভার্ট।

ওর অন্দরমহল বেশ বড়সড়, কিন্তু দৈন্যদশা প্রকট। একদিকের খোলা জানালার গোবরাটে একটা টিনের পাত্রে রাখা হয়েছে কিছু তাজ নীল কলাম্বাইন ফুল, দেখলে মনে হয় বাড়ির পেছনে বাগান আছে।

আরও একবার ব্যালার্ডের দিকে তাকাল এভার্ট, কী যেন খুঁজছে ওর চেহারায়। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ওরা কত জন?'

'জেমসসহ ছয়,' বলল গিবস।

বইঘর.কম
কার্তুজ

একদিকের দেয়াল-আলমারির দিকে এগিয়ে গেল এভার্ট, ওটা খুলে বের করল কার্ট্রিজ শেলের একটা বাক্স। সেটা উপুড় করে দিল একটা টেবিলের উপর, কিছু বুলেট ঢোকাল শার্ট আর প্যান্টের পকেটে। রাইফেলের চেম্বার পরীক্ষা করে নিল চট করে।

দরজার গোবরাটে গিয়ে দাঁড়াল গিবস, বাইরে তাকাল। দূরের উপত্যকায় ধুলোর একটা মেঘ দেখা দিয়েছে, আস্তে আস্তে বাড়ছে সেটা, বোঝা যাচ্ছে ঘোড়া দাবড়ে ছুটে আসছে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার। জেমসকে চেনা গেল সবার আগে, কারণ সে-ই নেতৃত্ব দিচ্ছে দলটার।

'আসছে ওরা,' জানান দিল গিবস।

ওকে ছাড়িয়ে গিয়ে পোর্চে দাঁড়াল এভার্ট, রাইফেল প্রস্তুত।

'গিবস,' যে-জানালায় কলাম্বাইন ফুলগুলো রাখা আছে, সেখান থেকে বলল ব্যালার্ড, 'আমার মনে হয় তোমারও গিয়ে দাঁড়ানো উচিত লোকটার পাশে।'

'আগে শুনি কী বলে জেমস,' বলল গিবস। 'আমি যে এখানে আছি, সেটা শুরুতেই ওকে জানিয়ে দিয়ে লাভ কী?'

'আমি তা হলে এখানেই থাকবো?' জিজ্ঞেস করল ব্যালার্ড।

'থাকো। কারবাইনটা প্রস্তুত রেখো। যদি দরকার হয়, গুলি করতে দ্বিধা কোরো না।'

কিছু বলল না ব্যালার্ড, সরে গেছে জানালার খোলা পাল্লার আড়ালে।

কতগুলো ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে আসছে। বাড়ছে আওয়াজটা, কিছুক্ষণের মধ্যেই হুড়মুড় করে এভার্টের উঠানে ঢুকে পড়ল ঘোড়াগুলো। প্রায় একসঙ্গে রাশ টানল রাইডাররা, প্রায় একসঙ্গে মৃদু হ্রেষা ছাড়ল জন্তুগুলো।

দরজার পাল্লার ফাঁক দিয়ে দেখল গিবস, দুই পা দু'দিকে কিছুটা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে এভার্ট।

'সাতদিন সময় দিয়েছিলাম তোমাকে,' স্পষ্ট হুমকির সুরে বলছে

বইঘর.কম

জেমস, 'সময়সীমা পার হয়ে আরও কয়েকটা দিন চলে গেছে। রানশ তো খালি করোইনি, উল্টো আমাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছো। তোমার সাহস এত বাড়ল কবে থেকে, এভার্ট?'

'তোমাদের মধ্যে যে আগে নামবে স্যাডল থেকে, সে গুলিও খাবে আগে, মনে রেখো,' বলল এভার্ট, কিন্তু গলায় জোর নেই তেমন একটা।

'তা-ই নাকি?' চ্যালেঞ্জ করল জেমস। 'রুফাস, নামো তো। সোঁজা যাবে এভার্টের আস্তাবলের দিকে, একটুও দেরি না করে আগুন লাগিয়ে দেবে সেটাতে। তবে তার আগে একটু দয়া দেখিয়ো ঘোড়াগুলোর উপর, সবগুলোর পাছায় কষে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়ো। এভার্ট যতক্ষণে কাঁধে রাইফেল উঠিয়ে নিশানা করবে, ততক্ষণে ওকে ঝাঁঝরা করে ফেলবে আমার গানম্যানরা।'

স্যাডল ছেড়ে লাফিয়ে নামল কে যেন, আওয়াজ পাওয়া গেল।

হোলস্টারের ফিতে আলগা করে দিয়ে চট করে পোর্চে বেরিয়ে এল গিবস, এভার্টের কাছ থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে দুই পা ফাঁক করে দাঁড়াল।

ওদের থেকে গজ বিশেক দূরে, নিজেদের মধ্যে কিছুটা ব্যবধান রেখে স্যাডলে বসে ছিল পাঁচ রাইডার; আর আস্তাবলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল রুফাস, গিবসকে বেরিয়ে আসতে দেখে থমকে গেল সবাই।

'কী হলো, রুফাস?' সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে গিবস, হ্যাট কিছুটা সরিয়ে দিয়েছে চেহারার উপর থেকে যাতে ওকে চিনতে কষ্ট না হয় কারোরই, 'থেমে গেলে কেন? যাও, এগিয়ে যাও। আস্তাবলের দরজায় পা রাখার আগেই মরবে তুমি, নিশ্চয়তা দিলাম।'

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে জেমসের দিকে তাকাল রুফাস।

কিছু বলছে না জেমস, নড়ছে না একচুলও। মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেছে সে স্যাডলের উপর, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গিবসের দিকে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর নরম গলায় বলল, 'বাহ্, ভালো।'

বইঘর.কম

'অবশ্যই ভালো,' সুর মেলাল গিবস, 'তবে সেটা আমার জন্য, আমাদের জন্য। তোমার আর তোমার চ্যালাদের জন্য খারাপ।'

'তুমি তা হলে এ-ক'দিন এখানেই লুকিয়ে ছিলে?' জিজ্ঞেস করল জেমস।

'কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল গিবস। 'এখানেই থাকতে হবে কেন? লুকিয়ে থাকার জায়গার কি অভাব আছে ব্ল্যাক হিলস রেঞ্জে? যা-ই হোক, কোনো-না-কোনো জায়গায় ছিলাম আমি, এবং আমাকে খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয়েছে তোমার লোকেরা।'

'ব্যর্থ হয়েছে?' একটা ভ্রূ উঁচু করল জেমস। 'ওই পাঁচজন তোমার নাগাল পায়নি বলতে চাও?'

একইসঙ্গে ছয় রাইডারের উপর চোখ রেখেছে গিবস, চঞ্চল দৃষ্টিতে খেয়াল করছে ওদের প্রত্যেকের নড়াচড়া। বলল, 'আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ওরা আমার নাগাল পেয়েছিল।'

'তারপর?'

'তারপর পরপারে চলে গেছে ওরা—পাঁচজনই। তুমি বোধহয় বেছে বেছে সব আনাড়ি লোকদের নিয়োগ দিয়েছ, জেমস।'

'পাঁচজনই?' জেমসের কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'আর কে কে ছিল তোমার সঙ্গে?'

'সেটা বড় বিষয় না। বড় বিষয় হচ্ছে, তুমি একটা ডরপুক, একটা গুণ্ডা, সিনেটর গ্যানোন আর ওর ফোরম্যান লেনরের পা-চাটা কুত্তা, এবং যেমন হাতে তেমন পিস্তলে কমজোর এক লোক। তোমার শুধু চাপার জোর আছে, জেমস, কিন্তু আর কিছু নেই। কিচ্ছু না। তুমি মরদ কি না সন্দেহ হয় আমার মাঝেমধ্যে।'

পাকা আপেলের মতো লাল হয়ে গেছে জেমসের চেহারা, এবং কারোরই দৃষ্টি এড়ায়নি সেটা। রাগে কাঁপছে লোকটার বিশাল শরীর, লাগাম থেকে আলগা করে ব্যাণ্ডেজবাঁধা বাঁ হাতটা ঝুলিয়ে দিয়েছে সে হাঁটুর উপর।

সিগনালটা নজর এড়াল না গিবসের।

বইঘর.কম

তিন রাইডারকে ডানে আর দুই রাইডারকে বাঁয়ে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে ছিল জেমস; রুফাস যেহেতু আগেই নেমে গেছে স্যাডল ছেড়ে সেহেতু লোকটাকে বাদ দিয়ে বললে এখন ওর ডানে-বাঁয়ে রাইডারের সংখ্যা সমান। ওর বাঁ হাতের সিগনাল পেয়ে বিদ্যুৎগতিতে হোলস্টারে ছোবল মারল এক রাইডার—বোঝা গেল লোকটা একজন গানম্যান, অ্যাকশনে যাওয়ার জন্য হাত নিশপিশ করছিল ওর।

কিন্তু দাঁড়ানো অবস্থায় যত দ্রুত ড্র করা যায়, স্যাডলে বসে থাকলে তত তাড়াতাড়ি করা যায় না; তাই নিজের হোলস্টারে ছোবল দেয়ার জন্য অর্ধেকটা সেকেণ্ড সময় বেশি পেল গিবস। পিস্তল বের করে গুলি করতে যাবে গানম্যান, তার আগেই বুকের বাঁ দিকে তপ্ত সীসার ধাক্কা খেল সে, সঙ্গে সঙ্গে উহ্ করে উঠল ব্যথায়, মুঠি থেকে আলগা হয়ে মাটিতে পড়ল পিস্তলটা।

এক মুহূর্তও দেরি করল না গিবস, সিক্সশুটারের নল ঘুরিয়ে ফেলেছে খানিকটা বাঁয়ে—নড়ে উঠতে দেখেছে রুফাসকে; টান দিল ট্রিগারে। রুফাস পিস্তলের বাঁটে হাত রেখেছে মাত্র, এমন সময় বুক আর পেটের মাঝামাঝি জায়গায় গুলি খেল সে, কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

ঘটনাগুলো ঘটতে দুই-আড়াই সেকেণ্ডের বেশি লাগল না।

নিজের দুই সঙ্গীর কী হয়েছে দেখতে চায় না জেমস, কারণ ওদের পরিণতি আঁচ করতে পারছে। ওর কল্পনাতেও ছিল না এত ফাস্ট ড্র করতে পারে গিবস, তাই বিদায় নিয়েছে ওর চেহারার লালিমা; অন্য কেউ থাকলে হয়তো বিস্ময়-বিহ্বলতা ফুটে উঠত চোখে, কিন্তু ওর চোখ দুটো আবেগশূন্য। পলকহীন দৃষ্টিতে দেখছে সে গিবসকে।

'ন্যায্য লড়াই,' মন্তব্য করল গিবস। 'হোলস্টারেই ছিল আমার সিক্সশুটার, অথচ তোমার ইশারায় পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল তোমার গানম্যান। আর অতি উৎসাহী হয়ে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়িয়েছিল রুফাস, আশা করি নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছে সে।'

কিছু বলল না জেমস। স্থাণুর মতো স্যাডলে বসে আছে ওর তিন

বইঘর.কম

সঙ্গী, নড়তে ভুলে গেছে ওরা।

'তোমরা এসেছিলে ছ'জন,' বলে চলল গিবস, 'মুহূর্তের মধ্যে সংখ্যাটা নেমে এসেছে চারে। জেমস, যদি নিজের ভালো চাও, যদি আরও লোক হারাতে না চাও, ফিরে যাও। ইচ্ছা করলে সিক্সশুটারটা খালি করতে পারি তোমাদের উপর; বিশ্বাস করো, কাজটা যদি করি, কোথায় কীভাবে মরলে তোমরা সে-খবরও নেবে না কেউ। এমনকী শেরিফ লকহার্টও না। কিন্তু কাজটা করবো না আমি, করতে চাই না আসলে, কারণ ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা অথবা করানো তোমাকে সাজে, আমাকে না।'

রা নেই জেমসের মুখে।

'চলে যাও,' আবার বলল গিবস। 'বুলেটভর্তি রাইফেল হাতে ছ'জনকে সামাল দেয়ার চেয়ে চারজনকে সামাল দেয়া অনেক সহজ—আমার মনে হয় এভার্টের ভয় অনেকখানি কেটে গেছে। শুধু তা-ই না, আমাদের সঙ্গে আরও লোক আছে।'

যেন ওর কথাটা সত্যি প্রমাণ করতেই খোলা জানালাটায় দেখা দিল ব্যালার্ডের চেহারা, কারবাইনের নলটা বের করে দিল সে বাইরে, নিশানা জেমসের বুকে।

'তোমার হাত অনেক চালু, গিবস,' এতক্ষণে কথা ফুটল জেমসের মুখে, 'ভাবতেও পারিনি এত ফাস্ট ড্র করতে পারো তুমি। একটা নতুন শিক্ষা পেলাম তোমার ব্যাপারে।'

'আশা করি শিক্ষাটা মনে রাখবে আজীবন,' বলল গিবস। 'এবার শিয়ালের মতো লেজ গুটিয়ে পালাও, খুনি কোথাকার!'

নড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না জেমসের মধ্যে। ঘাড়টা সাবধানে ঘুরাল সে এভার্টের দিকে। বলল, 'আমার পকেটে একটা কাগজ আছে। খুব ইন্টারেস্টিং একটা কাগজ। দেখলে মজা পাবে।'

কিছু বলল না এভার্ট, রাইফেল কাঁধে তুলে নিশানা করে রেখেছে জেমসকে।

প্রথমে আত্মসমর্পণ করার ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে দু'হাত তুলল

বইঘর.কম

জেমস, তারপর কারও অনুমতির তোয়াক্কা না করে শার্টের পকেট থেকে বের করল দু'ভাঁজ করা এক তা কাগজ। ভাঁজ খুলে কাগজটা একহাতে মেলে ধরল এভার্টের দিকে।

এবারও কিছু বলল না এভার্ট, ওর ভাবভঙ্গিতে কৌতূহলের ছিটেফোঁটা নেই।

'ও,' মেকি হাসি হাসল জেমস, 'তারমানে আমাকেই পড়ে শোনাতে হবে। ঠিক আছে।' কাগজটা ধরল নিজের চোখের সামনে, জোরে জোরে পড়তে লাগল, 'ওয়াল্টেড—টালি গিবস। মে মাসের তেইশ তারিখে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে সে ফ্রেড ল্যাকারিকে, তারপর থেকে ফেরারি। ওর বয়স আটাশ, উচ্চতা ছ'ফুট তিন, ওজন এক শ' আশি পাউণ্ডের মতো।' কাগজের উপর থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল এভার্টের দিকে। 'তোমার পাশে-দাঁড়ানো লোকটার সঙ্গে আমার হাতেধরা হুলিয়ার বর্ণনার কোনো মিল পাচ্ছ?'

জবাব দিল না এভার্ট।

'জীবিত হাজির করতে হবে লোকটাকে ব্ল্যাক হিলসের শেরিফের কাছে,' হুলিয়ার বাকিটা পড়ছে জেমস। 'যে বা যারা করতে পারবে কাজটা, পুরস্কার হিসেবে নগদ পাঁচ হাজার ডলার পাবে।' হাত থেকে কাগজটা ছেড়ে দিল সে, বাতাসে কয়েকবার গোত্তা খেয়ে মাটিতে পড়ল সেটা।

বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করল জেমস, কিছুটা ঝুঁকে বসল স্যাডলে, দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে।

'খবরটা দেয়ার জন্য ধন্যবাদ তোমাকে,' মুখ খুলল এভার্ট। 'এবার কেটে পড়ো।'

'অবশ্যই,' আরও চওড়া হয়েছে জেমসের হাসিটা, 'কেটে না পড়ে উপায় আছে আমার? তবে নিশ্চিত থাকো, আজ রাতেই ফিরে আসবো।'

'এবং তখন কষ্ট করে তোমাদের দু'-চারজনকে কবর দিতে হবে আমাকেই,' বলল এভার্ট।

বইঘর.কম
কার্তুজ

'মনে হয় না। কারণ শেরিফ লকহার্ট থাকবে আমার সঙ্গে।'

'কেন?'

'একজন ফেরারি আসামিকে আশ্রয় দিয়েছ তুমি, লুকিয়ে রেখেছ লোকটাকে। কেন করলে কাজটা, তোমার কাছে সে-জবাবদিহি চাইবে লকহার্ট। দরকার হলে কোমরে দড়ি দিয়ে শহরে নিয়ে যাবে তোমাকে।'

'নিজের চরকায় তেল দিয়েছি আমি। নিশ্চয়ই সেটা এমন বড় কোনো অপরাধ না যে, আমাকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে ঢোকাতে হবে জেলে?'

'ভুলটা সেখানেই করেছ, এভার্ট। নিজের চরকায় তেল দিতে গিয়ে একজন আউট ল'কে ঠাঁই দিয়েছ নিজের রানশে,' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিতে গিয়েও কাজটা করল না জেমস। 'তোমার ভালোর জন্য শেষবারের মতো বলে যাচ্ছি কথাটা। তোমার বউকে বলে রেখো মালসামান যা যা পারে সব যেন গুছিয়ে রাখে। কারণ একদিক দিয়ে তোমাকে জেলে ঢোকাবে লকহার্ট, আরেকদিক দিয়ে আমার লোকজন নিয়ে এসে তোমার রানশ দখল করবো আমি।' র‍্যাটলসাপের দৃষ্টিতে তাকাল গিবসের দিকে। 'যে-লোক নিজের গলায় ফাঁসির দড়ি নিয়ে ঘুরছে, তোমাকে অথবা তোমার রানশ বাঁচানোর জন্য নিশ্চয়ই বার বার হাজির থাকতে পারবে না সে?'

'কারও ছুরি-কাঁচিতে ধার দেয়ার দরকার পড়লে গ্র্যাপ্লেলে পাঠিয়ে দেবো, জেমস,' বলল গিবস, 'তোমার চাপায় যে-জোর, অনায়াসে করা যাবে কাজটা।'

ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল জেমস, তারপর বলল, 'দেখা হবে...আবার।'

'অসুবিধা নেই,' তরল গলায় বলল গিবস, 'তবে তার আগে মরদ হয়ে এসো, দয়া করে। শার্ট-প্যান্ট পরা একটা না-মরদের সঙ্গে বার বার গুঁতোগুঁতি করতে বিবেকে বাধে আমার।'

আবারও লাল হয়ে গেল জেমসের চেহারা, কিন্তু কিছু না বলে

বইঘর.কম

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল; ওর দেখাদেখি একই কাজ করল ওর তিন চামচাও। রুফাস কিংবা গানম্যানের লাশের দিকে ফিরেও তাকাল না কেউ, এমনকী ওদের ঘোড়ার লাগামও ধরল না।

যে-গতিতে এসেছিল ওরা, তারচেয়েও দ্রুত উধাও হয়ে গেল।

পোর্চে বেরিয়ে এল ব্যালার্ড, এভার্ট বা গিবস কিছু বলা বা করার আগে নামল উঠানে, কয়েক পা হেঁটে গিয়ে নিয়ে এল জেমসের ফেলে যাওয়া হুলিয়াটা। দাঁড়াল ওই দু'জনের কাছাকাছি, পড়ল সেটা, তারপর চোখ তুলে তাকাল গিবসের দিকে। 'এটার ব্যাপারে কিছু জানতে?'

মাথা নাড়ল গিবস, সিক্সশুটারটা আস্তে আস্তে ঢুকিয়ে রাখছে হোলস্টারে।

ঘাড় ঘুরিয়ে উপত্যকার দিকে তাকাল ব্যালার্ড। 'লকহার্টকে নিয়ে ঠিক ঠিকই ফিরে আসবে জেমস। এবং তখন ঠিক ঠিকই বাধা দেয়ার জন্য থাকবে না তুমি, গিবস। তখন...

ঝট্ করে নড়ে উঠল এভার্ট, রাইফেলের বাঁটটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দু'হাতে চেপে ধরেছে নলটা, কোদাল চালানোর ভঙ্গিতে সেটা তুলে ধরেছে মাথার উপর, জোরে বাড়ি মারার ইচ্ছা আছে গিবসকে।

কিন্তু ইচ্ছাটা পূরণ করতে পারল না সে, কারণ চোখের পলকে নড়ে উঠেছে গিবসও, আবারও বিদ্যুৎগতিতে ছোবল দিয়েছে হোলস্টারে, বের করে ফেলেছে সিক্সশুটারটা। কক করে ফেলেছে অস্ত্রটা, নলটা সোজা তাকিয়ে আছে এভার্টের বুকের দিকে।

'নিমকহারাম আর কাকে বলে!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল গিবস। 'হাত থেকে ছেড়ে দাও রাইফেলটা, এভার্ট। তোমার বউয়ের সামনে গুলি করে মারতে চাই না তোমাকে।'

রাইফেলটা ফেলে দিল এভার্ট। 'পাঁচ হাজার ডলার...টাকার খুব টানাটানি চলছে আমার। তাই তুমি হোলস্টারে সিক্সশুটারটা ঢুকিয়ে রাখামাত্র ভাবলাম...। আমি জানি আমার রানশ যেভাবেই হোক দখল করবেই জেমস, ঠেকাতে পারবো না। তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে

বইঘর.কম
কাতুজ

যাওয়ার আগে নগদ পাঁচ হাজার ডলার পেলে মন্দ হতো না।'

লোকটার মুখে থুতু দিতে ইচ্ছা করছে গিবসের, কিন্তু নিজেকে সংযত করল সে। সরে গেল দু'পা, তারপর কিছুটা এগিয়ে গিয়ে লাথি মেরে এভার্টের রাইফেলটা ফেলে দিল পোর্চ থেকে উঠানে। সতর্ক নজর রেখেছে ব্যালার্ডের উপরও।

একহাতে কারবাইন আরেকহাতে হুলিয়াটা নিয়ে মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেছে ব্যালার্ড, বোধহয় দমও ফেলছে না, চোখের সামনে যা দেখছে তা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

দলবলসহ চলে গেছে জেমস, ওয়্যাগনশেড থেকে দেখেছে মিসেস এভার্ট, পোর্চের দিকে আসছিল সে; কিন্তু এখন যে-ঘটনাটা ঘটছে সেখানে, তা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

'তোমার বউকে বলো আমার ঘোড়াটা যেন নিয়ে আসে এখানে,' হুমকি দেয়ার ভঙ্গিতে এভার্টকে বলল গিবস।

ওর দিকে উল্টো ঘুরল এভার্ট, কিন্তু কিছু বলল না।

এগিয়ে গিয়ে লোকটার পিঠে সিক্সশুটারের নল ঠেসে ধরল গিবস। 'সারাজীবনের জন্য জবান বন্ধ হয়ে যাক, সেটাই কি চাও?' নলটা দিয়ে জোরে গুঁতো দিল, চাচ্ছে ভালোমতো ব্যথা পাক লোকটা।

একবার উহ্ করে উঠল এভার্ট, তারপর বউকে বলল ওয়্যাগনশেড থেকে ঘোড়া দুটো নিয়ে আসতে।

ঘুরে আবার ওয়্যাগনশেডে গিয়ে ঢুকল মহিলা।

ব্যালার্ডের দিকে তাকাল গিবস। 'তুমি মানুষটা ভালোই। একটু সন্দেহপ্রবণ, কিন্তু ভালো। তোমার কাছ থেকে এ-এলাকার বাসিন্দাদের ব্যাপারে মোটামুটি ধারণা পেয়েছিল ওল্ডারসন, এবং সেটা বলেছিল আমাকে। এভার্টকে চোখ উল্টাতে দেখে বুঝলাম, তুমিও মিথ্যা বলোনি ওকে, আর সে-ও ভুল বলেনি আমাকে।'

'কী...করবে এখন?' সতর্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ব্যালার্ড।

'কী আর করবো?' গিবসের বিরক্তি বাড়ছে। 'ভেবেছিলাম জেমসের বিরুদ্ধে লুকিয়ে লুকিয়ে সাহায্য করবো তোমাদেরকে, কিন্তু

বইঘর.কম

একজনকে সাহায্য করতে গিয়ে যে-শিক্ষাটা পেলাম, এখন নতুন করে সবকিছু ভাবতে হবে আমাকে। এদিকে শেরিফকে দিয়ে মিথ্যা এক হুলিয়া জারি করা হয়েছে আমার নামে। কাজেই আপাতত পালিয়ে যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

হাসল গিবস। 'কোথায় পালাবো সেটা বললে কি পালানো হয়?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যালার্ড বলল, 'ব্ল্যাক হিলসের রানশারদের অনেকেই খুঁজতে শুরু করবে তোমাকে। পাঁচ হাজার ডলার কম না।'

কোনো মন্তব্য না করে মাথা ঝাঁকাল গিবস, সিক্সশুটারের নল দিয়ে আরেকবার খোঁচা দিল এভার্টের পিঠে। 'তোমাকে শত্রু ভাবা উচিত আমার, কিন্তু কেন যেন করতে পারছি না কাজটা। শোনো, চলে যাওয়ার আগে একটা বুদ্ধি দিয়ে যাই, আমার কথামতো কাজ করলে নিজেরই উপকার করবে। লকহার্টকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারবে ফিরে আসবে জেমস। তার আগে ভুল করেও কবর দিতে যেয়ো না রুফাস আর গানম্যানের লাশ দুটো। ওগুলো যেখানে যেভাবে পড়ে আছে, সেখানে সেভাবেই পড়ে থাক। লকহার্ট যখন আসবে, চেষ্টা কোরো কিছুতেই যেন তোমাকে নিয়ে যেতে না পারে লোকটা। সে যেইমাত্র আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করবে তোমাকে, লাশ দুটো দেখিয়ে দিয়ে জেমসের হামলা করার প্রতিকার চাইবে আগে। খেয়াল রেখো, একবার যদি তোমাকে শহরে নিতে পারে লকহার্ট, তোমার রানশ বেহাত হয়ে যাবে। আর পারলে সাহায্য চেয়ো আশপাশের রানশারদের কাছে।' কোমরে গুঁজে রাখা বাড়তি কোল্টটা টান মেরে বের করল, তাক করল ব্যালার্ডের দিকে। 'তোমার কারবাইনটা হাত থেকে ছেড়ে দাও।'

'কী!' নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না ব্যালার্ড।

'কিছুদিন আগে একজনকে বিশ্বাস করে কিছু কথা বলতে গিয়ে অনেক বড় ঠকা ঠকেছি,' বলল গিবস, 'ব্ল্যাক হিলসের এই সংঘাতময় পরিস্থিতিতে নতুন করে কাউকে বিশ্বাসও করতে চাই না, ঠকতেও চাই

বইঘর.কম

না। ...কারবাইনটা ছেড়ে দাও, ব্যালার্ড, প্লিয, তারপর সরে যাও দূরে। দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার।'

গিবসের কথামতো কাজ করল ব্যালার্ড।

একহাতে সিক্সশুটার আরেকহাতে কোল্ট নিয়ে এভার্ট আর ব্যালার্ডকে পাহারা দিতে দিতে কারবাইনটা কুড়িয়ে নিল গিবস। তুলে নিল এভার্টের রাইফেলটাও। 'চিন্তা কোরো না,' অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'তোমাদের অস্ত্র নিয়ে যাবো না আমি। রানশ ছেড়ে কিছুদূর যাওয়ার পর ফেলে দেবো। যদি দরকার মনে করো, খুঁজে নিয়ো।'

ঘোড়া নিয়ে হাজির হয়ে গেছে মিসেস এভার্ট, এখনও বড় বড় হয়ে আছে দু'চোখ। ওর হাত থেকে লাগাম নিল গিবস, তারপর চট করে উঠে পড়ল স্যাডলে। মুখোমুখি দাঁড়ানো তিনজনের উদ্দেশে বলল, 'আজ থেকে, এই মুহূর্ত থেকে একা হয়ে গেলাম আমি। তোমরা যদি পারো, নিজেদের লড়াইটা চালিয়ে যেয়ো, নিজেদের স্বার্থেই।'

ব্যালার্ড, এভার্ট অথবা মিসেস এভার্টের কেউ কিছু বলল না।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল গিবস, বুট দিয়ে খোঁচা মারল জন্তুটার পেটে।

যে-ট্রেইল ধরে এভার্টের রানশে গিয়েছিল গিবস, ওটা ধরেই ফিরে যাচ্ছে এখন। যতটা জোরে দৌড়াচ্ছে ওর ঘোড়া, প্রায় কাছাকাছি গতিতে ভাবনাচিন্তা খেলা করছে ওর মনে। কী করা যায় এখন?

এভার্টকে দেখে আসলেই শিক্ষা হয়ে গেছে ওর। উপকারীর উপকার স্বীকার তো করলই না লোকটা, উল্টো টাকার লোভে আরেকটু হলে রাইফেল দিয়ে বাড়ি মেরে বসেছিল গিবসের মাথায়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল গিবস, জেমসের দুই চ্যালাকে পরপারে পাঠিয়ে ভেবেছিল আসন্ন রেঞ্জওয়ারে পাশে পাবে এভার্টকে, কিন্তু কীসের কী? চিরঋণী হয়ে থাকার বদলে যেখানে এত জলদি চোখ উল্টেছে এভার্ট, সেখানে বাকি রানশাররা তো...

বইঘর.কম

তারমানে এখন থেকে গিবস আসলেই একজন ফেরারি?

পাইনের জঙ্গল ছেড়ে বের হওয়ার পর হাতের ডানে পড়ল ব্যালার্ডের রানশ, ওটা দেখে কেন যেন লাগাম টানল গিবস, একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে। আসলে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে সে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল, জঙ্গলটাকে বাঁয়ে রেখে ঢাল বেয়ে নামছে এখন। কোনো ট্রেইল নেই এখানে, অনুমানের উপর ভর করে ঘোড়া ছোটাচ্ছে সে, জন্তুটার গতি যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য ঝোপেভরা জায়গাগুলো এড়িয়ে চলছে। ঢালটা পার হয়ে পাথুরে একটা উপত্যকায় হাজির হতে পাক্কা এক ঘণ্টা লাগল ওর। দুলকি চালে পার হলো উপত্যকাটা, সামনে এখন বিস্তীর্ণ সমতলভূমি।

ঘোড়াটাকে একটু বিশ্রাম দেয়ার জন্য থামল গিবস, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল পেছনে।

অনেক অনেক দূরে, পাইনের জঙ্গলটার সূচনায়, দেখা যাচ্ছে কয়েকজন রাইডারকে, বলা ভালো একদল ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আঘাতে সৃষ্ট একটা ধুলোর মেঘ দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে থাকল গিবস, কেন যেন মনে হচ্ছে ওর, ওই লোকগুলো জেমস আর ওর কয়েকজন চ্যালা—শহরের দিকে যাচ্ছে ওরা। কোনো কারণে গ্র্যাপ্পেলে ফিরে গিয়েছিল জেমস, যত তাড়াতাড়ি পেরেছে কাজ সেরে রওয়ানা হয়েছে।

সমতলভূমির উপর দিয়ে ঘোড়া ছোটাল গিবস।

বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, ক্ষুধা জানান দিচ্ছে পেটে। একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব ছিল সকালে, সেটা উধাও হয়ে গেছে অনেক আগেই, বেলা যত বাড়ছে সূর্যের তেজও তত বাড়ছে মনে হয়। ট্রেইলের দু'পাশে মাথা তুলে আছে কচি ঘাস, ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসে থাকলে নীল আকাশের নীচে সবুজের এই বিস্তার কেমন একঘেয়ে মনে হয়। গিবস টের পেল, ওর বিরক্তিভাবটা আরও বেড়েছে।

লকহার্টের কথা হঠাৎ করেই মনে হলো ওর। লোকটা, যা মনে হয় গিবসের, পুরোপুরি অসৎ না। যতটুকু খাতির করা দরকার জেমসকে,

বইঘর.কম

তারচেয়ে অনেক বেশি করে সে, এবং সেটাই ওর সবচেয়ে বড় দোষ সম্ভবত। লোকটা হয়তো জানেও না কী ভয়ঙ্কর খেলায় মেতেছে জেমস। হয়তো...ওর সামনে ভালোমানুষির মুখোশ পরে থেকে, ওকে উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে সবসময় নিজের পক্ষে রেখেছে জেমস, এবং একই কাজ করতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত না...

তারমানে ধরেই নেয়া যায় লকহার্টের কান ভারী করতে সক্ষম হবে জেমস, এবং ওকে পাঠাতে পারবে এভার্টের ওখানে। এবং এ-ও ধরে নেয়া যায়, এভার্টের মতো একটা মাথামোটা মানুষ একা ঠিকমতো সাফাই গাইতে পারবে না নিজের জন্য—গিবসের সঙ্গে কোন্ পরিস্থিতিতে কীভাবে দেখা হয়েছিল ওর সেটা বোঝাতে পারবে না লকহার্টকে। সুতরাং ওর কপালে জেলের ভাত মোটামুটি নিশ্চিত। সেক্ষেত্রে জেমসের কব্জায়ও মোটামুটি নিশ্চিতভাবে চলে গেছে এভার্টের রানশ। কারণ দু'-একদিন জেলে থেকে যখন ছাড়া পাবে এভার্ট, তখন আর কিছুই করার থাকবে না ওর।

বিড়বিড় করে নিজের ভাগ্যকে গালমন্দ করল গিবস—লেনর আর ওর লোকদের হাতে ধোলাই খাওয়ার পর থেকে যা যা ঘটছে, মারামারির ঘটনাগুলো ছাড়া বাকি প্রায় সবকিছু ওর বিপক্ষে যাচ্ছে। বিপক্ষে চলে গেছে জরজিনা ল্যাকারি, একটা নিশ্চয়তার ভাব তৈরি হতে গিয়েও সন্দেহ রয়ে গেছে ব্যালার্ডের মনে, আর এভার্ট তো রীতিমতো শত্রুতে পরিণত হয়েছে।

জিনার কথা মনে পড়াতে আরও আনমনা হয়ে গেল গিবস। মেয়েটাকে...সত্যি বলতে কী...ভালো লেগে গিয়েছিল ওর। সুন্দরী একটা মেয়ে, কিন্তু রূপের অহঙ্কার নেই। এত বড় একটা রানশের উত্তরাধিকারী, কিন্তু চালচলন আর পোশাক সাদামাটা। সবচেয়ে বড় কথা, নীতি আছে মেয়েটার ভেতরে—হাত দিয়ে বাধা দিতে পারেনি ভাইকে, কিন্তু কাজের মাধ্যমে ঠিকই প্রতিবাদ জানিয়েছে; বেরিয়ে এসেছে গ্র্যাপ্পেল ছেড়ে। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে, হয়তো এখনও।

বইঘর.কম

মেয়েটার প্রতি কি কিছুটা হলেও বিরাগ নেই গিবসের? জরজিনা শব্দটার পরে ল্যাকারি শব্দটাই যত আপত্তির কারণ নয় কি? কপাল—আজ পর্যন্ত কত মেয়ের সঙ্গেই তো খুনসুটির সম্পর্ক হয়েছে গিবসের; এমনকী, সে জানে, সিনেটর গ্যানোনের মেয়ে লিমাও দুর্বল ওর প্রতি, তারপরও ওরা কেউই কেন যেন সেভাবে টানেনি ওকে। কিন্তু জিনা টেনেছে, বলা ভালো জিনার চারিত্রিক মাধুর্য আকর্ষণ করেছে গিবসকে, কিন্তু সম্পর্কটা শুরুতেই তেতো হয়ে গেছে। জিনার সামনেই জেমসকে ইচ্ছামতো ধোলাই দিয়েছে গিবস। এবং মেয়েটা জানে, গিবস আর জেমসের মধ্যে যে-কোনো একজন যতদিন পর্যন্ত না যাচ্ছে মাটির ছ'হাত নীচে, লড়াই চলতেই থাকবে। ওই মেয়ের সঙ্গে গিবসের তিক্ততাও বাড়তে থাকবে হয়তো।

গিবস টের পাচ্ছে, যদি সে বেঁচে থাকে, আজ নয়তো কাল হামলা করতেই হবে গ্র্যাপ্পেলে। এবং খবরটা কখনও-না-কখনও শুনবেই জিনা। তখন?

বিকেলটা ফুরিয়ে এসেছে, সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় দিগন্তরেখায় ব্ল্যাক হিলস শহরটা দেখতে পেল গিবস। ঘোড়াটার জন্য মায়া লাগছে ওর—এভার্টের রানশ থেকে এতদূরে চলে এসেছে, কিন্তু পথে মাত্র তিনবার বিরতি দিয়েছে জন্তুটাকে, তা-ও অল্প সময়ের জন্য। আসলে জেমস আর ওর রাইডারদের সঙ্গে লম্বা একটা সময়ের ব্যবধান যদি গড়ে নিতে না চাইত গিবস, তা হলে এতটা নির্দয়ের মতো আচরণ করত না। ওই লোকগুলোর থেকে যত এগিয়ে থাকবে সে, তত লাভ।

এভার্টের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল গিবস; সিদ্ধান্ত নিল, যা-ই হোক, সাহায্য করার চেষ্টা করে যাবে রানশারদেরকে শেষপর্যন্ত। সিনেটর গ্যানোন কিংবা বিগ জেমসের বিরুদ্ধে লড়াইটা ওর একার না; তারপরও দরকার হলে একাই লড়বে সে। ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবে না জেমসকে, কিন্তু যদি দরকার হয় তা হলে কোনো-না-কোনোদিন ন্যায্য ডুয়েলে মুখোমুখি হবে লোকটার; ওকে শেষ করতে পারলে হাত বাড়াবে সিনেটর গ্যানোন আর ওর পা-চাটা লেনরের

বইঘর.কম

দিকে।

যখন শহরে ঢুকল সে, ততক্ষণে রাতের আঁধার ঘনিয়েছে, আলো জ্বলে উঠেছে এখানে-সেখানে। এতক্ষণ মোটামুটি নিশ্চিন্ত একটা ভাব খেলা করছিল ওর মনে, হঠাৎ করেই বিদায় নিল সেটা; মনে পড়ে গেল ওকে ফেরারি আসামি হিসেবে ঘোষণা করেছে আইন, সে এখন একজন ওয়ান্টেড আউট ল'। ঘোড়ার গতি অনেক কমাল সে, হ্যাটটা টেনে নামাল কপালের উপর। ধীর গতিতে এগোচ্ছে, চঞ্চল কিন্তু সতর্ক দৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছে এদিকওদিক।

পশ্চিমের আর দশটা বড় শহরের মতোই ব্ল্যাক হিলস তার অধিবাসীদের কাছে এক বিতর্কের নাম। যারা অনেকদিন ধরে আছে শহরটাতে, তারা বলতে চায়, এটা একটা কাউন্টি; কিন্তু যারা নাগরিক সুযোগসুবিধাগুলো বড় করে দেখে, তাদের মতে, এটা স্রেফ একটা বড় কাঠামোর ধুলিধূসরিত রোদজ্বলা শহর। সারি সারি কাঠের দালান আর দোকানপাট গড়ে উঠেছে যত্রতত্র, বড় রাস্তা কিংবা গলির কোনোটাই বাদ যায়নি। সময় যত যাচ্ছে, কাউবয় আর পাঞ্চারদের মনোরঞ্জনের কথা ভেবে সেলুন আর বেশ্যাখানার সংখ্যা তত বাড়ানো হচ্ছে এখানে। কিছু ফ্রেইটারও তাদের ভিড় বাড়াচ্ছে এখানে, এ-অঞ্চলে রেলসুবিধা চালু হতে আর বেশি বাকি নেই জানার পরও ব্যবসা চালিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে—যে-ক'দিন মাল কামানো যায় আর কী। স্টোরগুলোর সবগুলোই রাস্তার দিকে মুখ করে বানানো, ওগুলোর জ্বলন্ত আলোর কারণে কিছুটা আলোকিত হয়ে আছে রাস্তা।

একটা গলিতে ঢুকে পড়ল গিবস, ঘোড়া হাঁটিয়ে এগোচ্ছে, যতটা পারছে অন্ধকারে গা ঢেকে চলার চেষ্টা করছে। কয়েকটা স্টোর আর ওগুলোর শেডের পেছনদিকে চলে এল। নেমে পড়ল স্যাডল ছেড়ে, লাগাম ধরে হাঁটছে, একটু হলেও আরাম পাক জন্তুটা। অচিরেই ছুট লাগাতে হবে আবার।

শহরের সব কোলাহল যেন বড় রাস্তাটায়, এদিকটা মোটামুটি নীরব। নিজের একাকীত্ব আরও বেশি করে টের পাচ্ছে গিবস, বুকের

বইঘর.কম

ভেতরটা কেন যেন হু হু করছে ওর। টের পাচ্ছে, নির্বান্ধব একটা শহরে হাজির হয়েছে যেন, এখানে ওকে আন্তরিক আমন্ত্রণ জানানোর মতো কেউ নেই। গাঁটের পয়সা খরচ করলে মেকি আমন্ত্রণ জানাতে রাজি আছে বেশ্যারা, যতক্ষণ গাঁটে পয়সা থাকবে ততক্ষণ কাজটা করতেই থাকবে ওরা, কিন্তু সে-পথে পা বাড়াতে রুচিতে বাধে গিবসের।

শহরের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল আর ওর হাউসকিপার মিসেস ওয়েস্টের সঙ্গে যা একটু আলাপ-পরিচয় আছে ওর; কিন্তু তা থাকা, না-থাকার সমান। ওদের একজন, মানুষের চেয়ে মদের বোতলের সঙ্গ পেলে অনেক বেশি খুশি হয়; আরেকজন সংসার চালাতে উদয়াস্ত এত পরিশ্রম করে যে, কারও সঙ্গে দুটো কথা বলার মতো সময় নেই।

কিন্তু জিনা?

হাঁটার গতি ধীর হলো গিবসের। টের পাচ্ছে, পা দুটো আসন্ন বিপদের আভাস উপেক্ষা করে ঘুরে যেতে চাচ্ছে ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের বাসার দিকে। মগজ বলছে ফুরিয়ে যাচ্ছে মূল্যবান সময়, যে-কোনো সময় শহরে হাজির হতে পারে জেমস আর ওর চ্যালারা, কিন্তু মন একটাবারের জন্য হলেও দেখা পেতে চাচ্ছে জিনার। কথা বলতে ইচ্ছা করছে মেয়েটার সঙ্গে, যদিও জানে তাতে তিক্ততা বাড়বে বৈ কমবে না। না দেখেও বুঝতে পারছে, ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে ওর চেহারাটা। শুকিয়ে আসছে গলা।

তাজ্জব হয়ে গেল গিবস। মেয়েমানুষ কম দেখেনি সে জীবনে, ওদের সঙ্গে কম মেলামেশা করেনি। কিন্তু যে-মেয়ে ওর সবচেয়ে বড় শত্রু বিগ জেমসের আপন বোন, তার প্রতি এত দুর্বল হয়ে পড়ার কারণ কী? এমনকী যেদিন চুপিসারে পালিয়ে গেল সে ম্যাক্সওয়েলের বাড়ি থেকে, সেদিনও তো এই অনুভূতি কাজ করেনি ওর ভেতরে? তা হলে কী এমন হলো এ-ক'দিনে?

জোর করে মননিয়ন্ত্রণ করল গিবস, বাস্তব নিয়ে ভাবছে। এই

বইঘর.কম
কার্তুজ

শহরে ওর কোনো বন্ধু না থাকায় ভালোই হয়েছে একদিক দিয়ে। এই যে হেঁটেচলে বেড়াচ্ছে সে, দু'-চারজন কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে ওর দিকে, কিন্তু কেউই চিনতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। লকহার্টের হুলিয়ায় ওর শারীরিক বর্ণনা আছে, কিন্তু কোনো ছবি নেই। থাকলেও খুব বেশি লাভ হতো বলে মনে হয় না। ছ'ফুট তিন ইঞ্চি উচ্চতা এবং এক শ' আশি পাউণ্ড ওজনের আটাশ বছর বয়সী লোকের অভাব নিশ্চয়ই নেই শহরে?

একধারে একটা আস্তাবল দেখা যাচ্ছে, শেরিফ লকহার্টের অফিস কাম জেলখানাটাও বেশি দূরে না। আস্তাবলটার দিকে এগিয়ে গেল গিবস, ঘোড়াটা তুলে দিল এক কিশোরের হাতে, আস্তাবলরক্ষকের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করছে ছোকরাটা। পকেট থেকে একটা ডলার বের করে দিল ছেলেটাকে, ভালোমতো দলাইমলাই করে প্রস্তুত করে রাখতে বলল ঘোড়াটাকে। চলে আসতে গিয়েও মনে পড়ে গেল একটা কথা, ঘুরে জিজ্ঞেস করল, 'শেরিফ লকহার্টের ঘোড়া এখানে আছে নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা, কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে গিবসকে।

পকেট থেকে আরেকটা ডলার বের করে ছেলেটাকে গিল গিবস। 'তা হলে এটাও রাখো। প্রস্তুত রেখো শেরিফের ঘোড়াটাও, কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা হবে সে,' কথা শেষ করে চলে এল।

একটা বোর্ডওয়াকে উঠে পড়ল সে, ধীর পায়ে হাঁটছে আর মুচকি মুচকি হাসছে। হুলিয়া জারি করেছে বটে লকহার্ট, কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, যার নামে পরোয়ানা লিখেছে, সে-লোককে সে নিজেই চেনে না ঠিকমতো।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বার বার সতর্ক করছে গিবসকে, বার বার মনে পড়ছে ওর, বেশি হলে এক ঘণ্টা এগিয়ে আছে সে জেমস আর ওর দলের চেয়ে। বড় একটা স্টোরের কোনা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল দেয়ালে হেলান দিয়ে, তাকিয়ে আছে লকহার্টের অফিসের দিকে। সাপারের সময় হয়েছে, তাই রাস্তায় লোকজনের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে অনেক

বইঘর.কম

কম।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছে গিবস, তার ঠিক উল্টোদিকে ফ্রি উইণ্ড হোটেলটা, তিন-চারটা বাড়ির পরে লকহার্টের অফিস। সোজা হয়ে দাঁড়াল সে, দ্রুত পায়ে হেঁটে পার হলো রাস্তাটা, এগিয়ে যাচ্ছে জেলখানার দিকে। পর্দা ঝুলছে না শেরিফের অফিসকামরার খোলা জানালায়, সেটা ছাড়িয়ে আসার সময় চট করে উঁকি দিয়ে দেখল ভেতরে।

নিজের চেয়ারে বসে আছে লকহার্ট, কথা বলছে অচেনা একটা লোকের সঙ্গে। ওর টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, মনোযোগ দিয়ে শুনছে কথাগুলো।

জেলখানা ঘিরে একটা চক্কর দিল গিবস, তারপর চলে এল ফ্রি উইণ্ডের পোর্চে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটাই ভালো, লোকে খদ্দের বলে ভাববে ওকে। তা ছাড়া গাঢ় একটা ছায়া আছে এখানে। পোর্চের চওড়া খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে। হোটেলের সদরদরজা দিয়ে বেরিয়ে এল দু'জন লোক, তাকাল ওর দিকে। দু'জনের উদ্দেশে নড করল গিবস, জবাবে ছোট করে মাথা ঝাঁকিয়ে যার যার কাজে চলে গেল ওরা। একটা গলি থেকে বের হয়ে বড় রাস্তায় উঠল একটা ওয়্যাগন, তেল না-দেয়া চাকার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করতে করতে চলে গেল দূরে।

পকেট থেকে তামাকের থলে আর সিগারেট পেপার বের করে দ্রুত একটা সিগারেট বানাল গিবস, গুঁজল ঠোঁটের ফাঁকে। হোটেলের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে নেমে আসছে কে যেন, বাইরে দাঁড়িয়েও শুনতে পাচ্ছে গিবস, কিন্তু ঘুরে তাকাল না—একমুহূর্তের জন্যও দৃষ্টির আড়াল করতে চায় না লকহার্টকে।

ফ্রি উইণ্ডের সদর-দরজার বাইরে এসে থামল জুতোর আওয়াজ, ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে জুতো জোড়ার মালিক, কী করছে কে জানে! হয়তো সিগারেট বানাচ্ছে সময় নিয়ে, দেখা যাবে একটু পরই সেটা ফুঁকতে ফুঁকতে চলে যাচ্ছে।

সিগারেট ধরানোর জন্য ম্যাচকাঠি জ্বালাল গিবস, জ্বলন্ত কাঠিটা তুলে আনল মুখের কাছে।

'গিবস!' প্রায় ফিসফিস করে বলা নারীকণ্ঠটায় বিস্ময়ের চেয়ে অনুযোগ বেশি।

চমকে উঠল গিবস, জ্বলন্ত কাঠিটা আরেকটু হলে পড়ে গিয়েছিল ওর হাত থেকে। চট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল, ঘুরে তাকাল।

রক্তমাংসের জরজিনা ল্যাকারি দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

বারো

'তুমি!' বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারছে না গিবস। 'তুমি এখানে?'

চট করে ওর আরও কাছে সরে এল জিনা। আবারও প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'একই প্রশ্ন তো আমারও। তুমি কী করছ এখানে?'

হোটেলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল দু'জন পাঞ্চার, প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল গিবস আর জিনাকে, দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল দু'জনই, নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নেমে গেল পোর্চের সিঁড়ি দিয়ে।

'ফিসফিস করার দরকার নেই,' নিচু গলায় জিনাকে বলল গিবস। 'আমার নামটা উচ্চারণ না করলেই হলো। তুমি, ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল আর মিসেস ওয়েস্ট ছাড়া শহরের আর কেউ আমাকে চেনে বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু...তুমি এখানে কী করছ?' তাড়াহুড়ো করে বলল জিনা। 'কী হয়েছে জানো না?'

'জানি,' কাঠিটা সামলে নিয়েছে গিবস, সিগারেট ধরাল, দু'বার টান দিল সেটাতে। 'হুলিয়া জারি করা হয়েছে আমার নামে। এবং কাজটা তোমার ভাইয়ের। তোমারই আরেক ভাইকে খুন করার অভিযোগ করেছে সে আমার বিরুদ্ধে শেরিফ লকহার্টের কাছে, তারপর ওকে দিয়ে...'

'জানি আমি। এ-ও জানি, খুনটা করোনি তুমি। কিন্তু টাকার লোভ যাদের মনে আছে তাদের তো এত কথা দিয়ে কাজ নেই। তোমাকে যেভাবেই হোক ধরেবেঁধে হাজির করবে ওরা লকহার্টের কাছে।'

হাসল গিবস। 'আগে ধরবে, তারপর বাঁধবে, তারপর না নিয়ে যাবে শেরিফের কাছে।'

'এত আত্মবিশ্বাস কিন্তু ভালো না।'

'হুলিয়ায় কোনো ছবি নেই আমার। হয়তো সে-কারণেই আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে।' জিনার একটা কাঁধ আলতো করে স্পর্শ করল গিবস। 'ভয় পেয়ো না।'

হাতটা সরিয়ে দিল না জিনা। 'চোরের মতো পালিয়ে গেলে কেন?' পাল্টে গেছে ওর কণ্ঠ, একটু আগের অনুযোগ ফিরে এসেছে, খেয়াল করে শুনলে অভিমান টের পাওয়া যায়।

কিন্তু দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিল গিবস, তাকিয়ে ছিল লকহার্টের অফিসের দিকে, তাই অভিমানটা খেয়ালটা করতে পারল না। এখনও অফিসে আছে শেরিফ, বুঝে নিয়ে জিনার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'পালিয়ে না গিয়ে উপায় কী ছিল, বলো? আমার পকেটে তখন একটা ডলারও নেই, চিকিৎসার খরচ যে দেবো ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলকে, সে-সামর্থ্য নেই। তা ছাড়া টের পাচ্ছিলাম আবার শক্তি সঞ্চয় করবে লেনর বা জেমস, আবার হামলা করবে আমার উপর। এবং জেমসের নতুন হামলাটা খালিহাতে হতো না নিশ্চয়ই? আক্রমণটা শুধু আমার উপর হলে অত ভাবতাম না, কিন্তু...আমি আসলে নিজের সঙ্গে জড়াতে চাইনি তোমাকে...মানে তোমাদের তিনজনকে।'

বিবর্ণ হয়ে গেল জিনার চেহারা। 'টাকার প্রসঙ্গ তুললে কেন?

বইঘর.কম

শুশ্রূষা করার বিনিময়ে আমরা কেউ কি টাকা চেয়েছিলাম তোমার কাছে?'

'না, চাওনি।'

'তা হলে?'

'তা হলে কিছু না। বাদ দাও। একটা কথা বলো তো, জেমসের নতুন হামলার ব্যাপারে আমার অনুমান কি ভুল ছিল?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা ঝাঁকাল জিনা। 'না। তুমি যেদিন চলে গেলে তার পরদিনই সাতসকালে হাজির হলো গ্র্যাপ্পেলের পাঁচ রাইডার। ওদের তিনজনকে চিনি আমি, অন্য দু'জন আমার অপরিচিত। তুমি চলে গেছ শুনে ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলকে চেপে ধরল ওরা—কোথায় লুকিয়ে আছো জানতে চায়। কিন্তু আমরা কীভাবে দেবো প্রশ্নটার জবাব? ডাক্তারকে মারধর করছিল ওরা, আমি আর মিসেস ওয়েস্ট মিলে যদি না বাধা না দিতাম...' কথা শেষ না করে থেমে গেল জিনা।

লকহার্টের অফিসটা আরেকনজর দেখে নিল গিবস। 'তারপর?'

'তারপর চলে গেল ওরা, গিয়ে ঢুঁ মারল কয়েকটা সেলুনে। কিছুক্ষণ পর দেখি শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল তখন বলল আমাকে, ওর বাসা ছেড়ে হোটেলে এসে উঠতে। কারণ যে-কোনো সময় নাকি গোলাগুলি শুরু হতে পারে ওখানে। কী আর করবো, একটা মানুষ যদি তার বাসায় রাখতে না চায় আমাকে, জোর করে তো আর থাকতে পারি না। সেদিন থেকে এই হোটেলেই আছি, তবে কতদিন থাকতে পারবো এখানে জানি না। ইতোমধ্যেই আঙ্কেল ম্যাক্সের কাছে কিছু ধারদেনা হয়ে গেছে আমার।'

'কী করছ এখন?'

'আঙ্কেল ম্যাক্সের সঙ্গেই আছি, পার্টটাইম। ডিউটি হিসেবে টাকা দেয় সে, যদিও হোটেলে থাকাখাওয়া বাবদ শেষ হয়ে যাচ্ছে সেগুলো, হাতে কিছুই থাকছে না। তবে আমি সহকারীর ভূমিকা পালন করায় একদিক দিয়ে লাভই হয়েছে ওর—এখন শহরের বাইরে ঘন ঘন যেতে পারছে, কামাই বেড়েছে,' হাসল জিনা, রঙ ফিরতে শুরু করেছে

বইঘর.কম

চেহারায়।

আশ্চর্য হয়ে সুন্দর চেহারাটার দিকে তাকিয়ে আছে গিবস; কোনো মেয়ের চেহারায় এত সরল হাসি শেষ কবে দেখেছে, মনে করতে পারছে না। 'আমি কিন্তু...' কথাটা বলবে কি বলবে না ভাবতে ভাবতে শেষপর্যন্ত বলেই ফেলল, 'চলে আসার আগে কিছুটা আভাস দিয়ে এসেছিলাম ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলকে।'

'বলো কী! তা হলে আমাকে কিছু বলল না কেন সে?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল গিবস। 'কী জানি!'

'কী বলেছিলে ওকে?'

'কী বলেছিলাম?' সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে সেটা ফেলে দিল গিবস, পিষে মারল বুটের নীচে। 'সেটা জানা কি জরুরি?'

আবারও ফ্যাকাসে হয়ে গেল জিনার চেহারা। 'বলতে না চাইলে...আমি নিশ্চয়ই জোর করতে পারি না?'

'আচ্ছা, বলছি। তোমাকে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলাম দক্ষিণে, ডাক্তারের পরিচিত ভালো কোনো হাসপাতালে, নার্সিং-এর উপর কিছু লেখাপড়া শিখে নিয়ে বিদ্যাটা কাজে লাগাতে পারতে যেখানে।'

'আমাকে...তাড়ানোর বুদ্ধি দিয়েছ তুমি ডাক্তারকে?'

মাথা নাড়ল গিবস। 'ভুল বুঝছ। তোমাকে তাড়ানোর আমি কে? যা বলেছি সেদিন, তোমার ভালোর জন্যই বলেছি।'

চুপ করে আছে জিনা, মাথা নিচু করে রেখেছে, কিছু একটা বলি বলি করেও বলতে পারছে না সম্ভবত। একটু পর নিচু গলায়, অনেকটা অপরাধীর কায়দায় বলল, 'সেদিনের পর...আর কি দেখা হয়েছিল জেমসের সঙ্গে?

শহরে আসার আগে যে-বিরক্তিভাব আর তিক্ত অনুভূতিটা কাজ করছিল গিবসের ভেতরে, টের পেল, জেমসের নামটা শোনামাত্র সেগুলো ফিরে এসেছে। তবে কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল শুধু।

'তুমি কি...মানে...সে কি...'

'না, এখন পর্যন্ত আমার গুলি খেয়ে মরেনি লোকটা। কিছুক্ষণের

বইঘর.কম
কার্তুজ

মধ্যেই শহরে হাজির হয়ে যাবে সে, তখন নিজচোখে দেখে নিয়ো ওকে।'

'শহরে আসবে? কেন?'

এভার্টের ওখানে যা যা ঘটেছে, সংক্ষেপে বলল গিবস। তারপর বলল, 'তবে একটা কথা বলে রাখি, জিনা, কিছু মনে কোরো না। একদিন-না-একদিন তোমার ভাইয়ের গায়ে গুলি চালাতেই হবে আমাকে। যদি আমি না পারি কাজটা করতে, আমার বদলে অন্য কেউ করবেই করবে। নিজের কবর নিজের হাতে খুঁড়েছে লোকটা, কবে সেখানে শুয়ে পড়বে সেটাই দেখার বিষয় এখন। এবং দৃশ্যটা...সুখকর হবে না তোমার জন্য।'

আরেকদিকে তাকিয়ে জিনা বলল, 'আমি জানি। আমাকে সহ্য করতে হবে সে-দৃশ্য। তুমি বলার অনেক আগেই প্রস্তুতিটা নেয়া হয়ে গেছে আমার। ...ফ্রেডের লাশও দেখতে হয়েছে আমাকে।'

'তোমার দুই ভাই...

'প্লিয,' হাত তুলে গিবসকে থামিয়ে দিল জিনা, 'ওদের ব্যাপারে কিছু বোলো না আমাকে, কারণ আমার মনের অবস্থা এমনিতেই ভালো না। একটা কথা মনে রেখো, ওরা তোমার কিংবা তোমাদের শত্রু হতে পারে, কিন্তু আমার জন্য মা'র পেটের ভাই। ওদেরকে থামাতে পারিনি আমি, সেটা আমার ব্যর্থতা। কিন্তু তাই বলে ওদেরকে মারতে পারি না আমি, ওদেরকে মারার কাজে সাহায্য করতে পারি না কাউকে। এবং...এবং চাইও না কেউ মারুক ওদেরকে।'

তিক্ত অনুভূতিটা বাড়ছে আস্তে আস্তে, টের পাচ্ছে গিবস; একইসঙ্গে বুঝতে পারছে, বিরক্তিটা পরিণত হচ্ছে ক্রোধে। বলল, 'এটা কোনো কথা হলো? ওরা যা খুশি তা-ই করতে থাকবে, অথচ কেউ কিছু বলতে পারবে না ওদেরকে? অতটা ভদ্রতা অন্তত আমার কাছ থেকে আশা কোরো না।'

'কিন্তু অতটা ভদ্রতা যদি দাবি করি তোমার কাছে?' আগের মতো ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল জিনা, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে

বইঘর.কম

গিবসের দিকে।

মেয়েটার উপর এবার সত্যিই রাগ হচ্ছে গিবসের। 'কোন্ অধিকারে বললে কথাটা?'

'অধিকার?' দৃষ্টি নত করল জিনা। 'পিটিয়ে শুইয়ে দিলে তুমি জেমসকে, তোমার দিকে হাতের পিস্তল তাক করল লেনর। ইচ্ছা করলে ওকে না-ও বাধা দিতে পারতাম আমি সেদিন, ঠিক না? ইচ্ছা করলে...ইচ্ছা করলে না-ও শুশ্রূষা করতে পারতাম তোমার, ঠিক না? অস্বীকার করতে পারো, আমার কাছে ঋণী হয়ে আছো তুমি?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল গিবস, তারপর বলল, 'না, পারি না। তুমি কি...আমাকে দিয়ে তোমার ভাইকে অক্ষত রাখার শপথ করিয়ে নিয়ে সে-ঋণ ভুলে যেতে বলছ?'

'যদি বলি তা-ই?'

দাঁতে দাঁত পিষল গিবস। 'তা হলে বলবো ভুল করছ তুমি। যতদিন বেঁচে থাকবো, তোমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবো, কিন্তু তা-ই বলে এমন কোনো দায়িত্ব নেবো না তোমার কাছ থেকে, যা বিরাট বোঝা হয়ে পিঠ নুইয়ে ফেলবে আমার। লড়াই শুরু করেছি, পিছিয়ে আসার উপায় নেই আর, ফলাফল যা-ই হোক না কেন,' লকহার্টের অফিসের দিকে তাকাল সে।

এখনও কেউ বের হয়ে আসেনি সেখান থেকে।

আরেকটা সিগারেট বানাল গিবস, সেটা ধরানোর জন্য ম্যাচকাঠি জ্বালিয়েছে, অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা এড়ানোর জন্য জিনা বলল, 'একটা মেয়ে খুঁজছে তোমাকে, গিবস।'

'মেয়ে!' আরও একবার তাজ্জব হয়ে জিনার দিকে তাকাল গিবস, সিগারেটে আগুন ধরাতে ভুলে গেছে। 'কে?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না জিনা, জ্বলন্ত ম্যাচকাঠির আলোয় একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গিবসের চেহারার দিকে।

মেয়েটার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেছে গিবস, এবং সেটা নিখাদ।

বইঘর.কম
কাতুজ

ভালোলাগার অদ্ভুত এক অনুভূতিতে ভরে উঠতে যাচ্ছিল জিনার মন, কিন্তু জোর করে নিজেকে সামলাল সে। খুশি চেপে রেখে বলল, 'নিজের নাম বলেনি মেয়েটা।'

চোখ পিটপিট করছে গিবস, এখনও বুঝতে পারছে না কার কথা বলছে জিনা।

'শেরিফের কাছে গিয়েছিল সে, খোঁজখবর করছিল তোমার ব্যাপারে। লকহার্ট তখন নিজের কাজে ব্যস্ত, তাই সময় দিতে পারেনি মেয়েটাকে, পাঠিয়ে দেয় ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের কাছে। বাড়িতে ছিল না ডাক্তার, মিসেস ওয়েস্টের সঙ্গে দেখা হয় মেয়েটার। সে আবার মেয়েটাকে পাঠিয়েছে আমার কাছে।'

হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ম্যাচকাঠি নিভিয়ে ফেলছে গিবস, সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছা চলে গেছে। কে এসেছে বুঝতে পারছে—লিমা গ্যানোন। ঠোঁটের ফাঁক থেকে সরাল সিগারেটটা, ঢুকিয়ে রাখল পকেটে, বিরক্তি ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে চেহারায়; ভাবলেশহীন হয়ে গেছে চোখ দুটো। নিভে যাওয়া কাঠিটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে বলল, 'কোথায় আছে মেয়েটা এখন?'

'হোটেলের লবিতে,' এতক্ষণ গিবসের চেহারার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে ছিল জিনা, পলক ফেলল এবার, 'একটা সোফায় বসে আছে। যাই, গিয়ে ডেকে আনি ওকে।' চলে যেতে উদ্যত হলো।

হাত বাড়িয়ে জিনার একটা হাত চেপে ধরল গিবস। 'ওকে না ডাকলে হয় না?'

আরও একবার খুশি হয়ে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলাল জিনা। 'না, হয় না। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে শহর ছেড়ে কোথাও যাবে না বেচারী—বলেছে আমাকে, হোটেলেই নাকি থাকবে। ওকে সময় দিতে গিয়ে লকহার্টের সঙ্গেও দেখা করা হলো না আমার। এখন হোটেল ছেড়ে বের হচ্ছিলাম সে-উদ্দেশ্যেই...'

'লকহার্ট? ওর সঙ্গে দেখা করতে চাও কেন?'

'তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছে জেমস, বলবো।

বইঘর.কম

...যাই, মেয়েটাকে নিয়ে আসি।' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হোটেলের ভেতরে ঢুকে গেল জিনা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক জোড়া রাইডিং বুটের খটাখট আওয়াজ পাওয়া গেল—দ্রুত হেঁটে আসছে কে যেন। কয়েক মুহূর্ত পরই দরজায় দেখা গেল লিমাকে, গিবসকে দেখামাত্র দামি কাপড়ের খসখস শব্দ তুলে দৌড়ে এল সে। কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত গলায় বলল, 'ওরা...ওরা...তোমার নামে হুলিয়া জারি করেছে! এখনই আমার সঙ্গে চলো তুমি। বাবাকে গিয়ে বলবো সব। বাবা যদি চায়, তোমার গায়ে ফুলের টোকাটাও দিতে পারবে না কেউ!'

'কিন্তু...' কথা শেষ করতে পারল না গিবস, লিমাকে কীভাবে সরিয়ে দেয়া যায় ভাবছে। আবেগপ্রবণ মেয়েটা যদি জানতে পারে সে যে-দৃষ্টিতে দেখে গিবসকে, লিমার প্রতি সে-রকম কোনো আবেগ নেই ওর, এবং যদি জানতে পারে সিনেটর গ্যানোন আসলে কোন্ জাতের মানুষ, তা হলে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করবে। লিমার পেছনে এসে দাঁড়াল জিনা এমন সময়, সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিটা খেলে গেল গিবসের মাথায়।

'কিন্তু কী?' অধৈর্য ভঙ্গিতে বলল লিমা।

'কিন্তু এখন তো আমি আর একা না।'

'একা না মানে?'

লিমাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল গিবস, জিনার একটা হাত ধরল। 'পরিচয় করিয়ে দিই। এর নাম জিনা, আমার বাগ্দত্তা।'

নিমেষে কালো হয়ে গেল লিমার চেহারা, ওর চোখ ঠিকরে বের হওয়া আহত দৃষ্টিটা ঠাহর করতে কষ্ট হয় না একটুও। ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠল ওর, ফুলে ফুলে উঠল নাকের বাঁশি; হাঁ হয়ে যাওয়া মুখ দিয়ে ফোঁপানিটা যাতে বেরিয়ে আসতে না পারে সেজন্য একটা হাত তুলে মুখ ঢাকল সে।

সব হারানোর এই অনুভূতির সঙ্গে কিছুদিন আগে পরিচয় হয়েছে জিনার, তাই লিমার প্রতি অকৃত্রিম মমতা টের পেল সে। ঘৃণায় আর

বইঘর.কম

রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছা করছে ওর, গিবসের শার্টের কলার চেপে ধরে জানতে চাইতে ইচ্ছা করছে, এত বড় মিথ্যা বলার মানে কী। দাঁতে দাঁত পিষে ভদ্রতার খাতিরে নিজেকে সামলাল সে। টান মেরে ছুটিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল হাতটা, কিন্তু লৌহকঠিন থাবায় হাতটা চেপে ধরে রেখেছে গিবস, তাই পারল না। বিষদৃষ্টিতে তাকাল লোকটার দিকে।

ওর দিকেই তাকিয়ে আছে গিবস, দৃষ্টিতে আকুতি।

কোনো একটা ঘটনা আছে, বুঝে নিয়ে আপাতত শান্ত হলো জিনা।

'ওহ্,' শেষপর্যন্ত বলতে পারল লিমা, আহাজারির মতো শোনাল শব্দটা। তাকিয়ে আছে জিনার দিকে—যার কাছে সে হেরে গেছে। 'মেয়েটা...মেয়েটা...খুব ভালো, গিবস। তোমাকে পাগলের মতো খুঁজছিলাম আমি, আবোলতাবোল সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলাম ওকে, তারপরও বিরক্ত হয়নি আমার উপর।' করুণ একটুকরো হাসি দেখা দিল ওর ঠোঁটের কোনায়। 'আমি...আসলে জানতাম না। তুমি চলে আসার পর অনেককিছু বদলে গেছে তা হলে? ভালো। শুধু শুধু তোমার জন্য এত উৎকণ্ঠা না দেখালেও পারতাম।'

'ঠিক,' এখনও জিনার হাত ছাড়েনি গিবস।

'কিন্তু গ্রেপ্তারি পরোয়ানা?' আস্তে আস্তে বলল লিমা। 'ওটার ব্যাপারে কী করবে?'

'দেখি কী করা যায়। তুমি বরং এক কাজ করো এখন। আজ রাতের জন্য হোটেলেই থেকে যাও। কাল সকালে পারলে রিযার্ভেশনে চলে যেয়ো। দেখি তোমাকে সাহায্য করার জন্য বলেকয়ে রাজি করাতে পারি কি না কাউকে।'

আর কিছু বলল না লিমা, একছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল হোটেলে। ওর রাইডিং বুটের খটাখট আওয়াজ দূর থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে।

একঝটকায় নিজের হাত ছুটিয়ে নিল জিনা। চাপা কিন্তু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'নিষ্ঠুর কোথাকার! মিথ্যুক! মেয়েটার মন ভাঙতে বিবেকে বাধল

বইঘর.কম

না? ...আমি তোমার বাগ্‌দত্তা, না? মিথ্যা কথাটা বলতে লজ্জা হলো না?'

একটা মুহূর্ত চুপ করে থাকল গিবস, তারপর বলল, 'মিথ্যা বলার জন্য দুঃখিত। পারলে ক্ষমা করে দিয়ো আমাকে। ...একটা কথা বলি?'

হ্যাঁ-না কিছু বলল না জিনা; ওর একটা হাতের কব্জি চেপে ধরেছিল গিবস, আরেকহাত দিয়ে ডলে ডলে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে লাল-হয়ে-যাওয়া জায়গাটা।

গিবস বলে চলল, 'তুমি যদি কাউকে দেখো আত্মহত্যা করার জন্য গিয়ে দাঁড়িয়েছে চলন্ত ট্রেনের সামনে, এবং যদি বাঁচাতে চাও লোকটাকে, তা হলে ওকে ধাক্কা মেরে সরানো অথবা লাথি মেরে সরানো সমান কথা। ঠিক না?'

জবাব দিল না জিনা।

'দেখে নিয়ো, আর কোনোদিন আমার ব্যাপারে ওভাবে খোঁজখবর করবে না লিমা। আর কোনোদিন আমার সন্ধানে ছুটে আসবে না এভাবে। আফসোস, এসবের মধ্যে টেনে আনতে হলো তোমাকে। ...কী করবো, বলো, কী করতে পারতাম—কাছাকাছি একমাত্র তুমিই ছিলে।'

'মেয়েটা তোমাকে ভালোবাসে,' বলতে গিয়ে টের পেল জিনা, বাক্যটা উচ্চারণ করতেও বিরক্তি বোধ করছে সে। 'তুমি কানা নাকি? কারও ভালোবাসাই কি নজরে পড়ে না তোমার?'

কারও ভালোবাসা?

কী বলতে চায় জিনা?

আশ্চর্য হয়ে মেয়েটার দিকে তাকাতে যাচ্ছিল গিবস, কিন্তু পারল না—শেরিফের অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে অচেনা লোকটা, হেঁটে চলে যাচ্ছে আরেকদিকে।

মুহূর্তের মধ্যে সব আবেগ আর আলস্য ঝেড়ে ফেলে দিল গিবস—কাজে নামার সময় হয়েছে। জরুরি গলায় বলল, 'জিনা,

বইঘর.কম

পারলে একটু যাও লিমার কাছে, সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করো ওকে। পরে দেখা কোরো ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে। ওকে বলে একটা লোককে দিয়ে লিমাকে যদি পাঠিয়ে দিতে পারো রিযার্ভেশনে...' কথা শেষ করল না, লাফিয়ে নামল রাস্তায়।

অফিসের বাতি নিভিয়ে দিয়ে বাইরে বের হয়ে এসেছে লকহার্ট, দরজার তালা লাগাচ্ছে।

শেরিফের অফিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে গিবস।

ততক্ষণে তালা দেয়া শেষ লকহার্টের, ঘুরে হাঁটা ধরেছে।

দ্রুত পা চালিয়ে লোকটার পাশে হাজির হলো গিবস। 'ইভনিং, শেরিফ।'

মুখ তুলে গিবসকে দেখল শুধু লকহার্ট, কিছু বলল না।

'শহরের বাইরে আছে বিগ জেমস,' বলে চলল গিবস। 'সে-ই পাঠিয়েছে আমাকে তোমার কাছে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় এখনই। আস্তাবলে বলে এসেছি আমি, তোমার ঘোড়া প্রস্তুত করে রেখেছে ওরা।'

আবারও গিবসের দিকে তাকাল লকহার্ট। 'এই সাপারের সময় আবার কী ঝামেলা পাকাল সে?'

'জন এভার্ট,' সংক্ষেপে বলল গিবস।

'কী হয়েছে লোকটার?'

'আমিও ঠিকমতো জানি না আসলে,' জরুরি কণ্ঠে বলল গিবস। 'ভালো হয় যদি আসো আমার সঙ্গে, জেমসের মুখ থেকেই না হয় শুনে নিয়ো কাহিনির বাকিটা।'

'কে তুমি?'

'গ্র্যাপ্লেলে কাজ-পাওয়া নতুন লোক। প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন লোক নিয়োগ দিচ্ছে জেমস, কাজেই আমার নাম জানা আর না-জানা তোমার জন্য সমান। ...দয়া করে জলদি করো।'

দ্রুত পা চালিয়ে আস্তাবলে গেল ওরা, বুঝে নিল যার যার ঘোড়া, চড়ে বসল স্যাডলে।

বইঘর.কম

যেদিক দিয়ে শহরে ঢুকতে পারে জেমস আর ওর লোকেরা, ঠিক তার উল্টোদিক দিয়ে শেরিফকে নিয়ে বেরিয়ে এল গিবস।

দশ-পনেরো মিনিট একটানা ছুটবার পর খটকা লাগল লকহার্টের। 'জেমস কোন্‌দিকে আছে, বলো তো?'

'রিযার্ভেশনের কাছাকাছি,' মুখে যা এল, বলে দিল গিবস।

'তুমি নিশ্চিত তো?'

জবাব না দিয়ে নিজের ঘোড়া লকহার্টের ঘোড়ার খুব কাছাকাছি নিয়ে গেল গিবস। ইতোমধ্যে বের করে ফেলেছে ওর রাইফেল, সেটার নল ঠেকিয়েছে শেরিফের একদিকের পাঁজরে।

কী ঘটছে সেটা যতক্ষণে টের পেল লোকটা, তার আগেই ওর হোলস্টার থেকে থাবা মেরে পিস্তলটা কেড়ে নিল গিবস। তারপর চট করে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সরে গেল কিছুটা।

লাগাম টেনে গিবসের দিকে তাকাল লকহার্ট। 'কে তুমি?' কণ্ঠে ভয়ের চেয়ে বিস্ময় বেশি।

'তোমার নিয়তি,' জবাব দিল গিবস।

তেরো

শহরে ঢুকে সোজা লকহার্টের অফিসে হাজির হলো জেমস।

আলো জ্বলছে না শেরিফের অফিসে, দরজায় তালা। মিনিট বিশেক এদিকে-সেদিকে খুঁজল সে লোকটাকে, কিন্তু কোনো পাত্তা নেই ওর।

একটা খুঁতখুঁতানি জাগল জেমসের মনে। এ-রকম তো হয় না সাধারণত? কোথায় গেছে লকহার্ট?

বইঘর.কম
কার্তুজ

নিজের একটা লোককে পাঠাল সে শেরিফের বাসায়, বাকি চ্যালাদেরকে নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা সেলুনে। বারে বসে গলা ভেজাচ্ছে, চুপ করে অপেক্ষা করছে লকহার্টের জন্য।

যাকে পাঠিয়েছিল শেরিফের বাসায়, কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল সে। জানাল, লকহার্টের বাড়িও ঘুটঘুটে অন্ধকার, ভেতরে কেউ নেই।

'তা হলে কোথায় গেল লোকটা?' জেমস টের পাচ্ছে, যত সময় যাচ্ছে তত অধৈর্য হয়ে পড়ছে সে।

'কেউ বলতে পারছে না। ব্লেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বলল, লম্বা একটা সময় শেরিফের অফিসে ছিল সে, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছে। সে বের হওয়ার পর পরই লকহার্টও বের হয়, দরজায় তালা লাগায়, সাপার খাওয়ার জন্য রওনা দেয়।'

'কিন্তু সাপার খেতে যায়নি লোকটা।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রাইডার, কিছু বলল না।

'শহরের সবগুলো ডাইনিংহলে গিয়ে খোঁজ করো। লকহার্টকে জরুরিভিত্তিতে দরকার আমার।'

কথামতো কাজ করল রাইডার, তারপর ফিরে এসে জানাল, কোথাও নেই লকহার্ট।

কনুইয়ের কাছে রাখা হুইস্কির বোতলটা একথাবায় উল্টে ফেলে দিল জেমস।

বুকের অর্ধেকটা খুলে রেখে একটা পিয়ানোর সামনে বসে গেছে এক গায়িকা, বাদ্যযন্ত্রটা বাজাচ্ছে আর সুরেলা গলায় প্রেমের গান গাইছে; কিন্তু যারপরনাই বিরক্ত জেমসের কাছে কাকের কা-কা'র মতো মনে হচ্ছে গানটা, উঠে গিয়ে থুতু দিতে ইচ্ছা করছে গায়িকার চেহারায়।

বড় হলটার প্রায় প্রতিটা টেবিলে চলছে পোকার খেলা, জুয়ায় মেতেছে কাউবয় আর পাঞ্চাররা; প্রতিটা টেবিল ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে ইচ্ছা করছে জেমসের।

বারটেণ্ডারের দিকে তাকাল সে। 'পেছনের ঘরে কেউ আছে?'

বইঘর.কম

'না,' জেমসের উপর খুব বিরক্ত হয়েছে বারটেণ্ডার—হুইস্কি ফেলে কাউন্টার ভিজিয়ে দিয়েছে সে, কিন্তু কিছু বলতেও পারছে না।

একছুটে বাইরে বেরিয়ে এল জেমস, তাকিয়ে আছে বড় রাস্তাটার দিকে, কী করা যায় ভাবছে। যে-আস্তাবলে ঘোড়া রাখে লকহার্ট সেটার কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ করেই, ছুট লাগাল সেদিকে। জায়গামতো পৌঁছে দেখল, দায়িত্বে আছে অল্পবয়সী এক ছেলে।

'শেরিফ লকহার্টের ঘোড়াটা দেখেছ?' ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল জেমস।

'দেখেছি মানে? ওটার পরিচর্যা তো আমিই করলাম। এমনকী সে যখন ঘোড়াটা চাইতে এল, আমিই তো ওটা বুঝিয়ে দিলাম ওকে।'

'কখন চাইতে এসেছিল?'

জবাবে কিছু বলল না ছেলেটা, বলতে পারল না আসলে, মাথা চুলকাচ্ছে। সময়ের হিসেবে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে।

জেমস জানতে চাইল, 'শেরিফ কি একা এসেছিল?'

'না।'

'কে ছিল ওর সঙ্গে?'

'এক পাঞ্চার। চিনি না লোকটাকে। শেরিফের আগে আরও একবার এসেছিল সে এখানে, আমার হাতে একটা ডলার দিয়ে বলল, কোথাও যাবে শেরিফ, ওর ঘোড়াটা যেন প্রস্তুত করে রাখি। কথামতো কাজ করি আমি। ...কোনো ভুল হয়েছে আমার?'

এক চড় মেরে ছেলেটার কয়েকটা দাঁত ফেলে দিতে ইচ্ছা করছে জেমসের। নিজেকে সংযত করে বলল, 'লোকটা তোমাকে শেরিফের ঘোড়া প্রস্তুত রাখতে বলে কোথায় গেল?'

'ফ্রি উইণ্ডের পোর্চে গিয়ে দাঁড়াল। সিগারেট খাচ্ছিল, আর একটা...না, দুটো মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। আসলে আমার মনে হয় শেরিফের জন্য অপেক্ষা করছিল সে।'

'তারমানে শেরিফের অফিসে যায়নি?'

'না। ...মানে, আমি যেতে দেখিনি।'

বইঘর.কম
কার্তুজ

'লোকটা দেখতে কেমন?'

'কোন্ লোক? ও, ওই পাঞ্চার? অনেকটা তোমার মতো—লম্বাচওড়া।'

'চেহারায় কাটাকুটির দাগ আছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে তো! অনেক।'

'তুমি বললে, দুটো মেয়ের সঙ্গে নাকি কথা বলেছে লোকটা। কার কার সঙ্গে, বলতে পারবে?'

'হ্যাঁ, পারবো। সুন্দরী একটা মেয়ে উঠেছে হোটেলে, আগে ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের বাড়িতে ছিল কয়েকদিন। ওই মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছে লোকটা। কথা বলেছে আরও একটা মেয়ের সঙ্গে। দ্বিতীয় মেয়েটা ওই পাঞ্চারের সঙ্গে কথা বলা শেষ করে দৌড়ে ঢুকে যায় হোটেলের ভেতরে, পাঞ্চার চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে আসে। একটা ঘোড়া ছিল ওর সঙ্গে, ওটার পিঠে চড়ে ছুট লাগায় কোন্‌দিকে যেন।'

'ঘোড়া!' চোখ পিটপিট করছে জেমস, টের পাচ্ছে ওর রাগ আর বিরক্তি কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, দ্বিতীয় মেয়েটা কে হতে পারে সেটা অনুমান করতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে। 'কোন্ ব্র্যাণ্ডের মার্কা মারা ছিল ঘোড়াটার পাছায়, জানো?'

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। 'ডব্লিউ.জি.।'

তারমানে...স্থির দাঁড়িয়ে থেকে ভাবছে জেমস...লিমা গ্যানোন আসলেই এসেছিল শহরে?

কিছুক্ষণ পর হোটেলে গেল সে, ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল জিনার রুমনম্বর। একেকবারে দুটো করে ধাপ টপকে গিয়ে হাজির হলো ওই ঘরের দরজায়। টোকা দিতে যাবে, এমন সময় দেখল, ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে দরজাটা, ভেতর থেকে আটকে দেয়া হয়নি।

কিছুটা আশ্চর্য হয়ে গেল জেমস। জোরে লাথি মারল দরজার পাল্লায়, হাঁ হয়ে খুলে গেল সেটা, পাল্লাসংলগ্ন দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফিরে এল কিছুটা।

বইঘর.কম

ভেতরে একটা সিঙ্গেলবেড, সেটাতে পিঠ সোজা করে বসে আছে জিনা। ওর মুখোমুখি একটা আর্মচেয়ার, সেখানে গা এলিয়ে দিয়ে আরাম করছে ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল। ঘরের বাতাসে হুইস্কির গন্ধ, কারণ একটা ছিপিখোলা বোতল রাখা আছে ডাক্তারের পায়ের কাছে, মেঝেতে।

বোনকে আরেকবার দেখে নিয়ে বিষদৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকাল জেমস। 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে! এখনই!'

জবাবে প্যান্টের পকেট থেকে একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ কোল্ট বের করল ম্যাক্সওয়েল। সেটা জেমসের দিকে তাক করে বলল, 'এই জায়গা তোমার বাপের না, আর আমারও দুনিয়ার উপর এমন কোনো মোহ নেই যে, তোমাকে ঠাণ্ডামাথায় খুন করার দায়ে ফাঁসিতে ঝুলতে খারাপ লাগবে। বরং তোমাকে খুন করার পর যদি ফাঁসি হয় আমার, একটা ইবলিসকে দুনিয়া থেকে বিদায় করার সান্ত্বনা নিয়ে মরতে পারবো।'

নিজের পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও সামলে নিল জেমস। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল জিনার দিকে। 'শুনলাম, গিবস নাকি এসেছিল শহরে?'

'তো?' জিনার চেহারা ভাবলেশহীন।

'শুনলাম, তুমি নাকি কথা বলেছ ওর সঙ্গে?'

'তো?'

'যে-লোক খুন করেছে তোমার ভাইকে, যার নামে হুলিয়া...'

হাত তুলে জেমসকে থামিয়ে দিল জিনা। শান্ত গলায় বলল, 'গিবস খুন করেনি ফ্রেডকে। কথাটা যেমন আমি জানি, ঠিক তেমন তুমিও জানো। কাজেই দয়া করে বাজে বোকো না। ...কেন এসেছ আমার কাছে?'

'জানাতে এসেছি, তোমার বন্ধু টালি গিবস কিছুক্ষণ আগে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে আমাদের শেরিফকে।'

'সেক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি? আমি কি ব্ল্যাক হিলসের ডেপুটি

বইঘর.কম

শেরিফ? ...তথ্যটা আমাকে জানাতে এসে তোমার মূল্যবান সময় অপচয় করলে, জেমস।'

'তুমি যে ব্ল্যাক-হিলসের ডেপুটি শেরিফ না, সেটা জানা আছে আমার।'

'তা হলে কেন এসেছ এখানে? কেন আসামাত্র গুণ্ডামি শুরু করেছ?'

'যেহেতু এই শহরে গিবসের একমাত্র বন্ধু তুমিই, সেহেতু জানতে চাই, সে কোথায় নিয়ে গেছে শেরিফকে।'

'আমি গিবসের বন্ধু? ...হ্যাঁ, তা বলা যায় বটে। তবে আমিই একমাত্র না, এখানে আরও বন্ধু আছে ওর। যা-হোক, তোমার জ্ঞানপিপাসা মেটানোর জন্য বলছি, লকহার্টকে গিবস আদৌ কিডন্যাপ করেছে কি না তা যেমন জানি না আমি, একইভাবে এটাও জানি না, কোথায় গেছে লোকটা। গিবসের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, কিন্তু নিজের পরিকল্পনার ব্যাপারে আমাকে কিছু বলেনি সে।'

'লকহার্টকে গিবস আদৌ কিডন্যাপ করেছে কি না মানে? আমার কথা বিশ্বাস হয় না তোমার?'

'না, হয় না, এবং গ্র্যাপ্পেল ছেড়ে চলে আসার আগেও সেটা জানিয়েছি তোমাকে। তখনও বলেছি তুমি একটা মিথ্যুক, এখনও বলছি।'

'জিনা!'

'ধমক দিয়ো না, জেমস। দুনিয়ার সবাই তোমার হুঙ্কার শুনলে ভয় পেতে পারে, তোমার রক্তচক্ষু দেখলে ঘাবড়ে যেতে পারে, কিন্তু আমার বেলায় প্রযোজ্য না সেটা। ...খুলিতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে সেটা ফেটে মৃত্যু হয়েছে ফ্রেডের; ঘটনাটা যখন ঘটেছে, যেখানে ঘটেছে, তখন সে-জায়গা থেকে অনেক দূরে ছিল গিবস, সে-সময় ওর সঙ্গে কী ঘটছিল তা আমার মতো তুমিও জানো মনে হয়। তারপরও ফাঁসিয়ে দিয়েছ তুমি লোকটাকে। মিথ্যা বলা যার স্বভাব, সে সত্যি বললেও তাকে বিশ্বাস করে না লোকে, জানো তো?'

বইঘর.কম

কিছু বলল না জেমস, বলতে পারল না আসলে।

জিনা বলে চলল, 'গিবস যদি আসলেই কিডন্যাপ করে থাকে লকহার্টকে, তা হলে আমি যারপরনাই খুশি।'

'তুমি...খুশি?' কথা ফুটল জেমসের মুখে।

'হ্যাঁ, খুশি। কারণ ও-রকম অথর্ব একটা শেরিফ থাকার চেয়ে, শহরে কোনো শেরিফ না-থাকা অনেক ভালো। দুই, যা শুরু করেছ তুমি, তোমার সঙ্গে যে-কোনোদিন গুলি খেয়ে মরত আঙ্কেল লকহার্ট। এখন যে-ক'টা দিন শহর থেকে দূরে থাকবে সে, ওর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা তত বাড়বে।'

ক্রূর হাসি হাসল জেমস। 'বুঝেছি, এ-ই তা হলে ঘটনা? সেবাশুশ্রূষা করতে গিয়ে মন দেয়ানেয়া হয়ে গেছে তোমার আর গিবসের মধ্যে? তারমানে নিজের বাড়িতে অভিসারখানা চালু করেছে ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল?'

'মুখ সামলে কথা বলো, জেমস। আমি তোমার বোন।'

'লোকটার মধ্যে আছে কী বুঝলাম না,' মুখ সামলানোর কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছে না জেমস। 'শুনলাম, শয়তানটার সঙ্গে দেখা করেই নাকি ঘোড়ায় চেপে ছুট লাগিয়েছে আরেক মাগী?'

'জেমস!' চিৎকার করে উঠল জিনা।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ম্যাক্সওয়েল, কোল্টটা তাক করেছে জেমসের বুক বরাবর। 'বদমাশ কোথাকার! বের হ এখান থেকে!'

নির্লজ্জের মতো হাসল জেমস। 'জিনা, নিজের রানশ ছেড়ে এসে এখন তা হলে মাতাল, খুনি আর কিডন্যাপারদের সঙ্গে মিশতে শুরু করেছ?'

ট্রিগারে টান দিল ম্যাক্সওয়েল।

বদ্ধ জায়গায় বিকট শোনাল গুলির আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে কাচ ভাঙার শব্দ পাওয়া গেল।

চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল জেমস, কিন্তু ওর কিছুই হয়নি টের পেয়ে খুলল। দেখল, বারুদপোড়া ধোঁয়া কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে,

বইঘর.কম

একদিকের জানালার কাচ ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেটটা।

'খোদার কসম!' দাঁতে দাঁত পিষে বলছে ম্যাক্সওয়েল, 'পরের বুলেটটা তোর বুকে ঢুকবে।'

'না!' আবারও চিৎকার করল জিনা, লাফিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ম্যাক্সওয়েলের একপাশে, আলতো করে একটা হাত রাখল লোকটার কাঁধে।

আরেকবার ক্রূর হাসি হেসে জিনার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জেমস।

আর্মচেয়ারটাতে ধপ করে বসে পড়ল ম্যাক্সওয়েল। 'জিনা, তোমার সঙ্গে যদি পরিচয় না থাকত আমার, বিশ্বাস করো, আজ বাপ-মা তুলে গালি দিতাম তোমার ভাইকে।'

'আঙ্কেল ম্যাক্স, তুমি বরং যত তাড়াতাড়ি পারো বাসায় ফিরে যাও। হোটেলের বাইরে জেমসের লোকজন থাকতে পারে।'

'কিন্তু তুমি? তুমি কী করবে? তোমারও তো এই হোটেলে থাকা নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না।'

'কী করবো তা বলতে পারছি না এখনই। কাল সকালে একজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য শহরের বাইরে একজায়গায় যেতে হবে আমাকে, ফিরে আসতে কয়েকদিন লাগতে পারে। কী করবো সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবো ফিরে আসার পর।'

উঠে দাঁড়াল ম্যাক্সওয়েল; দেয়ালের হুকে ঝুলছে ওর হ্যাট, সেটা খুলে নিয়ে মাথায় দিল। কোল্টটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে নিচু হয়ে তুলে নিল হুইস্কির বোতল। চলে যাচ্ছিল, কিন্তু কী মনে হওয়ায় ঘুরে তাকাল জিনার দিকে। দু'চোখে খেলা করছে কৌতুক, মিটিমিটি হাসি ঠোঁটের কোনায়। 'একটা কথা বলি?'

'কী?'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, কোনো একটা পরিবর্তন এসেছে তোমার ভেতরে। এবং হঠাৎ করেই ঘটে গেছে সেটা।'

'পরিবর্তন?' চোখ পিটপিট করছে জিনা, 'কীসের পরিবর্তন?'

বইঘর.কম

'সেটা আমার চেয়ে তুমিই ভালো জানো। যা জানো, তা না জানার ভান করা কি ঠিক?'

উত্তর দিল না জিনা, দিতে পারল না আসলে; একটুখানি লাল হয়ে গেছে সুন্দর চেহারাটা।

গুডনাইট জানিয়ে বেরিয়ে গেল ম্যাক্সওয়েল।

আর্মচেয়ারটাতে গা এলিয়ে দিয়ে নিথর বসে আছে জিনা।

অনেকক্ষণ হলো চলে গেছে ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল। কিন্তু আটকানো হয়নি দরজাটা। কেন যেন ওটা আটকাতে ইচ্ছা করছে না জিনার। কেন যেন অদ্ভুত এক আলস্য পেয়ে বসেছে ওকে। জানালার ভাঙা কাচের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

তাকিয়ে আছে, কিন্তু দেখছে না কিছুই।

কী বলে গেল আঙ্কেল ম্যাক্স?

পরিবর্তন এসেছে জিনার ভেতরে? এবং হঠাৎ করেই ঘটে গেছে সেটা? তারমানে পরিবর্তনটা লুকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে জিনা?

যা সে জানে, তা না জানার ভান করে কি আসলেই ভুল করছে?

কী দুঃসাহসী একটা লোক! মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছে ওর, এবং ঘোষণাটা দিয়েছে যে, তাকেই অপহরণ করে নিয়ে গেল?

আচ্ছা, টালি গিবসকে নিয়ে কেন ভাবছে জিনা?

লোকটা বার বার কেন হানা দেয় ওর চিন্তাভাবনায়?

জিনার সঙ্গে দেখা করার জন্য ওর হোটেলরুমে এসেছিল ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল; লোকটাকে...আশ্চর্য হয়ে স্মরণ করল জিনা...শুধু টালি গিবসের কথা বলেছে সে—আজ কীভাবে দেখা হলো গিবসের সঙ্গে, ওকে কোন্ কোন্ কথা বলল গিবস, লিমা কী বলল, ওকে তাড়ানোর জন্য গিবস কী করল...সব। জিনার মনে পড়ে যাচ্ছে, সে যখন বকবক করছিল ডাক্তারের সঙ্গে তখন মুচকি মুচকি হাসছিল লোকটা, নির্জলা হুইস্কি গিলতে গিলতে উপভোগ করছিল জিনার

বইঘর.কম

কথাগুলো।

পরিবর্তনটা কি তখনই ধরা পড়েছে ম্যাক্সওয়েলের চোখে?

আরেকবার লাল হলো জিনার দু'গাল—নিজের অজান্তে নিজের মনের খবর ফাঁস করে দিয়েছে সে।

কিন্তু তাতে তেমন কোনো লাভ হয়নি, হয়েছে কি?

সন্দেহ নেই লিমা ভালোবাসে টালি গিবসকে, এবং লোকটাকে চায় মেয়েটা। কী নেই লিমার? যৌবন আছে, ধারালো না হলেও অন্যরকম একটা সৌন্দর্য আছে, এবং মনে হয় বড়লোক বাপের একমাত্র সন্তান। একজন পুরুষের কামনার পাত্রীতে পরিণত চাইলে আর কী চাই একটা মেয়ের?

কিন্তু আশ্চর্য, গিবস ভালোবাসে না মেয়েটাকে, তেমন একটা পছন্দও করে না—জিনা নিশ্চিত। সেজন্যই নির্মম আচরণ করতে পেরেছে সে লিমার সঙ্গে, ওদের দু'জনের মাঝখানে জিনাকে দাঁড় করিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে।

কোনো এক অজ্ঞাত কারণে নিজের পথ থেকে লিমাকে সরিয়ে দিতে চায় গিবস। প্রশ্ন হচ্ছে, কারণটা কী?

লিমার কথা শুনে যে-অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল গিবসের চেহারায়, সেটা স্পষ্ট খেয়াল আছে জিনার। তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল লোকটা, একটা মেয়ে যে খুঁজতে পারে ওকে সেটা কল্পনাও করেনি। লিমাকে দেখে কিছুটা যেন রাগও করেছিল সে।

ওদের দু'জনের মধ্যে যদি ভালোবাসাবাসির সম্পর্ক থেকে থাকে, তা হলে এই আশ্চর্য হওয়ার মানে কী? রাগ করার কারণ কী?

উঠে দাঁড়াল জিনা, অধৈর্য ভঙ্গিতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। রাগ হচ্ছে ওরও—নিজের উপরই। যেখানে নিজের নিরাপত্তা আর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করা উচিত ওর, সেখানে এসব কী ভাবছে সে? কেন টালি গিবসের সেই ক্ষতবিক্ষত আর ব্যাণ্ডেজবাঁধা শরীরটা বার বার ভেসে উঠতে চাচ্ছে চোখের সামনে? কেন বার বার মনে পড়ছে ওকে বলা লোকটার প্রথম কথাটা, 'পত্রিকাটা দেখতে পারি, ম্যা'ম?'

বইঘর.কম

মনে পড়ে যাচ্ছে আরও অনেক কথা:

'মিস, ওরা যখন এখানে নিয়ে এল আমাকে, আমার সঙ্গে কোনো পিস্তল ছিল? ...একটা যোগাড় করে দিতে পারবে, প্লিয? ...বিশ্বাস করো, একটা পিস্তলের খুব দরকার আমার।'

দিয়েছিল জিনা; কেন দিয়েছিল জানে না, লোকটার অসহায়ত্ব আর লড়াই করে বেঁচে থাকার প্রচণ্ড আকুতিই হয়তো নাড়া দিয়েছিল ওকে, তাই গানবেল্টসহ একটা ঝকঝকে সিক্সগান কিনে এনেছিল স্টোর থেকে। অল্প যে-ক'টা ডলার নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল সে গ্র্যাপ্পেল ছেড়ে, সেখান থেকে কিছু খরচ করে কিনেছিল অস্ত্রটা।

কী না করেছে সে লোকটার জন্য?

রাতের পর রাত বসে থেকেছে রকিংচেয়ারটাতে, চোখটা লেগে এলেই ধড়মড় করে জেগে উঠেছে—এই না পানি খেতে চায় লোকটা; এই না বলে, 'একটু সুপ খাইয়ে দেবে?'

তারপর যে-রাতে মারামারি করল লোকটা জেমসের সঙ্গে, সে-রাতে জিনা যদি সিক্সগানটা নিয়ে গিয়ে না দাঁড়াত, ওকে এত সহজে ছেড়ে দিত লেনর?

অভিমান উথলে উঠল জিনার—এতকিছুর বিনিময়ে লোকটা কী করেছে?

চলে যাওয়ার আগে একটাবার বলে যাওয়ারও দরকার মনে করেনি জিনাকে। স্রেফ উধাও হয়ে গেছে চোরের মতো। কই, শেরিফকে কিডন্যাপ করার জন্য যখন ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছিল, কত কথাই তো বলল জিনার সঙ্গে, কিন্তু একটাবারের জন্যও তো কৃতজ্ঞতা স্বীকার করল না? বরং যেইমাত্র লিমাকে সরিয়ে দেয়ার দরকার মনে করল নিজের পথ থেকে, সঙ্গে সঙ্গে জিনার হাত খামচে ধরে বলল, 'পরিচয় করিয়ে দিই। এর নাম জিনা, আমার বাগ্দত্তা।'

'বাগ্দত্তা, না?' বিড়বিড় করে বলল জিনা। 'ঢং করার আর জায়গা পাও না?'

দাঁতে দাঁত পিষল সে নিজের অজান্তেই, কাঁপতে থাকা ঠোঁট দুটো

বইঘর.কম
কাতুজ

সামলাতে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল নীচেরটা। আবারও বিড়বিড় করে বলল, 'টালি গিবস, তোমার মতো পুরুষরা আসলে তোমাদের সিক্সগানটার মতো, স্যাডলব্যাগের সঙ্গে ঝোলানো উইনচেস্টার বা কারবাইনটার মতো ব্যবহার করো মেয়েদেরকে। তোমাদের কাছে মেয়েরা স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার ছাড়া আর কিছু না। তাই যারা মুমূর্ষু অবস্থা থেকে সারিয়ে তোলে তোমাদেরকে তাদের প্রতি কোনো কৃতজ্ঞতা নেই তোমাদের, তাদের প্রতি সামান্য অনুভূতিটুকুও নেই।'

ছুটে গিয়ে দড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিল সে। তারপর কাপড় না ছেড়েই প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল বিছানায়।

মোচড় দিচ্ছে ওর বুকের ভেতরটা, বঞ্চনার হাহাকার উঠে আসতে চাচ্ছে গলা দিয়ে, নিজের দুর্বলতায় প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে নিজের উপরই।

কখন ভালোবেসে ফেলেছে সে টালি গিবসকে?

কখন?

চোদ্দ

একের বেশি ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে লাইনশ্যাকের দরজায় রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে ছিল ওল্ডারসন। গিবসকে চিনতে পেরে একটা হাত একটুখানি নাড়ল সে, সঙ্গের লোকটা লকহার্ট বুঝতে পেরে একচিলতে হাসি খেলে গেল ওর ঠোঁটে। একটু পর যখন দেখল শেরিফের দিকে রাইফেল তাক করে রেখেছে গিবস, তখন একটা ভ্রূ উঁচু হয়ে গেল ওর।

'হাউডি, শেরিফ,' লকহার্ট কাছে এসে রাশ টানার পর তরল গলায় বলল সে। 'তোমার মতো একজন গণ্যমান্য অতিথি পেয়েছি,

বইঘর.কম

আমাদের আজকের সাপারটা জমবে ভালো।'

কোনো মন্তব্য করল না লকহার্ট। একটানা অনেকক্ষণ বসে থেকেছে স্যাডলে, অভ্যাসটা নেই ওর, তাই কোমর থেকে নীচের দিকে তেমন একটা সাড়া পাচ্ছে না। তা ছাড়া ক্ষুধাও লেগেছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে যথেষ্ট কসরত করতে হলো ওকে। ইঙ্গিতে গিবসকে দেখিয়ে ওল্ডারসনকে বলল, 'তোমার বন্ধু নাকি?'

'শুধু বন্ধুই না, সবচেয়ে ভালো বন্ধু।'

'তা হলে যদি সুযোগ পাই, ওর সঙ্গে তোমাকেও নিয়ে ঢোকাবো জেলে। ইতোমধ্যে জেনে গেছি, কে সে।'

'কেন? হঠাৎ জেলের প্রসঙ্গ আসছে কেন?'

লাফিয়ে স্যাডল ছেড়ে নামল গিবস, টানটান করে দিল হাত-পা, আড়মোড়া ভাঙল। গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটার ব্যাপারে বলল ওল্ডারসনকে।

'টাকাটা শেষপর্যন্ত আমার পকেটেই ঢুকবে, দেখে নিয়ো,' দুর্বল গলায় গিবসকে হুমকি দিল লকহার্ট। 'এসব করে পার পাবে না তুমি।'

'এখন পর্যন্ত তো পার পেয়ে যাচ্ছি বার বার। কই, সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েও তো আমার কিছু করতে পারল না জেমস? পারবেও না আশা করি। কাজেই বকবকানি বন্ধ করো। ঘোড়াগুলোকে খেতে দিয়ে খেতে বসতে হবে আমাদের,' নিজের আর লকহার্টের ঘোড়া থেকে স্যাডল আর দড়িদড়া আলগা করে নিতে লাগল গিবস। কাজ করতে করতে এভার্টের রানশে জেমসের হামলার কাহিনি বলল ওল্ডারসনকে। খেয়াল করল, কান খাড়া করে কথাগুলো শুনছে লকহার্ট। তারপর পিস্তলের মুখে শ্যাকের ভেতরে নিয়ে ঢোকাল লোকটাকে, বসিয়ে দিল এককোনায়।

ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাল ওল্ডারসন, আগুন উস্কে দেয়ার শিকে এল্কের কিছু মাংস গেঁথে ঝলসে নিল।

'শিকার করেছ নাকি?' মাংসগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল গিবস।

মাথা ঝাঁকাল ওল্ডারসন। 'খেয়াল করেছি, এই জায়গা একেবারেই

বইঘর.কম
কাতুজ

মানব-পরিত্যক্ত হওয়ায় মাঝেমধ্যে বেশ কাছে চলে আসে মূল পাল থেকে আলাদা হয়ে-যাওয়া দু'-চারটা এল্ক। তুমি চলে গেলে, একা একা কী করবো ভাবতে ভাবতে বাড়িয়ে নিলাম আমাদের মাংসের স্টক। ...থলথলে ভালুকের সঙ্গে দেখা করেছিলে?'

'করেছিলাম। লুক শর্ট, মানে ইণ্ডিয়ান এজেন্টটার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে সর্দারদের। ওর প্রস্তাব পছন্দ হয়নি অনেকেরই। তবে শর্ট কথা দিয়েছে, সম্ভাব্য যা যা লাগে সবই দেবে সে—লাঙল-জোয়াল থেকে শুরু করে বীজ-সার পর্যন্ত সব। দরকার হলে নাকি ডিপ ফ্রস্টের পাদদেশে বাড়িও বানিয়ে দেবে ইণ্ডিয়ানদের।'

'হুঁ,' টিনের তিনটা প্লেট বের করল ওল্ডারসন, সেগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঝলসানো মাংস আর শুকনো বিস্কিট রাখল। তারপর টিনের তিনটা কাপে গরম কফি ঢেলে ওগুলো নিয়ে বসে পড়ল লকহার্টের পাশে। একটা করে প্লেট আর কাপ টেনে নিল ওরা।

নীরবে খাওয়া চলল কিছুক্ষণ।

একসময় জানতে চাইল ওল্ডারসন, 'রিযার্ভেশনের ঠিক কোন্ অংশটা দখলে নিতে চাচ্ছে সরকার?'

মুচকি হাসল গিবস, জানত প্রশ্নটা করবে ওল্ডারসন। 'বলছি। তার আগে তুমি বলো কোথায় গিয়েছিলে এ-ক'দিনে, এবং কী করলে সেখানে।'

'গিয়েছিলাম আমার ছাপাখানাটা যে-শহরে আছে সেখানে। আমার কিছু পুরনো কাপড় আর একটা শটগান নিয়ে এসেছি। কিছু শুকনো খাবারও এনেছি। ওখানকার জরিপ অফিসে পরিচিত এক লোক আছে আমার, ওর কাছে গিয়ে বললাম, ব্যবসা করবো—রিযার্ভেশন লাগোয়া কিছু জমি লিয নিতে চাই, প্রয়োজনীয় ম্যাপ দেখাতে পারবে কি না। রিযার্ভেশনের সঙ্গে যে-ক'টা আউটফিট আছে, সবগুলোর ম্যাপ দেখাল আমাকে লোকটা। দরকারি তথ্য টুকে নিলাম, গিয়ে গিয়ে দেখা করলাম সবগুলো আউটফিটের মালিকদের সঙ্গে। প্রায় সবারই এক কথা—বাজারমূল্যের চেয়ে কিছু বেশি পেলে লিয দিতে আপত্তি নেই

বইঘর.কম

কারোরই। শুধু একটা আউটফিট—বোয়েহেম ব্রাদার্স...জার্মানি থেকে এসে এখানে থিতু হয়েছে ওরা...রাজি হলো না কিছুতেই। প্রথমে দেখাই করতে চাচ্ছিল না আমার সঙ্গে। আমি অনেক জোরাজুরি করে দেখা করার পর সাফ জানিয়ে দিল, বাজারমূল্যের চেয়ে যদি পাঁচগুণও বেশি দিই ওদেরকে, লিয দেবে না। ...চেনো নাকি ওদেরকে?'

মাথা ঝাঁকাল গিবস।

'ওদের জমিতে কিছু ঘাপলা দেখেছিলাম আমি ম্যাপে,' বলে চলল ওল্ডারসন, 'ফস করে বলে বসলাম, যে-জায়গার মালিক ওরা না সেটা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করছে কেন। তখন পারে তো আমাকে মারে দুই ভাই। কোনোরকমে পালিয়ে এলাম। ...জানো, আসলেই ওই জায়গার মালিক ওরা না। জরিপ অফিসের রেকর্ড বলছে, জায়গাটার মালিক উইল গ্যানোন।'

মৃদু একটা শিস দিল গিবস।

'রিযার্ভেশনের উত্তরদিকের সীমানায় পড়েছে বোয়েহেমদের রেঞ্জ। পুবে একটা নদী আছে, সেটার দু'তীরের প্রায় পুরো এলাকাই অকেজো। গেলাম দক্ষিণে, যে-ক'টা স্প্রেড আছে সবগুলোর মালিককে জিজ্ঞেস করলাম লিয দিতে রাজি আছে কি না। এখানেও একই ব্যাপার—একজন ছাড়া বাকিরা রাজি।'

'রাজি না কে?'

'বাইড ম্যারিনার। বুড়ো আর বিপত্নীক একটা লোক। ইয়া বড় বড় সাদা গোঁফ আছে লোকটার, এবং সেটার কারণে ঢেকে গেছে চেহারার প্রায় অর্ধেক। বোয়েহেম ভাইদের মতো খারাপ ব্যবহার করেনি সে, তবে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে, বিক্রি করা বা লিয দেয়া কোনোটাই সম্ভব না ওর পক্ষে। আবার গেলাম জরিপ অফিসে, ফাইলপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। না, কোনো ঘাপলা নেই ম্যারিনারের দলিলদস্তাবেজে, নিজের জায়গাই ভোগ করছে সে।'

প্লেট নামিয়ে রেখে কফির কাপ টেনে নিল গিবস, কিছু বলল না। চুপ করে আছে লকহার্টও, ওল্ডারসনের কথাগুলো গিলছে যেন।

বইঘর.কম

'তবে ঘাপলাটা আছে অন্য জায়গায়,' বলল ওল্ডারসন।

'অন্য জায়গায়?' একচুমুক কফি খেয়ে মগটা নামিয়ে রাখল গিবস, পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল।

'ম্যারিনারের ওখানে যখন ছিলাম তখন বেশকিছু প্রশ্ন করি ওকে। জানতে পারি, বছরে পঞ্চাশটার বেশি গরু বিক্রি করে না সে, রানশ চালাতে খরচপাতি যা হয় মোটামুটি একটা হিসেব করে একবারে দিয়ে দেয় প্রতিবছর, কোনো বন্ধু নেই ওর, মদ খায় না, কোথাও আড্ডাও দেয় না। এসবের মানে কী?'

'কী?'

'জমিটা ম্যারিনারের নামে রেজিস্ট্রি করা আছে ঠিকই, কিন্তু অন্য কারও হয়ে রানশ চালাচ্ছে সে। অনেকটা বোয়েহেমদের মতোই।'

'তারমানে...বলতে চাও, বোয়েহেম আর ম্যারিনার আসলে গ্যানোনের লোক?'

'খুব সম্ভব। কিন্তু সেটা বড় কথা না। বড় কথা হচ্ছে, বেনামে স্প্রেড দুটো চালাচ্ছে গ্যানোন; উদ্দেশ্য: ইণ্ডিয়ান রিযার্ভেশনের বিশাল একটা জায়গা ঘিরে রাখা। এবং আমার ধারণা, যে-জায়গা ঘিরে রেখেছে সে, সেটাই সরকারের নাম দিয়ে কিনে নিতে চাচ্ছে।'

থলথলে ভালুক কোন্ জায়গার বিবরণ দিয়েছে গিবসের কাছে, জানাল সে।

'দেখলে?' প্লেট নামিয়ে রাখার সময় হাসল ওল্ডারসন, 'কীভাবে কাকতালীয়ভাবে মিলে গেল সব?'

সিগারেটে দু'বার টান দিয়ে গিবস বলল, 'ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে বুঝে পাওয়া জমি নিলামে তুলবে সরকার, কিন্তু আইনি জটিলতার কারণে বেশি দামে বিক্রি করতে পারবে না বাইরের কারও কাছে। কারণ আমাদের রাজ্যের আইন বলে, যে-জমি তুমি নিলাম করতে চাও, সেটার প্রতিবেশী কেউ যদি দর হাঁকে, দাম কম হলেও সে-লোকের কাছেই জমিটা বেচতে হবে তোমাকে। তারমানে বোয়েহেম আর ম্যারিনারকে দিয়ে বেনামে ওই জায়গা দখল করে নেবে

বইঘর.কম

গ্যানোন।'

'এখন কথা হচ্ছে, ঠিক ওই জমিটাই যে একদিন নিলামে উঠবে, সেটা এত আগে থেকে জানল কী করে গ্যানোন?'

'জেনেছে যেভাবেই হোক। সরকারি উঁচু মহলে যোগাযোগ থাকলে অনেক খবরই পাওয়া সম্ভব। আমার প্রশ্ন হলো, কী এমন আছে ওই কয়েক শ' একর জমিতে?'

মাথা নাড়ল ওল্ডারসন। 'জানি না এখনও।'

'কিন্তু দেখো, ওই জমিটাই গ্যানোনের ব্যাংক। ওটা লুটে নেয়ার জন্যই সারা ব্ল্যাক হিলসে রেঞ্জওয়ার লাগিয়ে দিতে চাচ্ছে সে।'

রেঞ্জওয়ার শব্দটা শুনে নড়েচড়ে বসল লকহার্ট। 'ব্ল্যাক হিলসের ঝামেলার সঙ্গে সিনেটর গ্যানোনের সম্পর্ক কী?'

'যার কথামতো উঠবস্ করো তুমি, সেই বিগ জেমসকে তো গ্যানোনই লেলিয়ে দিয়েছে ব্ল্যাক হিলসের রানশারদের পেছনে। এদিকে গত পাঁচ বছর ধরে ওল্ডারসন লেগে আছে গ্যানোনের পেছনে, এত লম্বা একটা সময় পরে আজ জানতে পারলাম কেন রিযার্ভেশন-জালিয়াতি করতে যাচ্ছে লোকটা। গ্যানোন টের পেয়েছিল, ওর মতবল ফাঁস হয়ে যেতে পারে, তাই সবার দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য জেমসকে বেছে নিয়েছে সে। লোক পাঠিয়ে ওল্ডারসনকে কিডন্যাপ করিয়েছিল সে, ইচ্ছা ছিল একদিক দিয়ে শুরু হবে রেঞ্জওয়ার, আরেকদিক দিয়ে ওকে খুন করিয়ে গুম করে ফেলবে লাশটা। এত হুলস্থূলের মধ্যে কে খুঁজতে যাবে ওল্ডারসনকে? আর একবার যদি ওল্ডারসনকে সরিয়ে ফেলতে পারত সে, অন্য কেউ ওর পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ানোর মতো সাহস দেখাত না। যাকে সারা দুনিয়ার মানুষ নিপাট ভদ্রলোক বলে জানে, ওল্ডারসন ছাড়া আর কে তাকে জালিয়াত বলবে?'

চুপ করে আছে লকহার্ট, খবরটা হজম করতে সময় লাগছে।

খাওয়া শেষ, এঁটো প্লেট-মগগুলো সরিয়ে নিয়ে গেল ওল্ডারসন। ওগুলো ধুয়ে তুলে রাখল জায়গামতো। ফিরে এসে বসে পড়ল লকহার্ট

বইঘর.কম

আর গিবসের সঙ্গে, পাইপ ধরাল। নিজের হাতে একটা সিগারেট বানিয়ে শেরিফকে দিল গিবস।

তামাকপোড়া গন্ধে সিগারেটের জন্য আকুলিবিকুলি করছিল লকহার্টের ফুসফুস, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছিল না, গিবস সিগারেটটা দেয়ায় বুভুক্ষুর মতো সেটা নিল সে, আগুন ধরিয়েই কষে টান দিল কয়েকবার। তারপর নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'টালি গিবস, তুমি মানুষটা তো দেখছি তেমন একটা খারাপ না। কী ভেবে খুন করতে গেলে জেমসের ভাইকে, বলো তো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গিবস। 'আমি খুন করিনি ফ্রেড ল্যাকারিকে।'

'সব খুনিই প্রথমে খুনের কথা অস্বীকার করে।'

'তা হয়তো করে, কিন্তু আমি আসলেই খুন করিনি ফ্রেডকে। যেদিন শহরে ফিরে যাবে সেদিন জিজ্ঞেস করে দেখো ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল আর ফ্রেড-জেমসের বোন জিনাকে। কীভাবে মারা গেছে ফ্রেড, বিস্তারিত বলতে পারবে ওরা।'

'তারমানে...'

'ফ্রেডের মৃত্যুটা আসলে হয়তো একটা দুর্ঘটনা, শেরিফ। আমাকে ফাঁসানোর জন্য তোমার কাছে মিথ্যা নালিশ দিয়েছে জেমস। তবে...'

'তবে?'

'ফ্রেড মারা যাওয়ায় কিন্তু খুশি হয়েছিলাম আমি।'

আবারও নড়েচড়ে বসল লকহার্ট। 'কেন?'

'গল্পটা বেশ লম্বা, শুনতে হয়তো ভালো লাগবে না তোমার। তা ছাড়া যেহেতু মরে গেছে ফ্রেড, আমার কথা সত্যি নাকি মিথ্যা তা গিয়ে জিজ্ঞেসও করতে পারবে না লোকটাকে।'

'তা হয়তো পারবো না, কিন্তু গল্পটা কী?'

'ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করত ফ্রেড, জানো?'

'সবাই জানে।'

'প্রায় প্রতিবছরই বেরিয়ে পড়ত সে রানশের কাজকর্ম ফেলে, লম্বা একটা সময় ধরে ঘুরে বেড়িয়ে ফিরে আসত।'

বইঘর.কম

'জানি।'

'দু'বছর আগের কথা। তখন মাস তিনেকের জন্য বেরিয়ে পড়েছে সে, কথা ছিল একফাঁকে ওয়াইয়োমিং যাবে, প্রজননের জন্য ভালো জাতের কয়েকটা পুরুষ ঘোড়া কিনে আনবে। কিন্তু সে-বার ওয়াইয়োমিং যায়নি সে।'

'তা হলে কোথায় গিয়েছিল? তা ছাড়া...যেখানেই যাক, তুমি জানলে কীভাবে?'

'বলছি। আমি সে-সময় নতুন যোগ দিয়েছি ডব্লিউ.জি. রানশে। একদিন তাড়াহুড়ো করে স্যাডল থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে, ভীষণ চোট পেলাম কোমরে। হাঁটাচলা করতে পারতাম, কিন্তু ঘোড়ায় উঠলেই বাবা রে মা রে শুরু হয়ে যেত। ডব্লিউ.জি. তো পরের কথা, ছোট কোনো আউটফিটের জন্যও পরিণত হলাম একটা বাতিল মালে। তবে আমার অবস্থা বিবেচনা করল গ্যানোন, চাকরি থেকে খেদাল না আমাকে, কিন্তু বেতন বন্ধ। একজন লোক আর একটা বাকবোর্ড দিয়ে পাঠিয়ে দিল আমাকে টালি কাউন্টিতে—ওটাই আমার জন্মস্থান, জায়গাটার নামের সঙ্গে মিল রেখেই আমার নাম রাখা হয়েছে।'

লকহার্ট বা ওল্ডারসন কিছু বলল না।

'আমাদের পরিবারটা বেশ বড়। সাত ভাইবোন আমরা—ছয় বোন, আর আমি। গরিব বাপটা কোনোরকমে বিয়ে দিতে পেরেছে বড় দুই বোনকে, তিন নম্বরটার জন্য খাটাখাটুনি করে টাকা যোগাড় করছিলাম আমি। যে-চারজনের বিয়ে হয়নি, বাড়িতেই থাকত ওরা, মা নেই বলে গৃহস্থালির কাজ করত।

'ওই চারজনের মধ্যে একজনের নাম ন্যান্সি, চেহারানকশা সুন্দর হওয়ায় একটা রেস্টুরেন্টে কাজ পেয়ে যায়। ঘটনাক্রমে ওয়াইয়োমিং না গিয়ে টালি কাউন্টিতে হাজির হয় ফ্রেড, খাওয়ার জন্য একদিন গিয়ে ঢোকে রেস্টুরেন্টটাতে। ন্যান্সিকে দেখে মন গলে যায় ওর, ন্যান্সিও সুদর্শন লোকটাকে দেখে মজে যায়। ব্যস, আর কী? ওয়াইয়োমিং

বইঘর.কম

যাওয়া বাদ দিয়ে একটা হোটেলে গিয়ে ওঠে ফ্রেড, প্রেম করতে শুরু করে ন্যান্সির সঙ্গে। এক হপ্তার মধ্যে ওকে নিয়ে বাবার কাছে হাজির হয় আমার বোন। বলে, বিয়ে করতে চায় ওরা।

'ফ্রেডকে ভালো লেগে যায় আমাদেরও। মিয়া-বিবি রাজি থাকলে কাজীর দরকার হয় না, তাই ওকে হোটেল ছেড়ে আমাদের বাসায় থাকতে বলে বাবা। সে-ও রাজি হয়ে যায়।

'পরের ঘটনা বলার আগে আমাদের বাড়িটার একটু বর্ণনা দিই। ওটা বেশ বড়, বিশালই বলা যায়, পাথর দিয়ে বানানো। মেক্সিকান সীমান্তে এ-রকম বাড়ির দেখা মেলে, হয়তো ওগুলোরই কোনো একটা প্রেরণা জুগিয়েছিল বাবার মনে। ভেতরে অনেকগুলো ঘর। বাবার জন্য একটা, আমার জন্য একটা; তবে ফ্রেডের জন্য বরাদ্দ করা হলো গেস্টরুমটা। ছ'বোনের জন্য আলাদা ছ'টা ঘর। তখন চার পাঞ্চার কাজ করে আমাদের রানশে, ওদের জন্য আলাদা কোনো শ্যাক বানানো হয়নি মেইনবিল্ডিং-এর বাইরে, বাড়ির সবচেয়ে বড় ঘরটা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল ওরা।

'একরাতে কোমরের ব্যথাটা ভোগাচ্ছে আমাকে, ঘুমাতে পারছি না। নিজের ঘরে শুয়ে তাকিয়ে আছি ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হলো, পাশের ঘরে কিছু একটা পড়েছে। ওই ঘরে তখন থাকে আমার আরেক বোন সামান্থা, ঘুমাচ্ছিল সে।

'উঠে বসলাম, কান পেতে শুনছি। দু'-এক মিনিট পর ভয়াবহ একটা চিৎকার ভেসে এল সামান্থার ঘর থেকে। কোমরের ব্যথা নিয়েই লাফিয়ে নামলাম বিছানা থেকে, দৌড় দিলাম সামান্থার ঘরের দিকে। ওর ঘরের দরজা খুলে ঢুকে পড়লাম ভেতরে, একটা ম্যাচকাঠি জ্বালালাম। সে-আলোয় দেখি, বিছানার উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে আমার বোনটা, দু'হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে চেহারা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সেটা।'

'মরে গেছে?' জিজ্ঞেস করল লকহার্ট।

'তারচেয়েও খারাপ, বিশেষ করে একটা মেয়ের জন্য।'

'কী?'

'বিকৃত করে দেয়া হয়েছে ওর চেহারাটা। কেউ একজন ঢুকে পড়েছিল ওর ঘরে, মারধর করে প্রায় অজ্ঞান করে ফেলেছিল ওকে, তারপর নষ্ট করে দিয়ে গেছে ওর চেহারা।'

'কীভাবে?'

হাত দিয়ে নাকের ব্রিজ স্পর্শ করল গিবস। 'ঠিক এই জায়গাটা কেটে ফেলা হয়েছিল প্রচণ্ড ধারালো ছুরি দিয়ে। নাক বলে কিছু ছিল না সামান্থার।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল লকহার্ট আর ওল্ডারসন।

'এত জঘন্য কাজ কে করল, সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারিনি আমরা। প্রথমে ধারণা করলাম, সামান্থার ঘরের জানালা খোলা পেয়ে সেখান দিয়ে ঢুকে পড়েছে বিকৃত রুচির কোনো ইণ্ডিয়ান, তারপর যা করার করেছে। যে-সময়ের কথা বলছি, তখন আমাদের রানশের ঠিক পাশের জমিটা নিয়ে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে বিরোধ চলছে বাবার। আর ওখানকার ইণ্ডিয়ানদের সবাই একেকটা বদমাশ। বাবা কসম খেল, যে-ইণ্ডিয়ান নাক কেটেছে সামান্থার তাকে যদি একবার ধরতে পারে, নিজহাতে গুলি করে মারবে পুরো গোত্রটাকে।'

'তারপর?' কৌতূহল বেড়েছে লকহার্টের।

'সপ্তাহখানেক সব চুপচাপ। তারপর এক রাতে আবার বীভৎস চিৎকার শুনতে পেলাম আমরা—এবার আমার আরেক বোন অলিভের ঘর থেকে। ছুটে গিয়ে দেখি, বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে-ও, রক্তে ভেসে যাচ্ছে চেহারা।'

'ঈশ্বর!' বিড়বিড় করে বলল লকহার্ট।

'ইণ্ডিয়ান?' জিজ্ঞেস করল ওল্ডারসন।

'তখন পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল তা-ই, কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই। মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল আমার, কসম খেয়েছিলাম একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বো। যে-দুই বোনের নাক কাটা যায়নি, মানে ন্যান্সি

বইঘর.কম

আর মেরি, ওদেরকে রাতে এক ঘরে শুতে বললেন বাবা; আর আমি একটা বেডরোল নিয়ে শুয়ে থাকি সে-ঘরের মেঝেতে। আমার কোমরের ব্যথা ততদিনে কিছুটা কমেছে, রাতে ঘুমাতে খুব বেশি কষ্ট হয় না। তবে প্রাপ্তবয়স্কা দুই বোনের সঙ্গে একটা ঘর ভাগাভাগি করে নিতে যারপরনাই অস্বস্তি হয়। যা-হোক, একরাতে ঘুমিয়ে আছি, ঠিক কখন বলতে পারবো না, শুনতে পেলাম কে যেন বাইরে থেকে জোর করে খোলার চেষ্টা করছে ঘরের জানালাটা।

'আওয়াজটা জোরালো না, তারপরও আমার ঘুম ভাঙানোর জন্য যথেষ্ট। চোখ খুলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে, ভুল শুনেছি কি না ভাবছি। হাত চলে গেছে বালিশের নীচে, ঘুমানোর আগে আমার পিস্তলটা সেখানেই রাখতে শুরু করেছিলাম। আওয়াজটা শুনতে পেলাম আবার, একটানে জানালার পাল্লা ফাঁক করে ফেলেছে লোকটা। শরীরটা বাঁকিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল সে—টের পেলাম, মেঝেতে ঘষা খেল ওর বুটের সোল, সে-শব্দও শুনলাম।

'উঠে বসলাম আমি, বালিশের নীচ থেকে বের করলাম পিস্তলটা। মুহূর্তের মধ্যে একটা ম্যাচকাঠি জ্বালিয়ে তাকালাম জানালার দিকে,' থামল গিবস।

'কে লোকটা?' জিজ্ঞেস না করে পারল না লকহার্ট।

'ফ্রেড ল্যাকারি,' শান্ত গলায় বলল গিবস।

'ফ্রেড!' বিশ্বাস করতে পারছে না লকহার্ট। 'কিন্তু...

'কিন্তু কাজটা কেন করবে সে, তা-ই তো? ন্যান্সির কাছ থেকে যা পাওয়ার ছিল তা পেয়ে গিয়েছিল সে, মন ভরে গিয়েছিল মাত্র দু'সপ্তাহেই। কিন্তু ন্যান্সিকে যে বিয়ে করে ফিরতে চায় না গ্র্যাপ্পেলে, সে-কথা জানাতে পারছিল না আমাদেরকে। তাই ভেবে ভেবে ওই কুবুদ্ধিটা বের করে। ওর ইচ্ছা ছিল বাকি তিন বোনের নাক কাটার পর ন্যান্সির নাক কাটবে, যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে ওকে। আর একবার যদি নাক কাটা যেত ন্যান্সির, ওকে বিয়ে না করার মোক্ষম

বইঘর.কম

অজুহাত পেয়ে যেত শয়তানটা। এমন একটা পদ্ধতি বেছে নিয়েছিল সে নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার, যার ফলে শুধু আমরা কেন, যে-কেউ সন্দেহ করবে ইণ্ডিয়ানদেরকে, অথচ ওদের কোনো দোষই ছিল না এই ব্যাপারে।'

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল লকহার্ট।

'তারপর আর কী? গল্প তো শেষ।'

'না, শেষ না। ঘরের ভেতরে ঢুকল ফ্রেড, ওকে দেখে ফেললে তুমি। তারপর?'

'প্রচণ্ড মার খেল সে আমার হাতে। ইচ্ছা করছিল গুলি করে শেষ করে ফেলি শয়তানটাকে, কিন্তু কেন যেন করতে পারিনি কাজটা। বাবা আর ন্যান্সি আমাকে নিবৃত্ত না করলে হয়তো সেদিনই...। যা-হোক, প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে ছিল ফ্রেড, ওকে সার্চ করতে শুরু করলাম। প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে রুমালে জড়ানো অবস্থায় পাওয়া গেল ছোট্ট কিন্তু প্রচণ্ড ধারালো ছুরিটা। ইচ্ছা করছিল ওটা দিয়ে ওর নাকটাও কেটে দিই, কিন্তু সেটাও করতে পারলাম না। জ্ঞান ফেরার পর আমাদের কাছে সব কথা স্বীকার করল সে। তখন আমি আর আমাদের চার পাণ্ডার মিলে আরেকদফা ধোলাই দিলাম ওকে। পরদিন সকালে ব্ল্যাক হিলসে আসার একটা স্টেজকোচে চড়িয়ে দিলাম শয়তানটাকে।

'এই ঘটনার পর থেকে ল্যাকারি ভাইদের শত্রুতে পরিণত হলাম আমি, স্বাভাবিকভাবেই। জেমস অনেকবার অনেকভাবে চেষ্টা করল আমার চাকরি খাওয়ার, কিন্তু তখন লেনরের সঙ্গে আমার দহরম-মহরম ছিল, তাই সুবিধা করতে পারল না। শেষপর্যন্ত মরণফাঁদ তৈরি করল আমার জন্য এক সেলুনে, এক ভাড়াটে গানম্যানকে দিয়ে। ও-রকম কিছু যে ঘটতে পারে, অনেক আগেই অনুমান করতে পেরেছিলাম আমি, তাই ফাস্ট ড্র প্র্যাকটিস করছিলাম। সে-কারণেই ফাঁদটাতে ধরা পড়তে পড়তেও পড়লাম না শেষপর্যন্ত।'

চুপ করে আছে লকহার্ট আর ওল্ডারসন।

বইঘর.কম
কার্তুজ

'মরা মানুষের গীবত গাইতে হয় না, লকহার্ট, তারপরও ফ্রেডের ঘটনাটা বললাম তোমাকে। উদ্দেশ্য: ল্যাকারি ভাইরা আসলে কোন্ জাতের, তা জানানো। এবার একটা অনুরোধ করি। ফ্রেড কী ক্ষতি করেছে আমার, এবং জেমস যে অনেক আগেই খুন করাতে চেয়েছিল আমাকে, তা কখনও বোলো না জিনাকে। নিজের ভাইদেরকে অপছন্দ করে মেয়েটা, কিন্তু ঘৃণা করে না। একজন বোনের কাছে ওর ভাইদেরকে শুধু শুধু ছোট করে কী লাভ?'

তাজ্জব হয়ে গিবসের দিকে তাকিয়ে আছে লকহার্ট; কল্পনাও করেনি, ওকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছে যে-লোক, তার মনে কোনো কোমলতা থাকতে পারে।

মন খারাপ হয়ে গেছে ওল্ডারসনের, বুকের ভেতরে একটানা কিছু তামাকপোড়া ধোঁয়া পাঠিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল সে। গিবসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ধরে যে নিয়ে এলে লকহার্টকে, ওকে কী করবো এখন? প্রয়োজনে বাইরে বের হতে হবে আমাদেরকে, ওকে এই শ্যাকে রেখে গেলে...'

'অনায়াসেই বের হয়ে চলে যেতে পারবে সে,' কথাটা শেষ করে দিল গিবস। 'কাজেই জেলে ঢোকাতে হবে ওকে।'

'জেলে!' আশ্চর্য হয়ে গেছে ওল্ডারসন।

মুচকি হাসল গিবস। 'এখান থেকে কিছুটা দূরে একটা পরিত্যক্ত কুয়া আছে। বর্ষাকালে কিছু পানি জমে তলদেশে, তবে এখন খটখটে শুকনো থাকার কথা। দড়ির মই দিয়ে ওখানে নামিয়ে দেবো আমরা লকহার্টকে। কম্বল, শুকনো খাবার আর পানি দেবো। দু'দিনের জন্য দুটো মোমবাতি আর একটা ম্যাচবাক্স পাবে সে। পাবে যথেষ্ট পরিমাণে তামাক আর সিগারেট পেপার। সে নেমে যাওয়ার পর ওর পিস্তল আর কিছু বাড়তি বুলেট দেয়া হবে, যাতে সাপখোপ কামড়াতে এলে আত্মরক্ষা করতে পারে।' লকহার্টের দিকে তাকিয়ে আরেকবার হাসল। 'কি, একটু কষ্ট করে দু'-একটা দিন থাকতে পারবে না সেখানে?'

বইঘর.কম

বিড়বিড় করে কী যেন বলল লকহার্ট, ঠিক বোঝা গেল না।'

'তুমিও মানুষটা আসলে খারাপ না, শেরিফ,' বলল গিবস। 'তবে যেহেতু ল্যাকারি ভাইদের সহায়তায় চাকরিটা পেয়েছ, সেহেতু ওদের প্রতি একচোখা। মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াও, দেখবে তোমার চাকরিও থাকবে, লোকে তোমাকে সম্মানও করবে। এখন চলো।'

পনেরো

কান্নায় ভেজা চোখ দুটো কখন জড়িয়ে গিয়েছিল ঘুমে, জানে না জিনা। চোখ খুলে দেখল, ঘুটঘুটে অন্ধকার ওর ঘরে—কখন যেন পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে মোমবাতি দুটো। ক'টা বাজে?

একটা পকেটঘড়ি আছে ওর, বাবা দিয়েছিল। ঘড়িটা সাধারণত স্কার্টের পকেটে রাখে সে। ওটার খোঁজে স্কার্টের পকেট হাতড়াল কিছুক্ষণ, পেল না। সম্ভবত যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিছানায়, তখন পড়ে গেছে। এবং এই অন্ধকারে সেটা খুঁজে বের করতে ইচ্ছা করছে না জিনার।

জানালার পর্দা টানানোর কথা মনে ছিল না। ক্রমাগত ঘোলাটে আলো বিলানো চাঁদটাকে কেমন ক্লান্ত লাগছে, সে-ক্লান্তি যেন ভর করেছে রাতটার উপরও—ফ্যাকাসে আকাশের পটভূমিতে ভাঙাকাচের জানালাটাকে কেমন অবাস্তব মনে হচ্ছে।

বুকের ভেতরে কেন যেন হু হু করে উঠল জিনার।

বিছানা ছাড়ল সে, ওয়াশস্ট্যাণ্ডে গিয়ে ধুয়ে নিল হাতমুখ। শুকনো খাবার আছে ঘরে, চটপট খেয়ে নিল কিছু। একটুখানি পানি খেয়ে বেরিয়ে এল, আটকে দিল দরজাটা। নীচতলায় নেমে দেখল

বইঘর.কম
কাতুজ

কাউন্টারের উপর মাথা রেখে মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে ক্লার্ক; বিশ্রী ঠেকছে ওর নাক ডাকানোর আওয়াজ। লোকটাকে ডেকে তুলবার কোনো মানে হয় না।

চুপিসারে হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এল জিনা।

ব্ল্যাক হিলস বড় শহর, এখানে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই আসা-যাওয়া চলতে থাকে রাইডারদের। আর ফ্রেইটারদের কাজ তো বলতে গেলে শুরুই হয় মাঝরাতের পর। আস্তাবলগুলোর দায়িত্বে যারা থাকে তারা সেভাবেই ব্যবস্থা করে রাখে। একটা আস্তাবলে গেল জিনা, ঘুম থেকে ডেকে তুলল দায়িত্বে-থাকা লোকটাকে, ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের নাম করে একটা ঘোড়া ভাড়া নিল কয়েকদিনের জন্য। ইচ্ছা করেই নিল না নিজের ঘোড়াটা, চাচ্ছে যে-ক'জন পরিচিত লোক আছে শহরে, তারা যেন জানতে না পারে ওর শহর ছাড়ার খবর।

দেরি না করে ব্ল্যাক হিলস ছাড়ল সে, দক্ষিণদিকে যাচ্ছে।

কয়েকমাস হয়ে গেছে দেখা হয় না মিসেস ব্যারিমোরের সঙ্গে। মহিলা বেশ ভালো, অত দরদী কাউকে দেখা যায় না ইদানীং। জিনার মা মারা যাওয়ার পর থেকে মেয়েটার প্রতি ওই মহিলার দরদ আরও বেড়ে গেছে যেন। কাজেই ব্যারিমোরদের রানশে যে স্বাগত জানানো হবে জিনাকে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই ওর।

পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলেছে ওরা।

সবার আগে গিবস, ওর হাতে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন। মাঝখানে লকহার্ট, একটা পরিত্যক্ত কুয়ায় আটকা পড়তে যাচ্ছে ভেবে ওর মনটা খারাপ। শেষে ওল্ডারসন, হাতে ওর রাইফেলটা।

দক্ষিণদিকে কিছুদূর যাওয়ার পর একটা ঢালের মাথায় হাজির হলো তিনজনে। ঢালটা বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা। বলতে গেলে পুরো জায়গা ঢাকা পড়ে আছে ঝরাপাতায়, তাই নিশুতি রাতে অনেক শব্দ হচ্ছে। ধীর পদক্ষেপে আধ মাইল এগোনোর পর হাত তুলে থামার ইঙ্গিত করল গিবস, অনতিদূরে আবছামতো চোখে পড়ছে

বইঘর.কম

পরিত্যক্ত কুয়াটার কাঠামো।

সঙ্গে করে আনা দড়ির মই দিয়ে লকহার্টকে কুয়ার ভেতরে নামিয়ে দিল গিবস আর ওল্ডারসন।

লোকটা যখন নেমে যাচ্ছে, তখন গিবস বলল, 'যদি ভেবে থাকো চিৎকার করে কাউকে ডাকবে, ভুল করবে—শুধু শুধু শক্তির অপচয় হবে তোমার। গত এক বছরে এখানে পা দেয়নি কেউ, আগামী এক বছরেও দেবে কি না সন্দেহ। আরেকটা কথা। আমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আপাতত আটকে রাখছি তোমাকে, যখনই একটু নিরাপদ বোধ করবো সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত করে দেবো তোমাকে। ভরসা রেখো আমাদের উপর। আর জেনে রেখো, দু'-তিনটা দিন হয়তো কষ্ট হবে তোমার, কিন্তু যদি বেঁচে থাকি, নিজেরা এসে তোমাকে মুক্ত করতে না পারলেও অন্তত জানিয়ে দেবো কোথায় আছো তুমি। কাজেই আমরা যাতে বেঁচে থাকি, দয়া করে সে-প্রার্থনা কোরো ঈশ্বরের কাছে।'

কুয়ার তলদেশে পৌঁছে প্রথমেই একটা মোমবাতি জ্বালাল লকহার্ট, এদিক-ওদিক দেখছে।

'কী অবস্থা?' কুয়ার মুখের কাছ থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ল গিবস। 'শুকনো?'

'সম্পূর্ণ,' চেঁচিয়ে বলল লকহার্ট।

'শ্যাওলা-ট্যাওলা আছে?'

'আছে, তবে পিচ্ছিল না।'

'সাপ?'

জবাব দেয়ার আগে মোমবাতির আলোয় কুয়ার তলদেশ ভালোমতো দেখল লকহার্ট। বেশ কিছুক্ষণ পর বলল, 'আপাতত দেখছি না একটাকেও।'

'ভালো,' ওল্ডারসনের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল গিবস, একটা দড়িতে বেঁধে শেরিফের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নামিয়ে দিল ওল্ডারসন।

লকহার্টের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কুয়ার কাছ থেকে সরে এল

বইঘর.কম

দু'জনে।

তারপর দ্রুত পা চালিয়ে ফিরে এল শ্যাকে।

'এবার?' গিবসকে জিজ্ঞেস করল ওল্ডারসন।

'এবার আলাদা হয়ে যেতে হবে আমাদেরকে, দু'দিকে যেতে হবে দু'জনকে।'

'যেমন?'

'তোমাকে যেতে হবে রিযার্ভেশনে। আর্মির এক মেজর, ইনচার্জের দায়িত্বে আছে সেখানে, নাম স্টেলম্যান। যেভাবে পারো খাতির জমাতে হবে লোকটার সঙ্গে, কথা আদায় করতে হবে ওর কাছ থেকে। ...আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে, আদালত পর্যন্ত যদি গড়ায় গ্যানোনের জালিয়াতি, তা হলে লোকটার সঙ্গে জেমসের যোগসাজশ প্রমাণ করতে পারবো না। ফলে মামলা ধোপে টিকবে না। তাই এমনকিছু লোককে হাত করতে হবে, যাদের সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করবে জুরি। ...তোমার কাছে যদি মুখ না-ও খোলে স্টেলম্যান, আশা করছি আর্মি ইনভেস্টিগেশন কমিটির সামনে স্বীকার করবে সব।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি আমি রিযার্ভেশনের দিকে। ওখানে সফল হই বা ব্যর্থ, ফিরে এসে কী করবো?'

'ছেড়ে দেবে শেরিফকে।'

'আর তুমি? তুমি কী করবে?'

'আমি?' দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল গিবস। 'বনের সবচেয়ে সফল শিকারীপ্রাণী চিতাবাঘ, জানো তো?'

'এইমাত্র জানলাম। কেন?'

'কারণ সে বেশিরভাগ সময় হামলা করে অন্ধকারে, খুব কাছ থেকে, এবং যখন তার শিকার হামলার আশঙ্কা করে না তখন।'

'কী বোঝাতে চাচ্ছ?'

'এভার্টের রানশে এখন আর একা যাবে না জেমস, কারণ সে জানে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে লোকটাকে। রানশটা দখল করতে

বইঘর.কম

চাইলে এভার্টকে সরিয়ে দিতে হবে, এবং কাজটা সে করতে চেয়েছিল লকহার্টের মাধ্যমে। সেজন্যই দলবলসহ ছুটে গেছে শহরে। অথচ সেখানে নেই লকহার্ট। তা হলে আগামী দু'-একটা দিন কী করবে জেমস? হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াবে লকহার্টকে। তারমানে আগামী দু'-একটা দিন গ্র্যাপ্পেলে থাকবে না সে।'

'কী করতে চাও?'

'আগুন লাগিয়ে দেবো আমি ওর রানশে। তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করবো সবগুলো ঘোড়াকে। শক্তি আপনাআপনি অর্ধেক হয়ে যাবে ওর রাইডারদের।'

'কিন্তু...তোমার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছে...'

'সেজন্যই তো আগুনটা লাগাবো,' আরেকবার হাসল গিবস। 'একজন ফেরারিকে অগ্নিসংযোগের জন্য দায়ী ভাববে না কেউ। এমনকী লকহার্টও না।'

'ঠিক আছে। এখান থেকে রিযার্ভেশন অনেক দূরের পথ, সেখানে পৌঁছাতে কম করে হলেও দুটো দিন লাগবে আমার। কষে একটা ঘুম দিয়ে কাল কাকডাকা ভোরে রওনা হই, নাকি?'

'সমস্যা নেই। আমি অবশ্য দেরি করতে পারবো না, রওনা হতে হবে এখনই। ভোররাতের আগেই পৌঁছাতে চাই গ্র্যাপ্পেলের সীমানায়। ও, ভালো কথা, তোমার ঘোড়াটা দিতে হবে আমাকে। আমারটা অনেক পথ দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে গেছে। অসুবিধা নেই তো?'

'নাহ্, অসুবিধা কীসের? যেহেতু তাড়া নেই আমার সেহেতু তাগড়া ঘোড়া না হলেও চলবে।'

'ও...আরেকটা কথা। তোমার গানপাউডারের থলেটাও লাগবে।'

মুচকি হাসল ওল্ডারসন। 'ঠিক আছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘোড়াগুলোর দিকে এগিয়ে গেল গিবস। ঘোড়া যত তাগড়াই হোক, এখান থেকে গ্র্যাপ্পেলে পৌঁছাতে অন্তত একটা দিন তো লাগবেই।

দোয়া করছে, এই সময়ের মধ্যে যাতে শহর না ছাড়ে জেমস আর

বইঘর.কম

ওর চ্যালারা।

ইণ্ডিয়ান রিযার্ভেশনের পশ্চিমপ্রান্ত ঘেঁষে ব্যারিমোরদের রানশটা। সূর্যটা মাথার উপরে উঠে এসেছে, যত বেলা গড়াচ্ছে তত তেতে উঠছে, এমন সময় সেখানে হাজির হলো জিনা। ওকে দেখে আন্তরিক হাসি হাসল মিসেস ব্যারিমোর, বিশাল দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল, শেষে লম্বা একটা চুমু খেল ওর গালে।

প্রথমেই কিচেনে নিয়ে গেল সে জিনাকে, ফলের জুস খেতে দিল। একটা চেয়ারে বসে গ্লাসটাতে চুমুক দিচ্ছে মেয়েটা, এমন সময় মিসেস ব্যারিমোর বলল, 'তুমি আসায় ভালোই হয়েছে। আমার জামাই আর দুই ছেলে একটা কাজে বাইরে গেছে, একা একা সময় যেন কাটতেই চাচ্ছিল না। এখন চুটিয়ে গল্প করা যাবে তোমার সঙ্গে।'

হেসে মাথা ঝাঁকাল জিনা। জুসটুকু শেষ করে রান্নাঘরের কাজে লেগে গেল মিসেস ব্যারিমোরের সঙ্গে।

টুকটাক কথা হচ্ছে দু'জনের মধ্যে। ফ্রেড বা বিগ জেমসের প্রসঙ্গ যাতে চলে না আসে, সে-ব্যাপারে খেয়াল রেখেছে মিসেস ব্যারিমোর। ফ্রেডের ব্যাপারে শুধু একটা কথাই বলল, 'আসলে দুঃখজনক খবরটা অনেক পরে জানতে পারি আমরা, তাই যোগ দিতে পারিনি শেষকৃত্যানুষ্ঠানে। কিছু মনে কোরো না।'

মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল জিনা, কিছু মনে করেনি সে।

দু'জনে যখন লাঞ্চ খেতে বসল, তখনও একই অবস্থা। শহর, এ-অঞ্চলের সম্ভাবনাময় গরুব্যবসা, সরকার যে-জলাধার বানানোর উদ্যোগ নিয়েছে বলে খবর ছাপা হচ্ছে পত্রপত্রিকায় সেটা, ইণ্ডিয়ান, আবহাওয়া এবং আরও অনেক প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলল ওরা, কিন্তু জেমস বা ফ্রেডের নাম উচ্চারণ করল না কেউ।

স্বামী আর ছেলেরা আগামীকাল কাকডাকা ভোরে ফিরে আসবে, তাই ডিনারটা তাড়াতাড়ি সেরে নিল মিসেস ব্যারিমোর, জানাল বেশি রাত না জেগে শুয়ে পড়তে চায়। খাওয়া শেষ করে তারাজ্বলা

বইঘর.কম

আকাশের নীচে অন্ধকার পোর্চে কিছুসময়ের জন্য বসল দু'জনে, কিন্তু আলোচনা জমল না এবার—থেকে থেকে হাই তুলছে মিসেস ব্যারিমোর, আর একটু পর পর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে জিনা।

সুতরাং পোর্চে বসে থাকার পাট কিছুক্ষণের মধ্যেই চুকিয়ে জিনাকে গুডনাইট জানাল ভদ্রমহিলা, গিয়ে ঢুকল ওর বেডরুমে, আর মেয়েটা গেস্টরুমে ঢুকে আটকাল সেটার দরজা।

বিছানার কাছে একটা জানালা আছে, সেটার পর্দা সরিয়ে দিল জিনা, উঁকি দিয়ে কিছুক্ষণ দেখল তারায় ভরা আকাশটা। আজ মনে হয় চাঁদ উঠতে একটু দেরি হবে। জ্বলন্ত মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল সে, অন্ধকারে কাপড় ছেড়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল বিছানার দিকে, পাতলা একটা চাদর টেনে নিল গায়ের উপর। ঘাড় ঘুরাল, জানালার কাচ ভেদ করে দৃষ্টি চলে গেছে ফ্যাকাসে আকাশটার দিকে।

টালি গিবস। রহস্যময় একটা লোক। এমন একটা মানুষ, যে লড়াই করতে পছন্দ করে। চাকরি হারিয়েছে সে, মার খেয়েছে, ইচ্ছা করলে চলে যেতে পারত অন্য কোনো জায়গায়। কিন্তু যায়নি। বরং চ্যালেঞ্জ করেছে জেমসের মতো প্রভাবশালী একটা লোককে। যে-লড়াই ওর না, সেটা পরিচালনা করার দায়িত্ব তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে।

ব্যারিমোরদের এই রানশ, ওদের দোতলা এই বিশাল লগহাউস, এমনকী মিসেস ব্যারিমোরকেও কেমন যেন অপরিচিত ঠেকছে জিনার কাছে এখন, একমাত্র পরিচিত বলে মনে হচ্ছে ওই টালি গিবসকে। এবং, অন্ধকারে লজ্জিত একটুখানি হাসি হাসল জিনা, লোকটাকে নিয়ে ভাবতে ভালোই লাগছে ওর।

কিন্তু ভালোলাগাটা নিষ্কণ্টক না। সেখানে একটুখানি হলেও খুঁতখুঁতানি আছে। এবং অস্বস্তিকর অনুভূতিটার নাম লিমা।

আচ্ছা, মেয়েটার নামের বাকি অংশটা কী? কখনও শোনেনি জিনা, কিংবা শুনলেও ভুলে গেছে, অথবা শুনবার প্রয়োজনই বোধ করেনি। কিন্তু ছোট্ট নামটা টালি গিবসের পাশে হাজির হচ্ছে বার বার, যতবার

বইঘর.কম

লোকটাকে নিয়ে ভাবতে যাচ্ছে জিনা ততবার।

যদি ধরে নেয়া যায় ভালোবাসাবাসির সম্পর্ক আছে ওদের দু'জনের মধ্যে, তা হলে? হয়তো কোনো কারণে লিমার উপর ভীষণ বিরক্ত হয়েছে গিবস, হয়তো কোনো কারণে মেয়েটার উপর থেকে সাময়িকভাবে মন উঠে গেছে ওর—হতে পারে না ও-রকম? অবশ্যই পারে, প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে সে-রকম ঘটনা অহরহ ঘটে। সেক্ষেত্রে 'তুমি যদি কাউকে দেখো আত্মহত্যা করার জন্য গিয়ে দাঁড়িয়েছে চলন্ত ট্রেনের সামনে, এবং যদি বাঁচাতে চাও লোকটাকে, তা হলে ওকে ধাক্কা মেরে সরানো অথবা লাথি মেরে সরানো সমান কথা,'—উক্তিটার মানে কী?

উঠে জানালার দিকে ঘুরে বসল জিনা, দুই হাঁটু ভাঁজ করে জড়িয়ে ধরল দু'হাত দিয়ে। মনে হচ্ছে লম্বা ছুটি নিয়ে চলে গেছে ঘুম, কখন বা কবে ফিরবে বলা মুশকিল।

কোনো মেয়েই তার মনের মানুষটার পাশে অন্য কোনো মেয়েকে সহ্য করতে পারে না, জিনাও না। তারপরও লিমার জন্য খারাপ লাগছে ওর, করুণা হচ্ছে মেয়েটার উপর। আচ্ছা, লিমার জায়গায় যদি সে থাকত তা হলে কী হতো? যাকে ভালোবাসে, লম্বা সময় ধরে তার কোনো খোঁজ নেই বলে শহরে গেছে, দেখাও হলো মনের মানুষটার সঙ্গে, কিন্তু যারপরনাই নিষ্ঠুর আচরণ করল লোকটা ওর সঙ্গে, বলতে গেলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল।'

এত বড় আঘাত সহ্য করতে পেরেছে লিমা, কিন্তু গিবস যদি ও-রকম কিছু করত জিনার সঙ্গে, তা হলে সে কি তা সহ্য করতে পারত?

'পরিচয় করিয়ে দিই,' গিবসের কণ্ঠ বাজছে জিনার কানে, 'এর নাম জিনা, আমার বাগ্দত্তা,'—যদি অনুমান করা হয়, লিমার ঈর্ষা উস্কে দিয়ে আসলে পরীক্ষা করতে চেয়েছে গিবস ওকে কতখানি ভালোবাসে মেয়েটা, তা হলে কি ভুল হবে?

প্রেম আর যুদ্ধে সব নাকি জায়েজ। যাদের বিবেক নেই, কথাটা তাদের। কিন্তু জিনার বিবেক আছে; বিবেকের তাড়নায় উত্তরাধিকারের

বইঘর.কম

দাবি ছেড়ে দিয়ে গ্র্যাপ্পেল ত্যাগ করেছে সে, এখন সেই একই তাড়নায় ওর কি উচিত না লিমার কাছে যাওয়া? মেয়েটাকে জানানো কি উচিত না, যা বলেছে মিথ্যা বলেছে গিবস—লোকটার সঙ্গে বাগ্দানের মতো কোনো ঘটনাই ঘটেনি জিনার?

আনমনে মাথা ঝাঁকাল জিনা, সিদ্ধান্ত নিল, যাবে সে লিমার কাছে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে টের পেল, অদ্ভুত এক প্রশান্তিতে ভরে গেছে ওর মন। হঠাৎ করেই ছুটি শেষ হয়ে গেছে ঘুমের, হঠাৎ করেই ঢুলুঢুলু হয়ে আসতে চাচ্ছে চোখ দুটো।

জানালার দিকে উল্টো ঘুরে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল সে, গায়ের উপর চাদরটা টেনে নিল আবার। ঘুমিয়ে পড়ার আগে মনে মনে বলল নিজেকে, এখন যে-জায়গায় আছে লিমা, সেটা ব্যারিমোরদের এই আউটফিট থেকে বেশি দূরে না।

লোকের ঘুম সাধারণত শেষরাতের দিকে গাঢ় হয়।

জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকা কতগুলো সিডারের আড়ালে ঘোড়াটাকে বাঁধল গিবস, তারপর পা থেকে খুলল বুট জোড়া। চট করে মোকাসিন পরে নিল। সঙ্গে একটা রাইফেল নেবে কি না ভাবল একটা মুহূর্ত, কিন্তু বাতিল করে দিল চিন্তাটা। ওটা বোঝা হয়ে দেখা দিতে পারে ওর জন্য। হ্যাটটা খুলে ঝুলিয়ে দিল স্যাডলহর্নে, স্যাডলব্যাগ থেকে বের করে বড় একটা কালো কাপড় পেঁচিয়ে নিল মাথায় আর কপালে। হোলস্টারের সিক্সগানটা পুরোপুরি লোডেড কি না পরীক্ষা করল, দেখে নিল বেল্টে গুঁজেরাখা কোল্টটাও। হাত দিয়ে অনুভব করল হান্টিংনাইফের অস্তিত্ব। সঙ্গের ছোট কিন্তু প্রয়োজনীয় থলেটার দিকে তাকাল একবার। কল্পনায় দেখার চেষ্টা করল, ফ্যাকাসে আকাশের পটভূমিতে দৌড়ে নামছে সে ঢাল বেয়ে, ছুটে যাচ্ছে গ্র্যাপ্পেলের দিকে; কালো শার্ট আর কালো জিন্স পরা ওকে দেখছে গ্র্যাপ্পেলের কোনো প্রহরী রাইডার...

এই সময়ে ওখানে পাহারার দায়িত্বে কেউ আছে কি আদৌ?

বইঘর.কম

থলথলে ভালুকের দেয়া ধনুকটা একহাতে, আরেকহাতে তীরগুলো নিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল গিবস। খেয়াল রেখেছে, আলগা পাথরে যাতে পা না পড়ে। অখণ্ড নীরবতায় পাথর গড়ানোর শব্দ জোরালো হতে পারে, কোনোক্রমে যদি সে-আওয়াজ শুনে ফেলে গ্র্যাপ্পেলের কেউ, তা হলে আর আগুন লাগাতে হবে না রানশটাতে।

সীমানাপ্রাচীরের কাছেই ছোট ছোট কয়েকটা ঝোপ দেখা যাচ্ছে। একটা ঝোপের আড়ালে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল গিবস, উঁকি দিয়ে তাকাচ্ছে, বুঝবার চেষ্টা করছে পাহারার দায়িত্বে আছে কি না কেউ। বেশ কিছুক্ষণ দেখার পরও সে-ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারল না সে। কাঁধ ঝাঁকাল আনমনে, ছোট থলেটা চাপিয়ে দিল পিঠের উপর, দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে বুকে-পেটে হেঁটে গিরগিটির কায়দায় এগোচ্ছে, যতটা সম্ভব নিচু করে রেখেছে মাথা। সীমানাপ্রাচীরের সামনে, একটা নর্দমার কাছে হাজির হয়ে থামল। একটুখানি উঁচু করল মাথাটা।

আবর্জনা জমে গেছে নর্দমায়, সরতে পারছে না বাজে পানি, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পচা গন্ধের কারণে খারাপ লাগছে গিবসের, আবার ভালোও লাগছে—এখানে একই কারণে কোনো পাহারাদারের থাকার সম্ভাবনা কম। তাড়াহুড়ো করল না সে, ভালোমতো দেখল চারপাশ, তারপর উঠে দাঁড়াল। লাফিয়ে পার হলো নর্দমাটা, শরীরটা উড়ে গিয়ে বাড়ি খেল পিকেটফেন্সের একটা তক্তার সঙ্গে। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল সে, ধনুকটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে খালি হাতটা দিয়ে চট করে ধরে ফেলল আরেকটা তক্তা। তিন-চার সেকেণ্ড সময় দিল নিজেকে, তারপর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে চড়ে বসল সবচেয়ে উপরের তক্তায়—তবে তার আগে তুলে নিতে ভোলেনি ধনুকটা। দেরি না করে লাফিয়ে নেমে পড়ল অপরপাশে।

গ্র্যাপ্পেল, স্বাভাবিকভাবেই, ব্ল্যাক হিলস বেসিনের অন্যতম বড় রানশ। ব্যবসার লাভের টাকা ব্যাংকে রেখে সুদ গোনার চেয়ে রানশের পেছনে বিনিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছিল জেমসের

বইঘর.কম

বাবা, সেজন্য নিজের রানশ অনেক বড় করতে পেরেছিল লোকটা। মেইনবিল্ডিং, কুকশ্যাক, ব্ল্যাকস্মিথশ্যাক, আস্তাবল, বার্ন, রাইডারদের আউটডোরশ্যাক—সব ছড়িয়েছিটিয়ে আছে তাই। নীতিবান ওই লোকের কথা মনে পড়তেই গিবসের বুকের ভেতরে কোথাও একটু খচখচ করে উঠল যেন, মনে পড়ে গেল জিনার কথা। খারাপ লাগছে মেয়েটার জন্য।

মেয়েটার কোনো দোষ নেই; এই আউটফিটের প্রতিটা ইঞ্চিতে ন্যায্য হক আছে ওরও। আজ যা করতে চলেছে গিবস, তাতে কি ন্যায্য পাওনা থেকে ঠকানো হবে না মেয়েটাকে? কাজটা কি উচিত হবে?

কিন্তু যদি না করা হয় কাজটা, যদি দাঁতভাঙা জবাব না দেয়া হয় জেমসকে, বাড় আরও বাড়বে শয়তানটার; সে ধরেই নেবে ওর উপর টেক্কা দেয়ার মতো কেউ নেই এই বেসিনে। আজ যা করতে চলেছে গিবস তা আসলে একটা মেসেজ—জেমসের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায় সে, এখানকার রানশাররা যদি একত্রিত হয় তা হলে কী হাল করতে পারে ওর।

উঠে দাঁড়াল গিবস, অনেকটা বানরের কায়দায় দু'হাত নিচু করে আর শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দৌড় দিল সাবধানে। মেইনবিল্ডিং আর আস্তাবলটা টার্গেট করতে চাচ্ছে সে—এই দু'জায়গায় কোনো মানুষের থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম এখন।

কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না গিবস, দৌড়ানো বন্ধ করে ঝট করে বসে পড়তে হলো ওকে, কারণ অনতিদূরে হঠাৎ দেখতে পেয়েছে এক পাহারাদারকে, লোকটা যেন উদয় হয়েছে ভোজবাজির মতো। তীরধনুক সামলে হাঁচড়েপাঁচড়ে কোনোরকমে একটা ঝোপের কাছে সরে গেল গিবস, হাঁপাচ্ছে। ঝোপের ভেতরে পুরোপুরি আড়াল করে ফেলতে চাচ্ছে নিজেকে, একইসঙ্গে নজর রাখতে চাচ্ছে পাহারাদারের উপর—লোকটাকে দৃষ্টির আড়াল করতে চায় না।

দেখে যা মনে হচ্ছে, উদ্দেশ্যবিহীন টহলে বের হয়েছে লোকটা

বইঘর.কম

আসলে, কারণ নির্দিষ্ট কোনোদিকে অথবা নির্দিষ্ট কোনোকিছুর দিকে তাকিয়ে নেই সে। নির্ধারিত বিরতিতে সিগারেট ফুঁকছে, এদিকওদিক তাকাচ্ছে, কিছু খুঁজছে কি না বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। তবে গিবসের মনে হচ্ছে, কিছু একটা সন্দেহ করেছে লোকটা।

তা হলে কি...ওর দৌড়ানোর আওয়াজ কানে গেছে লোকটার?

সরছে না লোকটা নিজের জায়গা ছেড়ে, এখনও এদিকওদিক তাকানো শেষ হয়নি ওর। অস্থিরতা আর সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে গিবস। লোকটা না সরলে মেইনবিল্ডিং-এর দিকে এগোনো হবে না ওর; আবার ওর সিগারেট খাওয়া শেষ হয়ে গেলে অন্ধকারে ঠিকমতো ঠাহর করতে পারবে না ওকে। এখন একটাই উপায় আছে, কিন্তু সেটা অবলম্বন করতে চায় না গিবস, অন্তত ঠাণ্ডামাথায় তো না-ই। অথচ...কোনো উপায়ও নেই মনে হচ্ছে...

বাঁ হাতে ধরা তীরগুলো নামিয়ে রাখল সে ঘাসের চাদরের উপর, মাত্র একটা তীর তুলে নিল। ধনুকে পরাল সেটা, নিশানা করল পাহারাদারকে। সিগারেটে যখন টান দিচ্ছে লোকটা, জোরালোভাবে দেখা যাচ্ছে আগুনটা; এবং যেহেতু সব সিগারেটখোরই ঠোঁটে চেপে ধরে সিগারেট ফুঁকে সেহেতু একটু নীচের দিকে নিশানা করলেই...

সময় নিল গিবস, পুরোপুরি টান টান হয়ে গেছে ওর ধনুক, অনেকদিন পর তীর চালাচ্ছে সে তারপরও আত্মবিশ্বাস আছে নিজের উপর; একসময় নিশানার দিকে ছুটে যেতে দিল সে তীরটাকে।

সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতেই পাহারাদারের মনে হলো, ওর গলার কাছে ধোঁয়া আটকে গেছে বুঝি, কারণ ভীষণ শক্ত কী যেন ঢুকে গেছে গলা ভেদ করে, বেরিয়ে গেছে মেরুরজ্জু কেটে দিয়ে।

জ্বলন্ত সিগারেটটা খসে পড়ল ওর হাত থেকে, দাঁড়ানো অবস্থাতেই প্রাণ হারাল সে, আছড়ে পড়ল ঘাসের গালিচায়। পতনের আওয়াজটা তেমন জোরালো হলো না।

কয়েকটা মিনিট অপেক্ষা করল গিবস। পাহারাদারকে পড়ে যেতে শুনেছে কি না কেউ কে জানে, লোকটার দিকে ছুটে আসছে কি না

বইঘর.কম

কেউ তা-ও বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটছে না টের পেয়ে ঝোপের আড়াল ছাড়ল সে, নামিয়ে রাখা তীরগুলো তুলে নিয়ে বানরের কায়দায় আবার এগোতে শুরু করল মেইনবিল্ডিংটার দিকে।

এবার আর কোনো বাধা ছাড়াই কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারল সে। কিন্তু তারপরও কোনো ঝুঁকি নিল না, আরেকটা ঝোপের অস্তিত্ব টের পেয়ে বসে পড়ল সেটার আড়ালে; দম নিচ্ছে, একইসঙ্গে ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে আঁচ করবার চেষ্টা করছে পরিস্থিতি।

যতদূর বোঝা যাচ্ছে, দু'-একজনকে পাহারায় রেখে ঘুমাচ্ছে বাকি আউটফিট; জেমস বা জিনা কেউ নেই বলে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছে মেইনবিল্ডিংটা। আলকাতরার মতো অন্ধকার বিরাজ করছে আস্তাবলের কাছাকাছি জায়গাটাতেও। রাইডারদের আউটডোরশ্যাকের বাইরে, একটা ওয়ালহুকের সঙ্গে ঝুলছে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন; কাছাকাছি একটা মরা গাছের গুঁড়ির উপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে জ্বলন্ত আরেকটা। ও-দুটোর কারণে অন্ধকার কিছুটা হলেও ফিকে হয়েছে ওই জায়গায়।

আড়াল ছেড়ে বের হলো গিবস, একদৌড়ে চলে এল মেইনবিল্ডিং-এর পেছনে, আবারও থামল, আবারও লুকিয়ে পড়ে পর্যবেক্ষণ করল পরিস্থিতি। না, বিপজ্জনক কোনোকিছু নজরে পড়ছে না।

গরাদহীন একটা বড় জানালার কাছে হাজির হয়ে গেল সে, কাচের পাল্লাটা ঠেলে তুলে দিল উপরের দিকে, আটকে দিল একদিকের মোটা হুকের সঙ্গে। তীরধনুক সঙ্গে নেবে কি না ভাবল, শেষে বাতিল করে দিল চিন্তাটা, উঠে বসল গোবরাটে, একটু কসরত করে ঢুকে গেল ভেতরে। পা দুটো মেঝেতে ঠেকিয়ে লম্বা হয়ে দাঁড়ানো মাত্র সরে গেল জানালার কাছ থেকে।

এদিকওদিক তাকাচ্ছে গিবস। অন্ধকারে বেশিদূর দৃষ্টি চলে না, তারপরও মনে হচ্ছে, বড়সড় একটা লিভিংরুমে হাজির হয়েছে সে। এককোনায় একটা বিশাল ডিভান বা সোফা ঠাহর করা যায়; ঘরের বাকি আসবাবগুলো রাখা হয়েছে ছড়িয়েছিটিয়ে। ঠাহর করা যায়

বইঘর.কম

ফায়ারপ্লেসের অস্তিত্বও; সেখান থেকে উত্তাপের কোনো নমুনাই আসছে না বুঝে অনুমান করে নিল গিবস, গত কয়েকদিন আগুন ধরানো হয়নি সেখানে।

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল গিবস, কীভাবে কী করবে ভেবে নিচ্ছে। একটা পরিকল্পনা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে মনে মনে। পিঠ থেকে খসাল সঙ্গে-করে-আনা ছোট থলেটা, মুখ খুলল ওটার। একজোড়া দস্তানা বের করল জিন্সের পেছনের পকেট থেকে, পরল, তারপর দুই হাত ঢুকিয়ে দিল থলের ভেতরে। একসঙ্গে বের করে আনল বেশকিছু গানপাউডার।

বিশেষ এই থলেটা পাওয়া গেছে ওল্ডারসনের বদৌলতে। গিবসের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে, কাজে লাগতে পারে ভেবে, যোগাড় করেছিল সে গানপাউডারের এই থলেটা। ওটা প্রথমবার দেখার পর এমনকী গিবসও ভাবেনি কখন কী কাজে আসতে পারে ওটা ওদের। আজ, অনেকটা কাকতালীয়ভাবে, কাজে লাগতে যাচ্ছে গানপাউডারগুলো।

ডিভানটার উপর বেশকিছু গানপাউডার ছড়িয়ে দিল গিবস, বাকিগুলো ছড়াল ঘরের বড় বড় দুটো কার্পেটের উপর। কিছু পাউডার মাখিয়ে দিল দেয়ালে-ঝোলানো কয়েকটা ট্র্যাপেস্ট্রি বা কম্বলের গায়ে। কাজ শেষে বেরিয়ে এল জানালা গলে, মাথায় বাঁধা কাপড় খুলে ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলল, একটা টুকরো বাঁধল একটা তীরের মাথায়। শার্টের পকেট থেকে ম্যাচবাক্স বের করে একটা ম্যাচকাঠি জ্বালাল, আগুন ধরাল বিশেষ তীরটাতে, তারপর সেটা ধনুকে পরিয়ে নিক্ষেপ করল ডিভানটার দিকে। ফলাফল কী হয়েছে দেখার অপেক্ষা করল না, ছুট লাগাল আস্তাবলের দিকে।

কিন্তু মেইনবিল্ডিং-এর একটা কোনা পার হয়েছে, এমন সময় অন্ধকারে কাছেই নড়ে উঠল একটা ছায়ামূর্তি, লোকটা ল্যাং মেরে ফেলে দিল গিবসকে। বলল, 'খুব তাড়া আছে দেখছি!' ধীরেসুস্থে পিস্তল বের করছে সে হোলস্টার থেকে।

বইঘর.কম

মাটিতে পড়ে গেছে গিবস, কিন্তু হাত থেকে ছাড়েনি ধনুকটা, তবে তীরগুলো পড়ে গেছে। হাতড়ে হাতড়ে একটা তীর কুড়িয়ে নিল সে, উপুড় অবস্থা থেকে চিৎ হলো আস্তে আস্তে, একইসঙ্গে ধনুকে পরিয়ে ফেলেছে তীরটা।

ওর দিকে পিস্তল তাক করেছে লোকটা, এবার কক্ করল সেটা। 'তুমি কে, বলো তো? কোনো চোর নাকি? কী চুরি করতে এসেছ—ঘোড়া? উত্তরটা যদি হ্যাঁ হয়, তা হলে তোমার মতো আহাম্মক আর দেখিনি কখনও। একটা রানশের ঠিক কোন্ জায়গায় ঘোড়া থাকে, তা-ও জানো না? ...বাঁধতে হবে তোমাকে, চাবকাতে হবে আচ্ছামতো, তারপর...। তারপর কী করবো জানি না, আগে হাতের সুখ মেটাই। তবে আগে ডেকে জড়ো করি নিজের সঙ্গীসাথীদের। এসব কাজ আবার একলা করে কোনো মজা নেই, বুঝলে?' চিৎকার করার জন্য মুখ তুলল সে।

আর দেরি করাটা উচিত হবে না বুঝে তীরটা নিক্ষেপ করল গিবস অচেনা লোকটার বুক বরাবর।

চামড়া-মাংস ভেদ করে তীর ঢুকবার ভোঁতা একটা আওয়াজ পাওয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে "হুক" জাতীয় একটা আওয়াজ করল লোকটা, ওর পিস্তলধরা হাতের মুঠি আলগা হয়ে গেছে আপনাআপনি। সুযোগটা নিল গিবস, চট করে উঠে দাঁড়াল, অনুমানের উপর ভর করে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি হাঁকাল প্রতিপক্ষের বুকে।

ছিটকে গিয়ে কয়েক হাত দূরে পড়ল লোকটা, নড়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ওর মধ্যে।

মাটিতে পড়ে যাওয়া তীরগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আস্তাবলের দিকে আবার দৌড়াতে শুরু করল গিবস।

কী ব্যাপার, দৌড়াচ্ছে আর ভাবছে সে, এই আউটফিটের পাহারাদারেরা কি ভোজবাজির মতো উদয় হতে পারার বিদ্যাটা শিখেছে? নাকি আজ রাতে, ঘোলাটে চাঁদটা ডুবে যাওয়ার পর, প্রায় ঘুটঘুটে অন্ধকারে লোকগুলোকে ঠাহর করতে বার বার ভুল হচ্ছে

বইঘর.কম

গিবসের? ও-রকম আর কতজন আছে?

দৌড়াতে দৌড়াতেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে মেইনবিল্ডিং-এর দিকে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু আবছাভাবে বোঝা যায়, ধোঁয়া বের হতে শুরু করেছে বিভিন্নদিকের জানালা দিয়ে। যে-জানালাটা এখান থেকে সবচেয়ে কাছে, সেটার কাচে মাঝেমধ্যে উঁকি দিচ্ছে আগুনের লকলকে শিখা। তারমানে গিবসের হাতে আর বেশি সময় নেই। তাড়াহুড়ো করার তাগিদ অনুভব করল সে।

আস্তাবলের কাছে হাজির হয়ে গেল সে, চট করে খুলে ফেলল সেটার দরজা। ভেতরে একটা লণ্ঠন জ্বলছিল, কমিয়ে রাখা হয়েছিল সেটার আলো; সে-আলোয় দেখা গেল, একদিকের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মেঝেতে-বিছানো খড়ের উপর বসে ঢুলছে একটা লোক, একটা উইনচেস্টার ওর হাতে।

গিবসের উপস্থিতি টের পেয়ে সজাগ হলো লোকটা, চট করে তাকাল দরজার দিকে, অচেনা কেউ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে বুঝবার পর কাঁধে তুলতে শুরু করল উইনচেস্টারটা। কিন্তু ওকে সে-সুযোগ দিল না গিবস, তীর নিক্ষেপ করল আবারও, এত কাছ থেকে লোকটার বুকের বাঁ দিক এফোঁড়ওফোঁড় করে দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল সেটা।

ধনুকটা আর তীরগুলো নামিয়ে রাখল গিবস, গানপাউডারের থলে থেকে আবারও বের করল একগাদা পাউডার, খড়ের বিশাল তিনটা গাদার উপর ছড়িয়ে দিল ওগুলো। তারপর দ্রুত হাতে দড়ির বাঁধন খুলে দিল আস্তাবলের ভেতরে-থাকা সবগুলো ঘোড়ার, মনে মনে প্রার্থনা করছে ইতোমধ্যে আউটডোরশ্যাক থেকে যাতে বাইরে না আসে কোনো রাইডার, অথবা এলেও অন্তত যাতে এদিকে না আসে প্রার্থনাটা কবুল হলো ওর, আবার হলোও না—শেষ ঘোড়াটার বাঁধন খুলে দিয়ে যখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে একটা খড়ের গাদার কাছে, তখন কুকশ্যাকের কাছ থেকে শোনা গেল এক মহিলার গলা ফাটানো চিৎকার, 'আগুন! আগুন! আগুন ধরে গেছে মেইনবিল্ডিং-এ! তোমরা সবাই কোথায়? জলদি এসো! আগুন!'

বইঘর.কম

মহিলা সম্ভবত এ-রানশের বাবুর্চি, ভাবতে ভাবতে পকেট থেকে ম্যাচবাক্স বের করল গিবস, একটা ম্যাচকাঠি জ্বালিয়ে ছুঁড়ে মারল একটা খড়ের-গাদার উপর। মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠল আগুন, আর সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে দরজার দিকে ছুট লাগাল গিবস। জানে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে ঘোড়াগুলোর স্ট্যামপিড; তখন যে বা যারা থাকবে আস্তাবলের ভেতরে, ছুটন্ত খুরের চাপায় তারা স্রেফ ভর্তা হয়ে যাবে।

দৌড়াতে দৌড়াতে দুর্গন্ধযুক্ত নর্দমাটার কাছে যতক্ষণে হাজির হলো গিবস, ততক্ষণে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুট লাগিয়েছে রানশের ঘোড়াগুলো, আর পাগলপারা হয়ে আউটডোরশ্যাক থেকে বেরিয়ে এসেছে বেশ কয়েকজন রাইডার। দাউ দাউ করে জ্বলছে মেইনবিল্ডিং-এর একটা পাশ আর আস্তাবলটা, কোন্ জায়গার আগুন আগে সামাল দেয়া উচিত বুঝতে পারছে না গ্র্যাপ্পেলের রাইডাররা।

তাড়াহুড়ো করে পিকেটফেন্স পার হলো গিবস, নিজের ঘোড়ার কাছে পৌঁছানোর আগে দৌড়ানো থামাল না। ওটার পিঠে চড়ে বসে জোরে গুঁতো দিল পেটে, যত জলদি সম্ভব পালানো দরকার।

এখন আর পিছন ফিরে তাকানোর কোনো মানে হয় না। কারণ যতটুকু ক্ষতি করতে চেয়েছিল সে গ্র্যাপ্পেলের, হয়তো তারচেয়ে বেশিই করতে পেরেছে।

তবে খারাপ লাগছে ধনুক আর অবশিষ্ট তীরগুলোর কথা ভেবে। শেষপর্যন্ত আস্তাবলেই রয়ে গিয়েছিল ওগুলো, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে আসার কারণে ওগুলো আর সংগ্রহ করতে পারেনি।

থলথলে ভালুকের দেয়া উপহারটা হারিয়ে গেল, ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে চেপে রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার সময় ভাবল গিবস।

ভোররাতে না, সূর্য উঠবার এক ঘণ্টা পর ফিরে এল ব্যারিমোর আর ওর দুই ছেলে। জিনাকে দেখে খুশি হলো ওরা, সবাই মিলে একসঙ্গে বসে গেল নাস্তার টেবিলে। গল্পে মন বসল না জিনার, নাকেমুখে

বইঘর.কম

কোনোরকমে কিছু খেল সে; তারপর ব্যারিমোরদের কাছে ক্ষমা চেয়ে জানাল, জরুরিভিত্তিতে শহরে ফিরতে হবে ওকে, তাই রওয়ানা হতে হবে এখনই। একটু আশ্চর্য হলেও কিছু বলল না মিসেস ব্যারিমোর, পোর্চ পর্যন্ত এগিয়ে দিল জিনাকে। বলল, সময় পেলেই আবারও যেন চলে আসে সে।

ঘোড়াকে স্যাডল পরাল জিনা, ব্যারিমোর রানশ ছাড়িয়ে চলে এল বেশ কিছুদূর। যখন নিশ্চিত হলো ওকে দেখা যাচ্ছে না রানশ থেকে, ঘুরিয়ে নিল ঘোড়ার মুখ, ইণ্ডিয়ান রিযার্ভেশনের পথ ধরল। একটানা এগিয়ে দুপুর নাগাদ চলে এল রিযার্ভেশনের ল্যাণ্ডের যথেষ্ট ভেতরে। তারপর বিশ্রাম দিল ঘোড়াটাকে।

সন্ধ্যার কিছু আগে আর্মির একটা ওয়াচপোস্টে হাজির হলো সে। এদিকওদিক তাকাচ্ছে।

গাছ বলতে গেলে নেই এমন এক তৃণভূমির উপর বানানো হয়েছে পোস্টটা। জায়গাটার একটা পাশ ঢালু হয়ে নেমে গিয়ে মিলিত হয়েছে একটা নদীর তীরের সঙ্গে। ওটাই কি ইণ্ডিয়ান নদী? জানে না জিনা, আসলে নদীটার নাম ভুলে গেছে সে। অনেক বছর পর এই এলাকায় এসেছে। এতদিনে বেশকিছু নতুন স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে, হঠাৎ আসায় কেমন বিভ্রান্তি লাগছে জিনার।

ওয়্যাগন চলার একটা এবড়োখেবড়ো পথ ট্রেইল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এখানে। সেটার দু'পাশে দেখা যাচ্ছে চামড়া বা ক্যানভাস দিয়ে বানানো ইণ্ডিয়ানদের অনেকগুলো তাঁবু। ওদের প্রায় প্রতিটা পরিবারে পোষা হয় এক বা একাধিক কুকুর, তাই কয়েক শ' কুকুরকে দেখা যাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁবুগুলোর আশপাশে। জিনাকে দেখে, বলা ভালো জিনার ঘোড়াটাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে এল কয়েকটা, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলে চলে গেল আরেকদিকে।

বাকস্কিন আর শহুরে ক্লথস্টোরের কাপড় জোড়াতালি-দিয়ে-বানানো হাস্যকর পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বড় বড় চোখের ইণ্ডিয়ান

বইঘর.কম

ছেলেমেয়েরা। জিনাকে দেখে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এগিয়ে এল অনেকেই, কিন্তু নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছে ওরা, কথা বলছে না কেউই, শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। অনেকগুলো তাঁবুর সামনেই দেখা যাচ্ছে জ্বালানো হয়েছে ক্যাম্পফায়ার, সান্ধ্যবাতাসে ধূম্রর একটা কম্বলের মতো ঝুলে আছে কাঠপোড়া ধোঁয়া। প্রতি বিশ কি পঁচিশটা তাঁবু পর পর দেখা যাচ্ছে একটা করে লগকেবিন, স্যাডলে বসে থাকা জিনার কাছে কেন যেন বড় নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে কেবিনগুলোকে। দায়সারাভাবে বানানো হয়েছে কেবিনগুলো, বেশিরভাগেরই পড়ি পড়ি অবস্থা। মরা ঝোপ তুলে এনে আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ওগুলোর ছাদে, বেশিরভাগেরই গোবরাট আছে কিন্তু দরজা নেই, প্রায় সবগুলোর সংলগ্ন উঠান নোংরা হয়ে আছে জবাইকরা পশুর চামড়া, মাংস বা কলিজা দিয়ে। সেনাসদস্যদের জন্য জায়গায় জায়গায় আস্তাবল বানানো হয়েছে, কোনো কোনোটা জড়াজড়ি করে আছে ইণ্ডিয়ানদের একাধিক তাঁবুর সঙ্গে। ক্যাম্পফায়ার, তাঁবু, কেবিন, উঠান, আস্তাবল—সব জায়গায় ছোট-বড় দলে উপস্থিত আছে ইণ্ডিয়ানরা, কিন্তু কেমন যেন বিষণ্ন চেহারা ওদের সবার, বেশিরভাগই চুপ করে আছে, যারা আলাপ করছে তাদের গলাও উঁচু না। মনে হচ্ছে, প্রাণ আছে লোকগুলোর, কিন্তু আত্মা নেই।

ঘোড়া হাঁটিয়ে এগিয়ে চলেছে জিনা, ঢুকে পড়েছে পোস্টের বেশ ভেতরে। অনতিদূরে পাথরের একটা দালান দেখা যাচ্ছে, বোঝা যায় কোনো এক কালে কোনো এক শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীর কোয়ার্টার্স হিসেবে ব্যবহৃত হতো সেটা। ঠিক পেছনে পুরনো আর্মিব্যারাকের কয়েকটা ধসেপড়া দেয়াল, অনেক আগে ইণ্ডিয়ানরা হামলা করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল সেখানে।

ব্যারাকটা পার হলো জিনা, খেয়াল করল ওয়্যাগনট্রেইলটা ফিকে হয়ে এসেছে যেন হঠাৎ করেই। সুন্দর করে ঘাস কেটে রাখা হয়েছে এখানে; সামনের বড়, দোতলা, পুরু তক্তা দিয়ে বানানো সুন্দর বাড়িটা নিঃশব্দে বলে দিচ্ছে উচ্চপদস্থ কোনো সরকারি অফিসারের নিবাস

সেটা। কাঠের অনেকগুলো খুঁটি মাটিতে গেড়ে সীমানাপ্রাচীর বানানো হয়েছে সে-বাড়ির—পিকেট ফেন্স, বেশিদিন হয়নি নতুন করে সাদা রঙ করা হয়েছে খুঁটিগুলোতে। পোর্চের সামনে একচিলতে বাগান, ঘনায়মান অন্ধকারে আলাদাভাবে না চেনা গেলেও বোঝা যায় একাধিক রঙের একাধিক জাতের বাসন্তী ফুল ফুটে আছে সেখানে। নাক উঁচু করে জোরে দম নিলে ফুলের সুবাস পাওয়া যায় বাতাসে। বাড়ির দু'পাশে, সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য, নিকট অতীতে লাগানো হয়েছিল কয়েকটা সিডার; ডাল আর পাতা ছড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে সেগুলো। গাছগুলোর আড়ালে দেখা যাচ্ছে বার্ন আর আস্তাবল—একটা আরেকটার থেকে যথেষ্ট দূরে অবস্থান করছে, এবং দুটোই যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

পিকেট ফেন্সের একদিকে নিচু দরজা আছে, সেটার সামনে ঘোড়া থামাল জিনা, নেমে পড়ল স্যাডল ছেড়ে। ঝোঁকের বশে কেন এল সে এখানে? জানে না। আবার হয়তো জানেও—লিমাকে রিযার্ভেশনে চলে আসতে বলেছিল টালি গিবস। কেন? লিমা তো ইচ্ছা করলেই ফিরে যেতে পারত ওদের রানশে। তা হলে এখানে আসতে বলার মানে কী? তারমানে মেয়েটার সঙ্গে নিভৃতে দেখা করার জন্য...

আপনমনে হেসে মাথা নাড়ল জিনা। এখনও সন্দেহ করছে সে গিবসকে?

লিমা কি এখনও আছে এখানে? নাকি গিবসের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর চলে গেছে? আচ্ছা, গিবস কি আসলেই এসেছিল লিমার সঙ্গে দেখা করতে?

হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল জিনা, কোনো প্রশ্নেরই জবাব জানে না সে। কিছুটা বিরক্তি লাগছে নিজের উপর, এভাবে আবেগতাড়িত হওয়াটা ঠিক হয়নি। একইসঙ্গে টের পাচ্ছে, যে-রাতে হোটেলের পোর্চে দাঁড়িয়ে ওর হাত খামচে ধরে গিবস বলেছিল, 'এর নাম জিনা, আমার বাগ্দত্তা,' সে-রাতের পর থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ অনেকখানি হারিয়েছে সে।

বইঘর.কম

দরজাটা খুলে বাগানে ঢুকল জিনা, পায়েহাঁটা একটা পথ ধরে এগিয়ে চলেছে পোর্চের দিকে। ওখানে পৌঁছে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, ওর আত্মসম্মানবোধ বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছে ওকে, অনাহূত অতিথির ভূমিকা পালন করাটা ঠিক হচ্ছে না। হাত চারেক দূরের পর্দাটানা জানালার কাচ ভেদ করে আলো আসছে বাইরে; বাড়িটা বোধহয় ওই ইণ্ডিয়ান এজেন্টের অফিসও।

ঘণ্টা বাজিয়ে কাউকে ডাকার কোনো উপায় আছে কি না জানার জন্য এদিকওদিক তাকাল জিনা, কিন্তু অন্ধকারে সে-রকম কিছু ঠাহর করতে পারল না। দরজায় কয়েকবার থাবা দিল সে।

এক মোটা ইণ্ডিয়ান চাকরানি এসে খুলল দরজাটা।

'লিমা...লিমা নামের একটা মেয়ে কি...' কথাটা শেষ করতে পারল না জিনা, বুঝতে পারছে না আসলে কী জিজ্ঞেস করলে ভালো হয়।

ওর দিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ইণ্ডিয়ান মহিলাটা, কিছু বলছে না।

ভেতরের ঘরটার অনেকখানি দেখতে পাচ্ছে জিনা। দরজা পেরিয়েই বড় একটা লিভিংরুম, দুটো জ্বলন্ত কেরোসিনল্যাম্পের আলোয় আলোকিত।

'আমি আসলে...লিমা নামের একটা মেয়েকে খুঁজছিলাম,' বলল জিনা। 'সে কি আছে ভেতরে? বেশি লম্বা না মেয়েটা, হ্যাংলাপাতলা, একটু শ্যামলা মতো...'

লিভিংরুমে হঠাৎ লিমাকে দেখতে পেয়ে কথা আপনাআপনি থেমে গেল জিনার।

ঘাড়ের পেছনে মেয়েটার উপস্থিতি টের পেয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল ইণ্ডিয়ান মহিলাটা।

দরজার আরেকটু কাছে এল লিমা, ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরই চিনতে পারল জিনাকে, হাসল। 'মিস ল্যাকারি! তুমি এখানে? এসো, ভেতরে এসো।'

বইঘর.কম
কার্তুজ

ভেতরে ঢুকল জিনা। 'আসলে...তোমার নামের প্রথম অংশটা জানি শুধু, তাই তোমাকে ঠিক কোন্ নামে খুঁজবো বুঝতে পারছিলাম না। তোমার নামের শেষ অংশটা জানা হয়নি আমার।'

যে-গাঢ় সবুজ রাইডিংস্যুট পরে শহরে গিয়েছিল লিমা, ওটাই পরে আছে। কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলেছিল সে, কিন্তু এমন সময় লিভিংরুমের আরেকদিকের দরজা দিয়ে ঢুকল হাসিখুশি চেহারার এক শ্বেতাঙ্গ মহিলা।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল লিমা। 'মিসেস স্টেলম্যান, পরিচয় করিয়ে দিই। এর নাম জিনা ল্যাকারি, শহরে থাকে, একটা কাজে এখানে আসার কথা ছিল ওর।'

ঝট করে লিমার দিকে তাকাল জিনা। ওর দিকে ফিরে মিসেস স্টেলম্যানকে আড়াল করে চোখ টিপল লিমা।

মুচকি হাসল জিনা, হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করল মিসেস স্টেলম্যানের সঙ্গে। 'তুমি নিশ্চয়ই এখানকার ইণ্ডিয়ান এজেন্ট মেজর স্টেলম্যানের...'

'বউ,' হেসে জিনার কথাটা শেষ করে দিল মিসেস স্টেলম্যান। 'আমাদের এই দ্বীপে তোমাকে স্বাগতম, সুন্দরী।'

'দ্বীপ?' কথাটা বুঝতে পারল না জিনা, মুচকি মুচকি হাসছে সে-ও।

'শুনেছি আগেরদিনের কোনো কোনো অপরাধীকে পাঠানো হতো দ্বীপান্তরে, ওটাই ওদের শাস্তি। আমার স্বামীকে পাঠানো হয়েছে এই এলাকায়, এখানে সাদাচামড়ার মানুষদের দেখা পাওয়া যায় মাসে-দু'মাসে একবার। তাই আমার বিবেচনায় দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়েছে আমাদেরকেও। সেজন্যই বলছিলাম এই দ্বীপে...। যা-হোক, চোখমুখ দেখেই বুঝতে পারছি দুপুরে কিছু খাওনি, নিশ্চয়ই ক্ষুধা লেগেছে? লিমা, তোমার ঘরে নিয়ে যাও ওকে, চট করে ফ্রেশ হয়ে নিক সে। পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যেই সাপার দেয়া হবে টেবিলে।' জিনার দিকে তাকাল মিসেস স্টেলম্যান। 'মিস ল্যাকারি, আজ রাতে আমাদের সঙ্গে

বইঘর.কম

থাকবে না তুমি?'

'থাকবো। আর...আমাকে জিনা বলে ডাকলেই চলবে।'

দরজাটা আটকে দেয়ার জন্য সেটার পাল্লায় হাত রাখল লিমা।

ওদের তিনজনের কেউই খেয়াল করল না, ওয়্যাগনট্রেইল থেকে বেশ কিছুটা দূরে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, ওর একহাতে ঘোড়ার লাগাম আরেকহাতে একটা রাইফেল। ব্ল্যাক হিলস রেঞ্জটাকে যতটা ভালোমতো চেনে সে, সেভাবে চেনে না অন্য কেউই; তাই প্রতিটা আর্মিপোস্ট ফাঁকি দিয়ে ঢুকে গেছে সে রিযার্ভেশনে, হাজির হয়ে গেছে এ-পর্যন্ত।

এখন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে মেজর স্টেলম্যানের বাড়িটার দিকে।

ষোলো

প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে যেমন গুমোট হয়ে যায় আবহাওয়া, শহরের অবস্থা হয়েছে ঠিক সে-রকম। মনে হচ্ছে, কিছু একটা ঘটবে—যে-কোনো সময়।

বাতাসে মিলিয়ে গেছে শেরিফ লকহার্ট, জোর গলায় প্রচার করছে জেমস, কাজটা ফেরারি গিবসের। তাই নিজের উদ্যোগে ম্যানহান্ট শুরু করেছে সে, নগদ টাকার লোভে ওর সঙ্গে জুটে গেছে শহরের কিছু বখাটে আর অকর্মা, যারা কোমরে গানবেল্ট পরতে পেরে ধন্য মনে করছে নিজেদেরকে।

উধাও হয়ে গেছে জিনাও, কেউ বলতে পারছে না কোথায় গেছে মেয়েটা।

বইঘর.কম
কার্তুজ

কোনো কোনো রসিক শহরবাসী জিজ্ঞেস করতে চায় জেমসকে, ওর বোনটাকেও শেরিফের সঙ্গে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে কি না টালি গিবস, কিন্তু সাহসের অভাবে প্রশ্নটা করতে পারছে না।

খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলেরও। লোকটার বাসায় এক রাইডারকে পাঠিয়েছিল জেমস, সে ফিরে এসে বলেছে, তালা ঝুলছে ডাক্তারের পেছনের-দরজায়।

এদিকে গ্র্যাপ্পেল থেকে খবর নিয়ে এসেছে কয়েকজন রাইডার, কে বা কারা যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে মেইনবিল্ডিং আর আস্তাবলে। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আস্তাবলটা, অনেক ক্ষতি হয়েছে মেইনবিল্ডিং-এর, বেশিরভাগ ঘোড়াই পালিয়ে গেছে আগুনের ভয়ে, রাইডাররা কোনোরকমে ধরতে পেরেছে পনেরো-বিশটাকে। আগুন যখন লাগানো হয় তখন তিনজন ছিল পাহারার দায়িত্বে, আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, তীর খেয়ে মরেছে তিনজনই, এবং একনজর দেখলেই বলে দেয়া যায়, তীরগুলো ইণ্ডিয়ানদের।

মানে কী এসবের?

সন্দেহ নেই একইসঙ্গে শেরিফ আর জিনাকে কিডন্যাপ করতে পারে না গিবস, এবং জেমস জানে জিনাকে তুলে নিয়ে যায়নি ওই লোক। তা হলে কোথায় গেছে ওর বোন? ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের হঠাৎ অন্তর্ধান কী ইঙ্গিত বহন করছে? লকহার্টকে কোথাও বেঁধে রেখে গ্র্যাপ্পেলে আগুন লাগিয়েছে গিবস? একা? তা হলে ইণ্ডিয়ান তীরগুলোর ব্যাখ্যা কী?

ভেবে ভেবে একটা প্রশ্নেরও জবাব বের করতে পারছে না জেমস, এবং সে-কারণে সময় যত যাচ্ছে মেজাজ তত খারাপ হচ্ছে ওর। রাগে বেশিরভাগ সময় লাল হয়ে থাকছে চেহারা। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মদ খায় না সে কখনও, কিন্তু লকহার্ট উধাও হয়ে যাওয়ার পর নিজের সব পরিকল্পনায় তালগোল পাকিয়ে যাওয়ার কারণে বেড়ে গেছে ওর মদ খাওয়ার পরিমাণ, নিজের উপর ওর নিয়ন্ত্রণও কমে গেছে তাই।

ব্ল্যাক হিলস শহরটাতে ইদানীং চলছে রানশার, কাউবয়, পাঞ্চার

বইঘর.কম

আর রাইডারদের মাতামাতি। দিন নেই রাত নেই ঘোড়া দাবড়ে হাজির হচ্ছে ওদের কেউ-না-কেউ—কখনও একা, কখনও দল বেঁধে। ভবিষ্যতের চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হয়ে কখনও আলোচনা করছে ওরা ডেপুটি শেরিফ জিম বোনালের সঙ্গে, কখনও নিজেরা নিষ্ফল হই-হট্টগোল জুড়ে দিচ্ছে সেলুনে সেলুনে, যাদের সাহসে কুলাচ্ছে তারা এসে দেখা করছে জেমসের সঙ্গে। কিন্তু এতকিছুর পরও চাপা উত্তেজনা কমছে না, বরং দিন দিন বাড়ছে।

কিছুক্ষণ আগে আরেকদফার নিষ্ফল ম্যানহান্ট শেষ করে শহরে ফিরে এসেছে জেমস আর ওর সাঙ্গোপাঙ্গরা। হয় সেলুন নইলে কোনো সাপারহাউসে গিয়ে ঢুকেছে বাকিরা, জেমস একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে বসে আছে লকহার্টের অফিসে। ওর মুখোমুখি আরেকটা চেয়ারে বসেছে জিম বোনাল, ঝিমুচ্ছে।

হাতের বোতলটা জিমের মাথায় ভাঙতে ইচ্ছা করছে জেমসের। লোকটা একটা অকর্মার ধাড়ি, যেমন অলস তেমন বাস্তববুদ্ধিহীন। কাজ দেখলে মনে হয় সে একটা নপুংসক যেন। ওর মতো একটা লোককে ঠিক কী কারণে ডেপুটি বানিয়েছে শহরের লোকেরা, বুঝতে পারে না জেমস।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে হুইস্কির বোতলে আরেকবার চুমুক দিল সে।

আপাতত যে-ঘরে আছে লিমা, হাত ধরে জিনাকে সেখানে নিয়ে গেল সে। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে হেলান দিল সেটাতে, হাসছে মিটিমিটি।

'মিসেস স্টেলম্যান আসলে একটা বাচাল মহিলা,' বলল। 'বাচাল না হয়েই বা উপায় কী ওর? নিজেই বলল মাসে-দু'মাসে দেখা পায় সাদাচামড়ার মানুষদের, তাই যখনই কাউকে পায় তখনই শুরু করে দেয় খেজুরে আলাপ।'

'তখন মিথ্যা বললে কেন?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'উপায় ছিল না। এ-রকম একটা জায়গায় হুট করে হাজির হয়ে গেছ তুমি, কথাটা না বললে সন্দেহ করত মিসেস স্টেলম্যান। তা

বইঘর.কম

ছাড়া আজ রাতে যদি থাকার জায়গা না পেতে এখানে, তা হলে কোথায় যেতে, বলো?'

রাইডিংগ্লাভস খুলে বিছানায় বসে পড়ল জিনা। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'আমার বোধহয় এখানে আসাটা ঠিক হয়নি। কিন্তু...' মেঝের দিকে তাকাল জিনা, 'একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম তোমাকে...'

'টালি গিবসের ব্যাপারে?'

ঝট করে মুখ তুলে তাকাল জিনা। 'জানলে কীভাবে?'

মিষ্টি হাসল লিমা। 'কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো না জানলেও বোঝা যায়।'

মেয়েটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিনা বলল, 'সে-রাতে মিথ্যা কথা বলেছে গিবস।'

'মিথ্যা কথা?'

'হুঁ। আমার ব্যাপারে...মানে আমাদের ব্যাপারে যা বলেছে সে, সব বানোয়াট।'

'বানোয়াট?'

'হ্যাঁ। এনগেজমেন্ট হয়নি আমাদের। আমরা...আমরা আসলে...ঠিকমতো চিনিই না একজন আরেকজনকে।'

বুকের ভেতরে একটা জোরালো ধাক্কা টের পেল লিমা। 'কথাটা...বুঝতে পারলাম না।'

'বুঝতে না পারারই কথা। ঘটনা হচ্ছে, যে-কোনো কারণেই হোক আমাদের রানশ ছেড়ে শহরে চলে যেতে হয়েছিল আমাকে। কোথাও কোনো চাকরি পাচ্ছিলাম না, তাই পার্টটাইম নার্স হিসেবে যোগ দিই ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে। তবে তার আগেই কারা যেন ভীষণ পিটিয়েছে টালি গিবসকে, মুমূর্ষু বানিয়ে দিয়েছে লোকটাকে। ওর শুশ্রূষার দায়িত্ব পড়ল আমার উপর। সময়মতো ওকে খাবার আর ওষুধ খাওয়াতাম আমি, আর ওর কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না জানার জন্য বসে থাকতাম ওর পাশে। ব্যস, এর বেশি আর কোনো সম্পর্ক

বইঘর.কম

নেই আমাদের মধ্যে। এমনকী...এমনকী ওর নামটাও জানতে পেরেছি আমি অনেক পরে।'

'পেটানো হয়েছিল গিবসকে?' স্থির দৃষ্টিতে জিনার দিকে তাকিয়ে আছে লিমা। 'মুমূর্ষু বানিয়ে দেয়া হয়েছিল?'

'হুঁ। আস্তে আস্তে সেরে উঠেছে সে। ওর...মনোবল সাংঘাতিক।'

ধীরে ধীরে সোজা হলো লিমা, শূন্য পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়াল জিনার সামনে, এখনও নির্নিমেষ দেখছে জিনাকে। সে-রাতের পর থেকে মেয়েটাকে যারপরনাই ঘৃণা করেছে সে, কিন্তু আজ ওর ঘৃণা-ভালোলাগা-বিস্ময়-কৃতজ্ঞতা সব একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে যেন। 'তা হলে...গিবস কথাটা বলল কেন?'

'কোন্ কথা? ও...আমি ওর বাগ্দত্তা, সেটা? জানি না। আমিও প্রশ্নটা করেছিলাম ওকে। কারণ তোমার আর ওর মাঝখানে যখন হঠাৎ করেই আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল সে, তখন খুব রাগ হয়েছিল আমার, প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা করছিল।'

'তোমার প্রশ্নের জবাবে গিবস কী বলল?'

'বলল, "তুমি যদি কাউকে দেখো আত্মহত্যা করার জন্য গিয়ে দাঁড়িয়েছে চলন্ত ট্রেনের সামনে, এবং যদি বাঁচাতে চাও লোকটাকে, তা হলে ওকে ধাক্কা মেরে সরানো অথবা লাথি মেরে সরানো সমান কথা।" '

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর লিমা বলল, 'মানে কী কথাটার?'

'তা-ও জানি না। হয়তো...তুমি জানো।'

'না, আমিও জানি না। ...একটা কথা জিজ্ঞেস করি, সত্যি জবাব দেবে?'

'কী?'

'তোমার আর গিবসের মধ্যে এনগেজমেন্ট হয়নি—শুধু এই কথাটা বলার জন্য এখানে এসেছ তুমি?'

'হ্যাঁ।'

বইঘর.কম
কার্তুজ

'কেন?'

'কারণ আমার মনে হয়েছে যা সত্যি তা জানা উচিত তোমার।'

'কেন?'

'কারণ সে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছে।'

'আর কিছু না?'

'হ্যাঁ, আরও একটা কারণ আছে।'

'কী?'

'তুমি ভালোবাসো লোকটাকে।'

কোনোরকম দ্বিধা ছাড়াই মাথা ঝাঁকাল লিমা, জিনার দিকে উল্টো ঘুরে ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল ড্রেসারের সামনে। ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল চুপ করে।

'আমি...দুঃখিত,' বলল জিনা। 'নিষ্ঠুরের মতো একটা কাজ করেছে লোকটা। এবং আমার ধারণা তুমি ওকে কতখানি ভালোবাসো সেটা বুঝবার জন্য করেছে সে কাজটা।'

ওর দিকে ফিরল লিমা, ভূতগ্রস্তের মতো হাসছে, ছলছল করছে দু'চোখ। 'যে-উপকার করলে আমার, সেটার জন্য ধন্যবাদ দিলে আসলেই খাটো করা হবে তোমাকে। কিন্তু...যদি বলি নারীসুলভ হয়নি কাজটা?'

'নারীসুলভ হয়নি মানে? বুঝলাম না।'

'আমার কিন্তু মনে হয় বুঝতে পেরেছ তুমি।'

ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে গলা শুকিয়ে আসছে জিনার; ঢোক গিলল সে—কষ্ট হলো কাজটা করতে। নিচু গলায়, যেন নিজের কাছেই জানতে চাচ্ছে এমনভাবে বলল, 'আমি...আমি কী বুঝতে পারবো? কী বলতে চাচ্ছ?'

'কী বলতে চাচ্ছি? ঠিক আছে, যদি বলি তুমিও ভালোবাসো গিবসকে?'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জিনা, একহাত দিয়ে চেপে ধরেছে আরেকহাত, রক্ত সরে গেছে চেহারা থেকে, তাকাতে পারছে না লিমার

বইঘর.কম

দিকে। 'কথাটা...ঠিক না।'

'তা-ই? তা হলে তুমি যে বললে আমি ভালোবাসি গিবসকে, সেটাও ঠিক না।'

'না, ঠিক। তোমার চেহারায় স্পষ্ট লেখা আছে সে-কথা। যে-কেউ তোমার দিকে তাকালেই জানতে পারবে সেটা।'

'আর তোমার চেহারায় কি একই কথা লেখা নেই? তোমার দিকে তাকালে কি কেউ বুঝবে না, তুমি ভালোবাসো গিবসকে?'

জবাব দিল না জিনা, আস্তে আস্তে আবার বসে পড়ল বিছানায়।

ওর দিকে এগিয়ে এল লিমা, কাছে দাঁড়িয়ে ওর থুঁতনি ধরে উঁচু করল মাথাটা। 'আমার দিকে তাকাও। গিবসকে ভালোবেসে ফেলেছ—সেজন্য তুমি কি লজ্জিত? আমি কিন্তু গর্বিত—এমন কাউকে ভালোবেসেছি, যে লড়াই করতে জানে, প্রচণ্ড মার খেয়েও সোজা হয়ে দাঁড়ায় শুধু মনের জোরে।'

লিমার চোখে চোখ রাখল জিনা, সঙ্গে সঙ্গে ফোঁপাতে শুরু করল, একটু পর মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে ভেঙে পড়ল অদম্য কান্নায়।

জিনার মাথাটা নিজের পেটের সঙ্গে চেপে ধরে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল লিমা।

'কথাটা সত্যি,' কাঁদতে কাঁদতে বলল জিনা, 'আমি ভালোবাসি লোকটাকে। প্রচণ্ড ভালোবাসি, এবং আমি সেটার জন্য লজ্জিত না। তবে...ওকে ভালোবাসতে চাইনি আমি, কীভাবে যেন...কীভাবে যেন...'

জিনাকে ছেড়ে দিয়ে ওর পাশে, বিছানায় বসে পড়ল লিমা। সান্ত্বনা জানাচ্ছে না জিনাকে, জানে ওর কান্না থেমে যাবে আপনাআপনি। সামনের দিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'লোকটা কিন্তু ভালো না। ভালো না মানে...আগে শোনো, তারপর নিজেই বিচার কোরো। পশ্চিমের অনেক শহরে ঘুরে বেড়িয়েছে সে, মাতাল হয়েছে অনেক সেলুনে। মারামারি করতে খুব ভালো লাগে ওর—আমাকে বলেছে কয়েকবার, নিজে যেমন মার খেয়েছে প্রচুর,

বইঘর.কম
কাতুজে

তেমনই মেরে শুইয়ে দিয়েছে বিশালদেহী অনেক লোককে। তোমার-আমার আগে আরও কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ছিল ওর, ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু সেটা প্রেম-ভালোবাসা কি না জানি না, আমাকে স্পষ্ট করে কিছু বলেনি সে, আমিও জানতে চাইনি, তবে একটা মেয়ে হিসেবে আমার মনে হয়নি আগে কখনও কাউকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছে লোকটা। যা-হোক, মারামারি করার কারণে চাকরিও হারিয়েছে সে একজায়গায়, আরেকটা চাকরি পাওয়ার আগে একটা ডলারও ছিল না ওর পকেটে তখন, বাধ্য হয়ে চুরি করে খাবার খেয়েছে। কিন্তু...বিশ্বাস করো...ওসব করেছে বলেই লোকটাকে বুনো আর রহস্যময় মনে হয়েছে আমার কাছে, ওসব করেছে বলেই ওকে এত ভালোবাসি আমি। কারণ সে চোর হলেও ডাকাত না, মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকলেও চরিত্রহীন না...'

'চরিত্রহীন না জানলে কীভাবে?' লিমাকে কথা শেষ করার সুযোগ না দিয়ে বলে উঠল জিনা।

এমনভাবে জিনার দিকে তাকিয়ে আছে লিমা, যেন খুবই আশ্চর্য হয়েছে প্রশ্নটা শুনে। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আমাকে অনেকবার লুটে নেয়ার সুযোগ পেয়েছে গিবস, এবং সে যদি সে-রকম কিছু করত কখনও, বাধা দিতাম না আমি—দিতে পারতাম না, কিন্তু বিশ্বাস করো, কুমতলব নিয়ে আমার গায়ে হাত দেয়নি সে কখনও। দেখলে মনে হয় কী কঠিন একটা মানুষ, অথচ ওর মনটা আসলে নরম। আর স্বাবলম্বী...অন্তত স্বাবলম্বী থাকার চেষ্টা করে বেশিরভাগ সময়। আমাদের রানশে কাজ করতে দেখেছি ওকে, নিজের সেরাটা দেয়ার চেষ্টা করে সে সবসময়, যেচে পড়ে সাহায্য করতে যায় অন্যদেরকে। আমি যদি পুরুষমানুষ হতাম আর সে যদি আমার বন্ধু হতো, দরকার হলে ওর জন্য জান দিয়ে দিতাম আমি।'

মনোযোগ দিয়ে লিমার কথাগুলো শুনছিল জিনা, ওর বলা শেষ হওয়ার পর চোখ মুছল। বলল, 'তোমার মতো এত ঘনিষ্ঠভাবে গিবসকে চিনি না আমি, কিন্তু বুঝতে পারছি, যা যা বললে ওর

বইঘর.কম

ব্যাপারে, কোনোটাই ভুল না।'

আনমনা হয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল লিমা, জিনার দিকে তাকাল। 'ঘনিষ্ঠভাবে? হ্যাঁ, তোমার চেয়ে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে চিনি আমি লোকটাকে। পাঁচটা বছর ধরে সঙ্গ দিচ্ছে সে আমাকে—আমাদের রানশ থেকে আমাকে নিয়ে গেছে রেলস্টেশনে; আবার আমি যখন ফিরে এসেছি, তখন স্টেশন থেকে রানশে নিয়ে গেছে আমাকে। গত তিনটা বছর ধরে ভাবছি আমি, সে যদি কোনো কারণে কোথাও চলে যায়, স্রেফ মারা যাবো আমি। ভেবে দেখো, আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার কত সুযোগ পেয়েছে সে, কিন্তু সবসময়ই একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে। আর, জোর দিয়ে বলতে পারি, কখনোই ভালোবাসেনি আমাকে।'

'তুমি নিশ্চিত?'

তিতা হাসি হাসল লিমা। 'একটা পুরুষ একটা মেয়েকে ভালোবাসে কি না, সেটা ওই মেয়ের চেয়ে ভালো আর কে জানে? ...হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। যা-হোক, সেটা বড় কথা না। বড় কথা হচ্ছে, আমি ভালোবাসি লোকটাকে এবং ওকে পাওয়ার জন্য যা যা করতে হয় করবো আমি।'

'আমিও,' মনে মনে বলল জিনা।

'একদিক দিয়ে আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে আছো তুমি,' তিতা হাসিটা আবার হাসল লিমা।

'এগিয়ে আছি? যেমন?'

'তোমাকে নিজের বাগ্দত্তা বলে ঘোষণা দিয়েছে লোকটা।'

'কিন্তু সেটা তো...

'আমাকে খুকি মনে কোরো না। তোমাকে ভালোবাসে কি না লোকটা, জানি না, কিন্তু তোমার প্রতি যে কিছুটা হলেও দুর্বলতা আছে ওর, বোঝা যায়। কারণ সেটা যদি না থাকত, ওর আর আমার মাঝখানে হুট করে দাঁড় করিয়ে দিত না তোমাকে।'

'কিন্তু...লিমা...' কথা শেষ করতে পারল না জিনা, চমকে উঠল।

বইঘর.কম
কাতুজ

বাড়ির ঠিক বাইরেই গর্জে উঠেছে একটা রাইফেল।

চমকে গেছে লিমাও। জিনার সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সে।

একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল দু'জনই, ছুট লাগাল দরজার দিকে।

ফিড কোরাল থেকে মাত্র পনেরো-বিশ গজ দূরে অবস্থিত লিগাল টেণ্ডার সেলুনটা আজব এক জায়গায় পরিণত হয়েছে আজ রাতে।

পরিচিত-অপরিচিত যারাই আসে শহরে, তারা এমনিতেই একবারের জন্য হলেও ঢুঁ মেরে যায় সেলুনটাতে; আজ পেছনের গলিটা ধরে চুপিসারে হাজির হয়েছে বেশ কয়েকজন রানশার, কারণ গোপন এক আলোচনাসভা আহ্বান করা হয়েছে এখানে। উৎকণ্ঠা চাপা দিতে দেদারসে মদ খাচ্ছে তাদের কেউ কেউ, কেউ মদের গ্লাস সামনে নিয়ে বসে আছে কিন্তু চুমুক দিতে পারছে না, কেউ আবার একটু পর পর গিয়ে উঁকি দিয়ে আসছে সামনের জানালায়—বড় রাস্তাটায় কী হচ্ছে না-হচ্ছে দেখতে চায়।

যারা এসেছে এখানে তাদের মধ্যে উইল ব্যালার্ডও আছে। আপাতত দাঁড়িয়ে আছে সে ব্যাটউইং দরজার পাশে, আরেকটা ছোট জানালার কাছে। অনেকের মতো বড় রাস্তাটার উপর নজর ওরও, অনেকের মতো সে-ও দেখছে নিষ্ফল ম্যানহাণ্টে অংশ নেয়া রাইডারদের।

ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পিট লিঙ্কম্যান বলল, 'এভাবে আর কতদিন? দেখে নিয়ো, শীঘ্রিই ক্ষান্ত দিতে বাধ্য হবে ওরা। ব্ল্যাক হিলস তো আর এতটুকুন কোনো জায়গা না যে, দু'-চারদিন এদিকওদিক ছোটাছুটি করলেই খুঁজে বের করা যাবে টালি গিবসের মতো চালাক একটা লোককে। কোথায় লুকিয়ে থাকলে কেউ টেরও পাবে না, শেরিফকে কোথায় গুম করে রাখলে বুঝতে পারবে না কেউ—সব জানে সে।'

'হ্যাঁ,' নিচু গলায় সায় জানাল ব্যালার্ড, 'রাইডাররা হয়তো সরে

বইঘর.কম

আসবে, কিন্তু যতদিন নিজের দু'পায়ে খাড়া থাকতে পারবে বিগ জেমস, ততদিন খোঁজ চালিয়ে যাবে সে। ব্যাপারটা ওর জন্য ইজ্জতের সওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

হাতেধরা পাইপে কষে কয়েকবার টান দিল লিঙ্কম্যান। 'আচ্ছা, কী মনে হয় তোমার, শেরিফকে কোথায় নিয়ে গেছে গিবস?'

জবাব দেয়ার আগে ব্যালার্ডও ওর পাইপে টান দিল কয়েকবার। তারপর বলল, 'দেখো, প্রথম কথা হচ্ছে, শেরিফকে যে আসলেই কিডন্যাপ করেছে গিবস, তার কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই। একটা ছোকরা বলছে, ওদের আস্তাবলে গিয়ে শেরিফের ঘোড়া প্রস্তুত রাখতে বলেছিল গিবস, পরে নাকি দু'জন একসঙ্গে চলে গেছে শহর ছেড়ে। কিন্তু যার সঙ্গে শহর ছেড়েছে লকহার্ট, সে যে আসলেই গিবস, নিশ্চিত হচ্ছি কী করে? যদি বলি আরেকটা নাটক বানিয়েছে জেমস? যদি বলি, হুমকি দিয়ে কাবু করেছে সে ওই ছোকরাকে?'

জবাব দিল না লিঙ্কম্যান, দিতে পারল না আসলে।

'আমি যদি গিবসের জায়গায় থাকতাম,' বলে চলল ব্যালার্ড, 'তা হলে কী করতাম, জানো? যদি মনে করতাম কিডন্যাপ করা দরকার শেরিফকে, তা হলে কাজটা করে লোকটার হাত-পা-মুখ বেঁধে ওকে লুকিয়ে রাখতাম শহরেরই কোনো শ্যাকে। কারণ ম্যানহান্টে যারা অংশ নেবে, তারা প্রথমেই ধারণা করবে, শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে লকহার্টকে।'

খানিকটা বিস্মিত না হয়ে পারল না লিঙ্কম্যান। ব্যালার্ড যেভাবে বলছে, সেভাবে চিন্তাও করেনি সে কখনও। আরও কয়েকবার ধোঁয়া গিলে এবং ছেড়ে বলল সে, 'কিন্তু...কাজটা করতে হলে পরিচিত অন্তত একজনের সাহায্য লাগবেই গিবসের। এ-শহরে ওর জন্য অত বড় ঝুঁকি নেয়ার মতো কে আছে, বলো? জানের মায়া কার নেই? তা-ও আবার শত্রুপক্ষ যখন বিগ জেমসের মতো একটা লোক।'

বিরক্ত দৃষ্টিতে লিঙ্কম্যানের দিকে তাকাল ব্যালার্ড, লোকটা নির্বোধ কি না ভাবছে। 'জেমসের বোন জিনার কথা ভুলে গেছ এত

বইঘর.কম

তাড়াতাড়ি? অনেকেই জানে, গিবসের সেবাশুশ্রূষা করেছে সে। অনেকেই জানে, ভাইকে ছেড়ে এসেছে মেয়েটা চিরদিনের জন্য। এবং অনেকে এ-ও জানে, শেরিফ যখন লাপাত্তা হলো, তখন থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না জিনাকেও। ...দুইয়ে দুইয়ে যোগ করলে কত হয়, বলো তো?'

এবারও কিছু বলতে পারল না লিঙ্কম্যান, হ্যাট সরিয়ে মাথা চুলকাচ্ছে।

'তা ছাড়া ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের কথাও কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদের,' বলে চলল ব্যালার্ড। 'ডাক্তারও কিন্তু...'

'ডাক্তারও কিন্তু কী?' কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা ম্যাক্সওয়েল খেঁকিয়ে উঠল নিচু গলায়, কখন যেন নাটকীয়ভাবে হাজির হয়েছে সে লিগাল টেণ্ডারে। 'একটাও বাজে কথা বলবে না আমার নামে। কোনো ব্যাপারেই কোনো দোষ নেই আমার।'

কিছুটা চমকে উঠল ব্যালার্ড আর লিঙ্কম্যান, বিস্মিত হলো ওদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে-থাকা আরও কয়েকজন রানশার। কখন কোন্ ফাঁকে হাজির হয়েছে ম্যাক্সওয়েল, টেরই পায়নি কেউ।

কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ম্যাক্সওয়েল বলে চলল, 'রোগীর সেবা করা আমার কর্তব্য, আমার পেশা। কেউ বলতে পারবে না, গিবস যখন মুমূর্ষু ছিল, তখন যেচে পড়ে লোকটাকে নিজের ঘাড়ে নিয়েছি আমি। বরং কারা যেন আমার দরজায় ফেলে গিয়েছিল ওকে। কেউ বলতে পারবে না, গ্র্যাপ্পেল থেকে ধরে এনে জিনাকে নিজের অ্যাসিস্ট্যান্ট বানিয়েছি আমি। আমি বরং বলবো, শহরময় এই যে একটা চাপা উত্তেজনা এখন, রানশাররা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে এই যে এতটা উৎকণ্ঠিত, সেজন্য সব দোষ বিগ জেমসের। শুরুটা সে-ই করেছে। ভেবো না গিবসের হয়ে ওর ঢোল বাজাচ্ছি আমি, কিন্তু আমার সাফ কথা, শেরিফ উধাও হয়েছে বলে এখনও জানে বেঁচে আছে তোমাদের কেউ-না-কেউ। তা না হলে...'

ব্যালার্ড আর লিঙ্কম্যানকে ঘিরে থাকা ভিড়টা আরেকটু ঘন হয়েছে

বইঘর.কম

এতক্ষণে। ব্যালার্ড বলল, 'বলা নেই কওয়া নেই, তুমি হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলে, ডাক্তার? আর এভাবে ভেল্কিবাজির মতো হাজিরই বা হলে কেন?'

'কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলাম তা বলা যাচ্ছে না আপাতত—আমারও তো জানের মায়া বলে কিছু থাকতে পারে, তা-ই না? তবে শহরের খোঁজখবর রেখেছি আমি সবসময়, যেভাবেই হোক জেনেছি আজ এখানে গোপন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা মিটিং করতে যাচ্ছ তোমরা কয়েকজন। এখানে উপস্থিত থাকাটা জরুরি মনে করেছি বলেই হাজির হয়ে গেছি সময়মতো।'

'ভালো করেছ,' প্রশংসা করল নাকি ভেংচি কাটল ব্যালার্ড, বোঝা গেল না ঠিক।

পাত্তা দিল না ম্যাক্সওয়েল, হ্যাটটা ঠেলে সরিয়ে দিল কিছুটা পেছনে, এগিয়ে গেল বারটেণ্ডারের দিকে। কড়া একমগ বিয়ার নিয়ে একনিঃশ্বাসে খালি করল মগটা, তারপর সেটা কাউন্টারের উপর ঠক্ করে নামিয়ে রেখে ফিরে এল ব্যালার্ডদের দিকে। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে ম্যানহাণ্টারদের দেখল কিছুক্ষণ, তারপর নিঃশব্দে দেঁতো হাসি হেসে বলল, 'দেখে তো ওদের ভাগ্য খুব একটা ভালো বলে মনে হচ্ছে না।'

ঘাড় ঘুরিয়ে বড় রাস্তাটা একবার দেখে নিল ব্যালার্ড, তারপর নিষ্প্রাণ গলায় বলল, 'ওদের ভাগ্য নিয়ে ভাবার দরকার নেই। আমাদের কপালে কী হবে না-হবে সেটা ভাবো। বউ-বাচ্চা নিয়ে কোথায় যেতে হবে আমাদেরকে এই বুড়ো বয়সে, সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন।'

লিঙ্কম্যান বলল, 'আচ্ছা, ডাক্তার, একটা কথা সত্যি করে বলো তো। তুমি কি গিবসের সঙ্গে আছো? এই যে এভাবে হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল লকহার্ট, ঘটনাটায় তোমার কোনো হাত আছে? তুমি কি জানো আসলে কী ঘটেছে আমাদের শেরিফের ভাগ্যে?'

মাথা নাড়তে নাড়তে ম্যাক্সওয়েল বলল, 'আমি গিবসের সঙ্গে

বইঘর.কম

নেই, আবার আছিও। দয়া করে হেঁয়ালি মনে কোরো না আমার কথা। গিবস যা করছে, সেসবের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না আমি, থাকা সম্ভবও না আমার পক্ষে এই বুড়ো বয়সে। কিন্তু সে যা করছে, সেসবের পক্ষে পূর্ণ নৈতিক সমর্থন আছে আমার। কেন, জানো? একটা উদাহরণ দিই। অনেকেই বলছে শেরিফকে কিডন্যাপ করেছে গিবস। যথোপযুক্ত কোনো প্রমাণ না থাকার পরও তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম কথাটা ঠিক। এখন কথা হচ্ছে, অনুচিত এবং আইনবিরোধী কাজটা কেন করল লোকটা? কারণ যদি সে তা না করত, তা হলে হয়তো এতক্ষণে জন এভার্ট, বা ওর বউ, অথবা দু'জনেরই মরার খবর পেয়ে যেতাম আমরা। একইসঙ্গে জানতে পারতাম, বেদখল হয়ে গেছে ওদের রানশ। কী করতে পারতাম আমরা তখন? কী করতে পারত লকহার্ট তখন? আমাদের মধ্যে কে না জানে, লোকটা জেমসের খেলার পুতুল? আমাদের মধ্যে কে না জানে, জেমসের কারণেই একজন অযোগ্য-অকর্মা বুড়ো হয়েও বুকে তারা ঝোলাতে পেরেছিল সে?'

কেউ কিছু বলল না।

'হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেছে লকহার্ট—তোমাদের মতো খারাপ লাগছে আমারও। এতদিন বেফিকির জীবনযাপন করেছি, কিন্তু ইদানীং দুশ্চিন্তা বাসা বেঁধেছে আমার মনেও। তবে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, এই ঘটনায় কোনো হাত নেই আমার। নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, হাত নেই জেমসের বোন জিনারও; কারণ যে-রাতে বাতাসে মিলিয়ে গেল লকহার্ট, সে-রাতে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলছিলাম আমি, তখন ওই ব্যাপারে একটা বর্ণও উচ্চারণ করেনি সে। ও-রকম কিছু যে করতে পারে সে, ওকে দেখে অথবা ওর সঙ্গে কথা বলে তখন মোটেও সে-রকম কিছু মনে হয়নি আমার। কেউ প্রমাণ করতে পারবে না গিবসের সঙ্গে আঁতাত আছে মেয়েটার, এমনকী ওর ভাই জেমসও না। কাজেই তোমাদেরকে আহ্বান জানাবো আমি, আজ আমাদের এই অবস্থার জন্য যারা দোষী না, তাদের কাঁধে শুধু শুধু দোষ না চাপিয়ে,

বইঘর.কম

কী করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করো।'

'কিন্তু শেরিফকে ছাড়া কী করতে পারি আমরা?' বলল এক রানশার। 'জেমসের মুখোমুখি দাঁড়ানোর মতো সাহস আছে আমাদের কার? তা ছাড়া...লোকটা এখন আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর। শেরিফকে সঙ্গে নিয়ে কিছু একটা করার মতলব ছিল ওর, সেটা যা-ই হোক না কেন, কিন্তু পারেনি। এদিকে খবর এসেছে আগুন দেয়া হয়েছে ওর রানশে—কাজটা গিবসের নাকি ইণ্ডিয়ানদের সে-ব্যাপারে সে নিজেই নিশ্চিত না। এ-রকম একটা পরিস্থিতিতে...

'এ-রকম একটা পরিস্থিতিতে তোমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে,' লোকটার মুখের কথা কেড়ে নিল ম্যাক্সওয়েল, 'কোনো একজনের নেতৃত্বে সংগঠিত হওয়া, এবং যে-কোনো খারাপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকা। দয়া করে সে-নেতৃত্ব জিম বোনালের মতো কাউকে দিতে যেয়ো না, লকহার্টের চেয়েও অযোগ্য সে।'

কিন্তু এবারও মুখ বুজে থাকল সবাই, আসলে আগ বাড়িয়ে কিছু বলার মতো দুঃসাহস দেখাতে চাচ্ছে না কেউই।

তিতা হাসি হাসল ম্যাক্সওয়েল। 'আসলে তোমাদের অবস্থা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, জানো? মাথায় আকাশ ভেঙে না পড়া পর্যন্ত কিছু করতে রাজি না তোমরা কেউই। অথচ বোকার দল, বুঝেও বুঝতে পারছ না, যেদিন সত্যি সত্যিই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে, সেদিন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া করার মতো কিছুই থাকবে না তোমাদের কারোরই। কথাটা আগেও তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে ম্যাক ওল্ডারসন, এমনকী সম্ভবত টালি গিবসও। লাভ হয়নি, আজও কিছু হবে বলে মনে হয় না। গোপন মিটিং ডাকা ছাড়া আর কী করতে পারবে তোমরা শেষপর্যন্ত, জানি না।'

'জেমসের নিজের মাথায় যে-আকাশ ভেঙে পড়েছে,' বলল আরেক রানশার, 'সেটাই তো সামাল দিতে পারছে না সে। আমাদের নরক গুলজার করবে কখন?'

লোকটার দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকাল ম্যাক্সওয়েল। 'অপেক্ষা করতে

বইঘর.কম

থাকো, শীঘ্রিই জানতে পারবে। যদি ফেরে লকহার্ট, অথবা যদি না-ও ফেরে—একদিন-না-একদিন তো ক্ষান্ত দিতে হবেই জেমসকে, তখন বদলা নেয়ার জন্য তোমাদেরকেই কিন্তু হাতের কাছে পাবে সে।'

'আমার মনে হয়,' ভিড়ের মধ্য থেকে বলল অন্য কেউ, 'এত হাঙ্গামা না করে জেমসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেলাটাই সবদিক দিয়ে ভালো।'

লোকটাকে খুঁজবার চেষ্টা করল ম্যাক্সওয়েল, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না। 'হাত মিলিয়ে ফেলা মানে?'

'মানে, ওর সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে পারি আমরা।'

'কীসের চুক্তি?'

'ওর এক নম্বর শত্রু গিবসকে ধরিয়ে দেবো, বিনিময়ে ওর কাছ থেকে বুঝে নেবো নগদ পাঁচ হাজার ডলার, আর আমাদের এই উপকারের বিনিময়ে, আমরা যারা ছোট ছোট রানশার আছি তাদের রানশটা অন্তত দখল করবে না সে, আমাদেরকে অন্তত জানে মারবে না।'

চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ম্যাক্সওয়েল, টের পেল ঘৃণার থুতু জমছে ওর মুখের ভেতরে। একসময় রাগে বিস্ফোরিত হলো সে, চিৎকার করে বলল, 'জাহান্নামে যাও!' তারপর বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল লিগাল টেণ্ডারের ব্যাটউইং-এর দিকে।

করিডরে দাঁড়িয়ে আছে মিসেস স্টেলম্যান, ভয়ে কাঁপছে অল্প অল্প, বড় বড় হয়ে গেছে দু'চোখ।

মহিলার দিকে ছুটে গেল লিমা। 'কী হয়েছে?'

'অফিস!' হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো কোনোরকমে বলল মিসেস স্টেলম্যান। 'ওখানে...

দৌড়ে অফিসরুমের দিকে গেল লিমা, ওর পেছন পেছন জিনা।

ভেতর থেকে আটকানো ছিল না মেজর স্টেলম্যানের দরজা, একধাক্কায় সেটা খুলে ফেলল লিমা। সঙ্গে সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে

বইঘর.কম

উঠল।

হাত ধরে টেনে ওকে সরিয়ে আনল জিনা, গিয়ে দাঁড়াল গোবরাটে। অফিসরুমের ভেতরে তাকিয়ে চিৎকারটা এসে গিয়েছিল ওর গলাতেও, জোর করে সেটা দমন করল সে।

কমিয়ে রাখা একটা লণ্ঠন জ্বলছে ভেতরে, সেটার অনুজ্জ্বল আলোয় দেখা যাচ্ছে, আর্মির নীল উর্দিপরা একটা লোক হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে, রক্তের ক্ষীণ একটা ধারা বেরিয়ে এসেছে ওর বুকের বাঁ দিক থেকে। কাঠের মেঝে আস্তে আস্তে শুষে নিচ্ছে রক্তস্রোতটাকে।

'মেজর স্টেলম্যান!' কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে জিনা, একটা হাত তুলে মুখ চাপা দিল সে। একজোড়া ভারী পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকল মিসেস স্টেলম্যান। কী ঘটেছে বুঝতে প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিই সময় লাগল মহিলার, তারপর লিমার চেয়েও জোরে গলা ফাটাল সে, হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল স্বামীর লাশের পাশে।

'দেখো কাউকে ডেকে আনতে পারো কি না,' নিজেকে সামলে নিয়েছে লিমা, জিনাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ার সময় বলল কথাটা, 'আমি শান্ত করার চেষ্টা করছি মিসেস স্টেলম্যানকে।' এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল মহিলাকে, কোনোরকমে দাঁড় করাল ওকে, তারপর একরকম টানতে টানতে নিয়ে গেল অফিসরুমের বাইরে।

কাকে ডেকে আনবে জিনা? এখানে লিমা বা মিসেস স্টেলম্যান ছাড়া আর কাকে চেনে সে? কাউকেই না। কাজেই এখনও স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে সে গোবরাটে। একটু পর ভীরু পায়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে, আস্তে আস্তে হেঁটে এসে দাঁড়াল মেজর স্টেলম্যানের লাশের পাশে। দৃষ্টি সরিয়ে তাকাল একপাশের জানালার দিকে।

রাইফেলের বুলেটের ধাক্কায় ছিদ্র হয়ে আছে সেটার কাচ। তারমানে...বাইরে থেকে গুলি চালিয়েছে খুনি।

বইঘর.কম

হঠাৎ কী যেন মনে হলো জিনার, এগিয়ে গিয়ে ছোঁ মেরে তুলে নিল লণ্ঠনটা, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল বাইরে। করিডর ধরে হাজির হলো লিভিংরুমে, তারপর চলে এল বাড়ির বাইরে। যে-জানালার কাছে বুলেটের ছিদ্র আছে, গিয়ে দাঁড়াল সেটার কাছে, লণ্ঠনটা নিচু করে ধরেছে, অনিশ্চিত পায়ে হাঁটাহাঁটি করছে আর মাটির দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজছে।

জিনিসটা চোখে পড়তে সময় লাগল না ওর।

বলতে গেলে ফাঁকা জায়গায় পড়ে আছে ওটা, দেখলে মনে হয় খুবই অমনোযোগী কারও কাজ, অথবা হয়তো বেশি তাড়াহুড়োয় ভুলে ফেলে গেছে ওটা।

কালো রঙের একটা গ্লাভ, স্বাভাবিকের চেয়ে যথেষ্ট বড়।

ওটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল জিনা, সঙ্গে সঙ্গে ধক করে উঠল ওর বুকের ভেতরে।

সারা ব্ল্যাক হিলসে একজন মাত্র লোককে এ-রকম গ্লাভস ব্যবহার করতে দেখেছে জিনা।

লোকটা ওরই ভাই, জেমস ল্যাকারি।

তারমানে...জেমস খুন করেছে মেজর স্টেলম্যানকে?

কিন্তু কেন?

'ওল্ডারসন, আছো নাকি?' লাইনশ্যাকের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা করল গিবস।

জবাব দিল না কেউ।

উত্তর পাওয়া যাবে না, মোটামুটি জানত গিবস, তারপরও বলেছে কথাটা—হয়তো একাকীত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, হয়তো একঘেয়ে যাত্রার ধকল কাটিয়ে উঠবার জন্য।

ঘরে ঢুকল সে, নিচু হয়ে মেঝেতে নিঃশব্দে নামিয়ে রাখল হাতেধরা কারবাইনটা। পকেট থেকে বের করল একটা ম্যাচবাক্স, একটা কাঠি জ্বালাল। নিজের সাফল্যে খুশি হয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে

বইঘর.কম

নিজের উপর, কিন্তু একইসঙ্গে একটুখানি হলেও খুঁতখুঁত করছে মনের ভেতরে—একটা অস্বস্তিবোধ টের পাচ্ছে সে। মনে হচ্ছে, সফল হয়েও যেন সফল না সে, শত্রুপক্ষের তেমন কোনো ক্ষতিই করতে পারেনি আসলে।

এদিকওদিক তাকাল গিবস। না, যেটা যেভাবে রেখে যাওয়া হয়েছিল, সেটা সেভাবেই আছে। তারমানে, ওদের অনুপস্থিতিতে অনাকাঙ্ক্ষিত কারও আগমন ঘটেনি এখানে।

এগিয়ে গিয়ে একটা মোমবাতি জ্বালাল গিবস, নিভিয়ে দিল ম্যাচকাঠিটা। পায়াভাঙা টেবিলটার উপর রেখে দিল মোমবাতিটা। প্রথম রাতে যে-বাঙ্কে শুয়েছিল, বসে পড়ল সেটার উপর। পকেট থেকে বের করল সিগারেট বানানোর সরঞ্জাম, দ্রুত হাতে রোল করল একটা, সেটা ধরিয়ে টানতে লাগল। মোমবাতির আলোয় কিছুটা আলোকিত হয়ে আছে উল্টোদিকের দেয়ালটা, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেটার দিকে।

গ্র্যাপ্পেলে আগুন লাগিয়ে অক্ষতভাবে ফিরে আসা একটা বড় সাফল্য বটে। কিন্তু...কাজটা কি উচিত হলো? কথায় বলে, যুদ্ধ আর প্রেমে নাকি সব জায়েজ। ভূমিলিপ্সু গ্যানোন এই মরণখেলা শুরু করার আগে একবারও ভাবেনি কাজটা উচিত হচ্ছে কি না। লোকটার পাচাটা লেনর তার সহচরদের নিয়ে গিবসকে চাবকানোর আগে একবারও ভাবেনি, কাজটা উচিত হচ্ছে কি না। ডব্লিউ.জি.'র ফোরম্যানের প্ররোচনায় গিবসকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের বাড়িতে যাওয়ার আগে বিগ জেমসও ভাবেনি, কাজটা উচিত হচ্ছে কি না।

তা হলে উচিত-অনুচিত নিয়ে গিবসের মনে এত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কীসের?

'গিবস!' কানের কাছে যেন ফিসফিস করে উঠল একটা নারীকণ্ঠ, 'চোরের মতো পালিয়ে গেলে কেন?'

অস্বস্তিবোধটা আরও বাড়ল গিবসের, সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে ধরে হোলস্টারটা খুলে পাশে রাখল সে। কোমরের খাপ থেকে বের করল

বইঘর.কম

হান্টিংনাইফটাও, সেটাও রেখে দিল। এমনকী পেটের কাছে গুঁজে-রাখা কোল্টটাও বের করল। নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকাল মেঝেতে নামিয়ে-রাখা কারবাইনটার দিকে, তাকিয়েই থাকল কিছুক্ষণ। নিজেকে এখন আর লড়াকু কোনো ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে না ওর। মনে পড়ে যাচ্ছে সে-দিনগুলোর কথা, যখন ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের বাড়িতে মড়ার মতো পড়ে থাকত সে, জ্ঞান ফিরে পেলে তাকিয়ে থাকত ভালো চোখটা দিয়ে, আর ফুঁসত প্রচণ্ড ক্রোধে। সে-দিনগুলোর কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে না ওর। মানতে ইচ্ছা করছে না, লেনর আর ওর লোকদের হাতে মার খেয়েছিল সে। স্বীকার করতে ইচ্ছা করছে না, উইল গ্যানোনের মতো প্রভাবশালী একটা লোকের থাবা থেকে ব্ল্যাক হিলসকে ছিনিয়ে আনার শপথ করেছে সে, কসম খেয়েছে সবার সামনে মুখোশ খুলে দেবে লোকটার। শুধু মনে হচ্ছে, বার বার মনে হচ্ছে, জিনাকে বলা ওর একটা কথা, 'তুমি কি আমাকে দিয়ে তোমার ভাইকে অক্ষত রাখার শপথ করিয়ে নিয়ে সে-ঋণ ভুলে যেতে বলছ?'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল জিনা, 'যদি বলি তা-ই?'

উঠে দাঁড়াল গিবস, টের পেল অস্বস্তিবোধটা আরও বেড়েছে। ঠোঁট থেকে সরিয়ে ফেলে দিল সিগারেটটা, বুটের নীচে পিষে মারল। ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়াল ছোট্ট শ্যাকটার দরজায়, জানে পেছনে জ্বলন্ত মোমবাতি থাকায় সে এখন একটা সহজ টার্গেট—যদি ওদের এই অবস্থানের কথা ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকে।

বাইরে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। ক্ষয়া চাঁদের আলো ছিল আকাশে, উধাও হয়ে গেছে সেটা, তবে কিছু তারা ঘুটঘুটে হতে দেয়নি অন্ধকারকে। বাসন্তী বাতাস বয়ে যাচ্ছে অনির্দিষ্ট বিরতিতে, দূরের বড় বড় ঘাসের জঙ্গলে সর্‌সর্‌ শব্দ উঠছে তখন। ওখানে কোথাও একটা মজা ডোবা আছে হয়তো, কয়েকটা জোনাকি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে সেখানে।

গোবরাটে হেলান দিল গিবস।

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গ্র্যাপ্পেলের মেইনবিল্ডিং, কোনো সন্দেহ নেই। একইসঙ্গে কোনো সন্দেহ নেই, আস্তাবলটাকে কয়লা না বানিয়ে

বইঘর.কম

নেভেনি গিবসের-লাগানো আগুন। ওটার সঙ্গে-রাখা খড়ের বিশাল স্তূপ যে ছাই হয়ে গেছে, না দেখলেও অনুমান করতে পারে সে। কারণ আগুন নেভানোর মতো যথেষ্ট লোক ছিল না তখন রানশে। পালিয়ে গেছে ওদের অনেক ঘোড়া, হয়তো কয়েকটাকে ইতোমধ্যে ধরতে সক্ষম হয়েছে কেউ কেউ, কিন্তু বেশিরভাগই নিঃসন্দেহে লাপাত্তা।

নিঃসন্দেহে, বিগ জেমসের জন্য এটা একটা বড় আঘাত। এই আঘাতের জবাব কীভাবে দেবে সে, সেটাই এখন প্রশ্ন। কিন্তু ওই প্রশ্ন অস্বস্তিবোধ জাগায়নি জেমসের ভেতরে। বরং জিনার জন্য খারাপ লাগছে ওর।

গ্র্যাপ্পেলে ন্যায্য হিস্যা ছিল মেয়েটারও। ন্যায্য হিস্যা ছিল মেইনবিল্ডিং-এর উপর, আস্তাবলের উপর, পালিয়ে যাওয়া ঘোড়াগুলোর উপর। তারমানে...শত্রুপক্ষের শক্তি কমিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে যে-ছোবল দিয়েছে গিবস, তার অনেকখানি লেগেছে ওই মেয়ের গায়েও।

অথচ মেয়েটাকে...উড়ন্ত জোনাকি পোকাগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অসহায়ের মতো উপলব্ধি করল গিবস...ভালোবেসে ফেলেছিল সে।

কিছুই না ঘটনাটা, কিচ্ছু না—ভাইয়ের সঙ্গে আদর্শগত সংঘাত হয়েছিল মেয়েটার, হয়তো একসময় মিটমাট হয়েও যেত, কিন্তু নীতির প্রশ্নে ছাড় দিতে রাজি হয়নি জিনা, গ্র্যাপ্পেল ছেড়ে এসে কাজ নিয়েছিল ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের বাসায়। ওর সেই রাতের পর রাত পাশে বসে থাকা, আনাড়ির মতো সুপ খাইয়ে দেয়া, ওষুধগুলো সময়মতো খেয়ে নেয়ার জন্য কৃত্রিম শাসন করা, প্রচণ্ড বিরক্তি চেপে রেখে একের পর এক সিগারেট বানিয়ে দেয়া, এবং সবচেয়ে বড় কথা, গিবসের আকুতি শোনামাত্র ওর জন্য একটা সিক্সগান কিনে আনা...একটু একটু করে অনেক আহত করেছে গিবসকে মানসিকভাবে; এই আঘাত লেনর আর ওর লোকদের ঘুসি-লাথির চেয়ে, চাবুকের বাড়ির চেয়ে কোনো অংশে কম না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজার কাছ থেকে সরে এল গিবস,

বইঘর.কম

আরেকটা সিগারেট ধরাতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। এগিয়ে গিয়ে চুলা জ্বালাল, পানি গরম করল একটা টিনের-মগে। নিজের জন্য আগুনগরম কফি আর কয়েকটা বিস্কিট নিয়ে গিয়ে আবার বসল ওই বাঙ্কে, খাচ্ছে।

এই ভালোবাসার পরিণতি কী? জানে না গিবস। পরিণতি নেই জেনে কোনোদিন মনে ঠাঁই দেয়নি সে লিমাকে, অথচ অনেক আগেই টের পেয়েছে মেয়েটা ওর প্রতি ভীষণ দুর্বল। বিস্কিট খেতে খেতে ঠোঁট বাঁকিয়ে তিতা হাসি হাসল গিবস—নিয়তির পরিহাস আর কাকে বলে! যে-লোকের রানশে মাসে চল্লিশ ডলার বেতনে চাকরি করত সে, যে-লোকের ভালোমানুষির মুখোশটা সারা দুনিয়ার সামনে খুলে দেয়ার কসম খেয়েছে, সে-লোকের মেয়ে ভালোবাসে ওকে! যে-লোককে নিজের হাতে পিটিয়েছে, যে-লোকের হাত পুড়িয়ে দিয়েছে, যে-লোক ওকে খুন করার জন্য পাঁচজনকে পাঠাল, ভালোবেসে ফেলেছে সে-লোকের বোনকে! অথচ...জিনার মতো একটা মেয়ের পক্ষ থেকে...ধোঁয়াওঠা কালো কফির দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়ল গিবস...ভালোবাসা আশা করতে পারে না সে। আর মেয়েটা যদি কখনও জানতে পারে ওদের রানশে আগুন দিয়েছে কে তা হলে...

খাওয়া শেষ করল গিবস, খুঁজে খুঁজে বের করল একটা লণ্ঠন। তেল বেশি নেই, কতক্ষণ কাজ করবে লণ্ঠনটা বোঝা যাচ্ছে না, তারপরও ওটা জ্বালাল সে। তাকাল ওর হোলস্টার আর হান্টিংনাইফের দিকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলল আবারও। না, এখন শুধু আত্মপ্রতিজ্ঞার খাতিরেই না, জিনার জন্যও লড়তে হবে গিবসকে—বাঁচাতে হবে মেয়েটাকে। কারণ সে যদি চলে যায় ব্ল্যাক হিলস রেঞ্জ ছেড়ে, তা হলে আজ নয়তো কাল, এখানকার রানশারদের পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যাবে তখন, একসঙ্গে মরণকামড় দেবে ওরা জেমসকে। গ্র্যাপ্পেলে লাগানো গিবসের আগুন যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে জিনাকে, রানশারদের সম্মিলিত হামলায় ঠিক একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে মেয়েটারও।

না, মাথা নাড়ল গিবস, পিছিয়ে যাওয়ার সময় বা সুযোগ শেষ হয়ে গেছে আগেই...যেদিন সে জিনাকে বলেছিল, 'বিশ্বাস করো, একটা পিস্তলের খুব দরকার আমার,' হয়তো সেদিনই। লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে এবার, ফলাফল বা পরিণতি যা-ই হোক না কেন।

দড়ির মইটা খুঁজে বের করে কাঁধে ফেলল সে, লণ্ঠন হাতে এগিয়ে যাচ্ছে পরিত্যক্ত কুয়াটার দিকে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে, অস্বস্তিবোধটা সেভাবে কাজ করছে না ওর মনে, তাই কিছুটা হলেও হালকা লাগছে নিজেকে। জায়গামতো পৌঁছে হাঁক ছাড়ল, 'হেই, লকহার্ট, আছো নাকি?'

ঘুমিয়ে পড়েছিল লকহার্ট, গিবসের চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল ওর, জড়ানো গলায় কী জবাব দিল সে বোঝা গেল না ঠিকমতো।

'যাক,' খুশি হলো গিবস, 'সর্বশক্তিমানের শুকরিয়া, এখনও পটল তোলোনি তুমি। মইটা নামিয়ে দিচ্ছি, কুয়ামুখের কাছে নামিয়ে রাখছি আমার লণ্ঠন। নিজের বলতে যা-কিছু আছে নীচে সব নিয়ে উঠে এসো দয়া করে। শুনলে আনন্দিত হবে, মুক্তি পেতে যাচ্ছ তুমি।'

কোনো কথা না বলে উঠে আসতে শুরু করল লকহার্ট। বন্দিদশা যতটা না অসহ্য হয়ে উঠেছিল ওর কাছে; তারচেয়ে অনেক বেশি অসহ্য হয়ে উঠেছিল নীচের দুর্গন্ধ—বেশিরভাগই ওর নিজের পেশাব-পায়খানার কারণে সৃষ্ট।

একহাতে দড়ির মইটা সর্বশক্তিতে চেপে রেখে, আরেকহাত নীচের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে লকহার্টকে উঠে আসতে সাহায্য করল গিবস। লোকটা উঠে আসার পর ওর মুখোমুখি দাঁড়াল সে, দু'জনই হাঁপাচ্ছে, দু'জনই দেখছে পরস্পরকে।

গিবসের সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেই দেখে তাজ্জব হয়ে গেল লকহার্ট। 'কী ব্যাপার? তোমার হোলস্টার কোথায়? পেটের কাছে না একটা কোল্ট গুঁজে রাখতে? সেটাও তো দেখছি না। আর...হান্টিংনাইফটাও তো নেই মনে হচ্ছে।' এদিকওদিক তাকাল। 'ঘোড়া নেই, তারমানে কারবাইন বা উইনচেস্টারও নেই। তুমি...ডাকাতসর্দার থেকে সাধু হয়ে

বইঘর.কম

গেলে নাকি এ-ক'দিনে? আকাশ থেকে কোনোকিছু নাজিল হয়েছে তোমার উপর?'

চেহারা গম্ভীর হলো গিবসের। 'আমি কোনোকালেই ডাকাতসর্দার ছিলাম না, ভালোমতোই জানো, লকহার্ট। ইচ্ছা করেই কোনো অস্ত্র সঙ্গে আনিনি আমি। আসলে এই নিরালায় তোমার কাছে শেষবারের মতো প্রমাণ করতে চেয়েছি, আমি নির্দোষ। ইচ্ছা হলে বিশ্বাস করো কথাটা, ইচ্ছা না হলে কোরো না। তোমার সঙ্গে পিস্তল আছে, বুলেট আছে। ইচ্ছা করলে গ্রেপ্তার করতে পারো আমাকে, ইচ্ছা করলে ছেড়ে দিতে পারো। পরিস্থিতি বিবেচনার ভার আমি তোমার উপরই ছেড়ে দিলাম।'

গিবসের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শেরিফ, কিছু বলছে না।

'কথা দিয়েছিলাম,' বলে চলল গিবস, 'যদি বেঁচে থাকি, ফিরে আসবো, মুক্ত করে দেবো তোমাকে। কথা রেখেছি আমি। এবার, যদি সম্ভব হয়, আমার একটা অনুরোধ রাখো।'

তবুও কিছু বলল না লকহার্ট, আগের মতোই তাকিয়ে আছে গিবসের দিকে, হাত বাড়াচ্ছে না হোলস্টারে রাখা পিস্তলের দিকে।

'শহরে ফিরে যাও তুমি। একজন আদর্শ শেরিফের ভূমিকা পালন করো সেখানে গিয়ে। ভীষণ বিপদের মুখে আছে পুরো ব্ল্যাক হিলস রেঞ্জ আর সেখানকার অধিবাসীরা, তোমার যথোপযুক্ত ভূমিকা খুব কাজে লাগতে পারে এখন। কারও মনগড়া অভিযোগের ভিত্তিতে না, নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে বুঝবার চেষ্টা করো আসল দোষী কে বা কারা। আর...যদি গ্রেপ্তার না করো আমাকে, তা হলে ছেড়ে দাও, অনেক কাজ আছে আমার।'

'তোমার বন্ধু...ওল্ডারসন...কই?'

'একটা কাজে ইণ্ডিয়ান রিযার্ভেশনের দিকে গেছে সে। আশা করছি ফিরে আসবে শীঘ্রিই।'

'ততক্ষণ কি অপেক্ষা করবে তুমি?'

'না। অত সময় নেই আমার হাতে। ...কী করবে বলো এখন।

বইঘর.কম

গ্রেপ্তার করবে আমাকে?'

নিঃশব্দে হাসল লকহার্ট। 'নাহ্। অন্তত এখনই না।'

'তা হলে লাইনশ্যাকে ফিরে যাই আমি, নাকি? রাত যত বাড়ছে, এখানকার বাতাসটা ঠাণ্ডা হচ্ছে তত; আরেক কাপ আগুনগরম কফি না হলে আর চলছে না আমার।'

'চলো আমিও যাই তোমার সঙ্গে। এ-ক'দিন পর গরম কফির কথা শুনে জিভে রীতিমতো পানি এসে যাচ্ছে আমার।'

মুচকি হাসল গিবস, লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে পা বাড়াল ফিরতি পথের উদ্দেশে। 'একটা কথা বলে রাখি, শেরিফ। তোমাকে কিন্তু পায়ে হেঁটে ফিরতে হবে শহরে।'

'পায়ে হেঁটে ফিরতে হবে মানে? আমার ঘোড়া কই?'

'নেই। শুধু তোমার ঘোড়াই না, আমারটাও নেই শ্যাকের আশপাশে কোথাও।'

'মানে? কী হয়েছে ও-দুটোর? হঠাৎ পাখা গজিয়েছে নাকি? উড়াল দিয়েছে?'

'উফ্, এত কথা জানতে চেয়ো না তো, লকহার্ট। পা দুটো জলদি চালাও দয়া করে। আমি চাই না এই লাইনশ্যাকের কাছাকাছি থাকা অবস্থায় কাল সকালের রোদ পড়ুক আমার গায়ে।'

শ্যাকে ফিরে এল ওরা, দু'জনের জন্য গরম কফি বানাল গিবস। খেয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল লকহার্ট, বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে, এবং একবারও পিছন ফিরে না তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করল। শহরে পৌঁছানোর জন্য লম্বা একটা পথ পাড়ি দিতে হবে ওকে পায়ে হেঁটে।

দেরি করল না গিবসও। তুলে নিল ওর হোলস্টার আর অন্যান্য অস্ত্র, মোমবাতিটা নেভাল। শ্যাকের বাইরে এসে, লকহার্ট যেদিকে গেছে, ঠিক তার উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল।

এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে, একটা ঝরনার কাছে, নিজের আর শেরিফের ঘোড়াটা নিয়ে গিয়ে বেঁধে রেখেছিল সে। ইচ্ছা করেই

বইঘর.কম

পায়ে হাঁটিয়ে রওয়ানা করিয়েছে লকহার্টকে, কারণ শেরিফের যথেষ্ট আগে শহরে পৌঁছাতে চায় সে।

সতেরো

চট করে এদিকওদিক দেখল জিনা, নিশ্চিত হতে চাচ্ছে কেউ দেখছে কি না ওকে। কিন্তু অন্ধকারে বোঝা গেল না। আলগোছে গ্লাভটা তুলে নিল সে, ঢুকিয়ে রাখল স্কার্টের পকেটে।

হোটেলরুমে যখন দেখা করতে এসেছিল জেমস, তখন কি ওর হাতে এই গ্লাভ দেখেছিল জিনা? মনে হয় না। উঁহুঁ, আনমনে মাথা নাড়ল সে, তখন নতুন একটা গ্লাভ পরে ছিল জেমস, তা-ও শুধু বাঁ হাতে, পুড়ে যাওয়া হাতটা ঢেকে রাখার উদ্দেশ্যে।

মাথায় একরাশ চিন্তা নিয়ে অফিসরুমটার দিকে হাঁটা ধরেছে জিনা, এমন সময় ঘোড়া দাবড়ে হাজির হলো এক শ্বেতাঙ্গ লোক, অশ্বটা পুরোপুরি থামার আগেই স্যাডল ছেড়ে লাফিয়ে নামল। জিনাকে দেখতে পেয়ে আলতো করে স্পর্শ করল হ্যাটের কোনা, বলল, 'কী হয়েছে? গুলির আওয়াজ শুনলাম মনে হলো?'

লোকটাকে চেনে না জিনা। তারপরও কী ঘটেছে, বলল মোটামুটি। কিন্তু গ্লাভের বিষয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ করল না।

জিনার কথা শেষ হওয়ার আগেই একছুটে অফিসরুমে ঢুকে পড়ল লোকটা। ওর পেছন পেছন ওই ঘরে গেল জিনাও।

গিয়ে দেখল, মেজর স্টেলম্যানকে চিৎ করে ফেলেছে অপরিচিত লোকটা। মেজরের বুকের বাঁ দিকে বড় একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে, কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে লোকটাকে, রক্ত বের হচ্ছে এখনও। সম্ভবত

বইঘর.কম

গুলি লাগামাত্র মারা গেছে লোকটা, কারণ কর্তৃত্বপূর্ণ চেহারাটায় ব্যথাবেদনার কোনো ছাপ নেই। দাড়ি পরিষ্কারভাবে কামানো, নাকের নীচে পাতলা গোঁফ। দু'চোখ বন্ধ।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল অচেনা লোকটা। 'কেউ কি...মানে, কিছু কি হারানো গেছে?'

'না মনে হয়। আমি আসলে...জানি না। ...আমার কি থাকার দরকার আছে এখানে?'

'না, ম্যা'ম। আমি একজন ব্যবসায়ী, আর্মির অনুমতি নিয়ে টুকটাক কিছু জিনিস বেচাকেনা করি ইণ্ডিয়ানদের কাছে। সে-কাজেই এসেছিলাম, গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে এলাম। মেজর স্টেলম্যানের সঙ্গে ভালো খাতির ছিল আমার,' লাশটার দিকে তাকাল সে। 'বেচারা। মানুষটা ভালো ছিল। কে যে ওকে এভাবে...। আসার আগে দেখলাম পোস্ট থেকে এখানে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কয়েকজন সৈন্য, গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে ওরাও।'

কিছু বলল না জিনা, মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল।

একটা চেকপোস্ট থেকে হুড়মুড় করে বের হচ্ছিল কয়েকজন সৈন্য, তখন সেখানে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাত্র হাজির হয়েছে ওল্ডারসনের ঘোড়া—একটা গর্তে পড়ে গিয়ে বেশ চোট পেয়েছিল, সে-কারণে লাইনশ্যাক থেকে রিযার্ভেশনে আসতে এত দেরি হয়েছে, ব্যথা কিছুটা হলেও সামাল দিতে পেরেছে জন্তুটা। অচেনা ওল্ডারসনকে দেখামাত্র থমকে দাঁড়িয়ে গেল দু'জন সৈন্য, হাতের রাইফেল তাক করল ওর দিকে।

লাগাম টেনে ঘোড়া থামাতে বাধ্য হলো ওল্ডারসন।

'গুলির আওয়াজ শুনেছি,' যেন কথা বলছে না, হুমকি দিচ্ছে রাইফেল উঁচানো সৈন্যদের একজন, বাকিরা এতক্ষণে দৌড় দিয়েছে মেজর স্টেলম্যানের কটেজের দিকে, 'তুমি কি কোনোভাবে জড়িত ঘটনাটার সঙ্গে?'

বইঘর.কম
কার্তুজ

'গুলির শব্দ আমিও শুনেছি,' ভয় পেয়েছে, কিন্তু ওল্ডারসন চাচ্ছে না ওর চেহারায় সেটা প্রকাশিত হোক, 'কিন্তু ঘটনাটার সঙ্গে কোনো যোগাযোগই নেই আমার। আমি এখানে...একজন আগন্তুক।'

'তোমার স্যাডলব্যাগের সঙ্গে একটা রাইফেল বাঁধা আছে দেখতে পাচ্ছি,' বলল সৈনিকটা।

সময় নিয়ে রাইফেলটার দিকে তাকাল ওল্ডারসন, মনে মনে দুষছে নিজের ভাগ্যকে। 'সঙ্গে অস্ত্র থাকা কি এখানে অপরাধ?'

'সঙ্গে অস্ত্র থাকা অপরাধ না,' আবারও হুমকির সুরে বলল সৈন্যটা, 'কিন্তু সঙ্গে রাইফেল থাকা অপরাধ হতে পারে, বিশেষ করে আমাদের এলাকায় একটু আগে যখন একটা রাইফেলের গর্জন শোনা গেছে, এবং একইসঙ্গে একটা মহিলার চিৎকার শুনেছি আমরা। আরও বড় কথা, তুমি নিজেই স্বীকার করেছ, এখানে তুমি একজন আগন্তুক।'

কিছু বলতে পারল না ওল্ডারসন, ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেছে।

'নামো ঘোড়া থেকে,' আদেশ করল সৈন্যটা, 'এবং খুব সাবধানে। আমরা বিশ্বাস করতে চাই, সাদা চামড়ার মানুষ হওয়ার পরও তুমি আমাদের জন্য হুমকি না। আসলে কী ঘটেছে বা ঘটছে এই এলাকায়, জানার পর নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন আমাদের কমাণ্ডার। দু'হাত তোলো, ধীর পায়ে হেঁটে এসে ঢোকো পোস্টের ভেতরে।'

নিজেকে সামলে নিয়েছে মিসেস স্টেলম্যান। পশ্চিমের রীতিই হয়তো এ-রকম—কোনোকিছু নিয়েই বেশিক্ষণ শোক করে না এখানকার লোকেরা। তবে সাপার খায়নি সে, ঘুমিয়ে পড়েছে নিজের বিছানায়।

ক্ষুধা লেগেছিল জিনার, কিন্তু সেটা মরে গেছে। স্কার্টের পকেটে রাখা গ্লাভটা ক্ষুধা ভুলিয়ে দিয়েছে ওকে। অদ্ভুত এক অবসাদ টের পাচ্ছে সে, মনে হচ্ছে শরীরটা যদি এলিয়ে দিতে পারে বিছানায়, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে যাবে ঘুমের অতলে।

বইঘর.কম

লিমার সঙ্গে ফিরে এল সে মেয়েটার ঘরে। কোনো কথা না বলে শুয়ে পড়ল বিছানায়, কাপড় ছাড়ার সুযোগ নেই। লণ্ঠনের আলো কমিয়ে দিয়ে লিমাও এসে শুয়ে পড়ল ওর পাশে, কাপড় ছাড়েনি সে-ও।

কিন্তু কীসের ঘুম? যত সময় যাচ্ছে, ক্লান্তি তত বাড়ছে জিনার, কিন্তু দু'চোখের পাতা এক করতে পারছে না সে। শুয়ে আছে একদিকে কাত হয়ে, লিমা কী মনে করবে ভেবে এপাশওপাশও করতে পারছে না।

টের পাচ্ছে, হঠাৎ করেই ভয় লাগছে ওর, ভীষণ ভয়। এবং কারণটা বুঝতে পারছে না সে।

গ্লাভটা তুলে নিতে গেল কেন সে? জেমসকে আড়াল করার জন্য? জেমসই যদি খুন করে থাকে মেজরকে, তা হলে ওকে আড়াল করে জিনার কী লাভ? ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে সে কি পরোক্ষভাবে জড়িয়ে গেল না হত্যাকাণ্ডটার সঙ্গে?

কয়েকজন সৈন্য এসেছিল বেশ কিছুক্ষণ আগে...ওরা বলাবলি করছিল সন্দেহভাজন এক লোককে নাকি গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ওদের হাতে গ্লাভটা তুলে দিলেই কি ভালো হতো না? বিচারের রায় যা-ই হোক, আলামত গোপন করাও তো একটা অপরাধ, নাকি?

কিন্তু...জেমস ওর ভাই, একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে ওদের দু'জনের শরীরে। জেমস ঝুলছে ফাঁসির দড়িতে—বোন হয়ে দৃশ্যটা কি দেখতে পারবে সে? তা ছাড়া...অন্য কেউও তো করে থাকতে পারে খুনটা, পারে না? হয়তো সে-লোক ইচ্ছাকৃতভাবে জেমসকে ফাঁসানোর জন্য ওর গ্লাভটা ফেলে গেছে এখানে।

উঠে বসতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল জিনা। লিমার গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ আসছে না, তারমানে মেয়েটা জেগে আছে ওর মতোই। জিনা ঘুমায়নি দেখলে যদি এটা-সেটা জিজ্ঞেস করতে শুরু করে সে? যদি মুখ ফস্কে কিছু বলে ফেলে জিনা তখন?

যেভাবে একদিকে কাত হয়ে ছিল জিনা, পড়ে থাকল সেভাবেই।

বইঘর.কম

প্রশ্ন হচ্ছে, কে ফাঁসাতে চাইবে জেমসকে? যার সঙ্গে শত্রুতা আছে জেমসের। যে-লোক, যে-কোনোভাবেই হোক, হাতে পেয়ে গিয়েছিল জেমসের একটা গ্লাভ। এবং যে-লোক জানে, গ্লাভটা কখন কোথায় কীভাবে ফেলে গেলে আর্মির লোকদের নজর পড়বে জেমসের উপর।

এই মুহূর্তে জেমসের সবচেয়ে বড় শত্রু কে?

বুকের ভিতরটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল জিনার, নিজের অজান্তেই উঠে বসল সে।

টালি গিবস।

এই মুহূর্তে বিগ জেমসের সবচেয়ে বড় শত্রুর নাম, টালি গিবস!

'নাম কী?' চেকপাস্টের কমাণ্ডে আছে যে-অফিসার, তার চেহারা ফুলবাবুর মতো, কিন্তু কণ্ঠ বাজখাঁই।

'ম্যাক ওল্ডারসন।'

'পেশা?'

'সাংবাদিক।'

'সাংবাদিক!' ওল্ডারসনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত নজর বোলাল অফিসার। 'দেখলে তো ভবঘুরের চেয়ে বেশি কিছু মনে হয় না।'

'আপাতত ভবঘুরের মতো জীবন কাটাতে হচ্ছে আমাকে।'

'কেন?'

'খবর যোগাড় করার ধান্দায়। খবর যোগাড় করার জন্য কতকিছুই তো করে সাংবাদিকরা, ঠিক না?'

'কোন্ পত্রিকায় লেখো?'

'নির্দিষ্ট কোনোটাতে না। নিজের মালিকানায় ছোটখাটো একটা পত্রিকা আছে, ওটাতে নিয়মিত লেখা হয়। আর...অন্য কয়েকটা পত্রিকাতেও নামে-বেনামে লিখি।'

'হুঁ। এভাবে হুট করে রিযার্ভেশনে আসার কারণ?'

'মেজর স্টেলম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছিলাম।'

'কার সঙ্গে?'

বইঘর.কম

'মেজর স্টেলম্যান। ...কেন, কোনো সমস্যা?'

পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা সৈনিকের সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল অফিসার, তারপর তাকাল ওল্ডারসনের দিকে। 'হঠাৎ মেজর স্টেলম্যান কেন?'

'আসলে...' ওর সঙ্গে বন্দির মতো আচরণ করা হচ্ছে না বুঝে একটু নড়েচড়ে বসল ওল্ডারসন। 'খুলেই বলি। ডিপ ফ্রস্ট পাহাড়ে একটা জলাধার নির্মাণ করতে চাচ্ছে সরকার...উদ্যোগটা নিঃসন্দেহে মহৎ...ব্যাপারটা নিয়ে আমার পত্রিকায় নিয়মিত লিখছি আমি। জানতে পেরেছি, ওই জলাধার বানানোর আসল কারণ নাকি এই রিযার্ভেশনের ইণ্ডিয়ানরা। ওদেরকে থাকার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা দিতে হচ্ছে সরকারকে, প্রতিমাসে মোটা অঙ্কের ভর্তুকি দিতে হচ্ছে; সরকার নাকি এই খরচটা কমাতে চাচ্ছে। উন্মুক্ত দরদাম-পদ্ধতিতে নিলামের মাধ্যমে এখানকার কিছু জমি বেচতে চায় সরকার, একইসঙ্গে এ-ও চায়, নিজেদের পায়ে দাঁড়াক এখানকার ইণ্ডিয়ানরা, আর কিছু পারুক বা না-পারুক অন্তত চাষাবাদ করে খাক। তাই এখানকার কিছু জমি অধিগ্রহণ করে বিনিময়ে ডিপ ফ্রস্ট পাহাড়সংলগ্ন কিছু জায়গা দেয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে ওয়াশিংটনে। খবর পেয়েছি, সরকারি লোকও নাকি এসেছে এখানে, কথা বলে গেছে ইণ্ডিয়ান সর্দারদের সঙ্গে, এমনকী মেজর স্টেলম্যানের সঙ্গেও। কী কথা হলো, সেটা জানার জন্যই এসেছিলাম আসলে।'

'হুঁ,' চেহারা আগের চেয়েও গম্ভীর হয়ে গেছে কমাণ্ডারের, 'তারমানে তুমি গুলি করোনি মেজরকে?'

'গুলি করবো মানে?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে ওল্ডারসনের। 'কী বলছ তুমি?'

পাশে দাঁড়ানো সৈনিকের দিকে তাকাল অফিসার। 'লোকটার ঘোড়ার আহত পা-টা ঠিকমতো দেখেছ? জন্তুটা কি আসলেই ব্যথা পেয়েছে, নাকি...'

'না, স্যর, ঠিকমতোই দেখেছি আমরা। ঘোড়া তো আর মানুষ না

বইঘর.কম

যে, অভিনয় করবে।'

'যে-সময়ে গুলি করা হয়েছে মেজরকে, তারপর ও-রকম আহত একটা ঘোড়ায় চড়ে কি অত জলদি এই পোস্টের কাছাকাছি হাজির হওয়া সম্ভব?'

'না, স্যর, সম্ভব না। এমনকী আঘাত না-পাওয়া ঘোড়ায় চড়েও সম্ভব না। তা ছাড়া...আমরা কিন্তু কোনো ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাইনি, স্যর। তারমানে, এই লোক আসলেই যাচ্ছিল মেজর স্টেলম্যানের কটেজে, সেখান থেকে আসছিল না।'

'হুঁ,' বলে চুপ হয়ে গেল অফিসার।

'এক মিনিট,' হাত তুলল ওল্ডারসন, 'তোমরা কী বিষয়ে কথা বলছ, এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না আমি। তোমরা কি বলতে চাও, গুলি করা হয়েছে মেজর স্টেলম্যানকে?'

'এখানে বলতে চাওয়া না-চাওয়ার কিছু নেই,' এমনভাবে বলল অফিসার, শুনে মনে হলো যেন ওল্ডারসনকে ভেংচি কাটছে সে, 'আসলেই গুলি করা হয়েছে মেজর স্টেলম্যানকে।'

'সে কি...লোকটা কি...বেঁচে আছে?'

তিতা হাসি হাসল অফিসার। 'পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে আঘাত হেনেছে শক্তিশালী রাইফেলের বুলেট, তা-ও আবার বুকের বাঁ দিকে। মেজরের বেঁচে থাকার আশা করো কী করে তুমি? লোকটার বুকে এত বড় ছিদ্র তৈরি হয়েছে যে, ইচ্ছা করলে সেখান দিয়ে ওর একটা ফুসফুস বের করে আনতে পারবে।'

কিছু বলল না ওল্ডারসন, বলতে পারল না আসলে, থতমত খেয়ে গেছে। খুন করা হয়েছে মেজর স্টেলম্যানকে? কিন্তু কেন? কিছুক্ষণ পর বলল, 'খুনিকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছ তোমরা? নিশ্চয়ই এত তাড়াতাড়ি বাতাসে মিলিয়ে যায়নি সে?'

সামনে ঝুঁকল অফিসার, এখন আর কেন যেন ফুলবাবুর মতো দেখাচ্ছে না লোকটাকে। 'যদি তুমিই খুনি না হও, তা হলে আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি, আসলেই বাতাসে মিলিয়ে গেছে মেজর

বইঘর.কম

স্টেলম্যানের হত্যাকারী। এবং একইসঙ্গে এটাও স্বীকার করছি, গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছ তুমি। উপর থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকতে হচ্ছে তোমাকে।'

'ঘুমাওনি তা হলে?'

চমকে উঠল জিনা, তাকাল লিমার দিকে। 'ঘুম আসছে না।'

'মেজর স্টেলম্যানকে খুন করল কে?'

'জানি না,' বিড়বিড় করে বলল জিনা। 'ইণ্ডিয়ানরা?',

'প্রশ্নই আসে না। মেজরকে চিনতাম আমি—ভালোমানুষ, ওর সঙ্গে ঝামেলা থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই কারোরই, এমনকী ইণ্ডিয়ানদেরও না। আমি বরং বলবো, ইণ্ডিয়ানরা বেশ পছন্দ করত লোকটাকে। আমার মনে হয় না পুরো ব্ল্যাক হিলসের আর কোনো শ্বেতাঙ্গ পুরুষকে অতটা পছন্দ করত ওরা।'

জিনা কিছু বলল না।

উঠে বসল লিমাও। 'কী মনে হয় তোমার? আমরা যদি গিবসকে জিজ্ঞেস করি এ-ব্যাপারে, কিছু বলতে পারবে সে?'

চট করে কিছু বলল না জিনা, ভাবছে কথাটা।

আসলেই কি কিছু বলতে পারবে গিবস? সে-ই যদি করে থাকে খুনটা? সে-ই যদি জেমসকে ফাঁসানোর জন্য ফেলে গিয়ে থাকে গ্লাভটা?

তা হলেও জিজ্ঞেস করা যায় লোকটাকে, মনে মনে নিজেকেই বলল জিনা। কারণ গিবসই যদি দোষী হয়ে থাকে, গ্লাভটা দেখামাত্র ওর চেহারায় কোনো-না-কোনো পরিবর্তন আসবে, এবং সেটা দেখলে জিনা নিশ্চিত হয়ে যাবে খুনটা গিবস করেছে কি করেনি।

'ভালো বলেছ,' মৃদু গলায় বলল সে, 'জিজ্ঞেস করে দেখা যেতে পারে গিবসকে।'

আলতো করে জিনার কাঁধে হাত রাখল লিমা, হাসল নিঃশব্দে। 'আমাদের উচিত একজন আরেকজনকে ঘেন্না করা, ঠিক না? তার

বইঘর.কম

বদলে কী করছি আমরা? দুই বান্ধবীর মতো গল্প করছি রাত জেগে। জিনা, বিশ্বাস করো, তোমাকে একটুও অপছন্দ হচ্ছে না আমার, ঘেন্না তো পরের কথা। আচ্ছা, গিবসের কথা শুনবে? ওর অনেক গল্প জানি আমি।'

জিনার বলতে ইচ্ছা করল, গিবসের কথা শুনতে চায় না সে, অন্তত এই মুহূর্তে না। কিন্তু কিছু বলল না।

ওর মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে একটানা কথা বলতে শুরু করল লিমা, বেশিরভাগই গিবসকে নিয়ে।

এবং কথা বলতে বলতে একফাঁকে নিজের পুরো নামটাও বলল; সিনেটর গ্যানোন যে ওর বাবা, জানাল।

জিনা টের পাচ্ছে, আনমনা হয়ে পড়ছে সে বার বার। নিকট অতীতে কেউ একজন বলেছে ওকে সিনেটর গ্যানোনের নাম।

কে সে? গিবস?

হ্যাঁ, গিবসই। যখন অসুস্থ ছিল সে, যখন জিনা শুশ্রূষা করছিল ওর, তখন একবার অনেকটা আনমনেই বলেছিল, 'এখান থেকে অনেকদূরের এক রানশে কাজ করতাম আমি। সিনেটর গ্যানোনের রানশ।'

চোখ পিটপিট করছে জিনা, লিমার কথা কিছুই শুনছে না।

তারমানে সিনেটর গ্যানোনের লোকরাই পিটিয়েছিল গিবসকে? কেন? কী ক্ষতি করেছিল গিবস সিনেটরের?

জিনা নিশ্চিত সিনেটর গ্যানোনের লোকরাই মেরেছিল গিবসকে, কারণ যে-রাতে জেমসের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করল লোকটা, সে-রাতে ডব্লিউ.জি. রানশের ফোরম্যান লেনর এসেছিল জেমসের সঙ্গে। প্রশ্ন হচ্ছে, আরেক রানশের ঝামেলা নিজের কাঁধে তুলে নিতে গেল কেন জেমস?

আচ্ছা, গিবসের রাগ কি আসলে সিনেটর গ্যানোনের উপর? সে-কারণেই কি ওর মেয়ে লিমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে সে?

বইঘর.কম

'অ্যাই, জিনা, অ্যাই?' জিনা কিছুই শুনছে না বুঝে মেয়েটার কাঁধ ধরে আলতো ঝাঁকুনি দিল লিমা। 'হয়েছে কী তোমার? কতবার ডাকলাম তোমাকে, কোনো সাড়াই দিচ্ছ না!'

'কিছু হয়নি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জিনা। 'যদি কিছু মনে না করো, ঘুমিয়ে পড়ি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিমাও। 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

লিমার দিকে উল্টো ফিরে শুয়ে পড়ল জিনা, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অন্ধকারের দিকে।

যে-সৈন্যরা এসেছিল এখানে, সন্দেহভাজন একটা লোককে গ্রেপ্তার করার কথা বলাবলি করছিল ওরা; প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটা কে?

প্রশ্ন আরও আছে। গিবসকে গ্লাভটা দেখানোর কথা বলেছে লিমা, জিনারও একই ইচ্ছা, কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে লোকটাকে? আদৌ পাওঁয়া যাবে কি?

জিনা ঠিক করল, শহরের উদ্দেশে রওয়ানা দেবে আগামীকাল ভোরে—রিযার্ভেশনে থেকে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে দেখা করতে হবে, এবং অপেক্ষা করতে হবে গিবসের জন্য।

পাশ ফিরল জিনা, চোখ পড়ল লিমার উপর।

ঘুমিয়ে গেছে মেয়েটা। সে কি শহরে যাবে জিনার সঙ্গে? নাকি ফিরে যাবে নিজেদের রানশে?

সম্ভবত শহরেই যাবে। কারণ সেখানে গেলে গিবসের সঙ্গে দেখা হতে পারে লিমার। এবং সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইবে না সে।

কারণ এখন সে জানে, জিনার সঙ্গে বাগ্দান হয়নি লোকটার। সে বলেছে, গিবসকে পাওয়ার জন্য যা যা করতে হয়, করবে।

বইঘর.কম

আঠারো

অন্ধকারে ডুবে আছে ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের বাড়ি।

বাড়িটা এমনিতেই শহরের একপ্রান্তে; এখানে কোনো স্টোর নেই, বাসাবাড়ির সংখ্যাও কম, তাই সন্ধ্যা ঘনালেই অন্ধকার হয়ে আসে। আর এখন, শহরের বেশিরভাগ লোক যখন সাপার সারছে, ঘুটঘুটে অন্ধকার যেন গিলে খেয়েছে ডাক্তারের বাড়ি আর সংলগ্ন রাস্তা ও গলিটাকে; মনে হচ্ছে কবরস্থানের সঙ্গে খুব বেশি পার্থক্য নেই জায়গাটার।

হেঁটে এগোচ্ছিল জিনা, বাড়িটার পেছনের গলিতে হাজির হয়ে ধীর হলো ওর চলার গতি।

কী ব্যাপার? আঙ্কেল ম্যাক্স বাড়িতে নেই কেন? এ-রকম তো হয় না সাধারণত?

যদি ধরে নেয়া হয় মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গেছে ম্যাক্সওয়েল এবং পড়ে আছে ওর অফিসকামরায়, তা হলেও তো ওর রান্নাঘরে আলো জ্বলার কথা। কারণ এই সময়ে ডাক্তারের সাপার বানায় মিসেস ওয়েস্ট, খাবারের পাত্রগুলো টেবিলে সাজিয়ে রেখে চলে যায়। কিন্তু রান্নাঘরের জানালাতেও কোনো আলো নেই।

কী করবে বুঝতে পারছে না জিনা। ফিরে যাবে হোটেলে? আগামীকাল সকালে আসবে? কিন্তু...কেন যেন মনে হচ্ছে, ফুরিয়ে আসছে সময়। মনে হচ্ছে, হয় জেমস নইলে গিবস খুন করেছে মেজর স্টেলম্যানকে।

ইচ্ছা করলে গিয়ে দাঁড়াতে পারে সে ভাইয়ের মুখোমুখি, খুঁজলে

বইঘর.কম

হয়তো শহরেই কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবে ওকে। কিন্তু জিনা জানে, ওর প্রশ্নের সদুত্তর দেবে না লোকটা—গত দু'-তিন বছরে একবারও দিয়েছে কি না সন্দেহ।

কিন্তু গিবসকে যদি জিজ্ঞাসাবাদ করে, জিনা নিশ্চিত, চেহারায় আবেগের বহিঃপ্রকাশ লুকাতে পারবে না লোকটা, অন্তত ওর সামনে না। মেজর স্টেলম্যানের খুনি হিসেবে, জেমসকে ফাঁসানোর ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে গিবসের নামটা নিজের মন থেকে বাদ দিতে চায় জিনা।

হয়তো কোনো লাভ হবে না, তারপরও ঠিক করল সে, হাজির হবে ম্যাক্সওয়েলের পেছনের দরজায়, সেখানে থাবা দেবে কয়েকবার, চেঁচিয়ে ডাকবে লোকটাকে।

দরজায় কয়েকবার থাবা দিয়েও যখন লাভ হলো না, ডাক্তারের নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকার জন্য মুখ খুলতে গেল জিনা। কিন্তু আওয়াজটা মরে গেল মুখের ভেতরেই, ঘাড়ের পেছনে কারও উপস্থিতি টের পেয়ে পাঁই করে ঘুরে তাকাল। ওকে একটা মুহূর্তও সময় দিল না লোকটা, বিশাল শরীরটা নিয়ে গায়ের উপর এসে পড়ল চোখের পলকে, ওর মুখটা চেপে ধরল লৌহকঠিন একটা হাত দিয়ে, ওকে গায়ের জোরে ধাক্কাতে ধাক্কাতে ঠেসে ধরল দরজা-সংলগ্ন দেয়ালের সঙ্গে।

কী ঘটতে যাচ্ছে অনুমান করে নিয়ে ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেল জিনা, নিজের উপর করুণা হলো ওর, টের পাচ্ছে একটা ফোঁপানি উঠে আসতে চাচ্ছে গলা দিয়ে।

'ভয় পেয়ো না,' ওর কানের কাছে ফিসফিস করে বলল লোকটা। 'আমি গিবস। তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। শুধু চিৎকার কোরো না, আর নাম ধরে ডেকো না আমাকে,' হাতটা সরিয়ে নিল জিনার মুখ থেকে।

জিনার তীব্র আতঙ্ক মুহূর্তের মধ্যে পরিণত হলো প্রচণ্ড খুশিতে, জড়িয়ে ধরল সে গিবসকে, মাথা রাখল ওর বুকে। আদুরে নিচু গলায়

বইঘর.কম

বলল, 'এভাবে চোরের মতো হাজির হলে কেন?'

জিনাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে গিবসেরও, কিন্তু পরিস্থিতির কথা ভেবে সামলে নিল নিজেকে। নিচু গলায় বলল, 'আমি বোধহয় আসলেই একটা চোর—অন্তত তোমার দৃষ্টিতে। কখনও বলো, না বলে চলে গেলে কেন চোরের মতো? আবার এখন বলছ, এভাবে হাজির হলে কেন চোরের মতো? আমার আসলে কী করা উচিত, বলো তো?'

মুখ তুলে তাকাল জিনা, ইচ্ছা না থাকার পরও গিবসের পিঠের উপর থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিল আস্তে আস্তে। 'হ্যাঁ, তুমি আসলেই একটা চোর, এবং সেটা শুধু আমার দৃষ্টিতেই। বলা উচিত ছিল, তুমি খুব সেয়ানা একটা চোর। মেয়েমানুষের মন চুরি করে নিয়ে চলে যাও, কিন্তু কিছু টেরই পাওয়া যায় না।'

জিনার চেহারার দিকে ভালোমতো তাকাল গিবস, অন্ধকারে কিছু দেখা যাবে না জেনেও কী যেন খুঁজছে সেখানে। 'তুমি...মানে...তুমি বলতে চাও...

'হ্যাঁ, যা বলতে চাই আমি, তা ঠিকই বুঝতে পেরেছ, গিবস।'

এবার আর নিজেকে সামলাতে পারল না গিবস, জড়িয়ে ধরল জিনাকে। নিজের বুকের সঙ্গে পিষে মারতে চাচ্ছে মেয়েটাকে। মুখ নামাল, জিনার ঠোঁট দুটোকে খুঁজে নিল ওর ঠোঁট দুটো।

'ছাড়ো!' গিবসের বুকে কপট ধাক্কা মারল জিনা। 'প্রেম-ভালোবাসা পরেও করা যাবে, এসো কিছু কাজের কথা বলি। পাছে দেরি না হয়ে যায়।'

জিনাকে ছেড়ে দিল গিবস। 'কী কথা?'

'তার আগে বলো, এত চুপিসারে হাঁটাচলা শিখলে কোত্থেকে? আমার ঘাড়ের পেছনে হাজির হয়ে গেলে, অথচ কোনো শব্দ পেলাম না কেন?'

নিঃশব্দে হাসল গিবস। 'বুটের বদলে মোকাসিন পরেছি আমি।'

'মোকাসিন?'

'আমার মাথার দাম এখনও পাঁচ হাজার ডলার, ভুলে গেছ?

বইঘর.কম

শহরের বাইরে একটা জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে ছিলাম, রাত নামার পর এসেছি। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, তাই ঘাপটি মেরে ছিলাম এই বাড়ির কাছাকাছি, ইচ্ছা ছিল ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে রেঞ্জের হালহকিকত জানার চেষ্টা করবো। দেখলাম, গলি ধরে আসছ তুমি পেছনের, দরজার কাছে...'

'অন্ধকারেও চিনতে পারলে আমাকে?'

আবারও হাসল গিবস। 'তোমাকে চিনবো না? এই শহরে চিনি মাত্র তিনজনকে, তুমি তাদের একজন। এবং ওই তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে ভালো করে চিনি তোমাকে। কারণ টানা প্রায় একসপ্তাহ ঘুমিয়ে পড়ার আগে দেখেছি তোমাকে, ঘুম থেকেও উঠেও দেখেছি আমার পাশে বসে আছো তুমি। একটা মানুষকে মনে গেঁথে রাখতে হলে আর কী লাগে? তা ছাড়া...এই সময়ে এক তুমি ছাড়া অন্য কারও আসার কথা না ডাক্তারের পেছনের দরজায়, তা-ও আবার যখন ওর বাড়িতে কোনো আলো জ্বলছে না তখন।'

'বুঝেছি। এবার চলো কোথাও গিয়ে বসি, কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'কোথায় যাবো, বলো? তোমাকে নিয়ে কোনো সেলুনে যাওয়া আর সোজা গিয়ে শহরের জেলে ঢুকে যাওয়া সমান কথা আমার জন্য। যাওয়া যাবে না কোনো সাপারহাউসেও, কারণ জেমস থাকতে পারে। হোটেলেও গিয়ে বসা যাবে না।'

'আঙ্কেল ম্যাক্সের বাড়িতে ঢুকবে?'

'ঢুকবো মানে? ওর দরজায় একটা তালা ঝুলছে।'

'এবং চাবিটাও কাছেপিঠেই আছে,' বলে গলিতে নেমে পড়ল জিনা, বাড়ির একটা কোনা ঘুরে হাজির হলো বড় রাস্তায়। এখানে সদর-দরজায় দুটো তক্তা আড়াআড়িভাবে পেরেক দিয়ে আটকে দিয়েছে ম্যাক্সওয়েল, চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে দরজাটা। ওটার সামনে কয়েকটা ফুলের টব রেখেছে, যদিও সে-টবের ফুলগাছ মরে গেছে অনেক আগেই, কাণ্ড আর পাতাবিহীন কয়েকটা ডাল রয়ে

বইঘর.কম

গেছে।

একটা টবের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল জিনা, মরাগাছটার শেকড়ের কাছে, মাটিতে বানিয়ে রাখা কৃত্রিম গর্তে ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমা ঢুকিয়ে দিল, বের করে আনল একটা চাবি। সেটা নিয়ে হাজির হলো অপেক্ষমাণ গিবসের কাছে।

তালা খুলছে জিনা, এমন সময় গিবস বলল, 'চাবিটা কোথায় আছে জানলে কীভাবে?'

'আমি জানবো না তো কে জানবে? আমি হলাম আঙ্কেল ম্যাক্সের পার্টটাইম নার্স। আমার কাছে নিজের দুর্গের গোপন খবর না বললে কার কাছে বলবে লোকটা?' হাসল জিনা।

হাসল গিবসও।

তালা খুলে দু'জনে ঢুকে পড়ল ভেতরে, দরজাটা আটকে দিল জিনা।

পকেট থেকে ম্যাচবাক্স বের করে একটা কাঠি জ্বালাল গিবস, কাছাকাছিই কোথাও একটা লণ্ঠন রাখার কথা মিসেস ওয়েস্টের। কিন্তু পাওয়া গেল না সেটা। বরং স্টোভের থেকে কয়েক হাত দূরে দেখা যাচ্ছে মোমদানিসহ একটা মোমবাতি দাঁড়িয়ে আছে মেঝের উপর। এগিয়ে গেল গিবস, হাতের জ্বলন্ত ম্যাচকাঠি দিয়েই জ্বালাল মোমবাতিটা, আড়চোখে দেখে নিল পর্দা টানা আছে কি না রান্নাঘরের জানালায়। মোমদানিটা নিয়ে এসে রাখল ডাইনিংটেবিলের উপর। জিনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী যেন বলবে বলছিলে?'

'আমি আসলে...একটা সন্দেহে ভুগছি তোমাকে নিয়ে।'

'কীসের সন্দেহ?'

'চলো, বসি।'

ডাইনিংটেবিলে, দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসে পড়ল ওরা। কাছেই আছে লণ্ঠনটা, আলো কমিয়ে রাখা হলেও গিবসের চেহারা দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না জিনার।

স্কার্টের পকেট থেকে কালো গ্লাভটা বের করল সে, একহাতে তুলে

বইঘর.কম

ধরল গিবসের চোখের সামনে, সরু চোখে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে গিবসের চেহারার দিকে। 'দেখো তো, এটা চিনতে পারো কি না।'

হাত বাড়িয়ে গ্লাভটা নিল গিবস, কোনো ভাবান্তর হয়নি চেহারায়। জিনিসটা উল্টেপাল্টে কিছুক্ষণ দেখল সে। তারপর বলল, 'জেমসের নাকি?'

'তুমি চেনো!'

'না, চিনি না। অনুমান করলাম। গ্লাভটা যে-আকারের, জেমস ছাড়া ব্ল্যাক হিলসের অন্য কারও এত বড় পাঞ্জা থাকার কথা না, এবং যতদূর জানি নেইও। তা ছাড়া...তোমার ভাই ছাড়া অন্য কারও গ্লাভ স্কার্টের পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে না তুমি নিশ্চয়ই?'

কিছু বলল না জিনা, মাথা ঝাঁকাচ্ছে, গিবসের কথায় আর চেহারার ভাবে সন্তুষ্ট হয়েছে। সন্দেহ করেছিল গিবসকে, সেটা দূর হয়েছে; ওর মনে হচ্ছে ওর বুকের উপর থেকে একটা ভারী পাথর নেমে গেছে।

'কোথায় পেলে জিনিসটা?' জিজ্ঞেস করল গিবস।

'বলছি। তার আগে তুমি বলো, মেজর স্টেলম্যানকে যে খুন করা হয়েছে, সেটা কি জানো?'

'খুন করা হয়েছে!' হাঁ হয়ে গেল গিবস। 'বলো কী! কবে? কোথায়? কীভাবে?'

আরও একবার গিবসের চেহারার ভাব ভালোমতো দেখল জিনা, এবং নিশ্চিত হলো, জেমসকে ফাঁসানোর ষড়যন্ত্রে যেমন কোনো ভূমিকা নেই গিবসের, তেমনই মেজর স্টেলম্যানের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত না সে।

ঘটনাটা সংক্ষেপে কিন্তু গুছিয়ে বলল সে গিবসকে।

চুপ করে শুনল গিবস, কিছু বলল না। চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে ওর, ঠোঁট দুটো সেঁটে বসেছে একটা আরেকটার সঙ্গে, দু'চোখে প্রচণ্ড ক্রোধ আর আক্রোশ—ঠিক যেমনটা অনেকদিন আগে দেখেছিল জিনা, যখন সে গিবসের শুশ্রূষার দায়িত্বে ছিল তখন।

উঠে দাঁড়াল গিবস, কিছুক্ষণ পায়চারি করে বেড়াল ঘরে।

বইঘর.কম

একসময় ফিরে এসে আবার বসে পড়ল জিনার মুখোমুখি। 'গ্লাভটা মেজরের অফিসরুমের বাইরে, বাগানের মাটিতে পেয়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল জিনা।

'এবং তোমার ধারণা খুনটা করেনি তোমার ভাই?'

'না, করেনি। কারণ, স্টেলম্যান আর্মির লোক, ইণ্ডিয়ানদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছিল। ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই জেমসের, বিরোধ নেই আর্মির সঙ্গেও। মেজরকে সে চিনতই না, শত্রুতা থাকা তো পরের কথা। তা ছাড়া...শুনেছি সে নাকি গরু-খোঁজার মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে শেরিফকে; ম্যানহান্ট বাদ দিয়ে রিযার্ভেশনে গেলই বা কখন সে, আর খুন করে পালিয়েই বা গেল কীভাবে? তারপরও যদি ধরে নিই কাজটা ওরই, গ্লাভ ফেলে আসার মতো কাঁচা কাজ কেন করতে যাবে?'

'ম্যানহান্ট, না? তারমানে খুনটা যখন হয়, নিজের জন্য অ্যালিবাই তৈরি করা কোনো ব্যাপারই না ওর জন্য।'

'মানে? তুমি কি বলতে চাও কাজটা জেমসের?'

'সম্ভাবনা কম।'

'আমার কী ধারণা, জানো? আমার ধারণা, কেউ ফাঁসাতে চেয়েছে জেমসকে। ওই লোক জানত, খুন হওয়ামাত্র তদন্ত শুরু করবে আর্মি; গ্লাভটা পেলে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে হাজির হয়ে যেত ওরা রেঞ্জে, ঠিকই গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেত জেমসকে। পরে আদালতের রায় কী হতো না-হতো সেটা আলাদা কথা।'

'ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে একমত আমি—খুনটা করেনি জেমস, কেউ ফাঁসাতে চেয়েছে ওকে। সেক্ষেত্রে একটা জিনিস চাইবো তোমার কাছে।'

'কী?'

'গ্লাভটা।'

'গ্লাভটা! কেন?'

'ওটা আমার কাছে থাকবে, পরে যখনই দেখা হবে জেমসের

বইঘর.কম

সঙ্গে, অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবো ওর বিরুদ্ধে।'

'অস্ত্র হিসেবে?'

'হ্যাঁ। বলবো ওকে, সে যার হয়ে কাজ করছে, অথবা যাদের নিয়ে কাজ করছে, তাদেরই কেউ-না-কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ওর সঙ্গে, ফাঁসিয়ে দিতে চেয়েছে ওকে। কথাটা যদি বিশ্বাস করে সে, আমাদের সবার জন্যই ভালো হয়।'

'বিশ্বাস?' তিতা হাসি হাসল জিনা, গ্লাভটা বাড়িয়ে ধরল গিবসের দিকে। 'এটা রাখতে পারো তুমি, আমার অসুবিধা নেই। কিন্তু মনে হয় না ওটা জেমসকে দেখালে কোনো লাভ হবে। আমার ভাইকে ভালোমতো চিনি আমি; যা সে শুরু করেছে, নিজের অন্তিম পরিণতির আগে থামবে না।'

'একটা কথা বলি?'

'কী?'

'গ্লাভটা এত সহজে দিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেল কেন? ওটা তো আর্মির তদন্তকারী অফিসারের হাতে তুলে দিতে পারি আমি, তা-ই না? সবাই জানে, এখন বিগ জেমসের সবচেয়ে বড় শত্রুর নাম টালি গিবস।'

'বিশ্বাস, গিবস।'

'বিশ্বাস?'

'হ্যাঁ। তোমাকে বিশ্বাস করি আমি। একটু টলে উঠেছিল বিশ্বাসটা, সেজন্যই তোমার সঙ্গে দেখা করার তাগাদা অনুভব করছিলাম। ...ও, ভালো কথা, মনেই ছিল না, লিমাও কিন্তু দেখা করতে চায় তোমার সঙ্গে।'

'লিমা?' নিখাদ বিরক্তি ফুটে উঠেছে গিবসের চেহারায়।

ব্যাপারটা খেয়াল করল জিনা।

'আমার সঙ্গে কেন দেখা করতে চায় মেয়েটা?' বিরক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল গিবস।

'জানি না। তবে রিযার্ভেশন থেকে এখানে আসার পথে কয়েকবার

বইঘর.কম

বলেছে আমাকে কথাটা।'

'সেখানেই থাকতে বলেছিলাম আমি ওকে। চলে এল কেন?'

'মিসেস স্টেলম্যান একটা মুহূর্তও থাকতে রাজি না সেখানে। এতদিন স্বামীর জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে থাকছিল, কিন্তু এখন...। শহরে কিছুদিন থাকার পর রেলস্টেশনে গিয়ে বাড়ির ট্রেন ধরবে বলে জানিয়েছে সে। ইতোমধ্যে আর্মির তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গেও কথা হয়ে যাবে ওর।'

'বুঝলাম। কিন্তু লিমা আসতে গেল কেন? মিসেস স্টেলম্যান তো তোমার সঙ্গে চলে এলেই পারত।'

'ওই যে বললাম, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়...কী নাকি জরুরি কথা আছে। মেয়েটা তোমাকে...ভালোবাসে, গিবস।'

'কিন্তু আমি ওকে ভালোবাসি না, জিনা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমাকে ভালোবাসতে বলিওনি কখনও ওকে। পুরো ব্যাপারটাই একতরফা—লিমার পক্ষ থেকে।'

কিছু বলল না জিনা।

'ঠিক আছে, তুমি থাকো তা হলে এখানে, আমি চট করে দেখা করে আসি মেয়েটার সঙ্গে। সে কি ফ্রি উইণ্ডেই উঠেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কত নম্বর কামরায়?'

'দশ। কিন্তু, গিবস...

হাত তুলে জিনাকে থামিয়ে দিল গিবস। 'যাবো আর আসবো, বেশি সময় লাগবে না। সাবধানে থাকবো। অন্ধকারে গা ঢেকে এগোবো, পায়ে মোকাসিন তো আছেই। যদি ধরা পড়েও যাই, আমাকে গুলি করে মারবে না জেমস, নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়েও দেবে না কটনউডের ডালে। লকহার্ট ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না সে। আর লকহার্ট ফিরে এলেও...' কথা শেষ না করে ইচ্ছাকৃতভাবে থেমে গেল সে, মুচকি হাসল।

'তুমি কি আসলেই কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছিলে লোকটাকে?'

বইঘর.কম

মাথা ঝাঁকাল গিবস। 'কিডন্যাপ করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ যদি না করতাম কাজটা, ইতোমধ্যে কয়েকজন রানশারকে খুন করে অথবা তাড়িয়ে দিয়ে ওদের রানশ দখল করে নিত জেমস। যা-হোক, আসি এখন। তুমি এখানেই থাকো।'

নিঃশব্দে হেসে মাথা ঝাঁকাল জিনা, অদ্ভুত দ্যুতি ওর চোখে।

দরজার দিকে এগিয়ে গেল গিবস।

ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের বাড়ি থেকে সত্তর-পঁচাত্তর গজ দূরে, একটা নিঃসঙ্গ বাড়ির দেয়ালে হেলান দিয়ে, অন্ধকারে গা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা।

অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে। গিবস আর জিনা যখন ঢুকেছে ডাক্তারের বাড়িতে তখনও ছিল, কিন্তু অন্ধকারে ঠাহর করতে পারেনি কারা অথবা ঠিক ক'জন ঢুকেছে সে-বাড়িতে। একটা জ্বলে-ওঠা মোমবাতির আলো পড়তে দেখেছে সে রান্নাঘরের পর্দা-টানানো জানালায়, ভেবেছে মিসেস ওয়েস্ট নিত্যদিনের মতো সাপার বানানোর কাজ শুরু করেছে।

কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে যাওয়ার পরও চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বের হতে না দেখে একটা খুঁতখুঁতানি পেয়ে বসল ওকে। সস্তা পাতলা চুরুট বের করল সে পকেট থেকে, সেটা ধরিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত ধোঁয়া গিলতে গিলতে নিজের কর্তব্য স্থির করার চেষ্টা করল। কিন্তু সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে লাগল, বুঝতে পারছে না কী করা উচিত।

হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে এগিয়ে যাবে ডাক্তারের বাড়ির দিকে? কিন্তু গিয়ে যদি দেখে ওর সব অনুমান ভুল? যদি দেখে, আসলেই সাপার বানাচ্ছে মিসেস ওয়েস্ট, ধোঁয়াও বের হয়েছে চিমনি দিয়ে, কিন্তু অন্ধকারে বুঝতে পারেনি সে?

নাকি যেখানে আছে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেই অপেক্ষা করবে?

চুরুটটা অর্ধেকের বেশি শেষ হয়েছে, এমন সময় ধড়াস করে উঠল ওর বুকের ভেতরটা—পর্দাটানা জানালায় বার বার দেখা যাচ্ছে বিশাল

বইঘর.কম

একটা ছায়া, রান্নাঘরে সম্ভবত পায়চারি করে বেড়াচ্ছে বিশালদেহী কেউ।

কটুস্বাদের চুরুট খুব ভালো লাগে লোকটার, কিন্তু অতি উত্তেজনায় সেটার স্বাদ মরে গেল ওর মুখের ভেতরে। জিনিসটা ফেলে দিল সে, কিন্তু বুট দিয়ে পিষে মারার কথা খেয়াল থাকল না। টের পেল না, কখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে।

আরও কিছুক্ষণ পর দেখতে পেল, ডাক্তারের পেছনের দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে এল লম্বাচওড়া একটা লোক।

ক্ষয়া চাঁদ ততক্ষণে উদিত হয়েছে আকাশে, কালচে রূপালি আলো অনুজ্জ্বল হলেও ঘুটঘুটে অন্ধকার ফিকে করার জন্য যথেষ্ট। তাই ওই বিশালদেহীকে দেখে আরেকবার বুকের ভেতরে একটা ধাক্কা অনুভব করল লোকটা, একটা ঘন ছায়ার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে মনে মনে জিজ্ঞেস করল নিজেকেই, সরু গলি ধরে বড় রাস্তার দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে চলা লোকটার উচ্চতা কি ছ'ফুট তিন হবে না?

যদি হয়, মনে মনে জবাব দিল সে নিজেকেই, তা হলে নিঃসন্দেহে নগদ পাঁচটা হাজার ডলার হেঁটে চলে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে।

উনিশ

গলিমুখের কাছে পৌঁছে একটু থামল গিবস, শরীরটা মিশিয়ে ফেলেছে একটা বাড়ির দেয়ালের সঙ্গে, ঘাড়টা আগে বাড়িয়ে দিয়ে ডানে-বাঁয়ে দেখল একবার। তারপর দৌড়ে পার হলো রাস্তাটা, পৌঁছে গেল উল্টোদিকের আরেকটা গলিমুখের কাছে, চট করে ঢুকে পড়ল সেখানে। কিছুটা হলেও বেখেয়াল হয়ে পড়েছে, জিনার কথা মনে

বইঘর.কম

পড়ছে বার বার, কর্তব্য ভুলে গিয়ে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে মেয়েটার কাছে।

যে-ক'টা দিন ওর শুশ্রূষা করেছে জিনা, ওকে কী কঠোর আর কী অহঙ্কারী মনে হয়েছে গিবসের! তারপর...কয়েকটা দিনের জন্য হঠাৎ বিচ্ছেদ। ভালোলাগার একচিলতে হাসি খেলে গেল গিবসের ঠোঁটে—ওরা দু'জন নিজেদের অজান্তে নিজেদের এত কাছে কখন যে চলে এসেছিল, বলতে পারবে না। চেতন মন ক্ষণে ক্ষণে মোকাবেলা করেছে বিপদের, কর্তব্য স্থির করতে গিয়ে নতুন নতুন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, কিন্তু অবচেতন মন? অবচেতন মনে, ডাক্তারের রান্নাঘরে জ্বালিয়ে রেখে আসা একচিলতে মোমবাতির-আলোর মতো, জ্বলছিল ভালোবাসার শিখা-চিরন্তন। তাই যে-রাতে লকহার্টকে অপহরণ করতে শহরে এসেছিল গিবস, সে-রাতে বার বার মনে পড়ছিল জিনার কথা; আজ যখন বুঝতে পেরেছে নিজের বাড়িতে নেই ম্যাক্সওয়েল, ইচ্ছা করলে চলে যেতে পারত, কিন্তু জিনার দেখা পাওয়া যেতে পারে ভেবে চরম ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কি অপেক্ষা করেনি দীর্ঘক্ষণ?

জরজিনা ল্যাকারি—যে-মেয়েকে মনে হয়েছিল কঠোর আর অহঙ্কারী, আসলে কত অন্যরকম সে! নীতির খাতিরে ছেড়ে দিল উত্তরাধিকারের দাবি, আরাম-আয়েশ পায়ে ঠেলে বেছে নিল মামুলি বেতনের অনিশ্চয়তার জীবিকা, শেষে ভালোবেসে ফেলল এমন একটা লোককে যাকে ফেরারি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে আইন এবং যার মাথার দাম কাউন্টি শেরিফের নামে ঘোষণা করেছে ওই মেয়েরই মা'র পেটের ভাই।

অবাক লাগে না ভাবতে?

তবে হ্যাঁ, জেমসের ব্যাপারে একটা কথা সম্ভবত ভুল বলেনি জিনা—যা শুরু করেছে লোকটা, নিজের অন্তিম পরিণতির আগে থামবে না। কাজেই হিপপকেটে রাখা গ্লাভটা গিবসকে খানিকটা আত্মবিশ্বাস যোগালেও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগাচ্ছে একইসঙ্গে।

'মেয়েটা তোমাকে ভালোবাসে, গিবস,'—কত অকপট একটা

বইঘর.কম

উচ্চারণ! জিনার ভাবখানা এমন, গিবসের উপর যেন কোনো দাবি নেই ওর, যেন বেছে নেয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দিচ্ছে সে গিবসকে; ওকে যদি প্রত্যাখ্যান করে গিবস তা হলে মনে চোট নিয়ে সরে যাবে সে, কিন্তু মুখে কিছু বলবে না।

ভালোলাগার একচিলতে হাসিটা আরেকবার হাসল গিবস।

কথাটা ভুল বলেনি জিনা—গিবসকে আসলেই ভালোবাসে লিমা, এবং সেটা অনেক আগে থেকেই জানে গিবস। কিন্তু ভালোবাসা কোনোকালেও একতরফাভাবে হয়নি, কোনোদিন হবেও না। লিমা মেয়েটার চমৎকার কিছু গুণ আছে, সেইসঙ্গে উত্তরাধিকারসূত্রে অহঙ্কারও আছে। ওর সঙ্গে জিনার সবচেয়ে বড় পার্থক্য, জিনা যেখানে জেদ করে অনেককিছু ছেড়ে দেয়, লিমা সেখানে জেদ করে অনেককিছু আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গিবস, আরও একবার টের পেল, লিমাকে ভালোবাসে না সে, ভালোবাসতে পারে না। ওদের দু'জনের জীবন সমান্তরাল রেললাইনের মতো, যেখানে মিলনের কোনো সম্ভাবনা নেই। গিবস তাই বার বার নিজের পথ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে মেয়েটাকে, মন্দ ভাগ্যের কারণে ব্যর্থও হয়েছে বার বার।

কিন্তু আর না। আজ কথাটা বুঝিয়ে দিতেই হবে লিমাকে, যা-ই হোক না কেন।

হোটেলের পেছনের গলিতে এসে থামল গিবস, খেয়াল করল সাপার সেরে আস্তে আস্তে আবার রাস্তায় বের হচ্ছে লোকজন। গলির ভেতরে ঢুকে পড়েছে দুটো লোক, মন্থর পায়ে হাঁটছে। ওরা যাতে কোনো সন্দেহ না করে সেজন্য উল্টো-করে-রাখা একটা খালি পিপায় একদিকের পাছা তুলে দিয়ে বসে পড়ল গিবস, পকেট থেকে সিগারেট পেপার আর তামাকের থলে বের করে অলসভঙ্গিতে একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল। ওকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় একনজর দেখল লোক দুটো, বিড়বিড় করে কী যেন বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে, তারপর যেদিকে যেভাবে যাচ্ছিল সেদিকে সেভাবে চলে গেল।

বইঘর.কম

ওরা চোখের আড়াল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল গিবস, তারপর উঠে দাঁড়াল চট করে। ফেলে দিল সিগারেটটা, বুটে পিষে নেভাল ওটাকে। হোটেলের বোর্ডওয়াকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে, তারপর একটা দরজা। ওটা খুললে, খুব সম্ভব, যাওয়া যাবে করিডরে, তারপর সেখান থেকে লবিতে।

নিতান্ত ভাগ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই দরজাটার লক ধরে মোচড় দিল গিবস, ওকে কিছুটা আশ্চর্য করে দিয়ে খুলে গেল সেটা। সময় নষ্ট না করে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে, আটকে দিল দরজাটা। কিছুটা এগিয়ে হাতের ডানে খড়খড়ি পাল্লার শিকলাগানো একটা জানালা দেখা যাচ্ছে, সেটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল, উঁকি দিয়ে তাকাল শেরিফের অফিসটার দিকে।

দেখে মনে হচ্ছে, জরুরি কোনো মিটিং চলছে লকহার্টের অফিস-পোর্চে। বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিগ জেমস, ওর পাশে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন হাতে জায়গা করে নিয়েছে লকহার্টের ডেপুটি জিম বোনাল। পোর্চের নীচের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকজন রাইডার, পনেরো-ষোলোজন তো হবেই, সবাই ঘিরে রেখেছে জেমসকে। উত্তেজিত ভঙ্গিতে কিছু একটা বলছে এক রাইডার, মনোযোগ দিয়ে শুনছে বাকিরা।

একটুকরো বাঁকা হাসি হেসে জানালার সামনে থেকে সরে এল গিবস। কাউন্টারে ঝিমুচ্ছে ক্লার্ক, লোকটার মাথা বার বার ঝুঁকে পড়ছে কাউন্টারের উপর, গিবসের শঙ্কা হলো বাড়ি না খায় লোকটা। মোকাসিন পরা পায়ে প্রায় নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াল সে লোকটার পাশে, কিন্তু লোকটার ঝিমুনিতে কোনো পরিবর্তন হয়নি বুঝে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে এল উপরে ওঠার সিঁড়ির কাছে। ঘাড় ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ক্লার্কের দিকে—আসলেই ঘুমে ধরেছে লোকটাকে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় চলে এল গিবস, এখন আর অত সতর্কতার দরকার নেই। করিডর ধরে এগোচ্ছে সে, তাকাচ্ছে ডানেবাঁয়ে, মাথার উপরে বড় একটা হুক থেকে ঝুলন্ত জ্বলন্ত লণ্ঠনটার আলো তেমন

বইঘর.কম

জোরালো না। তারপরও দশ নম্বর কামরাটা খুঁজে নিতে বেশি সময় লাগল না ওর। দরজায় টোকা দিল সে। ওকে আশ্চর্য করে দিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজাটা।

গোবরাটে দাঁড়িয়ে আছে লিমা, সবগুলো দাঁত বের করে দিয়ে হাসছে নিঃশব্দে।

হ্যাট খুলে হাতে নিল গিবস, বিনা শব্দে জানিয়ে দিল ঘরের ভেতরে যেতে ইচ্ছুক সে।

দরজা ছেড়ে সরে গেল লিমা, গিবস ঢুকবার পর বন্ধ করে দিল সেটা। পাল্লায় পিঠ ঠেকিয়ে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল গিবসের দিকে।

অস্বস্তি বোধ করছে গিবস, বুঝতে পারছে, এই প্রথমবার কোনো ঘরে একলা পেয়েছে লিমাকে, এবং ঘরের দরজাটা বন্ধ।

খুব সম্ভব দ্রুত হাতে একটু সাজগোজ করেছে লিমা, কারণ রাতের এই সময়ে বিনা সাজে এত সুন্দর লাগার কথা না কোনো মেয়েকে।

আচ্ছা, কে বেশি সুন্দর—লিমার দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করতে করতে ভাবল গিবস—জিনা নাকি লিমা?

'জিনা তা হলে খুঁজে বের করতে পেরেছে তোমাকে?' লিমার হাসি যেন থামতেই চাচ্ছে না।

প্রশ্নটা শুনে ঘোর কাটল গিবসের। 'আমি টোকা দেয়ামাত্র দরজা খুলে দিলে, জিজ্ঞেসও করলে না কে—আমি আসবো জানতে?'

মাথা ঝাঁকাল লিমা। 'জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম, গলিতে দেখতে পেয়েছি তোমাকে। বুঝে গেছি আমার কাছেই আসছ তুমি।'

'শহরে ফিরে এলে কেন?'

'মানে?'

'রিযার্ভেশনে থাকার কথা ছিল তোমার।'

'কেন, জিনা কি কিছুই বলেনি তোমাকে?'

'বলেছে। বসো। নাকি দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চাও

বইঘর.কম

সারারাত?'

মদির হাসি হাসল লিমা, ধীর টলমল পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়াল গিবসের কাছে।

সুগন্ধী ব্যবহার করেছে সে, টের পাচ্ছে গিবস, আবারও অস্বস্তি বোধ করছে সে। বলল, 'বসো, লিমা। তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি আমি।'

গিবসকে পাশ কাটিয়ে বিছানায় বসে পড়ল লিমা।

এই কামরায় বিছানা ছাড়া বসার অন্য কোনো জায়গা নেই, তাই একটু ইতস্তত করে মেয়েটার পাশেই বসে পড়ল গিবস, তবে কিছুটা দূরত্ব রেখে। পকেট থেকে বের করল সিগারেট পেপার আর তামাকের থলে, সময় নিয়ে সিগারেট বানাচ্ছে। কাজ শেষে ঠোঁটে গুঁজতে যাবে ওটা, চট করে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল লিমা, বলল, 'আমাকে দাও। তোমার বানানো সিগারেট চেখে দেখি।'

ওটা লিমার বাড়ানো-হাতে দিল গিবস। নতুন আরেকটা বানাতে বানাতে বলল, 'তুমি সিগারেট খাওয়া ধরেছ?'

'হুঁ। তোমার দেখাদেখি।'

'আমার দেখাদেখি মানে? আমি নিশ্চয়ই এ-ব্যাপারে কিছু বলিনি তোমাকে?'

'সবকিছু বলে দিতে হয় না, গিবস। লোকে তাদের পছন্দের মানুষদের আপনাআপনিই অনুকরণ করে।'

কিছু বলল না গিবস, নীরবে ধূমপান করছে। টের পাচ্ছে, অস্বস্তিকর অনুভূতিটা বিদায় নিচ্ছে আস্তে আস্তে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'মেজর স্টেলম্যানকে নাকি খুন করা হয়েছে?'

'হুঁ। নিজের অফিসরুমে ছিল লোকটা, বাইরে থেকে কেউ গুলি করেছে রাইফেল দিয়ে।'

'কাজটা কার, জানো?'

'না।'

'জিনা কিছু বলেছে তোমাকে?'

বইঘর.কম

'না তো! কেন, ওর কি কিছু বলার কথা ছিল আমাকে?'

'জানি না। শুনলাম একসঙ্গে ছিলে তোমরা দু'জনে, ভাবলাম ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করেছ হয়তো।'

'তা করেছি। কাজটা ইণ্ডিয়ানদের কি না জিজ্ঞেস করছিল জিনা।'

'কী মনে হয় তোমার? ওরা কেউ জড়িত থাকতে পারে?'

'সম্ভাবনা কম।'

'কেন?'

'ওখানকার ইণ্ডিয়ানরা পছন্দ করত লোকটাকে। ওর আগের এজেন্টটা ছিল একটা শয়তান, কিন্তু মেজর স্টেলম্যানকে সবসময় ভালো ব্যবহার করতে দেখেছি ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে। শুনেছি সরকার নাকি রিযার্ভেশনের কিছু জমি অধিগ্রহণ করতে চাচ্ছে, এক্ষেত্রে ইণ্ডিয়ানদের স্বার্থ যাতে নষ্ট না হয় সে-ব্যাপারে খেয়াল ছিল মেজরের। তবে...'

'কী?'

'কোনো খারাপ ইণ্ডিয়ানকে কাজে লাগিয়ে থাকতে পারে কেউ। যে-কোনো আগ্নেয়াস্ত্র চালানো এখন ওদের কাছে ডালভাত।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লিমার কথাটা ভাবল গিবস। তারপর বলল, 'কিন্তু মেজর স্টেলম্যান কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিল?'

'জানি না, গিবস। মাঝেমধ্যেই ওখানে থাকতে যেতাম আমি, তুমি জানো, মিসেস স্টেলম্যানের সঙ্গেও ভালো খাতির ছিল আমার। এমনকী কখনও কখনও টুকটাক কথাও হয়েছে মেজরের সঙ্গে। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে আমার, ওই লোক অথবা ওর বউ কখনও বলেনি, কারও সঙ্গে ঝামেলা হচ্ছে ওদের।'

'আর্মির অফিসাররা তদন্ত শুরু করেছে?'

'হুঁ। এবং সন্দেহভাজন এক লোককে গ্রেপ্তারও করেছে ওরা।'

'গ্রেপ্তার করেছে! তোমরা রিযার্ভেশন ছেড়ে চলে আসার আগেই?'

'শুধু আগে না, অনেক আগে। বলা ভালো, খুনটা হওয়ার কিছুক্ষণ পরই।'

'কে সে?'

'কার কথা বলছ? সন্দেহভাজন লোকটা?'

'হ্যাঁ।'

'জানি না। ওর ব্যাপারে খোঁজখবর করার মতো সময় বা সুযোগ কোনোটাই ছিল না আমাদের হাতে। তবে যতদূর শুনেছি, লোকটা শ্বেতাঙ্গ।'

'শ্বেতাঙ্গ?' উঠে দাঁড়াল গিবস, কিছুক্ষণ পায়চারি করে বেড়াল, তারপর ফিরে এসে বসে পড়ল আগের জায়গায়। 'নাম জানো লোকটার?'

'বললাম তো, জানি না। গিবস, যদি কিছু মনে না করো, মেজর স্টেলম্যানের হত্যাকাণ্ড নিয়ে আর কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না এখন। তারচেয়েও অনেক জরুরি বিষয় আছে কথা বলার মতো।'

বিরক্ত হলো গিবস, লিমা যে-ব্যাপারে কথা বলতে চায় সে-ব্যাপারে মোটেও কোনো আগ্রহ নেই ওর। বিরক্তিটা চেপে রেখে বলল, 'বলো।'

'তোমার-আমার সম্পর্কের ব্যাপারে কিছু বলতে চাচ্ছিলাম।'

'সেটা জটিল থেকে আরও জটিল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।'

তামাকপোড়া একগাদা ধোঁয়া বুকের ভেতরে টেনে নিল লিমা, সময় নিয়ে ছাড়ল নাকমুখ দিয়ে। 'আমার দোষটা কী? তোমাকে ভালোবাসি আমি। ঘোড়া দাবড়ে যেদিন হাজির হয়েছিলে আমাদের রানশে, বাবার সামনে দাঁড়িয়ে যেদিন বলেছিলে, "এই রানশে চাকরি করতে চাই," সেদিনই প্রেমে পড়েছি তোমার। এবং আমার মনে হয়, আমার মনের কথা ঠিক সেদিন থেকেই জানো তুমি। তারপরও দূরে দূরে থেকেছ। ...কীসের ভয় তোমার, গিবস? বাবাকে ভয় পাও তুমি?'

ধোঁয়া ছাড়ল গিবস। 'না, পাই না। এবং সেটা তুমি জানো।'

'তা হলে? আমার কাছ থেকে এই যে দূরে সরিয়ে রাখো নিজেকে, কীসের জন্য? অন্য কেউ কি তোমার মনে জায়গা করে নিয়েছে, গিবস?'

বইঘর.কম
কার্তুজ

সত্যি জবাবটা দিতে ইচ্ছা করল গিবসের, কিন্তু চুপ করে থাকল সে। লিমাকে চেনে সে, অথবা হয়তো চেনে না—আসলে মেয়েটা কতখানি প্রতিশোধপরায়ণ সে-ব্যাপারে কোনো ধারণা নেই ওর। জেদের বশবর্তী হয়ে যদি জিনার কোনো ক্ষতি করে বসে মেয়েটা?

গিবস বলল, 'এখানে আমার মনে অন্য কেউ আছে কি নেই সেটা বড় কথা না। অন্য কেউ থাকলেও আমি আগের টালি গিবস, না থাকলেও আমি একই লোক। এবং আমি যে-ধাতুতে গড়া, সেটা তোমার জন্য না, লিমা। আমাকে অন্ধের মতো অনুকরণ না করে, অন্ধের মতো ভালো না-বেসে আমার কথাগুলো বুঝবার চেষ্টা করো।'

'কী কথা?' সিগারেটে আর টান দিচ্ছে না লিমা, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গিবসের দিকে।

'তুমি আমার জন্য না। কেন, জানো? কারণ আমি চাই ঘাম-আগুন-ধোঁয়া। চাই মুষলধারার বৃষ্টি, গরুর হ্যাঁচকা টানে দড়ি দিয়ে কেটে-যাওয়া অথবা ফোস্কা পড়া তালু। আমি চাই অবসরে ফাস্ট ড্র প্র্যাকটিস করার জন্য কয়েকটা খালি মদের-বোতল আর আমার সিক্সগান, অথবা পেটটা বারের উপর তুলে নিয়ে নির্জলা হুইস্কি গেলার জন্য বড়সড় কোনো সেলুন। বিয়ে করার পরে আট-দশটা বাচ্চা চাই আমি। এবং সবচেয়ে বড় কথা, যখন-তখন মারামারি করতে চাই আমি—খালিহাতে, অথবা অস্ত্র নিয়ে।'

'তারচেয়েও বড় কথা,' অল্প অল্প ফোঁপাচ্ছে লিমা, ফুলে ফুলে উঠছে ওর নাকের বাঁশি, 'জরজিনা ল্যাকারিকে চাও তুমি।'

চট করে কিছু বলতে পারল না গিবস, তাকিয়ে আছে লিমার দিকে।

'মেয়েটা তোমাকে ভালোবাসে,' কণ্ঠ পাল্টে গেছে লিমার, ভূতগ্রস্তের মতো কেমন টেনে টেনে কথা বলছে সে, 'হয়তো আমার চেয়েও বেশি, এবং সেটা আমার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। তুমিও কি ওকে ভালোবাসো, গিবস?'

হ্যাঁ শব্দটা চলে এসেছিল গিবসের জিহ্বায়, কিন্তু শেষমুহূর্তে

বইঘর.কম

সামলে নিল নিজেকে, জবাব দিল না লিমার প্রশ্নটার।

'না!' যেন গর্জে উঠল লিমা। 'কথাটা বোলো না আমাকে। ওই কথা শুনতে চাই না আমি। কোনোদিনও না!'

তবুও নীরব গিবস, যেন বোবা হয়ে গেছে।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে হঠাৎ জ্বলে উঠল মেয়েটার দু'চোখ, ক্ষ্যাপাটে দৃষ্টি সেখানে। সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে, এলোপাতাড়ি লাথি মেরে নেভানোর চেষ্টা করল সেটাকে। তারপর, উন্মাদিনীর মতো, টান মেরে খুলল ব্লাউযের উপরের দিকের তিন-চারটা বোতাম; টেনে যতটা সম্ভব সরিয়ে দিল ব্লাউযটা, উন্মুক্ত করে দিল নিজের উন্নত বুকের অনেকখানি। 'আমাকে নাও তুমি,' আকুতি আর কামনার প্রাবল্যে বলল হাঁপাতে হাঁপাতে, 'নাও আমাকে।'

খচ্ করে কামনার ছুরি বিঁধল গিবসের হৃৎপিণ্ডে। টের পেল জ্বলছে ওর চোখ দুটো, ঠোঁট দুটো চেপে বসেছে একটা আরেকটার সঙ্গে, শুকিয়ে গেছে গলা, মনে হচ্ছে অনেকদিন পানি খায়নি যেন। ফুরিয়ে আসছে দু'আঙুলে চেপে রাখা সিগারেট, আগুনের আঁচ লাগছে চামড়ায়, তারপরও ফেলে দিতে পারছে না ওটা, চোখ সরাতে পারছে না লিমার উপর থেকে—লিমার খোলা বুক থেকে। কিছুক্ষণ আগের ঘোরটা আরও প্রবল হয়ে চেপে ধরেছে ওকে।

'অধিকার?' ওর কানের কাছে যেন ফিসফিস করে উঠল কেউ এমন সময়, 'তোমার দিকে হাতের পিস্তল তাক করল লেনর, ইচ্ছা করলে ওকে না-ও বাধা দিতে পারতাম আমি সেদিন, ঠিক না? ইচ্ছা করলে না-ও শুশ্রূষা করতে পারতাম তোমার, ঠিক না? অস্বীকার করতে পারো, আমার কাছে ঋণী হয়ে আছো তুমি?'

চোখ বন্ধ করে ফেলল গিবস, টের পেল রীতিমতো ছ্যাঁকা লাগছে আঙুলে এখন।

'তোমাকে বিশ্বাস করি আমি,' আবার বলল কণ্ঠটা।

চোখ খুলল গিবস, উঠে দাঁড়াল, সিগারেটটা ফেলে দিয়ে মোকাসিনের তলায় পিষে মারল সেটাকে। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল লিমার

বইঘর.কম

চোখে। 'তুমি যা নিতে বলছ আমাকে তা সাময়িক, এবং অন্যায়।'

'অন্যায়?' পাগলিনীর মতোই হাসল লিমা। 'কীভাবে?'

'জিনার সঙ্গে বাগ্দান হয়ে গেছে আমার।'

'মিথ্যা কথা! জিনা নিজে বলেছে আমাকে, তোমার সঙ্গে ও-রকম কিছুই হয়নি ওর।'

'হয়েছে,' শান্ত গলায় বলল গিবস। 'চুমুর চেয়ে বড় বাগ্দান আর কী আছে, বলতে পারো?'

'চুমু? কই, এসব তো কিছু বলেনি আমাকে জিনা?'

'বলার কথাও না, কারণ ঘটনাটা ঘটেছে কিছুক্ষণ আগে।'

এবার কথা হারিয়েছে লিমা, নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে গিবসের দিকে।

'চলে যাও, লিমা, শেষবারের মতো বলছি। আমার কথা শোনো। কাল সকালেই হোটেল ছেড়ে দিয়ো, ফিরে যেয়ো রিযার্ভেশনে, অথবা মন চাইলে তোমাদের রানশে।'

'তুমি...জিনাকে চুমু খেয়েছ?' নিচু গলায় জানতে চাইল লিমা, যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করল প্রশ্নটা।

জবাবে কিছু একটা বলতে চাইল গিবস, কিন্তু পারল না, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে ছুটে এল লিমা, ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকে। ধাক্কাটা সহ্য করতে না পেরে একদিকে কাত হয়ে বিছানায় পড়ে গেল গিবস, ওর উপর পড়ল লিমা।

জোর করে ঠোঁট নামানোর চেষ্টা করছে মেয়েটা, চুমু খেতে চাচ্ছে গিবসকে।

লিমার ব্যবহৃত সুগন্ধীটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে আবারও ঢুকে যাচ্ছে গিবসের ফুসফুসে, একটু আগে দমন করা কামনাটা আরও শক্তিশালী হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাচ্ছে; সে টের পাচ্ছে যতটা না লিমার সঙ্গে তারচেয়ে বেশি নিজের বিরুদ্ধে যুঝতে হচ্ছে ওকে।

ধাক্কা দিয়ে মেয়েটাকে সরিয়ে দিল সে, তারপর ফেলে দিল বিছানায়।

বইঘর.কম

খপ্ করে ওর একটা হাত খামচে ধরল মেয়েটা, আরেক হাতের নখ দিয়ে আঁচড় বসিয়ে দিল গালে। 'একটা চুমু আমাকেও দাও, গিবস। শুধু একটা...প্রথম ও শেষবারের মতো।'

ব্যথায় গিবসের চোখে পানি চলে এসেছে, কিন্তু উঠে বসতে পেরেছে সে। একঝটকায় মুক্ত করল নিজের হাত, লিমা উঠে বসে কাছে আসতে চাচ্ছে দেখে আবারও ধাক্কা মেরে বিছানায় ফেলে দিল ওকে। মেয়েটার কী হলো দেখার দরকার মনে করল না, ঘুরে হাঁটা ধরল দরজার দিকে। ওটা খুলে বেরিয়ে এল করিডরে, আটকে দিল বাইরে থেকে।

টের পেল, মাতালের মতো টলছে সে, যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে বুকের ভেতরে, রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পিছলে গেল কয়েকবার, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই দেখে বিরক্ত হলো। সিঁড়ির শেষমাথায় পৌঁছে দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়াল কিছুক্ষণ, জোরে জোরে দম নিয়ে আর সেটা লম্বা করে ছেড়ে স্বাভাবিক করছে শ্বাসপ্রশ্বাস, কমানোর চেষ্টা করছে টলমল ভাবটা। পানি খেতে পারলে সবচেয়ে ভালো হতো এখন, হতচ্ছাড়া পিপাসাটা দূর হতো।

একটু স্বাভাবিক হওয়ার পর হাঁটা ধরল সে। চেক-ইন কাউন্টার ছাড়িয়ে আসার সময় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

কাউন্টারটার উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে ক্লার্ক।

ম্যাক্সওয়েলের বাড়ির পেছনের দরজায় হাজির হওয়ার পর গিবসের নাক থেকে দূর হলো লিমার ব্যবহৃত পারফিউমের গন্ধ।

কথা ছিল, বন্ধ দরজায় পর পর তিনবার টোকা দেবে সে, আওয়াজটা শুনলে জিনা বুঝে নেবে গিবস এসেছে। মেয়েটা তখন খুলে দেবে দরজাটা।

পর পর তিনবার টোকা দিল গিবস, তারপর অপেক্ষাও করল বেশ কিছুক্ষণ, কিন্তু দরজা খুলে দিল না কেউ।

চোখ পিটপিট করল সে, এদিকওদিক তাকাচ্ছে। দেখে নিচ্ছে

বইঘর.কম

আশপাশের বাড়িগুলো, সেগুলোর ছায়ায় দেয়াল ঘেঁষে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না। কিন্তু সে-রকম কিছু মনে হলো না ওর। আবারও টোকা দিল সে, এবার একটু অধৈর্য ভঙ্গিতে।

না, ভেতর থেকে খোলা হচ্ছে না দরজাটা।

গিবস টের পেল, ওর শিরা-উপশিরায় রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে গেছে।

কী হয়েছে জিনার?

হাতল ধরে মোচড় দিয়ে দরজাটা খুলল গিবস, পাল্লাটা একটুখানি ফাঁক করে উঁকি দিয়ে তাকাল ভেতরে।

ডাইনিংটেবিলটা দেখা যাচ্ছে, সেটার উপর রাখা জ্বলন্ত মোমবাতিটা পুড়ে পুড়ে ক্ষয়ে গেছে অনেকখানি। যে-চেয়ারে বসে ছিল জিনা, সেটা আগের মতোই আছে, কিন্তু এখন কেউ বসে নেই সেখানে।

'জিনা?' চাপা গলায় ডাকল গিবস।

সাড়া দিল না কেউ।

চট করে আরেকবার এদিকওদিক তাকাল গিবস।

আরেকটু বেড়েছে চাঁদের আলো; দূর থেকে কেউ যদি তাকিয়ে থাকে ম্যাক্সওয়েলের বাড়ির দিকে, গিবসের মতো লম্বাচওড়া কাউকে পেছনের দরজায় ঠাহর করতে অসুবিধা হওয়ার কথা না। আর ঝুঁকি নেয়াটা ঠিক হবে না, সিদ্ধান্ত নিল গিবস, কপালে যা আছে হবে ভেবে ঢুকে পড়ল ভেতরে; জিনার খারাপ কিছু হয়েছে কি না সে-আশঙ্কা যেন গলা টিপে ধরেছে ওর।

ওর সতর্কতার দুর্গে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে লিমা, আর জিনা ভেঙে দিয়েছে সে-দুর্গের লৌহকপাট; ওর অপেক্ষায় দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে তাই খেয়ালই করল না সে।

বিশ

লকহার্ট মোটামুটি নিশ্চিত, কপালে আবার যদি খারাপ কিছু না ঘটে, তা হলে আগামীকাল সকাল নাগাদ শহরে পৌঁছাতে পারবে সে।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে লকহার্ট, ভীষণ ক্লান্ত। একরকম অভুক্তই আছে সে লাইনশ্যাক ছেড়ে আসার পর। তারপরও পথ চলতে হবে, কারণ যত জলদি সম্ভব পৌঁছানো দরকার শহরে; সে টের পাচ্ছে, বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে ব্ল্যাক হিলস রেঞ্জ আর সেটার বাসিন্দাদের উপর, এখন যদি কঠোর ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে না পারে সে, তা হলে...

টলমল পায়ে এগিয়ে চলেছে সে, ঠিক করেছে আর মাইল দেড়-দুই যাওয়ার পর ক্ষান্ত দেবে আজকের মতো। আকাশপাতাল ভাবনা পেয়ে বসেছে ওকে, এবং, টের পেয়ে কিছুটা আশ্চর্য হলো সে, সেগুলোর বেশিরভাগই টালি গিবসকে নিয়ে।

ও-রকম অদ্ভুত লোক এ-জীবনে কমই দেখেছে লকহার্ট। প্রথম কথা, লোকটা দুঃসাহসী, কিন্তু বেপরোয়া না। মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছে ওর, ভালোমতোই জানে সে, কিন্তু তারপরও শহরে গিয়ে কিডন্যাপ করতে দ্বিধা করেনি শেরিফকে। কেন করল সে কাজটা? নিরীহ আর প্রকৃতপ্রস্তাবে দুর্বল একজন রানশারকে বিগ জেমসের হামলা থেকে বাঁচানোর জন্য। ওর কাজটা অন্যায়, কিন্তু উদ্দেশ্যটা মহৎ। তা ছাড়া, অপহরণের পর একটুও খারাপ ব্যবহার করেনি শেরিফের সঙ্গে। খাবার দিয়েছে, পানি দিয়েছে, নিরাপত্তার কথা ভেবে অস্ত্রও দিয়েছে। ইচ্ছা করলে ফিরে না-ও যেতে পারত ওই কুয়ার কাছে, এবং যদি কাজটা না করত সে, কেউ কোনোদিন খুঁজে বের

বইঘর.কম
কাতুজ

করতে পারত কি না লকহার্টকে সে-ব্যাপারে সন্দেহ আছে ওর। কিন্তু গিয়েছে সেখানে নিরস্ত্র অবস্থায়, কুয়া থেকে তুলেছে লকহার্টকে, চমৎকার কফি বানিয়ে খেতে দিয়েছে।

আসলে নিজের প্রতিশোধস্পৃহা পূরণ করার জন্য যা যা করা সম্ভব করে যাচ্ছে গিবস, ভাবল লকহার্ট, কিন্তু একইসঙ্গে চেষ্টা করছে তার ফলে নির্দোষ কারও কোনো ক্ষতি যেন না হয়।

নিজের উপর বিরক্ত হলো লকহার্ট—জেমসের কথা অন্ধের মতো বিশ্বাস করে হুলিয়া জারি করেছে গিবসের নামে, কিন্তু তার আগে একটু খোঁজখবর করা উচিত ছিল। ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল অনেক কিছু জানে ফ্রেড ল্যাকারির মৃত্যুর ব্যাপারে, ইচ্ছা করলেই লোকটার সঙ্গে কথা বলতে পারত লকহার্ট। কথা বলতে পারত ফ্রেডের বোন জিনার সঙ্গে; যে-মেয়ে, যতদূর জানে লকহার্ট, গ্র্যাপ্পেল ছেড়ে শহরেই থাকছে আপাতত।

কিন্তু দু'জনের কারও সঙ্গেই কথা বলেনি সে। আসলে জেমসকে ভয় পেয়েছে সে, ভয় পেয়েছে লোকটার তর্জনগর্জন আর দাপটকে, এবং ওর কথামতো অকারণে ফেরারি আসামি হিসেবে ঘোষণা করেছে আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ একটা লোককে।

মাথা নাড়ল লকহার্ট—উচিত হয়নি কাজটা, মোটেও উচিত হয়নি।

মনে পড়ে গেল ওকে উদ্দেশ্য করে বলা গিবসের একটা কথা, 'তুমিও মানুষটা আসলে খারাপ না, শেরিফ। তবে যেহেতু ল্যাকারি ভাইদের সহায়তায় চাকরিটা পেয়েছ, সেহেতু ওদের প্রতি একচোখা। মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াও, দেখবে তোমার চাকরিও থাকবে, লোকে তোমাকে সম্মানও করবে।'

ভুল বলেনি গিবস, কেউ একরত্তি ভুল ধরতে পারবে না ওর কথায়। ল্যাকারি ভাইরা, বিশেষ করে জেমস ল্যাকারি যদি কলকাঠি না নাড়ত, তখন শেরিফের চাকরিটা পাওয়া হতো না লকহার্টের। কিন্তু কৃতজ্ঞতা দেখাতে গিয়ে বেশি দেখিয়ে ফেলেছে সে, বিগ জেমসকে এত হুজুর-হুজুর না করলেও চলত।

বইঘর.কম

কী ছিল জেমসের বাপ, আর কী হয়েছে সে! গায়েগতরে অনেকের চেয়ে অনেক বড় বলে ষণ্ডামি করার লোভ সামলাতে পারেনি। কিন্তু কী হলো এসব করে? ভাইকে হারাল সে, হারাল বোনটাকে। এত বড় ও গোছানো রানশটাও শেষপর্যন্ত ধরে রাখতে পারে কি না সন্দেহ। সবচেয়ে তাজা আর একইসঙ্গে বীভৎস খবর হচ্ছে, সিনেটর গ্যানোনের হয়ে ভাড়াটে গুণ্ডার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে সে। যেখানে, গিবস-ওল্ডারসনের ভাষ্যমতে, ইণ্ডিয়ান রিযার্ভেশনের কিছু জমি গিলে খাওয়ার পরিকল্পনা করেছে তথাকথিত ভালোমানুষ গ্যানোন, আর ওর হয়ে লোকের দৃষ্টি আরেকদিকে ঘুরিয়ে দিতে ব্ল্যাক হিলস বেসিনে রেঞ্জওয়ার শুরু করার পাঁয়তারা করছে বিগ জেমস।

শার্টের বুকে ঝোলানো তারাটার দিকে আপনাআপনি নজর চলে গেল লকহার্টের। চাঁদের ঘোলাটে আলোয় ততটা চকচক করছে না ওটা, কিন্তু অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় ঠিকই। মনে পড়ে গেল, যেদিন শেরিফ হিসেবে শপথ নিয়েছিল সে, সেদিন শহরের অনেক গণ্যমান্য লোক আর এই বেসিনের প্রায় সব রানশারের উপস্থিতিতে ওর বুকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল তারাটা; সেদিন বলেছিল সে, নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে সবসময়, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করবে, অপরাধীকে অপরাধী হিসেবে দেখবে, নির্দোষ কেউ যাতে কোনো হয়রানির শিকার না হয় সেটা নিশ্চিত করবে।

আরেকবার মাথা নাড়ল লকহার্ট, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একটা কাজও কি সুষ্ঠুভাবে করতে পেরেছে সে?

মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানোর সবচেয়ে বড় সুযোগ এসে গেছে, এবং এটাই হয়তো ওর জন্য শেষ সুযোগ। কারণ রূঢ় পশ্চিমের ইতিহাস বলে, যে-ক'জায়গায় রেঞ্জওয়ার হয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যে-পক্ষ জিতেছে তারা সবার আগে সরিয়ে দিয়েছে শেরিফ আর ওর ডেপুটিকে, অথবা স্রেফ খুন করে গুম করে দিয়েছে ওদের লাশ।

কারণ যুদ্ধে যারা জেতে, তারা নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ

বইঘর.কম

তদন্ত চায় না কখনোই।

দরজা পার হয়ে ম্যাক্সওয়েলের রান্নাঘরে পা দিয়েছে কি দেয়নি গিবস, পেছন থেকে ওর কোমরে শরীরের সব শক্তি দিয়ে সবুট লাথি হাঁকাল লোকটা।

প্রস্তুত ছিল না বলে আঘাতটা হজম করতে পারল না গিবস, একদিকে কাত হয়ে গেল সে, আপনাআপনি ভাঁজ হয়ে গেল দুই হাঁটু। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে-গলায় বোলতার হুল ফোটানোর মতো যন্ত্রণা টের পেল সে—পেছন থেকে চাবুক চালিয়েছে লোকটা। গিবসের গলা পেঁচিয়ে ধরেছে চাবুকটা সাপের মতো, পেছন থেকে সমানে টান দিচ্ছে লোকটা, দম নিতে পারছে না গিবস। ওই অবস্থাতেই দেখল, দ্বিতীয় আরেকটা লোক সবগুলো দাঁত বের করে এগিয়ে আসছে ওর দিকে অন্ধকার ফুঁড়ে। কাছে এসে প্রথমে বিরাশি সিক্কার একটা ঘুসি মারল লোকটা গিবসের নাকেমুখে, সে টলে ওঠামাত্র থাবা মারল ওর হোলস্টারে, ছিনিয়ে নিল সিক্সগানটা। পরমুহূর্তে গিবসের বুকে প্রচণ্ড একটা লাথি মেরে শুইয়ে দিল ওকে।

যে-লোক চাবুকের প্যাঁচে আটকে ফেলেছে গিবসের গলা, যথেষ্ট দক্ষ সে ওই কাজে; তাই মোচড়ামোচড়ি করে কোনো লাভ হবে না বুঝে চট করে হান্টিংনাইফটা বের করে ফেলল গিবস, ধারালো ফলার দুই পোঁচে টুকরো করে ফেলল চাবুকটা। দ্বিতীয় লোকটা তখন আরেকটা লাথি মারার জন্য এগিয়ে আসছিল, চট করে গড়ান দিয়ে সরে গেল গিবস, ছুরিটা ছেড়ে দিল হাত থেকে, কোমরের বেল্ট থেকে একটানে বের করল কোল্টটা। আরেকবার গড়ান দিয়ে চিৎ হলো, ওর হাতে ভোজবাজির মতো আগ্নেয়াস্ত্র বেরিয়ে আসতে দেখে থমকে গেছে দুই শত্রু। একটা মুহূর্ত দেরি করল না গিবস, গুলি করল মোমবাতিটাকে নিশানা করে, সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গেল জ্বলন্ত শিখা।

ঘরের ভেতরে এখন ঘুটঘুটে অন্ধকার।

চাবুকওয়ালা যেদিকে আছে, প্রায় নিঃশব্দে গড়ান দিয়ে সেদিকে

বইঘর.কম

এগিয়ে এল গিবস, বাঁ হাতে তুলে নিল ছুরিটা। লোকটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে টের পেয়ে দুই পা দিয়ে একসঙ্গে লাথি মারল ওর তলপেটে। যুৎসই হলো না লাথিটা, তবে জায়গামতো লাগল যথেষ্ট জোরেই, টলমল পায়ে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো লোকটা, হাঁটুতে হাঁটু বাড়ি খেয়ে ভারসাম্য নষ্ট হলো ওর, শরীরের সব ওজন নিয়ে পড়ল সে খোলা দরজার উপর।

ঠিক তখন একটা কোল্ট উঁচিয়ে পাল্লাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল তৃতীয় আরেকজন, চাবুকওয়ালার পুরো ওজনসহ ওটা ছিটকে এসে লাগল গোবরাটের সঙ্গে, ফাঁকে আটকে গিয়ে চাপা খেল তৃতীয় লোকটার পিস্তলধরা হাত, একটা আর্তচিৎকার ছেড়ে ট্রিগারে টান দিয়ে দিল সে। ডাক্তারের বেডরুম আর অফিসকামরায় লুকিয়ে ছিল ওর দলের বাকিরা, "শিকার" ফাঁদে ধরা পড়েছে বুঝে হুড়মুড় করে ছুটে আসছিল ওরা; রান্নাঘরের গোবরাটে সবার আগে হাজির হয়েছিল যে, ডান পা'র উরুতে গুলিটা খেল সে।

এক মুহূর্ত স্থায়ী কমলা-লাল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কারণে দ্বিতীয় লোকটার অবস্থান জানা হয়ে গেল গিবসের, শুয়ে থেকেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করল সে, সঙ্গে সঙ্গে আবার গড়ান দিয়ে সরে গেল দূরে। ততক্ষণে দ্বিতীয় লোকটা বুকে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েছে।

'গিবস?' যে-লোকগুলো হাজির হয়েছে রান্নাঘরের গোবরাটে তাদের মধ্য থেকে গলা ফাটাল কেউ, কণ্ঠটা নিঃসন্দেহে জেমসের।

জবাব দিল না গিবস, গড়াতে গড়াতে চলে যাচ্ছে ডাইনিংটেবিলের কাছে, ওখানে পৌঁছাতে পারলে একটুখানি হলেও আড়াল পাওয়া যাবে। মোমবাতির আলো নিভে যাওয়ার আগে দেখেছে, ওখানে ঘাপটি মেরে নেই শত্রুপক্ষের কেউ।

'গিবস?' আবারও ডাকল জেমস। 'যদি ভেবে থাকো পালাতে পারবে, জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করবে। বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছি আমরা দশজন, বাইরে আছে আরও দশজন। বিশজনের হাত গলে তুমি তো পরের কথা, শয়তানও পালাতে পারবে না।'

বইঘর.কম

'সংখ্যাটা উনিশ হবে, জেমস,' শান্ত গলায় বলল গিবস। 'তোমার এক চ্যালাকে যেমন মরতে দেখেছি আমি, তেমন দেখেছ তুমিও।'

নীরবতা।

সত্যি কথাটা হজম করতে সময় লাগছে জেমসের। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বলল, 'এই, গায়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে কী করছ তোমরা? ছড়িয়ে পড়ো। দরজাটার দিকে যাও তিন-চারজন। একজন গিয়ে দাঁড়াও জানালাটার কাছে। বাকিরা থাকো আমার সঙ্গে।'

অন্ধকারে নড়াচড়া টের পেল গিবস, কিন্তু গুলি করল না সে, কিছু বললও না। সরতে গিয়ে ডাইনিংটেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খেল প্রতিপক্ষের একজন, উল্টে পড়ে গেল মোমদানিটা, ধাতব আওয়াজ পাওয়া গেল।

দুটো চেয়ার আর ডাইনিংটেবিলের একটা পায়ার আড়ালে অবস্থান নিল গিবস, কাছে চলে-আসা লোকটাকে চমকে দিয়ে চিৎকার করে বলল, 'সাবধান!'

পিলে চমকে গেল লোকটার, হাতেধরা কোল্টের ট্রিগার টানতে গিয়েও শেষমুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে—মনে পড়ে গেছে একটু আগে কী হয়েছে ওর এক সঙ্গীর। লাফিয়ে সরে যেতে চাইল, উড়ে গিয়ে পড়ল আরেকজনের গায়ে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল দু'জনই। ওরা দু'জনই দু'জনকে গিবস ভাবল, দু'জনই দু'জনের অস্ত্র একসঙ্গে তাক করে টেনে দিল ট্রিগার, বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই গুঙিয়েও উঠল একসঙ্গে।

তারপর আবারও নীরবতা।

বাতাসে বারুদপোড়া ধোঁয়ার কড়া গন্ধ। উজ্জ্বল লালচে-কমলা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কারণে জেমসকে একটা মুহূর্তের জন্য দেখতে পেয়েছে গিবস, গোবরাটের সঙ্গের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সে, রাগে-বিরক্তিতে-ব্যর্থতায় বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা।

'গিবস?' ডাকল জেমস। 'আমরা যদি এখন একসঙ্গে গুলি করতে শুরু করি, স্রেফ ঝাঁঝরা হয়ে যাবে তুমি, পরে যে বা যারা দাফন দেবে তোমাকে, কাজটা করতে খুব কষ্ট হবে ওদের। কাজেই ধরা দাও।'

বইঘর.কম

'গুলি করতে পারো, অসুবিধা নেই। কিছুক্ষণ আগে তোমাদেরই একজনের গুলিতে আহত হয়েছে আরেকজন, আর এইমাত্র তোমাদের দু'জন গুলি করল একজন আরেকজনকে নিশানা করে। আশা করি একইরকম ঘটনা ঘটবে বাকিদের ক্ষেত্রেও। অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছ না তোমরা।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল জেমস, গাল দিল সম্ভবত, ঠিক বোঝা গেল না।

গোবরাট থেকে চুপিসারে সরে ম্যাক্সওয়েলের বেডরুমের দিকে চলে যাচ্ছে কে যেন, পায়ের ধাক্কা লাগিয়ে কিছু একটা উল্টে ফেলল সে, ঝনঝন শব্দ শোনা গেল।

আবারও কিছুক্ষণের নীরবতা।

জেমসের সঙ্গে যারা ধরতে এসেছিল গিবসকে তারা ভেবেছিল পানির মতো সহজ হবে কাজটা, ওদের ফাঁদে পা দেবে গিবস আর সঙ্গে সঙ্গে জাল গুটিয়ে নেবে ওরা, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে পরিস্থিতি ওদের পুরোপুরি অনুকূলে না। ইতোমধ্যে একজনকে হারিয়েছে ওরা, ভুল বলেনি গিবস। দুর্ঘটনাক্রমে গুলি খেয়েছে আরেকজন, থেকে থেকে কাতরাচ্ছে লোকটা, মেঝেতে শরীর ঘষটাতে ঘষটাতে এগিয়ে চলেছে দরজার দিকে—বেরিয়ে যেতে চায় বাড়ি থেকে। আগ্নেয়াস্ত্র বেরিয়ে এসেছে সবার হাতে, কিন্তু গুলি করতে সাহস পাচ্ছে না কেউই—নিজের অবস্থান ফাঁস করতে চায় না, একইসঙ্গে কমাতে চায় না দলের লোকদের সংখ্যা।

উরুতে গুলি খাওয়া লোকটার উপর ভীষণ বিরক্ত বোধ করছে জেমস, বুঝতে পারছে কী করতে যাচ্ছে সে। গর্জে উঠল, 'যে-কুত্তার বাচ্চা সবার আগে দরজাটা খুলবে, সে গুলিও খাবে সবার আগে। সাবধান!'

চুপ করে আছে সবাই। সবার স্নায়ুর উপরই চাপ বাড়াচ্ছে চালমাত অবস্থাটা।

'একটা ম্যাচকাঠি জ্বালো তো কেউ,' হঠাৎ বলল জেমস।

বইঘর.কম

'যে সবার আগে ম্যাচকাঠি জ্বালাবে,' জেমসকে নকল করে বলল গিবস, 'আমার পক্ষ থেকে সে গুলিও খাবে সবার আগে। সাবধান!'

চুপ হয়ে গেল জেমস। ওর কোনো ফন্দিই কাজে লাগছে না বুঝে এখন নিজের উপরই রেগে যাচ্ছে সে।

'আত্মসমর্পণ করো, গিবস!' কিছুক্ষণ পর বলল সে।

'কেন?' তরল গলায় জিজ্ঞেস করল গিবস। 'আমার অবস্থা তো তোমাদের উনিশজনের চেয়ে কোনো অংশে খারাপ না। ...সংখ্যাটা কি ষোলো বলা উচিত ছিল আমার?'

'সারারাত এভাবে থাকতে পারবে?'

'পারবো। কারণ অসুবিধা তো হচ্ছে না।'

'সকাল হলে কী করবে?'

'তোমাদের মধ্যে যে সবার আগে নজরে পড়বে আমার, ধরে নাও ওর জন্য কবরও নিশ্চিত হবে সবার আগে। মরার আগে তোমাদের তিন-চারজনকে কি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবো না? তুমি, অথবা তোমাদের যে-কেউ বুকে হাত দিয়ে বলো তো, আমার পিস্তলের মুখোমুখি হতে ভয় পাও না?'

কথাটা বলল না কেউই।

'আত্মসমর্পণ করো, গিবস,' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবারও বলল জেমস। 'তোমাকে গ্রেপ্তার করে আইনের হাতে তুলে দেবো আমরা।'

'কথাটা বিশ্বাস করতে বলছ আমাকে? তুমি?'

'হ্যাঁ, বলছি। কারণ তোমাকে আসলেই গ্রেপ্তার করতে চাই আমি। যদি তোমাকে খুন করার ইচ্ছা থাকত, দরজা দিয়ে যখন ঢুকলে ভেতরে, তখনই গুলি করতে পারতাম।'

কিছু বলল না গিবস, জেমসের কথাটা ভেবে দেখছে।

'আত্মসমর্পণ করো।'

'না করলে?'

'না করলে আর কোনোদিন দেখতে পাবে না জিনাকে।'

বইঘর.কম

'কেন?' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞেস করল গিবস। 'কী করেছ তুমি ওকে?'

'এখন পর্যন্ত কিছু করিনি। কিন্তু তুমি আত্মসমর্পণ না করলে করবো।'

'কী?'

'সেটা আগে থেকে বলবো কেন?' সন্তুষ্টি টের পাওয়া গেল জেমসের কণ্ঠে।

চুপ করে আছে গিবস, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

'দান পাল্টে গেছে, না?' জেমসের কণ্ঠে উপহাস। 'তারমানে আমার অনুমান ঠিক। ওই কয়েকটা দিনে অনেককিছু হয়ে গেছে তোমাদের দু'জনের মধ্যে।'

মুখ খুলল না গিবস।

'তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো,' বলে চলল জেমস, 'যদি তুমি আত্মসমর্পণ না করো, কপালে খারাবি আছে মেয়েটার।'

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল গিবস। 'ঠিক আছে, আমি আত্মসমর্পণ করতে রাজি।'

কয়োটের হাসি হাসল জেমস। 'তা হলে ছুঁড়ে ফেলে দাও কোল্টটা।'

ওর কথামতো কাজ করল গিবস।

'এবার হান্টিংনাইফ। ওটাও ছুঁড়ে ফেলো। শব্দটা যেন পরিষ্কার শুনতে পাই আমি।'

আবারও ওর কথানুযায়ী কাজ করল গিবস।

'এবার উঠে দাঁড়াও।'

উঠে দাঁড়াল গিবস।

'ম্যাচকাঠি জ্বালাতে পারি?'

'পারো।'

'বিশ্বাস করতে বলছ তোমাকে?'

'বলছি।'

বইঘর.কম
কার্তুজ

'নিশ্চয়তা দিচ্ছ উনিশ-বিশ কিছু হবে না?'

'দিচ্ছি, জেমস। আমাকে চেনো তুমি। আমি পিঠে ছুরি মারার লোক না। ...জিনার কোনো ক্ষতি কোরো না।'

পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রেখে পকেট থেকে ম্যাচবাক্স বের করল জেমস, ফস্ করে একটা কাঠি জ্বালাল। মুখ ঘুরিয়ে দেখল, ডাইনিংটেবিলের একটা প্রান্ত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে গিবস, তাকিয়ে আছে ওর দিকেই, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে উঁচু করে রেখেছে দু'হাত।

কয়োটের হাসিটা আরেকবার হাসল জেমস, এগিয়ে গিয়ে মেঝে থেকে তুলে নিল মোমবাতিটা—টেবিল থেকে উল্টে পড়ে মোমদানি থেকে আলগা হয়ে গেছে সেটা। কিছুক্ষণ দেখল; ভাবছে, একটা লোকের নিশানা কতখানি নিখুঁত হলে জ্বলন্ত শিখা উধাও করে দিতে পারে একগুলিতে। হাতেধরা ম্যাচকাঠিটা ধরল মোমবাতিটার মাথায়, কিছু মোম গলে গিয়ে জ্বলে উঠল সলতেটা।

গিবসের দিকে তাকাল সে। 'আজকের রাতটা সারাজীবন, মানে আর যে-ক'দিন বেঁচে থাকবে তুমি, মনে থাকবে তোমার। কী কারণে ফিরে এলে শহরে তুমিই ভালো জানো, কী কারণে হাজির হলে ম্যাক্সওয়েলের দরজায় তা-ও শুধু বলতে পারবে তুমিই। ঘুণাক্ষরেও ভাবলে না, লোক দিয়ে এই বাড়ি নজরদারিতে রেখেছি আমি। ভাবলে না, এমন কেউ গিয়ে খবর দিয়ে নিতে আসতে পারে আমাকে, যাকে কেয়ামত হয়ে গেলেও অবিশ্বাস করার কথা আসবে না তোমার মাথায়।'

তুলে রাখা হাত দুটো আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে গিবসের, ওর শরীর আর মনকে একইসঙ্গে পেয়ে বসছে অদ্ভুত এক স্থবিরতা। জানতে চাইল, 'কে সে?'

হা হা করে হেসে উঠল জেমস, ওর দেখাদেখি ওর কয়েকজন চ্যালাও।

হাসতে হাসতে মোমবাতিটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল জেমস। 'জরজিনা ল্যাকারি। হাজার হোক, আমার মা'র পেটের বোন,

বইঘর.কম

আমি বিপদে পড়লে আমাকে সাহায্য করবেই, নাকি? কী ভেবেছিলে—তোমাকে ভালোবাসে সে? তোমার মতো চল্লিশ ডলারের এক সামান্য পাঞ্চারকে ভালোবাসতে যাবে বিগ জেমস ল্যাকারির একমাত্র বোন? বোকার স্বর্গে বাস করার কথা শুনেছিলাম আগে, আজ নিজচোখে দেখলাম।'

গিবসের বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হলো, যা শুনছে, ভুল শুনছে সে।

'নর্দমার মাছ সাগরে গেলে আসলেই দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়, গিবস। তোমার মতো পাঞ্চারদের মনোরঞ্জনের জন্য যেখানে সাধারণ বারবনিতারা যথেষ্ট'র চেয়ে বেশি, সেখানে কী করে ভাবলে গ্র্যাপ্পেলের মতো একটা রানশের অর্ধেকের মালিক মন দিতে যাবে তোমাকে? ছাগল কোথাকার!'

কিছু বলল না গিবস, কথা হারিয়ে ফেলেছে সে। ওর সঙ্গে কি আসলেই এত বড় অভিনয় করেছে জিনা?

সে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে বুঝে এগিয়ে এসে ওর নাকেমুখে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুসি মারল জেমস, একঘুসিতেই ধরাশায়ী করে দিল ওকে। তারপর ওর তলপেটে পর পর দুটো লাথি হাঁকিয়ে বলল, 'এবার চলো জেলখানায়। বাকি হিসাবনিকাশ ওখানেই হবে।'

একুশ

অন্ধকারে বেশিদূর দৃষ্টি চলে না।

পাইন-সিডারের একটা জঙ্গলকে পাশে রেখে ট্রেইলটা এগিয়ে গেছে, পথ পরিচিত হলেও চাঁদের ঘোলাটে আলোয় কেমন অচেনা লাগে। জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে খুঁজলে কোনো গর্তে জমেথাকা পানির

বইঘর.কম

দেখা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত ক্লান্তির কারণে কাজটা করতে ইচ্ছা করছে না লকহার্টের।

এদিকওদিক তাকিয়ে ট্রেইলের ধারে, দু'-চারটা বেঁটে ঝোপের সঙ্গে একটা চ্যাপ্টা পাথর দেখতে পেল সে, এগিয়ে গেল সেটার দিকে। পকেট থেকে ম্যাচবাক্স বের করে একটা কাঠি জ্বালাল, ভালোমতো দেখছে ঝোপগুলো আর পাথরটার আশপাশের মাটি—জায়গাটা কোনো র‍্যাটলস্নেকের বাসস্থান কি না জানতে চায়। যখন নিশ্চিত হলো কোনো র‍্যাটলার থাকে না সেখানে, ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল কাঠির আগুন। বসে পড়ল পাথরটার উপর, সঙ্গে করে আনা ছোট পুঁটুলিটা খুলল, কিছু শুকনো বিস্কিট বের করে খেতে লাগল। হাতের কাছে টেনে নিল পানির ক্যান্টিনটা।

দুটো বিস্কিট শেষ করে ক্যান্টিনের গায়ে হাত রেখেছে, ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল সে।

পানি খেতে গিয়েও খেল না লকহার্ট, বন্ধ করল ক্যান্টিনটার মুখ। জিনিসটা আগের জায়গায় নামিয়ে রেখে হোলস্টার থেকে বের করল পিস্তল।

এত রাতে ঘোড়া দাবড়ে শহরের দিকে ছুটে যাচ্ছে যে-লোক, তার উদ্দেশ্য ভালো না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এবং যার নিয়ত ভালো না, সে মানুষও ভালো না।

কাছে এসে পড়েছে রাইডার, ওকে ঠাহর করা যাচ্ছে এখন, তবে চেনা যাচ্ছে না। লোকটাও দেখতে পেয়েছে লকহার্টকে, ঘোড়ার গতি কমিয়েছে, এবং যত কাছে আসছে তত কমাচ্ছে।

চ্যাপ্টা পাথরটা থেকে দশ-বারো হাত তফাতে যখন ঘোড়া থামাল সে, ততক্ষণে মাটিতে একটা হাঁটু ভাঁজ করে পিস্তলধরা হাতটা সেটার উপর রেখেছে লকহার্ট, নলটা তাক করা রাইডারের দিকে। কালচে ধূসর আলোয় ভরা আকাশের পটভূমিতে ভূতুড়ে এক ছায়ামূর্তি বলে মনে হচ্ছে লোকটাকে, একইসঙ্গে ওর ঘোড়াটাকেও।

'হ্যালো, শেরিফ!' লকহার্টকে চিনতে পেরে হঠাৎ বলে উঠল

বইঘর.কম

লোকটা। 'আবার দেখা হয়ে গেল তা হলে! দেখে তো মনে হয় না কোনো ঘোড়া আছে তোমার সঙ্গে। তা হলে কি পায়ে হেঁটেই যাত্রা শুরু করেছ শহরের দিকে? ভালো। নিজেকে যদি আরও কষ্ট দিতে না চাও, আমার ঘোড়ার পিঠটা ভাগাভাগি করে নিতে পারো আমার সঙ্গে। আর পিস্তলের নিশানা দয়া করে সরাও আমার উপর থেকে। তোমার বুড়ো কাঁপা কাঁপা হাতকে একটুও বিশ্বাস হয় না আমার!'

কী একটা কাজের কথা বলে ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের বাসায় রয়ে গেল জেমস, ওর দশ-বারোজন চ্যালা মিলে ধাক্কাতে ধাক্কাতে গিবসকে নিয়ে গেল শেরিফের অফিসে। জিম বোনাল তখন নিজের ডেস্কের উপর দুই পা তুলে দিয়ে আরাম করে নাক ডাকাচ্ছে, ম্যাক্সওয়েলের বাড়ির গোলাগুলির আওয়াজ ব্যাঘাত ঘটায়নি ওর ঘুমের।

ওর দিকে এগিয়ে গেল জেমসের এক চ্যালা, ওর শার্টের কলার ধরে জোরে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম থেকে তুলল ওকে, তারপর শার্টের কলার ধরেই টেনে খাড়া করে দিল দু'পায়ে। আঙুল তুলে গিবসকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ফেরারি আসামি ধরা পড়েছে। জেলে ঢোকাও ওকে, বুকেঝোলানো তারাটার প্রতি একটুখানি হলেও সুবিচার করো দয়া করে।'

পাথর দিয়ে বানানো জেলখানায় পাশাপাশি চারটা সেল আছে, প্রতি দুটো সেলের মাঝখানে একটা করে পুরু পাথরের-দেয়াল, প্রতিটা সেলের পেছনের দেয়ালে মোটা শিকলাগানো একমাত্র খোলা জানালা মুখ করে আছে রাস্তার দিকে। গিবসকে একটা সেলে ঢুকিয়ে দিল বোনাল, লোহার দরজাটা আটকে দিয়ে বড়সড় একটা তালা মারল বাইরে থেকে, টেনেটুনে দেখে নিল ঠিকমতো আটকেছে কি না তালাটা, শেষে আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে নাক ডাকাতে আরম্ভ করল কিছুক্ষণের মধ্যে।

পনেরো-বিশ মিনিট পর শেরিফের অফিসে ঢুকল জেমস, সোজা এগিয়ে গেল গিবস যে-সেলে আছে সেদিকে। বন্ধ দরজার দুটো শিক

বইঘর.কম

আঁকড়ে ধরে বলল, 'লকহার্ট কোথায়?'

একদিকের দেয়াল ঘেঁষে বসে পড়েছে গিবস, নিচু করে রেখেছে মাথাটা, ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়-ক্লান্তিতে অবসন্ন বোধ করছে, টের পাচ্ছে জোর বলে কিছু বাকি নেই মনে। জেমসের প্রশ্নটা শুনে মুখ তুলে তাকাল। 'জানি না।'

দরজার ওপাশ থেকে থু করে থুতু নিক্ষেপ করল জেমস, দলাটা এসে পড়ল গিবসের পায়ের কাছে। অলস দৃষ্টিতে জেমসের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গরাদের আরও ভেতরের দিকে সরে গেল গিবস।

'যদি চাবুকের উপর্যুপরি বাড়িতে নিজের পিঠের ছাল বিসর্জন দিতে না চাও আবারও,' হুমকি দিল জেমস, 'লকহার্টকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বলে দাও।'

'কোথায় লুকিয়ে রেখেছি তা বলবো না, তবে যদি সম্ভব হয় তা হলে ওকেই জিজ্ঞেস করে নিয়ো।'

'মানে?'

'শহরে ফিরে আসছে সে।'

'মানে!'

'ওকে মুক্ত করে দিয়েছি আমি।'

'মুক্ত করে দিয়েছ! কেন?'

'জেমস, যে-প্রশ্নগুলোর জবাব লকহার্টকে জিজ্ঞেস করলে অনায়াসে জানতে পারবে, সেগুলো কেন জিজ্ঞেস করছ আমাকে? তারচেয়ে বরং আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও। আর গিয়েছিলে জন এভার্টের ওখানে?'

'না, যাইনি। তবে শীঘ্রিই যাবো।'

লোহার দরজা থেকে কিছুটা দুরে, মেঝেতে রাখা জ্বলন্ত লণ্ঠনটার দিকে একনজর তাকাল গিবস, তারপর হিপপকেট থেকে টেনে বের করল জেমসের গ্লাভটা। ওটা একহাতে উঁচু করে ধরে বলল, 'চেনা যায়?'

বইঘর.কম

লোকটা। 'আবার দেখা হয়ে গেল তা হলে! দেখে তো মনে হয় না কোনো ঘোড়া আছে তোমার সঙ্গে। তা হলে কি পায়ে হেঁটেই যাত্রা শুরু করেছ শহরের দিকে? ভালো। নিজেকে যদি আরও কষ্ট দিতে না চাও, আমার ঘোড়ার পিঠটা ভাগাভাগি করে নিতে পারো আমার সঙ্গে। আর পিস্তলের নিশানা দয়া করে সরাও আমার উপর থেকে। তোমার বুড়ো কাঁপা কাঁপা হাতকে একটুও বিশ্বাস হয় না আমার!'

কী একটা কাজের কথা বলে ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের বাসায় রয়ে গেল জেমস, ওর দশ-বারোজন চ্যালা মিলে ধাক্কাতে ধাক্কাতে গিবসকে নিয়ে গেল শেরিফের অফিসে। জিম বোনাল তখন নিজের ডেস্কের উপর দুই পা তুলে দিয়ে আরাম করে নাক ডাকাচ্ছে, ম্যাক্সওয়েলের বাড়ির গোলাগুলির আওয়াজ ব্যাঘাত ঘটায়নি ওর ঘুমের।

ওর দিকে এগিয়ে গেল জেমসের এক চ্যালা, ওর শার্টের কলার ধরে জোরে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম থেকে তুলল ওকে, তারপর শার্টের কলার ধরেই টেনে খাড়া করে দিল দু'পায়ে। আঙুল তুলে গিবসকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ফেরারি আসামি ধরা পড়েছে। জেলে ঢোকাও ওকে, বুকেঝোলানো তারাটার প্রতি একটুখানি হলেও সুবিচার করো দয়া করে।'

পাথর দিয়ে বানানো জেলখানায় পাশাপাশি চারটা সেল আছে, প্রতি দুটো সেলের মাঝখানে একটা করে পুরু পাথরের-দেয়াল, প্রতিটা সেলের পেছনের দেয়ালে মোটা শিকলাগানো একমাত্র খোলা জানালা মুখ করে আছে রাস্তার দিকে। গিবসকে একটা সেলে ঢুকিয়ে দিল বোনাল, লোহার দরজাটা আটকে দিয়ে বড়সড় একটা তালা মারল বাইরে থেকে, টেনেটুনে দেখে নিল ঠিকমতো আটকেছে কি না তালাটা, শেষে আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে নাক ডাকাতে আরম্ভ করল কিছুক্ষণের মধ্যে।

পনেরো-বিশ মিনিট পর শেরিফের অফিসে ঢুকল জেমস, সোজা এগিয়ে গেল গিবস যে-সেলে আছে সেদিকে। বন্ধ দরজার দুটো শিক

বইঘর.কম

আঁকড়ে ধরে বলল, 'লকহার্ট কোথায়?'

একদিকের দেয়াল ঘেঁষে বসে পড়েছে গিবস, নিচু করে রেখেছে মাথাটা, ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়-ক্লান্তিতে অবসন্ন বোধ করছে, টের পাচ্ছে জোর বলে কিছু বাকি নেই মনে। জেমসের প্রশ্নটা শুনে মুখ তুলে তাকাল। 'জানি না।'

দরজার ওপাশ থেকে থু করে থুতু নিক্ষেপ করল জেমস, দলাটা এসে পড়ল গিবসের পায়ের কাছে। অলস দৃষ্টিতে জেমসের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গরাদের আরও ভেতরের দিকে সরে গেল গিবস।

'যদি চাবুকের উপর্যুপরি বাড়িতে নিজের পিঠের ছাল বিসর্জন দিতে না চাও আবারও,' হুমকি দিল জেমস, 'লকহার্টকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বলে দাও।'

'কোথায় লুকিয়ে রেখেছি তা বলবো না, তবে যদি সম্ভব হয় তা হলে ওকেই জিজ্ঞেস করে নিয়ো।'

'মানে?'

'শহরে ফিরে আসছে সে।'

'মানে!'

'ওকে মুক্ত করে দিয়েছি আমি।'

'মুক্ত করে দিয়েছ! কেন?'

'জেমস, যে-প্রশ্নগুলোর জবাব লকহার্টকে জিজ্ঞেস করলে অনায়াসে জানতে পারবে, সেগুলো কেন জিজ্ঞেস করছ আমাকে? তারচেয়ে বরং আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও। আর গিয়েছিলে জন এভার্টের ওখানে?'

'না, যাইনি। তবে শীঘ্রিই যাবো।'

লোহার দরজা থেকে কিছুটা দুরে, মেঝেতে রাখা জ্বলন্ত লণ্ঠনটার দিকে একনজর তাকাল গিবস, তারপর হিপপকেট থেকে টেনে বের করল জেমসের গ্লাভটা। ওটা একহাতে উঁচু করে ধরে বলল, 'চেনা যায়?'

বইঘর.কম

ভ্রূ কুঁচকে গেল জেমসের, একদৃষ্টিতে দেখছে গ্লাভটা, কিছু বলছে না।

'কোথায় ফেলে এসেছিলে এটা, মনে করতে পারো?' আবারও প্রশ্ন করল গিবস।

'যেখানে ফেলে এসেছিলাম, সেখানে তো তোমার যাওয়ার কথা না!'

'তারমানে আমার অনুমান ঠিক—গ্যানোনের কাছে গিয়েছিলে তুমি।'

'তো?'

'মেজর স্টেলম্যানকে খুন করা হয়েছে, জানো?'

'খুন করা হয়েছে মেজর স্টেলম্যানকে!'

'হ্যাঁ। এবং ঘটনাস্থলে পাওয়া গেছে তোমার এই গ্লাভ।'

ভ্রূকুটি মিলিয়ে গেছে জেমসের, মুখ হাঁ করে গিবসের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে। তারপর খনখনে গলায় বলল, 'মিথ্যা কথা!'

'কথাটা আমার হলে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারতে। কিন্তু কথাটা কে বলেছে, জানো?'

'কে?'

'যাকে কেয়ামত হয়ে গেলেও অবিশ্বাস করার কথা আসবে না তোমার মাথায়—জরজিনা ল্যাকারি, তোমার বোন।'

আরেকবার হাঁ হতে হলো জেমসকে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'কী বলছ তুমি এসব?'

'ইচ্ছা করলে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারো জিনাকে।'

'কথাটা জিনা বলেছে তোমাকে?'

'হ্যাঁ। গতরাতে রিযার্ভেশনে ছিল সে।'

'কেন?'

'তোমার অনেকগুলো বাজে স্বভাব আছে, জেমস, সেগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে, যে-প্রশ্নের জবাব অন্যের কাছ থেকে পেতে পারো

বইঘর.কম

সহজেই, সেটা জিজ্ঞেস করে কষ্ট দাও আরেকজনকে।'

গিবসের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল জেমস, তারপর বলল, 'সব তোমার সাজানো নাটক। আমাকে ফাঁসাতে চাচ্ছ তুমি।'

'ফাঁসাতে চাচ্ছি? জেমস, কেউ-না-কেউ অবশ্যই ফাঁসাতে চাচ্ছে তোমাকে, তবে সেটা আমি না। মাথাটা ঠাণ্ডা করে একটু ভেবে দেখো, নিজেই বুঝতে পারবে। নিজেদের একজন মেজরকে হারিয়েছে আর্মি, খুনির খোঁজে পুরো রিযার্ভেশন আর ব্ল্যাক হিলস রেঞ্জ তছনছ করে ফেলবে ওরা অচিরেই। ইচ্ছা করলেই গ্লাভের ব্যাপারটা চেপে যেতে পারতাম আমি, ইচ্ছা করলেই এটা তুলে দিতে পারতাম ওদের তদন্তকারী অফিসারের হাতে। হয়তো কিছুই হতো না, আবার হয়তো তোমাকে গ্রেপ্তার করে কয়েকদিন হয়রানি করত ওরা, কিন্তু দেখো, কিছুই করিনি। ...এই নাও,' গ্লাভটা ছুঁড়ে মারল গিবস জেমসের দিকে, 'রেখে দাও ওটা, কলিজা ঠাণ্ডা হবে তোমার, এসব যে আমার সাজানো নাটক না, সে-ধারণা দূর হবে মন থেকে।'

গ্লাভটা উড়ে এসে একটা শিকের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে পড়েছে জেমসের পায়ের কাছে, নিচু হয়ে ওটা তুলে নিল সে।

'নাটকটা কে সাজিয়েছে, সেটা ভেবে বের করতে সময় লাগবে না তোমার আশা করি,' বলল গিবস। 'মনের ভুলে কোথায় এবং কার কাছে রেখে এসেছিলে গ্লাভটা, মনে করার চেষ্টা করো।'

বিড়বিড় করে গালি দিল জেমস।

গিবস বলল, 'তোমার অবস্থা হয়েছে ধাওয়া খাওয়া ভালুকের মতো, যেটা আটকা পড়েছে কোনো এক কোনায়, কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করতে রাজি না কথাটা। নিজেকে নিয়ে এত গর্ব তোমার, অথচ তোমাকে সাধারণ এক গানম্যানের মতো, আরেকটু সহজ করে বললে একজন চাকরের মতো ব্যবহার করেছে গ্যানোন; তারপর যখন দেখেছে তোমাকে আর দরকার নেই ওর, ফাঁসিয়ে দিয়ে বিদায় করতে চেয়েছে নিজের কাছ থেকে।'

কিছু বলল না জেমস, প্রতিবাদ করল না গিবসের একটা কথারও, আবারও কিছুক্ষণ একটানা তাকিয়ে থেকে দেখল ওকে, বিদ্বেষ উধাও হয়েছে ওর দৃষ্টি থেকে। একটু পর আরেকবার থুতু নিক্ষেপ করল সে গিবসের দিকে, আগের দলার মতো এটাও লাগল না গিবসের গায়ে।

নিজের ব্যর্থতায় আবারও ফুঁসে উঠল জেমস, বুটের সোলে ভর দিয়ে পাঁই করে ঘুরে বেরিয়ে গেল জেলখানা থেকে।

সেলের এককোনায় লোহা দিয়ে বানানো ছোট একটা খাট আছে, উঠে গিয়ে সেটাতে বসল গিবস, তারপর শুয়ে পড়ল আস্তে আস্তে। জেলহাউসের বাইরে নিজের লোকদের সঙ্গে কথা বলছে জেমস, আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু শব্দগুলো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বুঝবার ব্যর্থ চেষ্টা করল গিবস কিছুক্ষণ, তারপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলল।

চাবুকের বাড়ি বোলতার হুল ফুটিয়ে দিয়েছে গলায় আর ঘাড়ে, আঘাতের জায়গাগুলো জ্বালা করছে এখনও। কোমরে, বুকে আর পেটে লাথি খেয়েছে সে; চাপ চাপ ব্যথা জমে আছে সেসব জায়গায়। ঘুসি মেরে ওর ঠোঁট থেঁতলে দিয়েছে জেমস, মুখের ভেতরে জিভটা নাড়াচাড়া করলে রক্তের নোনতা স্বাদ পাওয়া যায়। ভারী হয়ে আছে মাথাটা, অনুভূতিশূন্যতা আস্তে আস্তে গ্রাস করে নিচ্ছে ওকে, মনে হচ্ছে একটানা ঘুমাতে পারলে ভালো লাগবে।

কিন্তু ঘুম আসছে না।

জিনা ধরিয়ে দিয়েছে ওকে জেমসের হাতে? জিনা? ওর সঙ্গে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারল মেয়েটা? তা হলে ওকে চিনতে পারামাত্র খুশিতে জড়িয়ে ধরা, ওকে চুমু খেতে দেয়া, ওর মুখোমুখি বসে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা—সবই অভিনয়?

'অধিকার? তোমার দিকে হাতের পিস্তল তাক করল লেনর, ইচ্ছা করলে ওকে না-ও বাধা দিতে পারতাম আমি সেদিন, ঠিক না? ইচ্ছা করলে না-ও শুশ্রূষা করতে পারতাম তোমার, ঠিক না? অস্বীকার করতে পারো, আমার কাছে ঋণী হয়ে আছো তুমি?'—এসব আসলে কথার কথা তা হলে?

বইঘর.কম
কার্তুজ

'তোমাকে বিশ্বাস করি আমি,'—এটা তা হলে মন ভোলানো উক্তি?

'কী ভেবেছিলে—তোমাকে ভালোবাসে সে?' কানের কাছে আবার যেন বলে উঠল জেমস। 'তোমার মতো চল্লিশ ডলারের এক সামান্য পাঞ্চারকে ভালোবাসতে যাবে বিগ জেমস ল্যাকারির একমাত্র বোন? বোকার স্বর্গে বাস করার কথা শুনেছিলাম আগে, আজ নিজচোখে দেখলাম।'

পাশ ফিরল গিবস, একটা হাত ভাঁজ করে সেটার উপর রাখল মাথাটা। অস্থিরতা পেয়ে বসেছে ওকে। মনে পড়ে গেল, সিগারেটপেপার, তামাকের থলে আর ম্যাচবাক্স ছিনিয়ে নেয়নি জেমস অথবা ওর চ্যালারা, উঠে বসে চটপট বানিয়ে ফেলল একটা সিগারেট। ওটা ধরিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল, লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোয় একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তামাকপোড়া ধোঁয়ার দিকে।

ওর রক্তে কামনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল লিমা, মেয়েটার সঙ্গে ও-রকম রূঢ় আচরণ করাটা একঅর্থে ভুল হয়নি গিবসের। আজ যে-অপমান মাথা পেতে নিতে হয়েছে লিমাকে, আশা করা যায় ভবিষ্যতে গিবসের সঙ্গে মাখামাখি কমবে ওর।

ভবিষ্যৎ? একটু বেশি কল্পনা করা হয়ে যাচ্ছে না? এই সেল, এই জেলহাউসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো কীসের ইঙ্গিত বহন করছে? গিবসকে পাকড়াও করতে চেয়েছিল জেমস, সেটা করতে পেরেছে সে, হিসাবে ভুল না হলে কাল সকালেই শহরে ফিরে আসবে লোকটার অনুগত শেরিফ লকহার্ট। তারপর?

কোর্টহাউসে খুনের মামলা দেয়া হবে গিবসের বিরুদ্ধে, নিরপেক্ষ সাক্ষ্য দিতে পারত জিনা কিন্তু সে যে সেটা দেবে না তা বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। নিরপেক্ষ সাক্ষ্য দিতে পারত আরও একজন—ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল, কিন্তু কোনো হদিসই নেই লোকটার। মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করতে, ঘুরিয়ে বললে গিবসের জন্য ফাঁসির দড়ি আর কটনউডের ডাল নিশ্চিত করতে কোনো কষ্টই হবে না জেমসের।

বইঘর.কম

তারমানে মাসে চল্লিশ ডলার বেতনের পাঞ্চারজীবনের এখানেই ইতি? সিনেটর গ্যানোনকে প্রতিহত করার যে-আত্মসঙ্কল্প করেছিল গিবস, লেনর আর জেমসকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার যে-কসম খেয়েছিল, সেসব মিথ্যা হয়ে গেল একনিমেষে? শুধু একজন নারীর কারণে, বলা ভালো শুধু একজন নারীর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হেরে গেল গিবস?

উঠে বসল সে, সিগারেটে সুখটান দিয়ে ওটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। আচ্ছা, যে-ই খুন করে থাকুক মেজর স্টেলম্যানকে, কেন করল কাজটা? শুধুই জেমসকে ফাঁসানোর জন্য? উঁহুঁ, মনে হয় না। ওই লোকের জন্য একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মেজর, ওকে খুন করে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাওয়া হয়েছে।

তারমানে...যদি ধরে নেয়া হয় হত্যাকাণ্ডটার পেছনে গ্যানোন আছে...তা হলে এখন কি জেমসকে আর দরকার নেই ওর? এখন কি রেঞ্জওয়ার শুরু না হলেও অসুবিধা নেই লোকটার? যা পাওয়ার ছিল তা কি ইতোমধ্যে পেয়ে গেছে সে?

সেনাবাহিনীর লোকজন সন্দেহভাজন একটা লোককে গ্রেপ্তার করেছে; কে সে? ওল্ডারসন নয় তো? যদি না হবে, তা হলে হঠাৎ করে কোথায় গায়েব হয়ে গেল লোকটা? ওর অনুপস্থিতি গিবসের জন্য অনেককিছু। কারণ এখন পিছিয়ে যাওয়া অথবা ধরা পড়ার মানে পরাজয়। গ্যানোনকে শেষ করতে হলে আগে শেষ করতে হবে জেমসকে, এবং সেটা করতে হলে লড়াই চালিয়ে যেতেই হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, জেলখানার খাটে শুয়ে-বসে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা করতে করতে কীভাবে করা সম্ভব কাজটা?

লিমার আধখোলা বুকটা হঠাৎ করেই যেন ভেসে উঠল গিবসের চোখের সামনে, কিন্তু একটুও কামনা জাগল না ওর মনে, বরং গাঢ় একটা বিষাদ টের পেল সে। কী যেন বলেছিল লিমা? 'মেয়েটা তোমাকে ভালোবাসে, হয়তো আমার চেয়েও বেশি, এবং সেটা আমার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না।'

বইঘর.কম
কার্তুজ

সত্যি?

প্রশ্নটার জবাব যদি হ্যাঁ হয়, তা হলে জেলহাউসের ভেতরে, একটা সেলে, খাটের উপর বসে আছে কেন গিবস?

আরেকটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল সে, ওটা ঠোঁটে নিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল আবার। নিথর পড়ে আছে, টানছে না সিগারেটটা, ওটা ওর ঠোঁটেই পুড়ে পুড়ে শেষ হচ্ছে।

'তুমিও কি ওকে ভালোবাসো, গিবস?' প্রশ্নটা যেন আরেকবার ওকে জিজ্ঞেস করল লিমা।

ওই প্রশ্নের হ্যাঁ-বাচক অথবা না-বাচক কোনো উত্তরই গুরুত্বপূর্ণ না এখন। এখন গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, জিনার কথাগুলোর জবাব দেয়া।

'তোমার দিকে হাতের পিস্তল তাক করল লেনর, ইচ্ছা করলে ওকে না-ও বাধা দিতে পারতাম আমি সেদিন, ঠিক না?'

'হ্যাঁ, ঠিক,' মনে মনে বলল গিবস। 'তারপরও কাজটা করেছ তুমি, কারণ, চোখের সামনে খুন হতে দেখতে চাওনি আমাকে।'

'ইচ্ছা করলে না-ও শুশ্রূষা করতে পারতাম তোমার, ঠিক না?'

'হ্যাঁ, ঠিক। কিন্তু তখন আমার শুশ্রূষা না করে উপায় ছিল না তোমার—পেট চালাবে কী করে?'

'অস্বীকার করতে পারো, আমার কাছে ঋণী হয়ে আছো তুমি?'

'পারি। হয়তো ঋণী হয়ে ছিলাম একসময়, কিন্তু আমাকে ফাঁদে ফেলে তোমার ভাইয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে সে-ঋণ মওকুফ করে দিয়েছ তুমি নিজেই।'

'তোমাকে বিশ্বাস করি আমি।'

'মিথ্যা কথা। আমিই বরং বিশ্বাস করতাম তোমাকে, এবং সে-বোকামির ফল হাতেনাতে পেয়েছি।'

অস্থিরতায় ছটফট করতে করতে আবারও উঠে বসল গিবস। ছোঁ মেরে ঠোঁট থেকে সরাল সিগারেটটা, আগেরটার মতো সেটাও জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

নীতির খাতিরে জেমসকে ছেড়ে এসেছে জিনা ঠিকই, কিন্তু সে

বইঘর.কম

কখনোই চায় না কোনো ক্ষতি হোক ওর ভাইয়ের। এ-কারণেই আজ গিবসকে ধরিয়ে দিল জেমসের হাতে। কিন্তু ভাইয়ের সঙ্গ যদি ছাড়তে না পারে সে, সবসময় যদি ওর উপকার করার চেষ্টা করে কোনো-না-কোনোভাবে, নিঃসন্দেহে মরবে শীঘ্রিই—রেঞ্জওয়ার শুরু হলে ওকে ছাড় দেবে না রানশাররা।

তারমানে যদি বাঁচাতে হয় জিনাকে, যে-কোনোভাবে হোক মেরে ফেলতে হবে জেমসকে। কিন্তু মেয়েটা নিশ্চয়ই ভালো চোখে দেখবে না ঘটনাটা?

এবং সেক্ষেত্রে সে নিশ্চয়ই কোনোদিন ক্ষমা করবে না গিবসকে?

বাইশ

ঘুম ভাঙার পর প্রথম যে-কথাটা গিবসের মাথায় এল সেটা হচ্ছে, কী করছে সে জেলখানায়?

আস্তে আস্তে মনে পড়ে গেল গতরাতের সব কথা। আস্তে আস্তে উঠে বসল সে। লোহার খাটে শুয়ে অভ্যাস নেই, মনে হচ্ছে মাথার চাঁদি থেকে শুরু করে পায়ের পাতা পর্যন্ত ব্যথা করছে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল গিবস। মাথার যথেষ্ট উপরে উঠে এসেছে সূর্যটা। সাধারণত আরও আগেই ঘুম ভাঙে ওর, তবে গতরাতের কথা আলাদা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গরাদের দিকে তাকাল সে। আরে, কে যেন এক প্লেট খাবার রেখে গেছে দরজার কাছে!

খাওয়ার কথা মনে হতেই পেটের ভেতরে মোচড় দিল গিবসের, মনে হলো যেন কত কাল ধরে না খেয়ে আছে সে। চট করে নেমে

বইঘর.কম

পড়ল খাট থেকে, গিয়ে নিয়ে এল খাবারের প্লেটটা।

বাহ্, যে-লোক খেতে দিয়েছে গিবসকে তার মনে যথেষ্ট দরদ আছে দেখা যাচ্ছে। বড় বড় দু'টুকরো রুটি দিয়েছে, সঙ্গে দুটো বাসি বেকন আর একটা টাটকা ডিমভাজা। থালার এককোনায় বেশ কিছুটা সিদ্ধ শিমের-বিচিও আছে। খেতে যাতে সুবিধা হয় সেজন্য একটা চামচও দিয়েছে। কিন্তু সেটার ধার ধারল না গিবস, ডান হাতটা ব্যবহার করে গিলতে শুরু করল গোগ্রাসে।

খাওয়া শেষ করে আঙুলগুলো চাটছে, এমন সময় বাইরে থেকে শোনা গেল জেমস আর ওর চ্যালাদের হট্টগোলের আওয়াজ। শোনা গেল লকহার্টের কণ্ঠও। তারমানে ফিরে এসেছে সে। শুনে যতদূর বোঝা গেল, সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে জেলহাউসের ভেতরে জোর করে ঢুকে পড়তে চাচ্ছে জেমস, ওদেরকে বাধা দিচ্ছে লকহার্ট।

জেমসকে বাধা দিচ্ছে লকহার্ট? তাজ্জব ব্যাপার!

যেভাবে হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল হইচই, সেভাবে আচমকাই থেমে গেল। কিছুক্ষণ পর বাইরে থেকে ধাক্কা মেরে খুলে ফেলা হলো শেরিফের অফিসের দরজা, ভেতরে ঢুকল লকহার্ট। সোজা এগিয়ে আসছে গিবসের সেলের দিকে।

টানা কয়েকদিন শেভ করেনি সে, দু'গাল ভরে গেছে খোঁচা খোঁচা দাড়ি দিয়ে। ধুলোবালি, এমনকী কিছু ঘাসপাতা লেগে আছে ওর পরনের কাপড়ে, এবং সে-ব্যাপারে ওর কোনো পরোয়া আছে বলে মনে হচ্ছে না। ওর পেছন পেছন হাজির হয়েছে জেমস, চেহারায় বরাবরের মতো ঔদ্ধত্য আর অহঙ্কার, ঠোঁটের কোনায় বিজয়ীর হাসি। ওর পেছন পেছন, বলতে গেলে চুপিসারে, ঢুকে পড়ল ওল্ডারসন। ঢুকেই এককোনায় সরে গেল সে, হাতটা আলগোছে রাখল হোলস্টারের পিস্তলের বাঁটে।

গিবসকে আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে লকহার্টের দিকে ঘুরল জেমস। 'বাইরে জনা বিশেক লোক আছে আমার, এবং আমি না বলা পর্যন্ত ওদের কেউ নড়বে না সেখান থেকে। গিবসকে যদি ছেড়ে দাও

বইঘর.কম

তুমি, যদি জেলখানার বাইরে পা রাখে সে, ওকে ছিঁড়ে স্রেফ টুকরো টুকরো করে ফেলবে আমার লোকরা।'

'তা-ই নাকি?' ক্লান্তির ছোঁয়া আছে লকহার্টের কণ্ঠে।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল জেমস, কিন্তু ওল্ডারসন মুখ খোলায় বলতে পারল না, 'তোমার চ্যালারা ছিঁড়বে গিবসকে, আর আমি ছিঁড়বো তোমাকে, মনে রেখো।'

ঘুরে ওল্ডারসনের মুখোমুখি হলো জেমস, ওকে চেনার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে কিছু বলা বা করার আগেই নিজের ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল লকহার্ট, একটা ড্রয়ার খুলে সেলের চাবি বের করল। সেটা নিয়ে সেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে, দুই লাফে ওর আর গরাদের মাঝখানে হাজির হয়ে গেল জেমস, একটানে বের করল ওর পিস্তল। বলল, 'গিবস যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। লকহার্ট, মনে রেখো, ওর নামে হুলিয়া জারি করেছ তুমি নিজে। ইচ্ছা হলেই একটা খুনিকে ছেড়ে দিতে পারো না তুমি।'

'আমার সামনে থেকে সরো, বলদ কোথাকার!' ধমক দিল লকহার্ট। 'আর পিস্তলটা ঢুকিয়ে রাখো হোলস্টারে। তা না হলে সেলের বাইরে বের হবে গিবস, আর ওর জায়গায় তোমাকে ঢোকাবো ভেতরে। যতক্ষণ পর্যন্ত ভোটাভুটির মাধ্যমে অন্য কেউ নির্বাচিত না হচ্ছে, ততক্ষণ আমিই এই কাউন্টির শেরিফ। এবং আমার ক্ষমতাবলে সেলের দরজা খুলে দেবো এখন। যদি ভেবে থাকো তোমার সঙ্গে বিশজন লোক আছে বলে যা খুশি তা-ই করবে শহরে,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল, 'তা হলে চেষ্টা করে দেখতে পারো সেটার ফল কী হয়।' জেমসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তালা খুলে হাঁ করে দিল সেলের দরজা। 'বাইরে এসো, গিবস, কোনো অভিযোগ নেই তোমার বিরুদ্ধে।'

'ওখানেই থাকো, গিবস,' সাপের মতো হিসহিস করে বলল জেমস। 'যদি এক পা-ও বাইরে আসো...

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল লকহার্ট, তাক করল জেমসের

বইঘর.কম

বুক বরাবর। 'কথাটা আরেকবার বলে দেখো, জেমস, যিশুর কিরে, গুলি করবো তোমাকে।'

থতমত খেয়ে গেল জেমস, কিছুক্ষণ পর আবারও হিসহিস করে বলল, 'আজ যে-খেলা শুরু করলে, লকহার্ট, সেটা শেষ করে যেতে পারবে না, দেখে নিয়ো।'

'ঠিক আছে, দেখে নেবো। এখন সরো এখান থেকে, আমার ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াও। কিছু কথা বলার আছে আমার।'

সেলের বাইরে বের হলো গিবস, চট করে ওর দিকে এগিয়ে এল ওল্ডারসন। হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করল ওরা দ্রুত, তারপর নিজের গানবেল্ট খুলে বাড়িয়ে ধরল গিবসের দিকে। 'এটা আমার কোমরের চেয়ে তোমার কোমরেই মানায় বেশি। কারণ পিস্তলে আমার হাত চালু না।' পিস্তলটাও দিল।

মুচকি হাসল গিবস, কিছু বলল না, ওল্ডারসনের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াল লকহার্টের ডেস্কের কাছে। জেমস গিয়ে দাঁড়িয়েছে অফিসের আধখোলা দরজাটার সামনে। বাইরে অপেক্ষা করছে ওর জনা বিশেক সহচর, কেউ বসে আছে ঘোড়ার পিঠে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়ার লাগাম ধরে। একটা সম্ভাব্য নাটক দেখার আশায় ফ্রি উইণ্ডের আশপাশে জড়ো হচ্ছে শহরের লোকজন, ওদের মধ্যে কেউ কেউ রানশার।

জেমসের দিকে তাকাল লকহার্ট। 'তোমার বাবা মারা যাওয়ার আগের পাঁচটা বছর ধরে ভেবেছিলাম আমি, উড়ে এসে রেঞ্জে জুড়ে বসা লোকদেরকে নিচু জমি আর প্রেইরিতে রানশিং করার সুযোগ দিয়ে ভুল করছে সে। তাই তুমি যখন কিছু একটা করার উদ্যোগ নিলে, মনে করেছি ঠিক কাজটাই করছ, সে-কারণে বাধা দিইনি তোমাকে, বরং কখনও কখনও সাহায্য করেছি। কিন্তু নিজের অবস্থান থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। ভূমিলিপ্সা যদি পেয়ে বসে কাউকে, কারও ন্যায্য বাসস্থান যদি গিলে খাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকে কেউ, তা হলে ওই লোকের সঙ্গে নেই আমি, লোকটা যদি একজন সিনেটর হয় তারপরও না।'

দেখে মনে হচ্ছে, মনে মনে একটা ধাক্কা খেয়েছে জেমস, কারণ সিনেটর বলতে কার কথা বোঝাচ্ছে লকহার্ট তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি ওর।

'তোমার লড়াইটা যদি আসলেই ন্যায্য হতো, জেমস,' বলে চলল লকহার্ট, 'বিশ্বাস করো, বরাবরের মতো নিষ্ক্রিয় থাকতাম আমি। তুমি যদি কোনো কোম্পানিকে টেনে আনতে এসবের মধ্যে, অথবা যদি আদালতের দ্বারস্থ হতে, তবুও সব দেখে না দেখার ভান করতাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, এতদিন চোখে ঠুলি পরে ছিলাম আসলে—ভুল বোঝানো হয়েছে আমাকে; ভালোমানুষ সেজে থাকা এক চোরের হয়ে ডাকাতি করতে দিতে পারি না তোমাকে।'

নাক টানল জেমস। 'তা হলে ঠিকটা তোমাকে কে বোঝাল? গিবস? শহর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে?'

'যদি বলি তা-ই?'

জবাব দিল না জেমস, ওর চেহারাটা রাগে লাল হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

'এই রেঞ্জে যা শুরু হয়েছে, তা একা সামাল দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব না, সামাল দিতে পারবোও না। কিন্তু কথা দিচ্ছি, যাদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ির খবর পাবো আগে, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থাও নেবো আগে।'

'তা-ই নাকি? তা হলে আমার রানশে যে আগুন দিয়েছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাও।'

'যে?' শব্দটা ধরল লকহার্ট। 'মনে হচ্ছে লোকটাকে চেনো তুমি?'

'অবশ্যই চিনি। কারণ ওকে কিছুক্ষণ আগে কয়েদখানা থেকে বের করেছ।'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল লকহার্ট। 'গিবসের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করেছিলে, তোমার কথামতো হুলিয়া জারি করেছিলাম আমি। শহরে ফিরেই কথা বলেছি তোমার বোনের সঙ্গে, অভিযোগটা সত্যি না মিথ্যা জানা হয়ে গেছে আমার। এ-রকম আর কত বানোয়াট অভিযোগ

বইঘর.কম
কার্তুজ

করবে তুমি, জেমস?'

জিনার সঙ্গে কথা হয়েছে লকহার্টের? ভাবল গিবস। এবং গিবসের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছে মেয়েটা? ওকে কোথায় পেল লকহার্ট? হোটেলে? জেমসকে মাথা নাড়তে দেখে বাস্তবে ফিরল গিবস।

'আমি আর অভিযোগ করবো না তোমার কাছে,' বলল জেমস। 'কারণ বুঝতে পারছি, অভিযোগ জানিয়ে লাভ হবে না। দল বদল করে ফেলেছ তুমি। যা করার আমিই করবো, সে-ক্ষমতা আছে আমার।' তাকাল গিবসের দিকে। 'জেলের বাইরে এসে ভালো করলে বলে মনে হয় না। কারণ ভেতরে থাকলে আরও অন্তত কয়েকটা দিন বাঁচতে পারতে।'

'আমারও এক কথা,' শান্ত গলায় বলল গিবস, 'যদি বাঁচতে চাও, কোনো একটা অভিযোগ নিজের ঘাড়ে নিয়ে ঢুকে পড়ো জেলে। ঘাড়ে নেয়ার মতো অভিযোগের অবশ্য অভাব নেই তোমার। কাল রাতে যে-গ্লাভটা দিয়েছি তোমাকে সেটার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে সবকিছুর আগে।'

ওর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল জেমস, বুঝতে পারছে, এখন যদি গ্লাভের ব্যাপারে আলোচনা করা হয় তা হলে বিপাকে পড়বে সে। ঘুরে বেরিয়ে গেল তাই, যাওয়ার সময় ভিড়িয়ে দিল অফিসের দরজাটা।

লকহার্ট ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে গিবসের দিকে। 'কীসের গ্লাভ?' জিজ্ঞেস করল সে।

ঘটনাটা সংক্ষেপে কিন্তু গুছিয়ে বলল গিবস।

'স্টেলম্যান!' যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না লকহার্ট। 'খুন হয়ে গেছে লোকটা?'

'হ্যাঁ,' সায় জানাল ওল্ডারসন। 'কাল রাতে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরও বলতে পারিনি কথাটা, বেশি তাড়াহুড়োয় খেয়াল ছুটে গিয়েছিল। আর আজ সকালে দু'জনে একসঙ্গে শহরে এসেই তো দেখি, ঝামেলা বাধানোর জন্য মুখিয়ে আছে জেমস আর ওর

বইঘর.কম

রাইডাররা। কিন্তু কথাটা ঠিক—খুন করা হয়েছে মেজর স্টেলম্যানকে,' এরপর বলল কী কী হয়েছিল সে রিযার্ভেশনে পৌঁছানোর পর; সৈন্যদের হাতে ওর ধরা পড়া, জিজ্ঞাসাবাদ, এবং শেষপর্যন্ত সৌভাগ্যক্রমে মুক্তি পাওয়ার কথাও জানাল।

'গ্যানোনের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে আমাদের জন্য সেতু হিসেবে কাজে লাগতে পারত মেজর,' সব শোনার পর মন্তব্য করল গিবস। 'কিন্তু শেষপর্যন্ত ভেঙে পড়ল সেতুটা...ভেঙে দেয়া হলো।'

'তারমানে,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ওল্ডারসন, 'এখন আমরা অসহায়?'

'বুঝতে পারছি না,' নিচু গলায় বলল গিবস।

কী যেন ভাবছে লকহার্ট, কিছুক্ষণ পর একে একে তাকাল গিবস আর ওল্ডারসনের দিকে। বলল, 'এবার তোমাদেরকেও একটা কথা বলি। আমাকে কিডন্যাপ করেছ তোমরা; যেহেতু ভিক্টিম আমি নিজেই, এবং কাজটা করা না হলে নিরপেক্ষ একটা অবস্থানে আসতে পারতাম না, সেহেতু ধরে নাও ভুলে গেলাম ঘটনাটা। আগুন দেয়া হয়েছে গ্র্যাপ্পেলে, তোমাদেরকেই সন্দেহ করছে জেমস, কিন্তু যেহেতু একবার ধোঁকা দিয়েছে সে আমাকে, সেহেতু ওর অভিযোগ আমলে নিইনি। কিন্তু আর না। যা বলেছি জেমসকে, তোমাদের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। যদি বাড়াবাড়ির খবর পাই তোমাদের নামে, তা হলে মনে রেখো, সবার আগে আমাকে পাবে তোমরা তোমাদেরই বিরুদ্ধে।'

কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করল না গিবস বা ওল্ডারসন, লকহার্টের এই মুরোদ কতদিন স্থায়ী হয় সে-ব্যাপারে সন্দেহ আছে ওদের। অফিসের দরজা ঠেলে রাস্তায় বেরিয়ে এল দু'জনে।

চমৎকার রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল, রাস্তায় জনসমাগম বাড়ছে আস্তে আস্তে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দুই বন্ধু, গিবস ভ্রূ নাচিয়ে জানতে চাইল কী করতে চায় ওল্ডারসন। করার মতো তেমন কিছু নেই আসলে, অন্তত এই মুহূর্তে কোনো পরিকল্পনা মাথায় আসছে না, তাই অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওল্ডারসন বলল, 'গলা ভেজাবে নাকি?'

বইঘর.কম

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল গিবস।

বড়সড় একটা সেলুনে গিয়ে ঢুকল দু'জনে, সোজা গিয়ে হাজির হলো বারে।

'সবচেয়ে লাল হুইস্কির সবচেয়ে বড় বোতলটা চাই আমার,' বারটেণ্ডারকে বলল ওল্ডারসন, 'এবং যত জলদি সম্ভব।'

বোতলটা হাতে পাওয়ামাত্র দাম চুকিয়ে দিল সে, ওটা হাতে নিয়ে হাঁটা ধরল, এককোনায় দুই চেয়ারওয়ালা একটা টেবিলে গিয়ে বসে পড়ল গিবসের মুখোমুখি। উল্টো করে গ্লাস রাখা আছে টেবিলের উপর, দুটো গ্লাস সোজা করে নিজের আর গিবসের জন্য হুইস্কি ঢালল। কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না, অস্থির বোধ করছে, ছোঁ মেরে নিজের গ্লাস তুলে নিয়ে ঢকঢক করে গিলে খেল সবটুকু হুইস্কি। দেরি না করে গ্লাসটা পূর্ণ করল আবার।

গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে না গিবস, বরং গ্লাসটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ভাবছে কী যেন, একইসঙ্গে আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছে ওটার গায়ে।

'কিছু বলো?' চুপ করে থাকাটা অসহ্য ঠেকছে ওল্ডারসনের কাছে।

'কী বলবো?'

'যা খুশি। হুইস্কির বোতল সামনে নিয়ে এভাবে চুপ করে থাকলে ভালো লাগে না।'

তবুও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল গিবস, গ্লাসটা তুলে নিয়ে একবার চুমুক দিল। তারপর হঠাৎ করেই বলল, 'জিনাকে ভালোবেসে ফেলেছি আমি।'

দ্রুতগতিতে তৃতীয়বারের মতো নিজের গ্লাস খালি করছিল ওল্ডারসন, গিবসের কথাটা শুনে বিষম খেল, কাশল কিছুক্ষণ। সামলে নেয়ার পর বলল, 'বেঘোরে মারা পড়ার জন্য শত্রুপক্ষের বুলেট যথেষ্ট মনে হচ্ছিল না বুঝি? নাকি গত কয়েকদিন ঘুমাতে পারছ না ঠিকমতো, তাই শান্তিতে মাথা রাখার জন্য মেয়েমানুষের কোল দরকার তোমার?'

আরেক চুমুক হুইস্কি খেল গিবস। 'আমি আসলেই ভালোবেসে

বইঘর.কম

ফেলেছি জিনাকে।'

কিছু না বলে চেয়ার ছাড়ল ওল্ডারসন, গিয়ে হাঁজির হলো বারটেণ্ডারের কাছে, ছ'টা চুরুট কিনল। চারটা ঢুকাল পকেটে, দুটো হাতে নিয়ে ফিরে এল। একটা দিল গিবসকে, অন্যটা ধরাল নিজে। 'একতরফাভাবে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গিবস, মাথা ঝাঁকাল। গতরাতে ম্যাক্সওয়েলের বাসায় যা যা ঘটেছে সব বলল ওল্ডারসনকে।

চুরুটে টান দেয়ার কথা ভুলে গিয়ে গিবসের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওল্ডারসন। তারপর বলল, 'তুমি...আমি আসলে তোমাকে আরও অনেক শক্ত মনের মানুষ ভেবেছিলাম। জেমস কত খারাপ জানার পরও যে-মেয়ে সাহায্য করছে লোকটাকে, জেমসকে ছেড়ে আসার পরও রক্তের টান ভুলতে পারেনি যে, জেমসের বিরুদ্ধে বড় বড় কথা বলার পরও যে চায় না কোনো ক্ষতি হোক লোকটার, এবং সবশেষে যে ছলনা করে ধরিয়ে দিয়েছে তোমাকে, তাকে এখনও ভালোবাসো তুমি? তোমার মতো একটা লোকের পক্ষে শোভা পায় কাজটা?'

জবাব দিল না গিবস, খালি করল হুইস্কির গ্লাসটা, ডান হাতের তালুর উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছল।

'আবার পালাতে হবে আমাদেরকে, গিবস, যত জলদি সম্ভব,' কাজের কথা বলতে শুরু করল ওল্ডারসন। 'বহাল তবিয়তে আছি আমি—জেমসের কাছ থেকে খবরটা পাবেই লেনর। আবার আমার দিকে হাত বাড়ানোর চেষ্টা করবে লোকটা। আমার সঙ্গে যদি তোমাকেও ধরতে পারে,' হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল ওল্ডারসন, 'তা হলে এমন ব্যবস্থা করবে যাতে শুশ্রূষার জন্য ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল অথবা জরজিনা ল্যাকারির কাউকেই না পাও তুমি।'

নিজের জন্য আরেকগ্লাস হুইস্কি ঢালল গিবস, চুপ করে আছে।

ওর একটা হাত ধরল ওল্ডারসন। 'একটু বুঝবার চেষ্টা করো, আবেগতাড়িত হওয়ার মতো সময় নেই আমাদের; বলা ভালো,

বইঘর.কম

সময়টুকু পাবো না আমরা আমাদের শত্রুদের কাছ থেকে। লকহার্টকে কোনোদিনও পরোয়া করেনি জেমস, করবেও না। নতুন করে আবার ঝামেলা বাধানোর চেষ্টা করবেই সে। তবে তার আগে তোমাকে সরিয়ে দিতে চাইবে—চিরতরে। কারণ এখন তুমি শুধু ওর শত্রুই না, ওর বোনের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রেমিকও। ওর জায়গায় আমি থাকলে কী করতাম, জানো? শহর থেকে বের হওয়ার সবগুলো পথে অ্যাম্বুশের ব্যবস্থা করতাম তোমার জন্য। কে জানে, ইতোমধ্যে নিজের লোকদের নিয়ে সে-ব্যবস্থা করেছে কি না সে!'

'অ্যাম্বুশ?' চার-পাঁচ হাত দূর থেকে কথাটা বলল অন্য কেউ।

একইসঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল গিবস আর ওল্ডারসন।

বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, কাটাকুটির দাগে ভরা চৌকোনা চেহারাটা নিঃশব্দে কিন্তু স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে দয়া-মায়া বলতে কিছু নেই ওর মনে। ছয় ফুট চার ছাড়িয়ে গেছে ওর উচ্চতা, কাঁধ দুটো চওড়া না, কিন্তু শরীরটা শক্তপোক্ত। গলায় বাঁধা রুমালটা নোংরা, ময়লা লেগে আছে পরনের শার্ট আর জিন্সেও। ডান উরুতে নিচু করে বেঁধেছে হোলস্টার, বহু ব্যবহারে ক্ষয়ে গেছে কুচকুচে কালো কোল্টটার বাঁট, ফিতে আলগা করে রেখেছে। ডান হাতে ধরে রেখেছে একটা গ্লাস, ক্রমাগত নাড়াচ্ছে সেটা, ফলে ভেতরে উথালপাথাল করছে লাল হুইস্কি।

গিবসকে তাকাতে দেখে হাতেধরা গ্লাসের সবটুকু হুইস্কি ছুঁড়ে মারল লোকটা গিবসের চেহারায়। তারপর থু করে একদলা থুতু ফেলল গিবসের মোকাসিনের কাছে, আছাড় মেরে ভাঙল গ্লাসটা। আগেরবারের মতো তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠে ওল্ডারসনকে বলল, 'মিস্টার, অ্যাম্বুশের কথা বলছিলে তুমি। কিন্তু তোমার এই চামচিকা বন্ধুকে দুনিয়া থেকে বিদায় করতে কখনোই অ্যাম্বুশ করার দরকার পড়বে না কারোরই।'

গলা ভেজাতে আসাটা ভুল হয়েছে, টের পেল গিবস। সন্দেহ নেই, কয়েক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা জেমসের ভাড়াটে

বইঘর.কম

গানম্যানদের একজন। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে এসেছে সে, উদ্দেশ্য: একটা কফিন নিশ্চিত করতে চায় গিবসের জন্য।

সম্ভাব্য একটা বিনা-পয়সার নাটক দেখার জন্য নিরাপদ দূরত্বে জড়ো হয়ে গেছে অনেকে। এমনকী বারের উপর ঝুঁকে পড়ে এদিকেই তাকিয়ে আছে বারটেণ্ডারও, মজা দেখছে। রোজ রোজ কি আর দেখা যায় এ-রকম দৃশ্য?

মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল গিবস, গলা থেকে রুমাল খুলে চেহারা মুছল সময় নিয়ে। উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। একটু আগে পূর্ণ করা গ্লাসটা তুলে নিল, ভাবখানা এমন, হুইস্কি খাবে। কিন্তু হঠাৎ করেই মত বদল করল, সবটুকু হুইস্কি ছুঁড়ে মারল গানম্যানের চেহারায়। তারপর, গানম্যানকে নকল করে, আছড়ে ভাঙল গ্লাসটা, থু করে থুতু ফেলল লোকটার বুটের কাছে। দু'পা আগে বাড়ল।

জঘন্য একটা গালি দিয়ে হোলস্টারে থাবা মারল গানম্যান, কিন্তু প্রস্তুত ছিল গিবস, চট করে চলে গেল লোকটার কাছে। বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরল লোকটার ডান হাত, কোল্টটা বের করতে দিল না ওকে। সর্বশক্তিতে মুচড়ে দিল হাতটা, একইসঙ্গে ডান হাতে জোরালো একটা ঘুসি মারল লোকটার পাঁজরের ঠিক নীচে। একটা মুহূর্ত দেরি না করে বাঁ পায়ের উপর ভর রেখে ডান পা-টা তুলল কোমরের কাছে, তারপর সেটা সর্বশক্তিতে নামিয়ে আনল গানম্যানের হোলস্টারের উপর। প্রচণ্ড লাথির কারণে কোল্টটা হোলস্টারসহ গিয়ে ঠাঁই নিল গানম্যানের ডান পাছার উপর।

বাঁ হাতে ঘুসি মারল গানম্যান, ওটা আসতে দেখল গিবস, কিন্তু সময়মতো সরে যেতে পারল না, ডান চোয়ালে হাতুড়ির বাড়ি টের পেল সে। টলে উঠল, কিন্তু ভারসাম্য হারাল না, ডান হাত দিয়ে জোরে কিল মারল গানম্যানের নাকে। আঘাতটার ফল কী হয়েছে দেখার দরকার মনে করল না, নিজের শরীরটা পেছনের দিকে বাঁকা করে মাথা নিয়ে গেল যতটা দূরে সম্ভব, মুহূর্তের মধ্যে কপালটা নামিয়ে আনল

বইঘর.কম

গানম্যানের দুই ঠোঁটের উপর। এবারও দেখল না কী হয়েছে প্রতিপক্ষের, একটু আগের মতো বাঁ পায়ের উপর ভর রেখে ডান পা-টা তুলল কোমরের কাছে, প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল লোকটার পেটে, একইসঙ্গে বাঁ হাতের মুঠি আলগা করে দিয়ে ছেড়ে দিল লোকটার ডান হাত।

ছিটকে গিয়ে সেলুনের মেঝেতে পড়ে গেল গানম্যান, কোল্টটা চাপা পড়েছে ওর পাছার তলে। ওটা বের করার জন্য হাত ঢোকাতে যাচ্ছিল সে কোমরের নীচে, সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট একটা লাফ দিল গিবস, উড়ে গিয়ে দু'পা দিয়ে ল্যাণ্ড করল প্রতিপক্ষের ডান হাতের উপর। ওর শরীরের ওজন নিতে না পেরে মচকে গেল গানম্যানের ডান হাত, প্রচণ্ড ব্যথায় আর্তচিৎকার করে উঠল সে। এই সুযোগে লোকটার বুকেপেটে কয়েকবার লাথি মারল গিবস। তারপর একটুখানি সরে দাঁড়াল, হাঁ করে দম নিচ্ছে, দেখছে প্রতিপক্ষকে, একইসঙ্গে হাত দিয়ে ডলছে নিজের ডানদিকের চোয়াল।

যুৎসই হয়েছে কিলটা, গানম্যানের নাক দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। গিবসের কপালের বাড়ি খেয়ে কেটে গেছে লোকটার ঠোঁট, রক্ত পড়ছে সেখান থেকেও। বুকেপেটে পর পর কয়েকটা জোরালো লাথি খেয়ে কুঁকড়ে গেছে সে, ব্যথা সহ্য করতে না পেরে বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরেছে পেটটা।

এগিয়ে গিয়ে লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল গিবস, দু'হাত দিয়ে মুচড়ে ধরল ওর মচকে যাওয়া ডান হাতটা। আরেকবার আর্তচিৎকার করতে বাধ্য হলো গানম্যান, কিন্তু কোনো দয়া দেখাল না গিবস। মোচড় দিতে দিতে হাতটা তুলে দিচ্ছে প্রতিপক্ষের কাঁধের কাছে, ব্যথা সামাল দিতে বাঁ দিকে একটু একটু করে কাত হয়ে যাচ্ছে লোকটা। ওকে যথেষ্ট কাত করার পর নিজের বাঁ হাতটা আলগা করে নিল গিবস, চট করে দখল করল কোল্টটা, তারপর উঠে দাঁড়াল। বাঁটের বদলে নলটা চেপে ধরল কোল্টের, মাথার উপর তুলল অস্ত্রটা, তারপর হাতুড়ি চালানোর কায়দায় বাঁট দিয়ে পর পর কয়েকবার বাড়ি

বইঘর.কম

মারল গানম্যানের চাঁদিতে। কাজ শেষে অস্ত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। যে-টেবিলে বসে ছিল ওল্ডারসনের সঙ্গে, এগিয়ে গেল সেটার দিকে, অর্ধেক খালি হুইস্কির বোতলটা তুলে নিল। ফিরে এল গানম্যানের কাছে, নিচু হয়ে বোতলটা উপুড় করে সবটুকু হুইস্কি ঢেলে দিল লোকটার নাকেমুখে, ওর মাথায় প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মারল বোতলটা দিয়ে, চুরমার হয়ে গেল সেটা।

জ্ঞান হারাল গানম্যান, একদিকে ঢলে পড়ল ওর রক্তাক্ত মাথা।

সোজা হয়ে দাঁড়াল গিবস, সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ইশারা করল ওল্ডারসনকে, নিজেও বেরিয়ে যাবে। কিন্তু দু'পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াতে হলো ওকে।

সেলুনের দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে জেমস।

'পিস্তল হাতে লোকটার মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পেয়েছিলে মনে হয়?' সেলুনের ভেতরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার পর বলল জেমস। 'তাই ওর মাথাটা ফাটালে?'

'উল্টো হয়ে গেল না কথাটা?' উপহাসের সুরে বলল গিবস।

'মানে?'

'ভয় আমি না, ভয় পেয়েছ তুমি; এখনও পাচ্ছ, ভবিষ্যতেও পাবে।'

'কী বোঝাতে চাও?'

'বোঝাতে চাই, তুমি একটা ডরপুক, একটা নপুংসক। সে-কারণে পিস্তল হাতে দাঁড়াচ্ছ না আমার মুখোমুখি, আমার দফারফা করতে একে-ওকে পাঠাচ্ছ বার বার। যদি মরদ হয়ে থাকো, তা হলে এখনই চলো সেলুনের বাইরে, রাস্তায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাই দু'জনে, আমাদের মধ্যে যে আগে পিস্তল বের করতে পারবে সে বেঁচে থাকবে।'

চেহারা লাল হয়ে গেল জেমসের, দাঁতে দাঁত পিষল সে। পিস্তল হাতে গিবস কতটা চালু, জানে সে। এবং এ-ও জানে, গিবসের চ্যালেঞ্জটা যদি নেয়, আজই বিদায় নিতে হবে ওকে দুনিয়া থেকে।

বইঘর.কম

'কথা বলো!' একের পর এক হতাশায় রাগের বিস্ফোরণ ঘটল গিবসের ভেতরেও, প্রচণ্ড ধমক দিল সে।

'অপেক্ষা করবো আমি,' নিচু গলায় বলল জেমস, 'উপযুক্ত সময় ও সুযোগের জন্য।'

'জানতাম, কারণ সেটা ছাড়া আর কিছু করার মুরোদ নেই তোমার!' গতরাতের কথা মনে পড়ে গেল গিবসের, থু করে থুতু নিক্ষেপ করল সে জেমসের উদ্দেশে, যদিও দলাটা জেমসের ধারেকাছেও গেল না। 'দরজা ছেড়ে সরো, নপুংসক! তা না হলে সবার সামনে গুলি করে মারবো তোমাকে, তারপর দরকার হলে ঝুলবো ফাঁসিতে।'

ওর হুমকিটা ফাঁপা না বুঝতে পেরে সরে গেল জেমস।

ওল্ডারসনকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল সে, হাঁটা ধরল হোটেলের উদ্দেশে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' চলার গতি দ্রুত করে গিবসের পাশাপাশি হলো ওল্ডারসন।

'ফ্রি উইণ্ডে,' সংক্ষেপে বলল গিবস।

'ফ্রি উইণ্ডে! কেন?'

'জিনার সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

ওর একটা হাত ধরে ওকে থামানোর চেষ্টা করল ওল্ডারসন। 'মাথা পেতে বিপদ নিয়ো না, গিবস। চলো, যত জলদি সম্ভব কেটে পড়ি শহর থেকে।'

টান মেরে নিজের হাত ছুটিয়ে নিল গিবস। 'যাবো, তবে তার আগে শেষবারের মতো দেখা করতে হবে মেয়েটার সঙ্গে।'

'ঠিক আছে,' রেগে গেছে ওল্ডারসন, 'প্রেমের খেলা খেলতে চাচ্ছ? যাও তা হলে হোটেলে। এখন থেকে আমি আর নেই তোমার সঙ্গে। নিজের মতো করে লড়বো গ্যানোন-জেমসের বিরুদ্ধে, পারলে সঙ্গ দিয়ো আমাকে, না পারলে... কথা শেষ না করে ঘুরে চলে গেল আরেকদিকে।

বইঘর.কম

হোটেলে পাওয়া গেল না জিনাকে। রিসিপ্‌শন কাউন্টারে বসে থাকা ক্লার্ক জানাল, বড় স্টোরটাতে গেছে মেয়েটা, টুকটাক কিছু কেনাকাটা আছে সম্ভবত।

দেরি না করে সেখানে গিয়ে হাজির হলো গিবস।

স্টোরমালিকের সামনে ছোট একটা প্যাকেট হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল জিনাকে, কেনাকাটার পর দাম দেয়া শেষ করেছে, এখন টুকটাক কিছু কথা বলছে বুড়ো লোকটার সঙ্গে।

সোজা ওর সামনে গিয়ে হাজির হলো গিবস। কোনো ভূমিকা না করে সরাসরি বলল, 'কাল রাতে জেমসের হাতে আমাকে ধরিয়ে দিয়েছ তুমি?'

ওকে কাছে যেতে দেখে আগেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছিল জিনা, প্রশ্নটা শোনামাত্র কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে গেল। জবাব না দিয়ে, এমনকী স্টোরমালিককে বিদায় না জানিয়ে রওয়ানা দেয়ার চেষ্টা করল দরজার দিকে।

ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল গিবস। 'সবাই জানে সৎ সাহসের অভাব আছে তোমার ভাইয়ের, দয়া করে একই অপবাদ নিজের মাথাতেও নিয়ো না। আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

'সাহস?' দু'চোখ জ্বলে উঠল জিনার। 'শব্দটা উচ্চারণ করার আগে বিবেকের আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নেয়া উচিত ছিল তোমার।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল গিবসের। 'কেন?'

'ন্যাকা সেজো না। আমাদের রানশে কে আগুন লাগিয়েছে?'

কিছু বলল না গিবস, বলতে পারল না আসলে, ভাবতে পারেনি ওকে এভাবে আক্রমণ করে বসবে জিনা।

'খুব দুঃসাহসীর মতো হয়েছে কাজটা, না? ঘুমন্ত একদল লোকের উপর কয়োটের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছ, নাকি? গ্র্যাপ্পেলে আগুন লাগানোর আগে একটাবার ভাবলে না, ওই সম্পত্তিতে

হক আছে আমারও? একটাবার ভাবলে না, ওখানকার প্রতিটা ঘর নিজহাতে বানিয়েছে আমার বাবা—একজন নিখাদ ভালোমানুষ?'

কথা হারিয়েছে গিবস, অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জিনার দিকে।

ওদের দু'জনকে দেখছে স্টোরমালিক। জিনার উত্তেজিত কণ্ঠ শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছে কয়েকজন খদ্দেরও।

'তোমার গালে খামচির দাগ কীসের, গিবস?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

খামচির দাগ?

নিজের অজান্তেই গালে হাত চলে গেল গিবসের। অনিশ্চিত গলায় বলল, 'না...এগুলো মনে হয় চাবুকের...গতরাতে ওদের একজন চাবুক মেরেছে আমাকে।'

ঠোঁট বাঁকিয়ে উপহাসের হাসি হাসল জিনা। 'একটা সপ্তাহ ধরে পড়ে ছিলে আমার চোখের সামনে, একটা সপ্তাহ ধরে তোমার পরিচর্যা করেছি আমি নিজে। কোন্‌টা চাবুকের বাড়ির দাগ, আর কোন্‌টা মেয়েমানুষের খামচির দাগ, দয়া করে চেনাতে এসো না।'

চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল গিবসের। মনে পড়ে গেল, কাল রাতে লিমার হোটেলকামরায় কী ঘটেছিল।

'সাহসী পুরুষরা মেয়েদের একাকীত্বের সুযোগ তা হলে এভাবেই নেয়, না?' সাপের মতো হিসহিস করে জানতে চাইল জিনা। 'আমার বিশ্বাসের মর্যাদা তা হলে ঠিকমতোই দিয়েছ, নাকি?'

'তোমার ভুল হচ্ছে, জিনা,' তাড়াহুড়ো করে বলল গিবস, 'আমি কারও একাকীত্বের সুযোগ নিইনি...

'তা-ই?' ওকে থামিয়ে দিল জিনা। 'তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ, যে-হোটেলে কাল রাতে ছিল লিমা, গতরাতটা সেখানেই কাটিয়েছি আমি।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল গিবস। জিনার কথাটার মানে কী? কাল রাতে লিমার সঙ্গে কথা হয়েছে ওর? লিমা তা হলে গিবসের নামে

বইঘর.কম

উল্টোপাল্টা বলেছে? নিজের কামনা কোনোদিন পূর্ণ করতে পারবে না বুঝে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে গিবস-জিনার সম্পর্কে?

লিমা প্রতিশোধপরায়ণ হতে পারে, অনুমান করেছিল গিবস, কিন্তু সেটা যে এতখানি, কল্পনাও করতে পারেনি।

'যদি সাহস বলতে আসলেই কিছু থেকে থাকে তোমার ভেতরে,' আবারও হিসহিসে গলায় বলল জিনা, 'তা হলে আমার পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও। এবং আর কোনোদিন এসে দাঁড়াবে না আমার সামনে। কান খুলে শুনে রাখো, কোনোদিন না। যারা বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে জানে না, তাদের উচিত...তাদের উচিত...' কথাটা শেষ করতে পারল না সে, ফুঁপিয়ে উঠল, গিবসকে পাশ কাটিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে যাচ্ছে স্টোরের দরজার দিকে।

মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে গিবস। টের পাচ্ছে, স্টোরটা যেন অল্প অল্প দুলছে ওর চোখের সামনে, ফাঁকা হয়ে গেছে মাথার ভেতরটা, ঝাঁ ঝাঁ করছে দু'কান, মাতাল না হওয়ার পরও কিছুটা টলছে সে।

ওর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসছে স্টোরমালিক, হাসছে আশপাশে জড়ো হওয়া কয়েকজন খদ্দেরও। এত অপমান হজম করে ঘুরল সে, কীভাবে করতে পারল কাজটা বলতে পারবে না নিজেও।

বলতে পারবে না, কখন বেরিয়ে এল স্টোর থেকে, শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার একটা রাস্তায় উঠল কীভাবে। শহরের বাইরে প্রথম যে-জঙ্গলটা আছে, সেটা ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মাথায়, কারণ ওখানে একজায়গায় নিজের ঘোড়াটা বেঁধে রেখেছিল গতকাল।

বইঘর.কম
কার্তুজ

তেইশ

কোনো তাড়া নেই।

বিরতি দিয়ে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে, শহর ছাড়ার পর দ্বিতীয় দিনের মাথায় ইণ্ডিয়ান রিযার্ভেশনের কাছাকাছি হাজির হলো গিবস। অস্পষ্ট একটা পরিকল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মাথায়।

বুড়ো এক ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে দেখা হলো ওর, কিশোরবয়সী দুই ছেলেকে নিয়ে কয়েকটা গরু দাবড়িয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছে লোকটা। ওকে জিজ্ঞেস করায় রিযার্ভেশনের দক্ষিণ সীমানাটা দেখিয়ে দিল আঙুলের ইশারায়, গোধূলি ফুরিয়ে গিয়ে যখন রাতের অন্ধকার ঘনাচ্ছে তখন ওই জায়গায় হাজির হলো গিবস।

নিজেকে একা মনে হচ্ছে ওর, ভীষণ একা। লড়াই শেষ হয়নি এখনও, তারপরও মনে হচ্ছে, হেরে গেছে সে। বন্ধু বলতে এক ওল্ডারসন ছিল, মুহূর্তের রাগে দূরে সরে গেছে সে। ভালোবাসার মানুষ বলতে এক জিনা ছিল, মেয়েটা এখন অন্য জগতের বাসিন্দা যেন। ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে নিষেধ করেছে সে গিবসকে, কথাটা মনে পড়ায় গিবসের বুক চিরে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস। হয়তো আর কোনোদিন দেখা হবে না মেয়েটার সঙ্গে।

ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের বাড়িতে একসঙ্গে কাটানো দিনগুলো জীবনের মধুরতম স্মৃতি হয়ে থাকবে।

সামনে দিগন্তবিস্তৃত মেসা। মাথার উপর তারাজ্বলা একঘেয়ে রাত। গা ঘেঁষে থেকে থেকে বয়ে চলা বাসন্তী বাতাসে মিশে আছে নিঃসঙ্গ কয়োট অথবা জেগেথাকা ডাহুকের চিৎকার। হু হু করে উঠল

গিবসের বুকের ভেতরটা। পৃথিবীর এই নিরালা প্রান্তরে এখন সে একজন আগন্তুক।

সুবিধাজনক একটা জায়গা বেছে নিয়ে ঘোড়া থামাল সে, নামল স্যাডল ছেড়ে। লাগাম বাদ দিয়ে রাইডিং-এর বাকি উপকরণগুলো খুলে নিল ঘোড়াটার গা থেকে, আস্তে করে চাপড় লাগাল ওটার পাছায়। আশপাশে চড়ে বেড়াবে ওটা, মিটিয়ে নেবে নিজের ক্ষুধা।

নিজের জন্য ছোট্ট একটা ক্যাম্প বানিয়ে নিল গিবস, কোনোরকমে আগুন জ্বালিয়ে এক মগ কফি তৈরি করল। স্যাডলব্যাগ থেকে বের করল কিছু বিস্কিট, একটা একটা করে মুখে দিচ্ছে, থেকে থেকে চুমুক দিচ্ছে কফির মগে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অনতিদূরে চড়ে-বেড়ানো ঘোড়াটার দিকে।

আস্তে আস্তে নিভে যাচ্ছে ক্যাম্পফায়ারের আগুন, যথেষ্ট লাকড়ি নেই বলে বেশিক্ষণ টিকে থাকার কথাও না, কম্বলটার প্রয়োজনীয়তা হঠাৎ করেই অনুভব করল গিবস। ভুঁচু পর্বতের গা ছুঁয়ে মেসার দিকে ধেয়ে আসছে নৈশবাতাস, রাত বাড়লে পাল্লা দিয়ে ঠাণ্ডাও বাড়তে পারে।

পরদিন বিকেলে একটা বক্স-ক্যানিয়নের মাথায়, নির্জন অথচ চমৎকার একটা ঝরনার ধারে, একটা আস্তাবলের দেখা পেল সে। আপাতদৃষ্টিতে পরিত্যক্ত বলে মনে হচ্ছে আস্তাবলটা। তারপরও ঘোড়া থামিয়ে স্যাডল ছাড়ল সে, জন্তুটাকে আস্তাবলে ঢোকাতে গিয়েও সিদ্ধান্ত বদল করল। কাছের কয়েকটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে গিয়ে বাঁধল ওটাকে। ঝরনার আশপাশের জমিনে অনেকগুলো ঘোড়ার টাটকা পায়ের-ছাপ দেখতে পেয়েছে, একনজরেই বুঝতে পেরেছে এখানে নিয়মিত আসা-যাওয়া আছে ঘোড়ার পালটার।

দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল দিনের আলো, একটা-দুটো করে হাজারটা তারা দেখা দিল আকাশে, আর ঠিক তখনই মৃদু একটা ভূমিকম্প টের পেল ঝরনার ধারে সুবিধাজনক জায়গায় ওঁৎ পেতে থাকা গিবস। ব্যাপার কী, দেখার জন্য আড়াল ছাড়ল সে।

বইঘর.কম

পানি খাওয়ার জন্য ঝরনার দিকে এগিয়ে আসছে একপাল ঘোড়া। সম্ভবত এগুলোর পায়ের ছাপই দেখতে পেয়েছিল গিবস বিকেলে।

নিজের দক্ষতা আর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ঘণ্টাখানেক সময় খরচ করে ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে আস্তাবলে ঢোকাল সে। কাজ শেষে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে জন্তুগুলোকে, এমন সময় অস্পষ্ট পরিকল্পনাটা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হলো যেন। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে ভেবে দেখল সেটা; বুঝতে পারছে, সফল হতে হলে ভাগ্যের সহায়তা লাগবে ওর।

আলগা একটা লম্বা দড়ি নিয়ে এবং একটা ম্যাচকাঠি জ্বালিয়ে পালটার ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। বড় বড় চোখ মেলে ওর দিকে তাকাচ্ছে ঘোড়াগুলো, আগুন দেখে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে ঠেলাঠেলি করতে করতে। ছোটখাটো একটা কালো গেল্ডিংকে পাল থেকে আলাদা করে ফেলল গিবস। ওটাকে নিয়ে গেল নিজের ঘোড়ার কাছে, বেঁধে ফেলল। যোগাড় করে ফেলল কিছু শুকনো ডালপাতা, ক্যাম্পফায়ার জ্বালাল। আগুনের আলোয় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে গেল্ডিংটাকে।

নাল পরানো আছে ওটার খুরে, গেল শীতে বেড়ে-ওঠা লোমগুলো পুরুষ্টু আছে এখনও। বাঁ-দিকের পাছায় আর চোয়ালে বাইড ম্যারিনারের বি.এম. রানশের মার্কা দেখা যায়।

কিছুক্ষণের চেষ্টায় ঘোড়াটার সামনের বাঁ দিকের খুর থেকে নাল খুলে ফেলল গিবস। ঝরনার কিনারা থেকে খুঁজে খুঁজে ছোট কিন্তু মোটামুটি ধারালো একটুকরো পাথর নিয়ে এল। ক্যাম্পফায়ারের কাছে একটা বড় চ্যাপ্টা পাথর আছে, ওটার সঙ্গে ঘষে ঘষে আরও সরু এবং আরও ধারালো করল পাথরের টুকরোটাকে। তারপর এগিয়ে গেল গেল্ডিংটার কাছে, ওটার নাল খুলে-ফেলা খুরে নির্দয়ের মতো ঢুকিয়ে দিল টুকরোটা, আরেকটা পাথর দিয়ে বাড়ি মেরে আটকে দিল ভালোমতো। গেল্ডিংটা যতই লাফাক-ঝাঁপাক এখন, কোনো লাভ হবে

বইঘর.কম

না—কোনো মানুষের সাহায্য ছাড়া খুরের ভেতর থেকে বের করতে পারবে না পাথরের টুকরোটা; একইসঙ্গে চোখা মাথাটার কারণে সামনের বাঁ পা ঠিকমতো ফেলতে পারবে না মাটিতে, তারমানে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হবে ওটাকে। কাজ শেষে নালটা আগের মতো করে পরিয়ে দিল।

আজ রাতেও ডিনারের মেন্যু আগের মতোই—আগুনগরম কফি আর কয়েকটা বিস্কিট। খেয়ে নিল গিবস। ঘুম আসতে দেরি হবে, তাই শুয়ে পড়ার আগে যত্ন করে বানাল একটা সিগারেট। ওটা ধরিয়ে শুয়ে পড়ল, গায়ের উপর টেনে নিল কম্বল। বাঁ হাত ভাঁজ করে মাথাটা রেখেছে সেটার উপর, তাকিয়ে আছে তারাজ্বলা আকাশের দিকে। ধূমপানের কাজে ব্যস্ত ডান হাত।

বাইড ম্যারিনারের ব্যাপারে কী যেন বলেছিল ওল্ডারসন?

বুড়ো আর বিপত্নীক একটা লোক। ইয়া বড় বড় সাদা গোঁফ আছে লোকটার, এবং সেটার কারণে ঢেকে গেছে চেহারার প্রায় অর্ধেক। বোয়েহেম ভাইদের মতো খারাপ ব্যবহার করেনি সে, তবে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে, বিক্রি করা বা লিয দেয়া কোনোটাই সম্ভব না ওর পক্ষে। বছরে পঞ্চাশটার বেশি গরু বিক্রি করে না, রানশ চালাতে খরচপাতি যা হয় মোটামুটি একটা হিসেব করে একবারে দিয়ে দেয় প্রতিবছর। কোনো বন্ধু নেই ওর, মদ খায় না, কোথাও আড্ডাও দেয় না।

ও-রকম একটা লোক, সিগারেট শেষ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভাবল গিবস, গরু বিক্রি করার জন্য দূরে কোথাও যাবে না, যেতে পারে না। তারমানে যে-শহরে গিয়ে গরু বেচে সে, সেটা ওর রানশ থেকে, অর্থাৎ এখন গিবস যেখানে আছে সেখান থেকে খুব বেশি দূরে না।

পাশ ফিরল গিবস। জোরালো একঝলক বাতাস বয়ে গেল হঠাৎ করেই, যেন অপার্থিব শিস শোনা গেল সুবিস্তৃত মেসায়। সেটা থেমে যাওয়ামাত্র জিনার হিসহিসে অথচ কান্নাভেজা কণ্ঠটা যেন বেজে উঠল

বইঘর.কম
কাতুজ

গিবসের কানের কাছে, 'যারা বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে জানে না, তাদের উচিত...তাদের উচিত...'

বুকের ভেতরে কোথাও মোচড়ানি টের পাচ্ছে গিবস, মনে হচ্ছে ঠিকমতো দম নিতে পারছে না সে। চিৎ হলো সে। পলকহীন চোখের দৃষ্টি আকাশ ভেদ করে চলে যেতে চাচ্ছে আরও অনেক দূরে, কিন্তু হাজারটা তারা যেন প্রতিবন্ধক হয়ে ঝুলে আছে ওর জন্য। একটানা তাকিয়ে থাকার কারণেই হয়তো, একসময় মনে হতে লাগল গিবসের, যেন অনেকখানি নেমে এসেছে আকাশটা, এখন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে তারাগুলোকে।

এবং একটানা তাকিয়ে থাকার কারণেই হয়তো, স্মৃতির পর্দায় জিনাকে দেখতে পেল ছুটে চলে যাচ্ছে ওকে পাশ কাটিয়ে।

উঠে বসল গিবস। দম আটকে আসার অনুভূতিটা পেয়ে বসেছে ওকে, অস্থিরতা বেড়েছে আরও। যারা বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে জানে না তাদের কী করা উচিত? কথাটা শেষ করেনি জিনা।

বিশ্বাসের মর্যাদা কে দেয়নি? গিবস? হোটেলকামরায় ওর সঙ্গে যা করেছে লিমা, এবং মেয়েটাকে যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে গিবস, তারপরও কি ওই অভিযোগ করার উপায় আছে ওর বিরুদ্ধে? কিন্তু কথা হচ্ছে, অভিযোগটা করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কে করেছে অভিযোগটা? জিনা শুধু মুখে উচ্চারণ করেছে, কিন্তু ওর কান ভারী করেছে অন্য কেউ।

প্রত্যাখ্যাত হওয়ার শোধ তুলেছে লিমা? তা না হলে জিনা কেন বলল, 'তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ, যে-হোটেলে কাল রাতে ছিল লিমা, গতরাতটা সেখানেই কাটিয়েছি আমি?'

কিন্তু...লিমা বড়লোকের মেয়ে, আলালের ঘরের দুলালী বলতে যা বোঝায় ঠিক তা-ই, ওকে দেখলে বোঝা যায় ছোট থেকে যা চেয়েছে তা পেয়েছে, "না" শুনবার অভিজ্ঞতা ওর নেই। খুব চায় সে গিবসকে, যতটা না মানসিকভাবে তারচেয়ে বেশি হয়তো শারীরিকভাবে; কাজেই সে-রাতের প্রত্যাখ্যানটা ওর জন্য কতখানি জোরালো হতে পারে তা

বইঘর.কম

সহজেই অনুমান করা যায়। অস্বীকার করা যাবে না ওর আচরণে কিছুটা হলেও বৈরিতা আছে, এবং সেটা উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছে সে; তারপরও যতখানি স্বার্থপর হওয়ার কথা ছিল ওর ততটা না সে। যদি হতো, তা হলে ওদেরই রানশের এক পাঞ্চারের প্রেমে হাবুডুবু খেত না, বেহায়ার মতো নিজেকে উন্মুক্ত করে দিয়ে বলত না, 'আমাকে নাও তুমি, নাও আমাকে।'

লিমার সঙ্গে রানশে, বনেজঙ্গলে, ট্রেনস্টেশনে সময় কাটিয়েছে গিবস; মেয়েটার আচরণগত বৈরিতার কারণে ওকে কখনোই পুরোপুরি আন্তরিক মনে হয়নি ওর, কিন্তু এ-কথাও কখনও মনে হয়নি, কোনো কারণে উদ্দেশ্য পূরণ না হলে ওকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে মেয়েটা। এমনকী এখনও, কেন যেন, মনে হচ্ছে ওর বিরুদ্ধে জিনার কাছে কিছু বলেনি লিমা।

গিবসকে খুঁজতে উদ্‌গ্রীব হয়ে শহরে ছুটে এসেছিল সে, কিন্তু দেখা পায় জিনার। ওদের দু'জনের মধ্যে পরিচয়ও হয় তখন। লিমাকে সরিয়ে দেয়ার জন্য হোটেলের পোর্চে জিনার হাত ধরে মিথ্যা বলেছিল গিবস, কথাটা শুনে নিমেষে কালো হয়ে যায় লিমার চেহারা—দৃশ্যটা ভেসে উঠল গিবসের স্মৃতির পর্দায়। মনে পড়ে গেল লিমার চোখ ঠিকরে বের হওয়া আহত দৃষ্টিটা, কেঁপে কেঁপে ওঠা ঠোঁট দুটো, ফুলে ফুলে ওঠা নাকের বাঁশি। ওর হাঁ হয়ে যাওয়া মুখ দিয়ে যাতে ফোঁপানি বেরিয়ে আসতে না পারে সেজন্য একটা হাত তুলে মুখ ঢেকেছিল মেয়েটা। শেষপর্যন্ত কোনোরকমে জিনার দিকে তাকিয়ে আহাজারির ঢং-এ বলেছিল, 'মেয়েটা খুব ভালো, গিবস। তোমাকে পাগলের মতো খুঁজছিলাম আমি, আবোলতাবোল সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলাম, তারপরও বিরক্ত হয়নি আমার উপর।'

করুণ একটুকরো হাসি দেখা দিয়েছিল ওর ঠোঁটের কোনায়। পরাজয় মেনে নিয়ে একছুটে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল হোটেলে।

উঁহুঁ, মাথা নাড়ল গিবস, লিমা আর যা-ই করুক, ওকে ফাঁসিয়ে দেয়নি জিনার কাছে, প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে চিড় ধরায়নি গিবস-জিনার

বইঘর.কম

সম্পর্কে।

তারমানে অন্য কেউ করেছে কাজটা।

কে সে?

স্টোরে জিনাকে জিজ্ঞেস করেছিল গিবস, 'কাল রাতে জেমসের হাতে আমাকে ধরিয়ে দিয়েছ তুমি?'

প্রশ্নটার জবাব দেয়নি জিনা, বরং গিবসের মনে হয়েছে, কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করছিল মেয়েটা। চাপাচাপি করাতে পাল্টা প্রশ্ন করেছে, 'আমাদের রানশে কে আগুন লাগিয়েছে?'

গ্র্যাপ্পেলে আগুন দিয়েছে গিবস, কিন্তু সেটা সে ছাড়া অন্য কেউ জানে না। ওই ঘটনায় ওকে সন্দেহ করে জেমস, কিন্তু সেটা প্রমাণ করতে পারবে না সে। কিন্তু নিজের সন্দেহের কথা বোনের কাছে বলতে নিশ্চয়ই অসুবিধা নেই লোকটার? প্রশ্ন হচ্ছে, কথাটা শুনে কি এতই বদলে গেল জিনা যে, যাকে দেখামাত্র খুশিতে জড়িয়ে ধরেছিল; যাকে চুমু খেতে দিয়েছিল, সেই লোককে ধরিয়ে দেবে?

উঠে দাঁড়াল গিবস, কিছুক্ষণ পায়চারি করে বেড়াল ক্যাম্পের আশপাশে। তারপর ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ল কম্বল মুড়ি দিয়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জিনার কণ্ঠটা যেন বেজে উঠল ওর কানে, 'তোমার গালে খামচির দাগ কীসের?'

নিজের গালের যে-জায়গায় লিমার খামচি খেয়েছে সে-জায়গা স্পর্শ করল গিবস নিজের অজান্তেই।

'একটা সপ্তাহ ধরে পড়ে ছিলে আমার চোখের সামনে,' জিনার কণ্ঠটা আবারও যেন শুনতে পেল গিবস, 'একটা সপ্তাহ ধরে তোমার পরিচর্যা করেছি আমি নিজে। কোন্‌টা চাবুকের বাড়ির দাগ, আর কোন্‌টা মেয়েমানুষের খামচির দাগ, দয়া করে চেনাতে এসো না।'

পাশ ফিরল গিবস। ভুল বলেছে জিনা। একটা সপ্তাহ ধরে পরিচর্যা করার মানে এ-ই না, চাবুকের বাড়ির দাগ দেখামাত্র চিনে ফেলতে পারবে যে-কেউ, অন্তত জিনার মতো একটা মেয়ে। তা ছাড়া নতুন করে চাবকানো হয়েছে গিবসকে, কথাটা শুনে ভাবান্তর হয়নি ওর

বইঘর.কম

চেহারায়। তারমানে ঘটনাটা আগে থেকেই জানত সে।

অর্থাৎ, গ্র্যাপ্পেলে আগুন লাগিয়েছে গিবস—কথাটা যেমন বলা হয়েছে জিনাকে, তেমনই বলা হয়েছে, নতুন করে চাবুকের বাড়ি খাওয়ার আগে থেকেই ক্ষতচিহ্ন ছিল গিবসের গালে।

এবং কাজটা করতে পারে একমাত্র এমন কেউ, যে-লোক গিবসের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে ছিল ম্যাক্সওয়েলের বাড়ির ভেতরেই; দরজা ঠেলে যখন ঢুকেছে গিবস তখন জ্বলন্ত মোমবাতির আলোয় ওর চেহারার ক্ষতচিহ্নগুলো দেখতে অসুবিধা হয়নি লোকটার।

চিৎ হয়ে শুয়ে দাঁতে দাঁত পিষল গিবস। মনে পড়ে গেল, জেলখানার খাটে শুয়ে ভেবেছিল, যদি বাঁচাতে হয় জিনাকে, যে-কোনোভাবে হোক মেরে ফেলতে হবে জেমসকে; কিন্তু যদি কাজটা করে সে, তা হলে মেয়েটা হয়তো কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে না ওকে।

কিন্তু এখন যেহেতু জিনা বিদায় নিয়েছে গিবসের জীবন থেকে, সেহেতু জেমসকে খুন করতে নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধা নেই ওর?

সুবিস্তৃত একটা ঢালকে হাতের বাঁয়ে রেখে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে একসারিতে এগিয়ে চলেছে গ্র্যাপ্পেলের রাইডাররা। ওরা জানে, জঙ্গলটা পার হলে আরেকটা ঢাল শুরু হবে, সেটার শেষমাথায় জন এভার্টের রানশ।

আজ রাতে লোকটাকে ওর পাওনা বুঝিয়ে দিতে হবে।

ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে জেমসের কাছাকাছি হলো জিম। 'এত লুকোছাপার দরকারটা কী, বুঝলাম না। সবসময় জঙ্গলের ভেতর দিয়েই যেতে হবে কেন আমাদের? পথে নেমে পড়লে অসুবিধাটা কোথায়?'

'নামো তা হলে। এমনিতেও আমাদের বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করতে পারবে না লকহার্ট।'

গলা ফাটিয়ে পথে নেমে পড়ার হুকুম দিল জিম রাইডারদেরকে,

বইঘর.কম

ওরা খুশিমনে করল কাজটা। যে-কাজে যাচ্ছে সবাই, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শামুকের গতিতে এগোলে সে-কাজ করার স্পৃহা থাকে কারও মনে?

ঢালটা পার হয়ে ঘোড়ার রাশ টানল ওরা সবাই। এখন হাতের বাঁ দিকে আলোর কতগুলো বিন্দু দেখা যাচ্ছে, সেটার ঠিক উল্টোদিকে আছে আরও কতগুলো বিন্দু। প্রথম বিন্দুগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছে লিঙ্কম্যানের রানশটা কোথায়, দ্বিতীয় বিন্দুগুলো অবস্থান নির্দেশ করছে এভার্টের রানশের।

'এভার্ট কুকুর পালে নাকি?' আগে আসেনি, তাই জানতে চাইল জিম।

'না,' জবাব দিল জেমস। 'কেন?'

উত্তর দিল না জিম।

এগিয়ে চলল ওরা। পুরো দলটা প্রায় নিঃশব্দে হাজির হলো এভার্টের রানশের বাইরে। ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল এভার্ট, হাতে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন। উজ্জ্বল আলোয় কেমন অপার্থিব দেখাচ্ছে লোকটার কাঠামোটা। 'ব্যালার্ড নাকি?' উঁচু গলায় জানতে চাইল সে।

চট করে কিছু বলল না জেমস, ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল আরও কিছুটা, ঢুকল এভার্টের উঠানে, পেছন পেছন ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে ওর রাইডাররা।

'লোক চিনতে ভুল হয়েছে তোমার, এভার্ট,' কিছুটা উঁচু গলায় বলল জেমস, প্রচ্ছন্ন হুমকি ওর কণ্ঠে, 'তবে আমাদের আসবার কারণ বুঝতে ভুল হয়নি আশা করি।'

কয়েকটা মুহূর্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল এভার্ট, কী করবে অথবা কী বলবে বুঝতে পারছে না হয়তো। তারপর হঠাৎ করেই নামিয়ে রাখল লণ্ঠনটা, ঝট করে পিছিয়ে গিয়ে একথাবায় তুলে নিল দরজার পাল্লায় ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেলটা। পাল্লার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা ওর বউয়ের উদ্দেশে নিচু গলায় বলল, 'ওখানেই থাকো।' তারপর খানিকটা

বইঘর.কম

এগিয়ে গিয়ে বলল, 'পাশা পাল্টে গেছে, এবং সেটা বুঝতেও তোমার ভুল হচ্ছে, জেমস। গিবস আর ওর সঙ্গীদের কাছে পর্যুদস্ত হয়েছ তুমি। এমনকী লকহার্টও এখন আর তোমার সঙ্গে নেই।'

কিছু বলল না জেমস।

'সাবধান করে দিচ্ছি,' হুমকি দিল এভার্ট, 'বাড়াবাড়ি কোরো না। যে-আগুন সামলাতে পারবে না সেটা উস্কে দিয়ো না, শেষে তুমিই পুড়ে মরবে সে-আগুনে,' থামল সে, জেমসের পক্ষ থেকে কিছু শোনার আশা করছে।

কিন্তু জেমস কিংবা ওর রাইডারদের কেউই কিছু বলছে না। উঠানে আর রানশের বেড়ার বাইরে জড়ো হওয়া লোকগুলো যেন বোবা হয়ে গেছে। থেকে থেকে পা ঠুকছে ওদের ঘোড়াগুলো, নাক ঝাড়ছে কখনও কখনও, যখন মাথা ঝাঁকাচ্ছে তখন লাগামে হ্যাঁচকা টান লাগার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ওগুলোর সওয়ারিরা, যে-কোনো কারণেই হোক, বাকশক্তি হারিয়েছে যেন।

'এবার দূর হও,' বলল এভার্ট। 'সারারাত তোমাদের সঙ্গে কথা বলার খায়েশ নেই আমার।' ঘুরে হাঁটা ধরল দরজার উদ্দেশে।

'সময় হয়েছে, জিম,' নিচু গলায় বলল জেমস।

কিন্তু কথাটা কানে গেল এভার্টের, থমকে দাঁড়াল সে। উল্টো ঘুরে রাইফেল তুলতে গেল কাঁধে। দেরি হয়ে গেছে—রাইফেলটা এভার্টের কোমর ছাড়িয়ে কিছুটা উঠেছে, এমন সময় একসঙ্গে গর্জে উঠল পাঁচটা পিস্তল। নিজের অস্ত্রটা হঠাৎ করেই ভীষণ ভারী মনে হলো এভার্টের কাছে, ওটা ছেড়ে দিল সে, বুকের পাঁচ জায়গায় তৈরি হওয়া পাঁচটা ফুটোর একটা চেপে ধরে পড়ে গেল চিৎ হয়ে।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা মিসেস এভার্টের চিৎকারে খান খান হয়ে গেল রাতের নিস্তব্ধতা।

ধীরেসুস্থে স্যাডল ছাড়ল জিম, অলস পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে এভার্টের মেইনহাউসের দিকে। এভার্ট তখন চার হাতপায়ে ভর দিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে, সমানে রক্ত বের হচ্ছে ওর বুকের

বইঘর.কম

ক্ষতগুলো থেকে। পোর্চে উঠে লোকটার নাকেমুখে কষে একটা লাথি মারল জিম, আবারও চিৎ হয়ে গেল এভার্ট। ওর দিকে বিষদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল জিম, তারপর ঠাণ্ডা মাথায় সময় নিয়ে হাতের পিস্তলটা তাক করল ওর দিকে, গুলি করল মাথায়। সব নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল এভার্টের।

চিৎকার থেমে গেছে মিসেস এভার্টের—বুঝতে পারছে চেঁচিয়ে কোনো লাভ হবে না। পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল জিম, দরজা ঠেলে গোবরাট পার হয়ে ঢুকল বাড়ির ভেতরে। তাকাল মিসেস এভার্টের দিকে।

আতঙ্কে বিকৃত হয়ে গেছে মহিলার চেহারা। ওর ডান হাতের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত হয়ে গেল জিমও, কারণ সেখানে দেখা যাচ্ছে বিরাট একটা কোল্ট, এবং অস্ত্রটা আস্তে আস্তে জিমের দিকেই তাক করছে মহিলাটা।

হোলস্টারে থাবা মারল জিম, কিন্তু একটা তাক-করা কোল্টকে হারানোর ক্ষমতা বোধহয় সবচেয়ে ফাস্ট গানম্যানেরও নেই। নিজের পিস্তলের বাঁট মাত্র স্পর্শ করতে পেরেছে জিম, এমন সময় মিসেস এভার্টের কোল্টে পর পর দু'বার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পেল সে, সঙ্গে সঙ্গে বুকের বাঁ দিকে পর পর দুটো ধাক্কা অনুভব করল। পিস্তলটা বের করা হলো না আর, আপনাআপনি কুঁজো হয়ে গেল জিমের শরীর, অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল সে।

ইতোমধ্যে জেমসের বাকি রাইডাররা জড়ো হয়েছিল দরজার কাছে, বাড়ির ভেতর থেকে কোল্টের ভারী আওয়াজ শুনে যা বুঝবার বুঝে নিল ওরা। ওদের একজন সবুট লাথি মেরে হাঁ করে খুলে দিল দরজাটাকে, ভেতরের পরিস্থিতি দেখে আঁচ করে নিল ঘটনা। রাইডারের দিকে কোল্ট তাক করতে যাচ্ছিল মিসেস এভার্ট, কিন্তু ওর চেয়ে অনেক চালু হাত লোকটার, কোমরের কাছ থেকে গুলি করল সে মহিলাকে। আবারও চেঁচিয়ে উঠে হাত থেকে কোল্টটা ফেলে দিল মিসেস এভার্ট, বাঁ হাত দিয়ে খামচে ধরল ডান কাঁধ—রাইডারের

বইঘর.কম

পিস্তলের গুলি লেগেছে সেখানে। মহিলার দিকে ছুটে গেল রাইডার, কাছে গিয়ে পিস্তলের বাঁট দিয়ে জোরে বাড়ি মারল ওর নাকেমুখে। পড়ে যাচ্ছিল মহিলা, কিন্তু খালি হাতটা দিয়ে খপ করে ওর চুলের মুঠি চেপে ধরল নিষ্ঠুর লোকটা, চুল ধরে টেনে মাথাটা নামাল নীচে। নিজের একটা হাঁটু ভাঁজ করে জোরে গুঁতো মারল মহিলার থুঁতনিতে। ব্যথায় কেঁদে ফেলল মিসেস এভার্ট, বিড়বিড় করে ফরিয়াদ জানাচ্ছে ঈশ্বরের কাছে।

ওর চুলের মুঠি ছাড়েনি রাইডার, ওটা ধরে টানতে টানতে ওকে উঠানে নিয়ে গেল সে, ধাক্কা মেরে ফেলে দিল জেমসের পায়ের কাছে। ইতোমধ্যে ঘোড়াসহ উঠানে প্রবেশ করেছে জেমস, নেমেছে স্যাডল ছেড়ে। শরীরের অনেকখানি শক্তি নিজের ডান পায়ে জড়ো করল সে, তারপর সবুট লাথি মারল মিসেস এভার্টের মাথায়। এবার আর্তনাদ করার সুযোগ পেল না বেচারী, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে রইল উপুড় হয়ে।

'জিমের কী খবর?' জিজ্ঞেস করল জেমস।

মিসেস এভার্টকে টেনেহিঁচড়ে এনেছে যে-রাইডার, মাথা নাড়ল সে।

দাঁতে দাঁত পিষল জেমস, অজ্ঞান মিসেস এভার্টকে আরেকটা লাথি মারতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। হিসহিসে গলায় বলল, 'কাজ চালিয়ে যাও তোমরা। আর তাড়াতাড়ি করো। বেশি সময় নেই আমাদের হাতে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকল রাইডার, আরও দু'জনের সঙ্গে ধরাধরি করে জিমের লাশটা বাইরে নিয়ে এল প্রথমে। তারপর এভার্টের লাশটা নিয়ে গেল ভেতরে। লিভিংরুমে যে-ক'টা আসবাব আছে, একটা বড় টেবিল বাদে বাকি সব জড়ো করল একসঙ্গে। এভার্টের নিথর দেহটা শুইয়ে দিল টেবিলটার উপর। কেরোসিনের দুটো ল্যাম্প জ্বলছে—একটা একদিকের ওয়ালব্র্যাকেটে, আরেকটা ভেতরের ঘরের টেবিলের উপর। ল্যাম্প দুটো নিয়ে এল ওরা। একটাকে আছড়ে ভাঙা হলো জড়ো করা আসবাবগুলোর উপর।

বইঘর.কম

অন্যটার আগুন নেভানো হলো প্রথমে, তারপর খুলে নেয়া হলো চিমনি, সবটুকু কেরোসিন ছিটিয়ে দেয়া হলো এভার্টের শার্ট-প্যান্টের উপর। ইতোমধ্যে আগুন ধরে গেছে আসবাবগুলোতে, আস্তে আস্তে বাড়ছে, এগিয়ে যাচ্ছে এভার্টকে যে-টেবিলের উপর শুইয়ে রাখা হয়েছে সেটার দিকে।

তাড়াহুড়ো করে বাইরে বেরিয়ে এল রাইডাররা।

উঠানের পুরু ধুলোর উপর পড়ে থাকা মিসেস এভার্ট নড়ছে, আগুনের মাত্রাতিরিক্ত আঁচ সহ্য করতে পারছে না সম্ভবত। মাথা তুলল সে, প্রথমেই তাকাল নিজের জ্বলন্ত বাড়িটার দিকে। কী ঘটেছে বুঝে নিতে সময় লাগল না, ফোঁপাতে শুরু করল। আস্তাবলের কাছ থেকে গুলির শব্দ ভেসে এল এমন সময়, কিছুটা চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাল মহিলা। নির্বিচারে গুলি চালানো হচ্ছে ঘোড়াগুলোর উপর, হত্যা করা হচ্ছে সেগুলোকেও। আস্তে আস্তে উঠে বসল মিসেস এভার্ট, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে। ওর হতভম্ব দৃষ্টির সামনেই আগুন জ্বলে উঠল আস্তাবল আর সংলগ্ন আরও কয়েকটা শেডে; আগুনের লকলকে শিখায় অন্ধকার কেটে গেছে অনেকখানি।

'ইচ্ছা করলে খুন করতে পারতাম তোমাকেও,' মিসেস এভার্টের থেকে কয়েক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা জেমস বলে উঠল, 'কিন্তু করলাম না কাজটা। কেন করলাম না, জানো? যাতে এ-তল্লাটের বাকি রানশারদের বলতে পারো, আমার পথে যে বা যারা বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাদের কী হাল করতে পারি আমি।'

ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল মিসেস এভার্ট, অন্তরের সবটুকু ঘৃণা যেন ঠিকরে বের হচ্ছে দু'চোখ দিয়ে। থু করে থুতু ছুঁড়ল সে জেমসের উদ্দেশে, কিন্তু সে-রকম কোনো ঘটনা ঘটতে পারে অনুমান করে নিয়ে প্রস্তুত ছিল জেমস, লাফিয়ে সরে গেল তাই। দাঁতে দাঁত পিষল আরও একবার, ডান হাতটা আপনাআপনি চলে গেছে হোলস্টারে, কিন্তু এবারও সামলে নিল নিজেকে। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মিসেস এভার্টের দিকে, তারপর হঠাৎ হেসে উঠল হা

বইঘর.কম

হা করে। ওর দেখাদেখি হেসে উঠল ওর রাইডাররাও।

হাসি থামলে নিজের লোকদের ইঙ্গিত করল জেমস, লাফিয়ে চড়ল ঘোড়ায়, বুট দিয়ে কষে গুঁতো মারল জন্তুটার পেটে। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল ঘোড়াটা, পরমুহূর্তে ছুট লাগাল। ওটার পিছু নিল অন্য ঘোড়াগুলো।

একটানা ছুটে উপত্যকা পার হলো ওরা, তারপর ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। গতি কমাতে বাধ্য হলো এখানে।

সুবিধাজনক একটা জায়গায় ঘোড়া থামিয়ে সেটার মুখ ঘুরিয়ে রাইডারদের মুখোমুখি হলো জেমস। বলল, 'এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবো আমরা, খাওয়াদাওয়া করবো। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি জিমের লাশ, ওকে কবর দেবো এখানেই কোথাও। তারপর রাত আরেকটু গভীর হলে রওনা করবো উইল ব্যালার্ডের রানশের উদ্দেশে। ভোরের আগে লোকের ঘুম গাঢ় হয়, এবং ঠিক সে-সময় হামলা করতে চাই আমি সেখানে, যাতে আমাদেরকে বাধা দেয়ার কোনো সুযোগই না পায় ব্যালার্ড বা ওর লোকেরা।'

খুব ভোরে রওয়ানা দেয়ার কারণে সূর্য ওঠার প্রায় একঘণ্টা আগে একটা ওয়্যাগনট্রেইল পেয়ে গেল গিবস। ওটা ধরে এগিয়ে আরও একঘণ্টা পর হাজির হলো শহরটাতে। ইতোমধ্যে ভালোমতোই খোঁড়াচ্ছে গেল্ডিংটা।

একটা সরাইখানার হিচিংরেইলে ঘোড়া দুটো বাঁধল সে, ভেতরে ঢুকে ইচ্ছামতো খাবারের অর্ডার দিল নিজের জন্য। যদিও অল্প কয়েকটা ডলার আছে পকেটে, কিন্তু সেগুলো বাঁচাতে গিয়ে আত্মাকে কষ্ট দেয়ার মানে হয় না।

সময় নিয়ে পেট ভরে খেয়ে একটা সিগারেট ধরাল সে, খাওয়ার সময় ব্যবহৃত কাঁটা দিয়ে খুঁচিয়ে কিছুটা ছিঁড়ে ফেলল শার্টের বাঁ দিকের বুকের একটুখানি জায়গা। তারপর সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এসে খুঁজে বের করল টাউন মার্শালের অফিস। লোকটা তখন সবে তালা

বইঘর.কম

খুলে গিয়ে বসেছে নিজের চেয়ারে, অফিসকামরাটা আজ ঝাড়ু দেবে কি না ভাবছে, এমন সময় ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল গিবস।

'মর্নিং,' মার্শালের উদ্দেশে বলল সে। 'অনেক দূর থেকে এসেছি আমি।'

'সেটা তোমার ধুলিধূসরিত পোশাক দেখেই বুঝতে পারছি,' ভাবলেশহীন চোখে গিবসকে দেখছে মার্শাল। 'প্রয়োজনটা বলে ফেলো তাড়াতাড়ি। কাউকে সময় নষ্ট করতে দেখলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় আমার।'

'ঠিক আছে,' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মার্শালের মুখোমুখি বসে পড়ল গিবস। 'নিজের পরিচয়টা দিই আগে। ব্ল্যাক হিলস রেঞ্জের ডেপুটি শেরিফ আমি। একটা খুনিকে ধরতে তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি।'

'ডেপুটি?' গিবসের তারাবিহীন বুকটা একনজর দেখল মার্শাল। 'তোমার শার্ট তো সে-কথা বলছে না।'

'না বলারই কথা,' শার্টের ছেঁড়া জায়গাটা দেখাল গিবস। 'কখন যেন ছিঁড়ে পড়ে গেছে তারাটা, খেয়াল করতে পারিনি।'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মার্শাল। 'কেন এসেছ আমার কাছে?'

মেজর স্টেলম্যানের খুনের বর্ণনা দিল গিবস। তারপর বলল, 'রিযার্ভেশন থেকে পালিয়ে গিয়ে আমাদের কাউন্টিতে ঢুকে পড়েছিল খুনি। ওকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা, তবে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছি সেটা বলা যাবে না, কারণ কিছু আলামত আছে আমাদের হাতে।'

'আলামত? যেমন?'

'যেমন একটা কালো গেল্ডিং। পালানোর সময় সম্ভবত পাগলের মতো ছোটানো হয়েছিল ওটাকে, তাই খোঁড়া হয়ে গেছে বেচারা। সে-কারণেই ওটাকে নিয়ে তোমার এখানে আসতে এত দেরি হয়ে গেল। লকহার্ট অবশ্য বলেছিল...

'লকহার্ট? এখনও শেরিফ আছে লোকটা?'

'হুঁ। ওর সঙ্গে তোমার পূর্বপরিচয় আছে মনে হয়?'

বইঘর.কম

'আছে। আমার এক দূর সম্পর্কের চাচার বন্ধু সে, সে-সূত্রে কয়েকবার যাওয়া হয়েছে তোমাদের কাউন্টিতে। আসল কথা বলো এখন। গেল্ডিংটাকে নিয়ে আমার কাছে আসার কারণ কী?'

'ওটার পাছায় বি.এম. রানশের মার্কা আছে। নামটা আমাদের কাউন্টির কোনো রানশের না। তাই লকহার্ট আমাকে বলল, ঘোড়াটা নিয়ে রিযার্ভেশন লাগোয়া শহরগুলোতে ঢুঁ মারতে, এখানকার আইনরক্ষকদের সাহায্য চাইতে।'

'তা হলে সম্ভবত ঠিক জায়গাতেই এসেছ। বি.এম. মানে বাইড ম্যারিনার, মালিকের নামে রানশটার নাম। এখান থেকে বেশি দূরে না সেটা। কিন্তু...'

'কী?'

'ওই রানশের কোনো রাইডার কেন খুন করতে যাবে আর্মির একজন মেজরকে?'

'বি.এম.-এর কোনো লোক খুন করেছে মেজরকে—সেটাই বা ভাবছ কেন? ওদের ওখান থেকে চুরি করা হয়ে থাকতে পারে ঘোড়াটা, ঠিক না? আসলে কী হয়েছে জানতে হলে আমার মনে হয় দেরি না করে বি.এম.-এ যাওয়া উচিত আমাদের।'

'হুঁ,' উঠে দাঁড়াল মার্শাল। 'তোমার নামটা জানা হয়নি।'

'প্যাট্রিক ওয়েলশ। তুমি?'

'হেনরি অ্যাণ্ডারসন। চলো, আগে একনজর দেখি কালো গেল্ডিংটাকে। তারপর রওনা করবো বি.এম.-এর উদ্দেশে।'

আবছা অন্ধকার এখনও যেন জাপ্টে ধরে আছে উইল ব্যালার্ডের রানশটাকে, সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভোরের পাতলা কুয়াশা। কোনোকিছু ঠিকমতো ঠাহর করা যাচ্ছে না।

এভার্টের মতো দুর্বলও না ব্যালার্ড, অসতর্কও না। তাই যতটা সম্ভব চুপিসারে হাজির হয়েছে জেমস আর ওর দলটা, সবাই মিলে ঘিরে ধরেছে রানশটাকে। এত জলদি ব্যালার্ডের দিকে হাত না

বইঘর.কম

বাড়ালেও চলত জেমসের, কিন্তু ওর তর সইছে না আসলে। আরও একটা কারণ আছে। সে জানে, ওর বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে যেসব রানশার, তাদের সংগঠকের দায়িত্ব পালন করছে ব্যালার্ড। কাজেই যদি লোকটাকে শেষ করে দেয়া যায়, অথবা অন্তত পক্ষে ওর রানশে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ওর রুটিরুজির পথে বিঘ্ন ঘটানো যায়, তা হলে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে সে, সংগঠকের ভূমিকা পালন করতে হবে না আর।

আকাশে এখনও ভোরের আলো ফুটে ওঠেনি, তবে অন্ধকার ফিকে হয়েছে কিছুটা। রানশের সীমানাবেড়ার বাইরে অবস্থান নেয়া জেমস উঁচু গলায় ডাকল, 'ব্যালার্ড?'

কেউ সাড়া দিল না।

ব্যালার্ডের নাম ধরে আবারও ডাকল জেমস কিছুক্ষণ পর।

এবারও জবাব দিল না কেউ।

'ঢুকে পড়ো!' নিজের রাইডারদেরকে নিচু গলায় আদেশ দিল জেমস।

সঙ্গে করে আনা কুড়াল দিয়ে সীমানাবেড়ার আটকে-রাখা দরজা ভাঙতে আধ মিনিটও লাগল না দু'জন রাইডারের; কাজটা শেষ করে যার যার ঘোড়ায় গিয়ে চড়ল ওরা। তারপর সবাই মিলে একে একে ঢুকে পড়ল ব্যালার্ডের উঠানে, ছড়িয়ে পড়ল একটু আগের মতো। আবারও ইশারা করল জেমস, এবার ওর দু'জন রাইডার ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে গেল পোর্চের দিকে। পোর্চে পা দিয়েছে কি দেয়নি ওরা, রানশের বাইরের একটা টিলার ঢাল থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। গুঙিয়ে উঠল দুই রাইডারের একজন, আপনাআপনি কুঁজো হয়ে গেল ওর শরীরটা, দু'-তিন সেকেণ্ড পর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে পোর্চের উপর।

ওর সঙ্গী থমকে গেছে ঘটনার আকস্মিকতায়, এবং সেটার জন্য চরম মূল্য দিতে হলো ওকেও। একই জায়গা থেকে গর্জে উঠল আরেকটা রাইফেল, আগেরটার চেয়ে ভারী শোনাল এটার আওয়াজ।

বইঘর.কম

মুখ থুবড়ে পড়া প্রথম রাইডারের পাশে ঠাঁই হলো দ্বিতীয়জনেরও, এবং প্রায় একই ভঙ্গিতে।

'সরে এসো সবাই!' জরুরি কণ্ঠে হুকুম দিল জেমস। 'জলদি! ওরা ফাঁদ পেতেছে আমাদের জন্য,' কথা শেষ করার আগেই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে সে, নিচু করে ফেলেছে মাথা আর কাঁধ। গুঁতো দিল ঘোড়ার পেটে, ছুট লাগাল জন্তুটা। যে-টিলার ঢাল থেকে গুলি চালানো হচ্ছে ওদের উপর, সেটার উল্টোদিকে আরেকটা টিলা আছে, আপাতত সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে চায়।

যার যার উইনচেস্টার আর কারবাইন তুলে নিয়েছে ওর রাইডাররা, ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসে থেকেই জবাব দিচ্ছে অকস্মাৎ হামলার। কিন্তু গর্জে উঠেই চুপ হয়ে গেছে রাইফেল দুটো, এবং ওদের অবস্থান সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই জেমসের রাইডারদের, তাই নিরীহ বুলেটগুলো কোনো ক্ষতিই করতে পারল না ওদের প্রতিপক্ষের।

সীমানাবেড়ার ভেঙে-ফেলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে জেমসের শেষ রাইডার, এমন সময় আবার গর্জে উঠল রাইফেল দুটো, এবার একসঙ্গে। স্যাডলে বসে থাকা অবস্থায় প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল লোকটা, হাত থেকে আলগা হয়ে গেল লাগাম, ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে যেন খসে পড়ে গেল সে মাটিতে।

এবার আর থামাথামির কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছে না দুই রাইফেলধারী, সমানে গুলি করছে। বোঝা গেল পর্যাপ্ত বুলেট আছে ওদের কাছে; একজন যখন গুলি করতে করতে খালি করে ফেলছে নিজের রাইফেলের চেম্বার তখন অন্যজন রিলোড করছে। ওদের উপর্যুপরি গুলিবর্ষণে ধরাশায়ী হলো জেমসদের দুটো ঘোড়া, মাটিতে ছিটকে পড়ে কোমরে ভীষণ চোট পেল এক রাইডার। জানের মায়ায় ব্যথা ভুলে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা, ছুট লাগাল সঙ্গীদের ঘোড়ার পিছু পিছু। ততক্ষণে টিলার আড়ালে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছে জেমস, এবং ভোরের প্রথম আলো দেখা দিয়েছে আকাশে।

বইঘর.কম

সমানে গালি দিচ্ছে জেমস। কল্পনাও করেনি, ব্যালার্ডের রানশে হামলা করতে এসে এভাবে পর্যুদস্ত হতে হবে। এভার্টের ওখানে হারাতে হয়েছে জিমকে, আর এখানে বেঘোরে মারা পড়ল আরও তিনজন। অথচ কোনো ক্ষতিই করা যায়নি ব্যালার্ডের।

দাঁতে দাঁত পিষল সে, নিজের স্যাডলব্যাগের ভেতর থেকে বের করল পাঁচটা বড় বড় মশাল। সঙ্গীদের সহায়তায় আগুন ধরাল সবগুলোতে, তারপর আড়াল ছেড়ে বের হয়ে একটা একটা করে সবগুলো সর্বশক্তিতে ছুঁড়ে মারল ব্যালার্ডের রানশের দিকে। জানে, মেইনহাউসটা কভার দিচ্ছে ওকে দুই রাইফেলধারীর নিশানা থেকে।

প্রথম জ্বলন্ত-মশালটা গিয়ে পড়ল মেইনহাউসের বাইরের কতগুলো ঝোপের উপর, আগুন ধরে গেল সেগুলোতে। দ্বিতীয় মশালটা অল্পের জন্য মিস্ করল মেইনহাউসের ছাদটাকে। কিন্তু তৃতীয় মশালটা গিয়ে পড়ল জায়গামতো, মুহূর্তের মধ্যে আগুন ধরে গেল ছাদের এককোনায়, কাঠের বরগা আর ছনের কারণে দ্রুত বাড়ছে আগুন। চতুর্থ আর পঞ্চম মশালটা গিয়ে পড়ল যথাক্রমে আস্তাবল আর কুকশ্যাকের ছাদে।

প্রাতঃক্রিয়া সারতে, অথবা হয়তো গোলাগুলির আওয়াজ পেয়ে রাইডার'স শ্যাক থেকে বের হয়েছিল ব্যালার্ডের চার-পাঁচজন রাইডার; মেইনহাউস, আস্তাবল আর কুকশ্যাকের ছাদে আগুন দেখতে পেল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে ছোটাছুটি শুরু করে দিল ওরা। বালতি ভরে ভরে পানি নিয়ে আসছে কেউ কেউ, ছুঁড়ে মারছে মেইনহাউস বা কুকশ্যাকের ছাদের দিকে। কেউ আবার গিয়ে ঢুকেছে আস্তাবলে, ঘোড়াগুলো পুড়ে কয়লা হওয়ার আগেই উদ্ধার করতে চায় ওগুলোকে।

একলাফে নিজের ঘোড়ার কাছে গিয়ে হাজির হলো জেমস, স্যাডলব্যাগের নীচে বাঁধা রাইফেলটা বের করল টান মেরে। ওটা নিয়ে এসে পজিশন নিল সুবিধাজনক জায়গায়, নিশানা করল। পর পর দু'বার টান দিল ট্রিগারে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ল ব্যালার্ডের দুই পাঞ্চার। কী ঘটছে বুঝে নিতে সময় লাগল না ওই দু'জনের সঙ্গে থাকা

বইঘর.কম

তৃতীয় লোকটার, জান বাঁচাতে কয়েক লাফে উধাও হয়ে গেল সে একটা বাকবোর্ডের আড়ালে। কিন্তু গুলি করা থামাল না জেমস, ওর রাইফেলের তৃতীয় ও চতুর্থ বুলেটে খসে পড়ল বাকবোর্ডটার একটা চাকা।

কারবাইন আর উইনচেস্টার হাতে ওর সঙ্গে যোগ দিল ওর বাকি রাইডাররা। ভারী আগ্নেয়াস্ত্রের মুহুর্মুহু গর্জনে প্রকম্পিত হয়ে উঠছে মেইনহাউসের এপাশের টিলাটার ঢাল।

একটানা বেশ কিছুক্ষণ গুলি চালাল জেমস, আসলে সে চাচ্ছে যাতে আগুন নেভাতে না পারে ব্যালার্ডের রাইডাররা, চাচ্ছে যাতে পুড়ে কয়লা হয় অন্তত মেইনহাউসটা। বাড়িটার পোর্চে মরে পড়ে আছে ওর দুই রাইডার, ওরা যদি পুড়ে কয়লা হয় তা হলে কারও প্রমাণ করার উপায় থাকবে না, কে বা কারা হামলা করেছিল ব্যালার্ডের রানশে।

একটা কথা মনে পড়ে গেল ওর এমন সময়, সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'কভার দাও আমাকে।' লাগাম ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে কাছে নিয়ে এল নিজের ঘোড়াটাকে, লাফিয়ে চড়ে বসল ওটার পিঠে। জোরে গুঁতো মেরে প্রচণ্ড গতিতে ছুট লাগাতে বাধ্য করল জন্তুটাকে, নিচু করে রেখেছে নিজের মাথা আর কাঁধ। ডান হাত দিয়ে ধরে রেখেছে রাইফেলটা, সে-হাত দিয়েই সামলাচ্ছে লাগাম, বাঁ হাতটা ঝুলছে আলগোছে।

ব্যালার্ডের সীমানাবেড়ার কাছে হাজির হলো সে অতর্কিতে, তারপর ঝড়ের গতিতে গিয়ে পৌঁছাল ভাঙা দরজাটার সামনে। জোরে টান দিল লাগামে, থমকে দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াটা, তারপর দাঁড়িয়ে গেল পেছনের দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে। রাইফেলধরা হাত দিয়ে স্যাডলহর্ন আঁকড়ে ধরে নিজের পতন সামলাল জেমস, সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত দক্ষতায় নিচু হলো অনেকখানি, নিজের বিশাল শরীরের পরোয়া করল না। ওর যে-রাইডার মরে পড়ে আছে দরজার কাছে, ঘোড়াটার সামনের দু'পা মাটিতে নামামাত্র খামচে ধরল সে-লোকের শার্টের কলার। পরমুহূর্তে দু'পা দিয়ে গুঁতো মারল ঘোড়ার পেটে, ছুট লাগল সেটা। বিপজ্জনক

বইঘর.কম

ভঙ্গিতে একদিকে কাত হয়ে আছে জেমস, এখনও আঁকড়ে ধরে আছে স্যাডলহর্নটা, মাথা আর ঘাড় মিশিয়ে ফেলেছে ঘোড়ার কেশরের সঙ্গে।

অপরদিকের টিলার পাদদেশ জ্যান্ত হয়ে উঠল এমন সময়—গুলি করছে দুই রাইফেলধারীর একজন। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একটা গুলিও লাগাতে পারল না জেমস বা ওর ঘোড়ার গায়ে।

নিরাপদে নিজের রাইডারদের কাছে ফিরে এল জেমস। শার্টের কলার খামচে ধরে যে-রাইডারকে হেঁচড়ে নিয়ে এসেছে সে, পাথুরে মাটির সঙ্গে ঘষা খেয়ে খেয়ে ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে লোকটার জিন্স, বেচারার নিতম্ব আর উরুর চামড়া উঠে গেছে জায়গায় জায়গায়। যদি বেঁচে থাকত লোকটা, ভয়াবহ এই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মরত নিশ্চয়ই।

একটুও দেরি না করে লাশটাকে একটা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দিল জেমস, তারপর ছুট লাগাতে বাধ্য করল নিজের ঘোড়াটাকে। নিরাপদে অনেকদূর চলে আসার পর রাশ টানল।

ঘোড়া থামিয়ে ওর কাছে এল ওর সঙ্গের রাইডাররা।

'লাশটা সঙ্গে করে নিয়ে গেলে সময় নষ্ট হবে আমাদের,' সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল জেমস। 'কাছেই একটা খাঁড়ি আছে, হারামজাদার দু'পায়ে দুটো পাথর বেঁধে ওকে সেখানে ডুবিয়ে দেবো আমরা।'

'এত ঝামেলার দরকার কী?' জিজ্ঞেস করল এক রাইডার।

বিরক্ত হয়ে লোকটার দিকে তাকাল জেমস। 'তুমি মাথামোটা নাকি? বুঝতে পারছ না, লকহার্টকে কোনো সুযোগ দিতে চাই না আমি? কবর দেয়া হয়েছে জিমকে, কাজেই আমাদের কেউ পা দিয়েছিল কি না এভার্টের রানশে তা প্রমাণ করতে পারবে না কেউ। ব্যালার্ডের ওখানে এতক্ষণে নিশ্চয়ই পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে আমার আরও দুই রাইডার, তৃতীয়জনকে উধাও করে দিতে যাচ্ছি আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই। ছাই হয়ে গেছে এভার্ট নিজেও—মরদেহ ছাড়া খুনের অভিযোগ প্রমাণ করা সম্ভব না।'

'কিন্তু মিসেস এভার্ট? আর আমাদের ঘোড়াগুলো? তা ছাড়া

বইঘর.কম

ব্যালার্ডের দু'জন রাইডারও মরেছে।'

'মিসেস এভার্ট?' হা হা করে হাসল জেমস। 'নিজের ক্ষত কখন সারাবে সে, কখন গিয়ে হাজির হবে লকহার্টের কাছে, আর নালিশই বা দেবে কখন? তা ছাড়া নালিশ দিলেই বা কী আসবে-যাবে? সে কি প্রমাণ করতে পারবে ওর স্বামীকে খুন করেছি আমরা? প্রমাণ করতে পারবে ওর রানশে আগুন দিয়েছি আমরা?' আবারও হাসল সে। 'আর আমাদের ঘোড়াগুলো? যেগুলো আমাদের সঙ্গে আছে সেগুলো বাদে বাকিগুলো পালিয়েছে, কার ঠেকা পড়েছে বনেবাদাড়ে খুঁজতে যাবে ওগুলোকে? আর ব্যালার্ডের দুই রাইডারের কথা যদি বলো,' নাক টানল, 'সেখানেও একই অবস্থা—কে হামলা করেছে প্রমাণ করার উপায় নেই। কাকডাকা ভোরের অস্ফুট আলোয় নিশ্চয়ই আমাদের চেহারা দেখেনি কেউ? কাজেই ধরে নাও আমরা এখনও নিষ্পাপ, আদালতের চোখে নিরপরাধ। তারপরও যদি ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করে লকহার্ট, আমাকে বাঁচানোর জন্য তোমরা তো আছোই, তা-ই না?' আরও একবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে।

বি.এম. রানশটা শহর থেকে ঠিক বারো মাইল দূরে।

একটা নগ্ন লাল পাহাড়ের পাদদেশে দেখা যাচ্ছে ম্যারিনারের মেইনহাউসটা। বাড়িটা কাঠ দিয়ে বানানো, দূর থেকে দেখলে নোংরা ছাদটা কেমন নিচু মনে হয়। পোর্চের দু'পাশে বোর্ডওয়াকের মতো একটুখানি তক্তা বসানো আছে। মেইনহাউস ঘিরে বানানো হয়েছে আস্তাবল আর অন্যান্য ছাউনি। কিন্তু প্রথমবার বানানোর পর আর কখনোই বোধহয় মেরামতির কাজ করা হয়নি, সবগুলোরই কেমন জীর্ণ দশা।

ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে এগোচ্ছে ওরা। 'ম্যারিনারের সঙ্গে তেমন আলাপ-পরিচয় নেই আমার,' গিবসকে বলল অ্যাণ্ডারসন, 'তারপরও যদি কথা বলার দায়িত্বটা ছেড়ে দাও আমার উপর, ভালো হয়।'

কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল গিবস।

বইঘর.কম

আস্তাবলে কিছু একটা করছিল ম্যারিনার, বাবুর্চির হাঁক শুনে হাজির হলো মেইনহাউসের দরজায়। ওর চেহারার অন্যকিছুর আগে বড় বড় সাদা গোঁফ দৃষ্টি কেড়ে নেয়। ওটা বাদ দিয়ে কল্পনা করলে থ্যাবড়ানো একটা মুখ দেখা যাবে, এবং দু'চোখের সার্বক্ষণিক জ্বলজ্বলে ভাবটাও নজরে আসবে।

লোকটা মাঝারি উচ্চতার, বয়সের তুলনায় হালকাপাতলাই বলা চলে। এবং, হয়তো সন্দেহ করে বলেই, ওর চেহারায় মালিক-মালিক ভাবের চেয়ে কর্মচারী-কর্মচারী ভাবটা বেশি দেখতে পেল গিবস।

ম্যারিনারের সঙ্গে হাত মেলাল অ্যাণ্ডারসন, পরিচয় করিয়ে দিল গিবসকে। লোকটা বোধহয় কোনো ভূমিকা করতে জানে না, তাই গিবসের ঘোড়ার স্যাডলহর্নের সঙ্গে বাঁধা কালো গেল্ডিংটাকে হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে ম্যারিনারকে বলল, 'তোমার রানশের?'

চোখ সরু করল ম্যারিনার, বুঝতে পারছে ঘটনা কিছু একটা ঘটেছে। এলোমেলোভাবে কয়েকটা চেয়ার রাখা আছে পোর্চে, ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল সেগুলো।

একটা চেয়ারে বসে পড়ল অ্যাণ্ডারসন, ওর দেখাদেখি গিবসও।

হেঁটে কালো গেল্ডিংটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ম্যারিনার, ওটাকে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর পোর্চে ফিরে এসে আরেকটা চেয়ারে বসে বলল, 'পাছায় আর চোয়ালে তো আমার রানশেরই মার্কা দেখতে পাচ্ছি।'

'সেটা আমরাও দেখতে পেয়েছি বলেই তোমার কাছে এলাম,' পকেট থেকে পাইপ আর তামাকের থলে বের করল অ্যাণ্ডারসন।

ওরা তিনজন নিঃশব্দে ধূমপান করল কিছুক্ষণ।

'মেজর স্টেলম্যান যে খুন হয়েছে, শুনেছ?' একসময় নিরীহ গলায় জিজ্ঞেস করল অ্যাণ্ডারসন, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ম্যারিনারের চেহারার দিকে।

কিছু না বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল ম্যারিনার, তাকিয়ে আছে পোর্চের মেঝের দিকে, চোখ তুলছে না। ওর চেহারায় যদি কোনো ভাবান্তর

বইঘর.কম

হয়েও থাকে, পেল্লাই গোঁফের কারণে বোঝা যায়নি।

'গুলি করা হয়েছিল লোকটাকে,' বলে চলল অ্যাণ্ডারসন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা এখনও যায়নি চোখ থেকে। 'ম্যারিনার, গেল্ডিংটাকে নিয়ে ইদানীং কোথাও গিয়েছিলে?'

'ইদানীং?' কিছুটা যেন চমকে উঠল ম্যারিনার। 'না, প্রশ্নই আসে না। ওটা...নামেমাত্র ঘোড়া, কাজে গাধারও অধম। আমার কোনো রাইডার চড়তেই চায় না ওটার পিঠে, কারণ পিঠে সওয়ারি নিয়ে বেশিদূর যেতে পারে না ওটা। গেল শীতের আগে থেকেই এমনকী রানশের টুকটাক কাজেও আর ব্যবহার করা হচ্ছিল না ওটাকে, একরকম মুক্ত-স্বাধীন জীবন কাটাচ্ছিল সে। রাইডাররা ছেড়ে দিয়েছিল ওটাকে, বুনো ঘোড়ার পালের সঙ্গে ইচ্ছামতো মিশছিল সে, এবং ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছিল কাজটা। অ্যাণ্ডারসন, হয়তো জানো, অনেক রানশেই করা হয় এ-রকম কাজ, এবং এটাকে দোষের মনে করে না কেউই। রানশের ঘোড়া দিয়ে মন ভুলানো হয় এক বা একাধিক বুনো ঘোড়ার, বুনো ঘোড়াটা যখন রানশের কাছাকাছি চলে আসে তখন ল্যাসো ছুঁড়ে ধরা হয় সেটাকে। হয়তো একই মতলব ছিল আমার রাইডারদের মনেও।' অস্বস্তি বোধ করছে সে, পাইপে টান দিতে গিয়ে বুঝল, আগুন নিভে গেছে। নতুন করে আগুন ধরিয়ে বলল, 'কেন জিজ্ঞেস করলে কথাটা?'

ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল অ্যাণ্ডারসন। 'উত্তরটা শুনলে তুমি নিজেই নিজেকে মিথ্যুক বলবে।'

'মানে?'

'মানে যে-লোক খুন করেছে মেজরকে, তোমার তথাকথিত অকেজো ঘোড়াটা ব্যবহার করছিল সে। ওটার পিঠে চেপেই রিযার্ভেশন থেকে ব্ল্যাক হিলস কাউন্টি পর্যন্ত চলে গেছে সে। যখন দেখেছে খোঁড়া হয়ে গেছে ঘোড়াটা, কোনো এক জায়গা থেকে ওটা বদল করে, অথবা অন্য কোনো ঘোড়া চুরি করে সটকে পড়েছে।' ইঙ্গিতে গিবসকে দেখাল অ্যাণ্ডারসন। 'এতদূর থেকে ওটাকে এখানে

বইঘর.কম

নিয়ে এসেছে ওয়েলশ। বুঝতেই পারছ, তোমার তথাকথিত অকেজো ঘোড়া এখন কত মূল্যবান আমাদের জন্য। কারণ খুনির সঙ্গে আমাদের একমাত্র যোগসূত্র সেটাই।'

পাইপে টান দিতে ভুলে গেছে ম্যারিনার। 'আমার রানশের ঘোড়া অকেজো নাকি কেজো সেটা আমার চেয়ে ভালো কে জানবে?'

আবারও গিবসের দিকে ইঙ্গিত করল অ্যাণ্ডারসন। 'প্রশ্নটা, ব্ল্যাক হিলস কাউন্টির ডেপুটি শেরিফকেই জিজ্ঞেস করে দেখো।'

কিন্তু ম্যারিনার মুখ খুলল না।

ঠোঁটের ফাঁক থেকে সিগারেট সরাল গিবস। 'ইচ্ছা করলে সরাসরি আর্মির কাছে যেতে পারতাম আমি। কিন্তু সেক্ষেত্রে দুটো অসুবিধা হতে পারত। যদি সময় অথবা উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে আমার কথা বিশ্বাস না করত ওরা, তা হলে একটু অসুবিধায় পড়ে যেতাম আমি—কষ্ট করে আমার এতদূর আসাটা বৃথা হয়ে যেত। কিন্তু যদি বিশ্বাস করত, তা হলে বড় অসুবিধাটা তোমার হতো, ম্যারিনার। ঘোড়াটার পাছায় তোমার রানশের মার্কা দেখামাত্র ছুটে আসত ওরা, গলা চেপে ধরত তোমার, যতক্ষণ পর্যন্ত না সন্তোষজনক জবাব দিতে পারছ তুমি ততক্ষণ ছাড়ত না তোমাকে। তাই সবদিক চিন্তা করে দেখলাম, ঘোড়াটার মালিকের কাছে আগে হাজির হওয়াটাই উচিত হবে। কারণ রানশিং বোঝে না আর্মির লোকজন, ঘোড়াটা যে চুরি হয়ে গিয়ে থাকতে পারে, সে-কথা ওদের মাথায় আসবে না।' একটু থামল সে, খেয়াল করল ওর কথা মনোযোগ গিয়ে শুনছে ম্যারিনার। 'জানো নিশ্চয়ই, উচিত কাজটা পরে করে লোকে? রিযার্ভেশনের কাছাকাছি চলে গেছি, এমন সময় আমার মনে হলো, এত কষ্ট করার কী দরকার? মেজর স্টেলম্যান আমার ভাইও লাগে না, বোনজামাইও লাগে না—ওর জন্য এক কাউন্টি থেকে আরেক কাউন্টিতে ছুটে বেড়ানোর এত ঠেকা কীসের? তখন মুখ ঘুরিয়ে নিলাম আমার ঘোড়ার, রওনা দিলাম আর্মির প্রথম পোস্টটার দিকে। দেখা হয়ে গেল এক ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে, দুই ছেলেকে নিয়ে কয়েকটা গরু দাবড়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছিল সে। দেখা

বইঘর.কম

হলো ডব্লিউ.জি. রানশের এক রাইডারের সঙ্গেও। আশ্চর্য ব্যাপার, তুমি বলছ তোমার ঘোড়াটা অকেজো, অথচ ওরা সবাই কিন্তু দেখামাত্র চিনতে পারল ওটাকে। শুধু তা-ই না, কসম কেটে বলল, কয়েকটা দিন আগে ওটার পিঠে চেপে পাগলের মতো ছুট লাগাতে দেখেছে এক লোককে। লোকটার ভাসা ভাসা বর্ণনাও দিল ওরা।'

'বর্ণনা দিয়েছে!' বলল ম্যারিনার।

'কই, আগে বলোনি তো?' অ্যাণ্ডারসনের কণ্ঠে উষ্মা।

'বলিনি, কারণ, ওদের দেয়া বর্ণনার সঙ্গে বাস্তবের মানুষটার মিল আছে কি না নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। ঠিক সে-কারণেই, অ্যাণ্ডারসন, আগে আর্মির কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা বদল করি, একটু কষ্ট হলেও গিয়ে হাজির হই তোমার কাছে।'

'কী এমন বর্ণনা দিল ওরা যে...

'শুনতে চাও?' ম্যারিনারকে থামিয়ে দিল গিবস। 'লোকটা নাকি মাঝবয়সী, বেশি মোটাতাজা না, বরং হালকাপাতলাই বলা চলে। উচ্চতাও মাঝারি। আর হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় কথা, নাকের নীচে নাকি বিরাট বড় সাদা গোঁফ আছে লোকটার।'

হাঁ হয়ে গেল ম্যারিনার, আরেকটু হলে ওর দাঁতের ফাঁক থেকে পড়ে গিয়েছিল পাইপটা, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে গিবসের দিকে। 'মানে...' নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, 'তুমি বলতে চাও...আমি খুন করেছি মেজর স্টেলম্যানকে?'

চব্বিশ

ওল্ডারসনকে নিয়ে নিজের রানশের উঠানে দাঁড়িয়ে আছে ব্যালার্ড,

বইঘর.কম

দু'জনের চোখেই হতাশা।

অনেকখানি পুড়ে গেছে মেইনহাউস, কয়লা হয়ে গেছে কুকশ্যাক। খুব বেশি ক্ষতি হয়নি আস্তাবলের, ঘোড়াগুলোকেও বাঁচানো গেছে। তবে ব্যালার্ডের বেশি খারাপ লাগছে নিহত দুই পাঞ্চারের জন্য। দক্ষ লোক ছিল ওরা, তা ছাড়া বউ-বাচ্চা ছিল দু'জনেরই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওল্ডারসনের দিকে তাকাল ব্যালার্ড। 'ঠিকই বলেছিল গিবস। আরও আগেই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল আমাদের। আরও আগেই...

'কী করতে চাও এখন?' জিজ্ঞেস করল ওল্ডারসন, গিবসের ব্যাপারে কিছু শুনতে চাচ্ছে না।

'এভার্টের ওখান থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছি আমরা, তারমানে আমার রানশে হামলা করার আগে এভার্টের রানশে আক্রমণ করেছে জেমস। চলো গিয়ে দেখি আসি বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে এভার্ট। হাজার হোক লোকটা আমার প্রতিবেশী।'

আর কথা না বলে যার যার ঘোড়ায় চড়ল ওরা।

গিবসকে নিয়ে শর্টকাট যে-পথ ধরে এভার্টের রানশে গিয়েছিল ব্যালার্ড, ওল্ডারসনকেও সে-পথে নিয়ে গিয়ে হাজির হলো জায়গামতো। সকালের রোদে দূর থেকে রানশটার অবস্থা দেখে যা বুঝবার বুঝে নিল ওরা।

পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে এভার্টের মেইনহাউস, দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না মাত্র গতকালও একটা বাড়ি ছিল সেখানে। কয়লা হয়ে গেছে আস্তাবলটাও, ওটার দিকে তাকালে মোচড় দিয়ে ওঠে বুকের ভেতরে—আগুনে পুড়ে মারা-যাওয়া ঘোড়াগুলোর বিকৃত শরীর দেখলে অনুমান করা যায়, কতখানি কষ্ট পেয়ে মরেছে বেচারারা। আগুনের কবল থেকে রেহাই পায়নি রানশের একটা শ্যাকও। কোনো কোনোটার ধোঁয়া নিভে গেছে, কোনো কোনোটা থেকে ধোঁয়া উঠছে এখনও। কখনও কখনও, জোরে বাতাস বইলে, গনগন করে উঠছে কোনো কোনো নিভু-নিভু কয়লা।

বইঘর.কম

এখনও উঠানে, আগের জায়গায় বসে আছে মিসেস এভার্ট। স্কার্টের একটা কোনা ছিঁড়ে পট্টির মতো বানিয়ে কাঁধে পেঁচিয়েছে সে যাচ্ছেতাইভাবে, কোনোরকমে বন্ধ করেছে রক্তক্ষরণ। আসলে বুলেটটা ওর কাঁধের মাংস ভেদ করে ভেতরে ঢোকেনি, চামড়া কেটে দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

দুই রাইডারের উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ তুলে তাকাল সে। বেচারীর অশ্রু শুকিয়ে গেছে, কিন্তু দাগ রয়ে গেছে গালে; উসুখুসু চুল আর ক্ষ্যাপাটে দৃষ্টির কারণে কেমন উন্মাদিনীর মতো লাগছে ওকে।

ওর কাছে গিয়ে ঘোড়া থামাল ব্যালার্ড, স্যাডল ছেড়ে নামল। ঝুঁকে পড়ে জানতে চাইল, 'এভার্ট কোথায়?'

কিছু বলল না মিসেস এভার্ট, তবে কয়লা-হয়ে-যাওয়া মেইনহাউসটা দেখিয়ে দিল আঙুলের ইশারায়।

'ওল্ডারসন, তুমি এখানেই থাকো,' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জরুরি গলায় বলল ব্যালার্ড, 'আমি যাচ্ছি আমার রানশে, চট করে একটা ঘোড়া নিয়ে আসি। মিসেস এভার্টকে নিয়ে যেতে হবে আমাদের ওখানে।'

একটা ঘোড়া নিয়ে ফিরে আসতে বেশি সময় লাগল না ব্যালার্ডের। সে আর ওল্ডারসন মিলে ধরাধরি করে মিসেস এভার্টকে তুলে দিল ঘোড়ার পিঠে, তারপর তিনজনে রওয়ানা হয়ে গেল।

'কোন্‌দিকে যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল ওল্ডারসন। 'তোমার রানশে? কিন্তু ওখানে গেলে তেমন কোনো উপকার হবে বলে তো মনে হয় না।'

'সেজন্যই তো যাচ্ছি না সেখানে,' গম্ভীর গলায় বলল ব্যালার্ড।

ওর দিকে তাকাল ওল্ডারসন, দৃষ্টিতে প্রশ্ন।

'পিট লিঙ্কম্যানের রানশে যাবো,' ওল্ডারসনের জানতে না চাওয়া প্রশ্নটার জবাব দিল ব্যালার্ড। 'ওর বউয়ের হাতে তুলে দেবো মিসেস এভার্টকে। তারপর...'

'তারপর?'

বইঘর.কম
কার্তুজ

উত্তর দিল না ব্যালার্ড, উত্তরটা জানে না সে আসলে।

রহস্যময় হাসি হাসল গিবস, বলল, 'ম্যারিনার, বুড়ো খোকা, মেজরকে তুমি খুন করেছ কি না জানি না, কিন্তু কথাটা বলতে চাই না বলেই আগে গেলাম না আর্মির কাছে। ভেবে দেখো, তোমার রানশের ঘোড়া ধরা পড়েছে, প্রত্যক্ষদর্শীরা ওটার পিঠে যাকে দেখেছে বলে দাবি করছে তার বর্ণনার সঙ্গে অনেকখানি মিলে যাচ্ছে তোমার গঠনকাঠামো...তোমার বিরুদ্ধে মামলা দিতে আর কী চাই আর্মির?'

গিবসের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ম্যারিনার। 'তা হলে...তা হলে কেন...

'আমার মনে হয়েছে,' ম্যারিনারকে কথা শেষ করতে দিল না গিবস, 'একটা লোককে ওভাবে ফাঁসিয়ে দেয়ার আগে কাছাকাছি কোনো শহরের মার্শালের সঙ্গে একটু শলাপরামর্শ করে নেয়া উচিত।'

'কিন্তু...কিন্তু...' ম্যারিনার বোধহয় বুঝতে পারছে না কী বলা উচিত, 'যিশুর কিরে, গেল দু'হপ্তায় রানশ ছেড়ে বাইরে কোথাও যাইনি আমি। বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা? ঠিক আছে, ডাকছি বাবুর্চিকে, আমার কথা সত্যি না মিথ্যা, সেটা এখনই জেনে নাও ওর কাছ থেকে।'

'কেন, তোমার বউ কোথায়?' জিজ্ঞেস করল অ্যাণ্ডারসন।

'অনেক আগেই মারা গেছে সে।'

'ঠিক আছে,' কী আর করা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাণ্ডারসন। 'ডাকো তা হলে তোমার বাবুর্চিকে।'

ম্যারিনারের ডাক শুনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল বাবুর্চি, চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি। সম্ভবত তাড়া আছে ওর—হাতের কাজ শেষ করে কোথাও যাবে। পোর্চে এসে হাজির হলো সে। অ্যাণ্ডারসনের প্রশ্নের জবাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'না, আমার মনে হয় না গেল দু'হপ্তায় রানশ ছেড়ে কোথাও গেছে মিস্টার ম্যারিনার। সময়টা দু'হপ্তার বেশিও হতে পারে, আমি নিশ্চিত না আসলে। তবে এটা মনে

বইঘর.কম

আছে, বেশ কিছুদিন আগে এক রাইডারকে নিয়ে কয়েকদিনের জন্য বাইরে ছিল সে, ফিরে এসে আমাদেরকে বলেছে, শীতের বরফ আর হাবিজাবি আবর্জনা সরিয়েছে কয়েকটা ওয়াটারহোল আর ঝরনার কিনারা থেকে।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও এখন,' বাচাল বাবুর্চিকে চলে যেতে বলল অ্যাণ্ডারসন।

চলে গেল লোকটা।

পোর্চে নীরবতা, কেউ কিছু বলছে না।

অ্যাণ্ডারসন ভাবছে, ম্যারিনার যদি মেজরের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে, আগে থেকেই শিখিয়েপড়িয়ে রেখেছে ওর বাবুর্চিকে। তা না হলে জিজ্ঞেস করামাত্র হড়বড় করে এতগুলো কথা বলবে কেন লোকটা?

গিবসের দিকে তাকাল ম্যারিনার। 'যে-ইণ্ডিয়ান আর ওর দুই ছেলে আমাকে দেখেছে বলে দাবি করেছে, ওদের কারও নাম জানো?'

'ওদের নাম জানলেও মনে রাখার উপায় আছে?' পাল্টা প্রশ্ন করল গিবস। 'ওদের নামগুলো কীরকম খটমটে হয়, জানো না?'

'ডব্লিউ.জি.'র এক রাইডারের সঙ্গেও তোমার দেখা হয়েছে, তা-ই না?'

'লোকটা নিজের পরিচয় সেভাবেই দিয়েছে আমাকে।'

'ওর নাম কী?'

ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করার ভান করল গিবস কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'কী যেন বলল...নেলম্যান...নাকি লেম্যান...নাকি...

'লেনর?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে ম্যারিনারেরও। 'বেন লেনর?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই নামটাই বলেছে সে।'

'ডব্লিউ.জি.'র রাইডার?' প্রশ্নটা আবারও জিজ্ঞেস করল ম্যারিনার।

'হ্যাঁ, ডব্লিউ.জি.'র রাইডার।'

বাঁকা হাসি হাসল ম্যারিনার। 'শুনে তো মনে হচ্ছে মেজরের খুনিকে পাকড়াও করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে ওই

বইঘর.কম

আউটফিট।'

'লাগতেই পারে, অস্বাভাবিক কিছু না। আমার কাছে কথাপ্রসঙ্গে লেনর বলেছে, মেজরের সঙ্গে নাকি একরকম বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল ওর মালিকের।'

'ডব্লিউ.জি.'র মালিক? মানে সিনেটর উইল গ্যানোন?'

'হতে পারে।'

আবারও কিছুক্ষণ চুপচাপ।

একসময় অ্যাণ্ডারসন বলল, 'এখন কী করা যায় বলো তো, ম্যারিনার?'

'আমি কী বলবো? তুমি শহরের মার্শাল, আইন রক্ষার দায়িত্ব তোমার হাতে।'

'জানি। কিন্তু প্রথম কথা, আমার কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানায়নি কেউ। দুই, শেরিফ লকহার্ট শুধু খোঁজখবর করার জন্য পাঠিয়েছে ওর ডেপুটিকে, কাউকে গ্রেপ্তার করার কথা বলেনি। কথাটা বলতে পারেও না সে—ওর কাউন্টির বাইরে ওর হুকুম চলবে না। এদিকে কালো গেল্ডিং-এর কথা জানে না আর্মি, তাই ওরাও সাহায্য চায়নি আমার কাছে। তোমাকে যে গ্রেপ্তার করবো সে-উপায়ও নেই, কারণ ইতোমধ্যে অ্যালিবাই উপস্থাপন করেছ তুমি। তা ছাড়া আমি নিজে যদি যেচে পড়ে মামলা দিই, কেসটা যদি আদালত পর্যন্ত গড়ায়, এক ইণ্ডিয়ান আর ওর দুই ছেলের সাক্ষ্য আমলে নেবে না জুরি।'

'কিন্তু বেন লেনর?' ম্যারিনারের কণ্ঠে সন্দেহ। 'সে তো একজন শ্বেতাঙ্গ।'

'তা ঠিক। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার কাছে আসেনি লোকটা। আমার মনে হয়, আর্মি আমার কাছে সাহায্য না চাওয়ার আগ পর্যন্ত যেচে পড়ে কিছু করাটা ঠিক হবে না আমার জন্য।'

থু করে পোর্চের বাইরের মাটিতে থুতু ফেলল ম্যারিনার, গোঁফ মুছল। বোঝা যাচ্ছে বিরক্ত হয়েছে সে, এবং আস্তে আস্তে বাড়ছে ওর বিরক্তি। অ্যাণ্ডারসনকে বলল সে, 'তবে মনে রেখো, মার্শাল, যা বলেছি

বইঘর.কম

আমি, তার একটা শব্দও মিথ্যা না।'

কোনো মন্তব্য করল না অ্যাণ্ডারসন।

কিছু একটা মনে পড়ল ম্যারিনারের, উঠে গিয়ে গেল্ডিংটাকে আরেক নজর দেখে এল সে। গিবসকে বলল, 'ঘোড়াটাকে দেখলে মনে হয় না ইদানীং কেউ স্যাডল পরিয়েছে ওটাকে। কারণ কী?'

'একই প্রশ্ন তো আমারও। কারণ কী?'

ভ্রূ কুঁচকে গিবসের দিকে তাকাল ম্যারিনার। 'কী বলতে চাচ্ছ?'

হাই তুলল গিবস। 'সবাই জানে, রানশের ঘোড়া স্যাডল আর লাগাম ছাড়া ওটার পিঠে চড়তে দেয় শুধু ওর মালিককে, অথবা ওই রানশের কোনো রাইডারকে।'

'তুমি কি বলতে চাও স্যাডল ছাড়াই ওটার পিঠে চেপে রিযার্ভেশন থেকে ব্ল্যাক হিলস পর্যন্ত গেছে খুনি? সম্ভব ব্যাপারটা?'

'স্যাডলের বদলে মোটা কম্বল ব্যবহার করা হলে অসম্ভবের কী আছে? আর ওই যে বললাম, রাইডার যদি খুব পরিচিত কেউ হয়, লাগামের দরকার হয় না ঘোড়ার। ...যা-হোক, এসব ফালতু যুক্তি তুলে এখন আর কোনো লাভ নেই, ম্যারিনার। নির্দোষ হও বা না-হও, ভালোমতোই ফেঁসেছ তুমি। ডালকুত্তার মতো গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে তোমার এখানে ঠিকই হাজির হবে আর্মি, আজ না হয় কাল,' চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল গিবস।

ওর দেখাদেখি উঠে দাঁড়াল অ্যাণ্ডারসনও।

'তুমি এখন কোথায় যাবে?' গিবসকে জিজ্ঞেস করল ম্যারিনার।

'আমি?' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল গিবস। 'যথেষ্ট ধকল গেছে আমার উপর দিয়ে, তাই দু'-একটা দিন বিশ্রাম দরকার, ভাবছি শহরের কোনো হোটেলে উঠবো কি না। সেলুনে বসে মদ খাবো, জুয়া খেলবো, মন চাইলে একটু ফুর্তিফার্তিও করতে পারি। আর হ্যাঁ, কর্তব্যবোধ যদি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে আমার, বলা যায় না, আর্মিপোস্টেও চলে যেতে পারি। ...কিছু মনে কোরো না, ম্যারিনার, কালো গেল্ডিংটাকে হাতছাড়া করতে চাই না আমি; ওটা আমার সঙ্গেই

বইঘর.কম
কার্তুজ

থাক, নাকি? যত যা-ই হোক, ওটাকে অকেজো বলে ঘোষণা দিয়েছ তুমি নিজেই।'

গেল্ডিংটার মতোই কালো হয়ে গেল ম্যারিনারের চেহারা, আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল গিবসকে।

ঘোড়াটা নিয়ে চলে আসছে ওরা বি.এম.-এর সীমানা ছাড়িয়ে, এমন সময় ঘাড় ঘুরিয়ে মেইনহাউসটার দিকে তাকাল অ্যাণ্ডারসন, নিচু গলায় বলল, 'ম্যারিনারকে শক্ত মনের মানুষ বলে মনে হচ্ছে আমার। এত বড় একটা অভিযোগ করা হলো ওর বিরুদ্ধে, অথচ দেখো, তেমন কোনো বিকার নেই লোকটার। আর্মি এখনও জানে না ওর খবর, এবং কথাটা সে-ও জানে। শুধু তুমি আর আমি ফাঁসাতে পারি ওকে। কথাটা মনে রেখো, আর শহরে ফুর্তিফার্তি করার সময় একটু খেয়াল রেখো নিজের পিঠের দিকে—ম্যারিনার অথবা ওর কোনো রাইডারের বুলেটে যে-কোনো সময় ফুটো হয়ে যেতে পারে সেটা।'

'ঝুঁকিটা নেবো আমি,' বলল গিবস। তারপর মনে মনে বলল, 'যতটা বেফিকিরের ভান করছে ম্যারিনার, আসলে ততটা নিশ্চিন্ত না সে—ভয় পেয়েছে ঠিকমতোই। আমি নিশ্চিত শহরে আমার সঙ্গে দেখা করতে যাবে লোকটা...যদি না...আসল ঘটনা জানার জন্য গিয়ে হাজির হয় লেনরের কাছে।'

কী ঘটেছে, তা পিট লিঙ্কম্যানকে বুঝিয়ে বলতে বেশি সময় নিল না ব্যালার্ড। সে কথা শেষ করামাত্র উত্তেজিত হয়ে উঠল লিঙ্কম্যান, পারলে এখনই রওয়ানা করে শহরের উদ্দেশে। ওকে নিবৃত্ত করল ব্যালার্ড, বলল, 'এত নাচানাচি কোরো না। তোমার এখানেও যে-কোনো সময় হামলা করতে পারে জেমস আর ওর লোকেরা। কাজেই নিজের রানশে নিজের লোকদের নিয়ে প্রস্তুত থাকা উচিত তোমার।'

কথাটা বুঝতে পেরে শান্ত হলো লিঙ্কম্যান।

ওল্ডারসনকে নিয়ে শহরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল ব্যালার্ড।

একটা একটা করে দিন যাচ্ছে, আর গরম বাড়ছে। ভেতরে

বইঘর.কম

ভেতরে ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করছে ওল্ডারসন, যদিও চেহারায় সেটা প্রকাশ পেতে দিচ্ছে না। গত দুটো রাত ঠিকমতো ঘুমায়নি সে, জেমস হামলা করতে পারে এই আশঙ্কায় ব্যালার্ডের সঙ্গে বসে থেকেছে লোকটার রানশের বাইরে ওই টিলাটায়। এখন ঘুমে বন্ধ হয়ে আসতে চাচ্ছে চোখ দুটো, অথচ ঘুমানোর উপায় নেই। লড়াইটা ওর না, জানে সে; এ-ও জানে, এ-মুহূর্তে যদি সব ছেড়েছুঁড়ে চলে যায় অনেক দূরে কোথাও, ওর তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। হয়তো নিজের একটা ছাপাখানা আর মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত একটা সংবাদপত্রের ব্যবসা হারাবে সে। কিন্তু পেটে যে-পরিমাণ বিদ্যা আছে, কলম চালানোর চাকরি জুটিয়ে নিতে পারবে যে-কোনো সংবাদপত্রে।

কিন্তু তারপরও যাবে না সে, যেতে পারবে না আসলে; এ-লড়াইয়ের সঙ্গে অনেকদিন ধরে জড়িত থাকার কারণে এটা ওরই লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে, এখন রণে ভঙ্গ দেয়া আর পরাজয় মেনে নেয়া সমান কথা ওর জন্য।

ক্লান্তি বোধ করছে ব্যালার্ডও, কিন্তু একইসঙ্গে বুঝতে পারছে, যতটা সতর্ক হওয়া উচিত ছিল ওর ততটা না হওয়ার মাশুল দিতে হয়েছে ওকে আজ। বুঝতে পারছে, জেমস যে-কাজে এসেছিল সে-কাজটা শেষ করতে পারেনি, তাই নিকট ভবিষ্যতে হয়তো আবারও দেখা হবে শয়তানটার সঙ্গে। এবং দেখা হলে একা কী করতে পারবে ব্যালার্ড? কিচ্ছু না। পিস্তল বা রাইফেল নিয়ে পারবে না সে জেমসের বিরুদ্ধে, আর হাতাহাতি লড়াইয়ে লোকটার সামনে কোনো পাত্তাই পাবে না। কাজেই এখন যা করার, সবাইকে নিয়েই করতে হবে, এবং কাজটা করতে হবে যত জলদি সম্ভব—জেমস আবারও ছোবল দেয়ার আগেই।

গোধূলি মিলিয়ে গেছে, এমন সময় ব্ল্যাক হিলস শহরে হাজির হলো ওরা দু'জন। একটা আস্তাবলে জমা দিল নিজেদের ঘোড়া, একসঙ্গে গিয়ে ঢুকল একটা সাপারহাউসে। চটপট ডিনার করে নিল, তারপর গিয়ে ঢুকল লকহার্টের অফিসে।

বইঘর.কম

লকহার্ট তখন উঠি উঠি করছে—ডিনারে যাওয়ার সময় হয়েছে ওরও। ওল্ডারসন আর ব্যালার্ডকে দেখে, বলা ভালো ওল্ডারসন আর ব্যালার্ডের চেহারা দুটো দেখে আর ওঠা হলো না ওর, একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আপনাআপনি চলে এল ওর চোখে।

'বাড়াবাড়ির কথা বলেছিলে না তুমি?' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে শেরিফের সামনে বসতে বসতে বলল ওল্ডারসন। 'সেটা শুরু করে দিয়েছে জেমস।'

'যেমন?' জিজ্ঞেস করল লকহার্ট।

'সে আর ওর লোকেরা হামলা করেছে এভার্টের রানশে,' জবাব দিল ওল্ডারসন। 'খুন করা হয়েছে এভার্টকে, পুড়িয়ে ছাই করা হয়েছে ওর রানশ।'

'আগুন দেয়া হয়েছে আমার রানশেও,' যোগ করল ব্যালার্ডও, নিজের জন্য আরেকটা চেয়ার টেনে নিয়েছে সে। 'এবং ওদের হামলায় মারা গেছে আমার দুই পাঞ্চার।'

'তোমরা নিশ্চিত কাজটা জেমসের?' বলল লকহার্ট।

'বোকার মতো কথা বোলো না,' চটে উঠল ব্যালার্ড। 'ব্ল্যাক হিলস বেসিনের রানশারদের মধ্যে রেষারেষি থাকতে পারে, মুখ দেখাদেখি বন্ধ থাকতে পারে, কিন্তু সেসব এত বেশি না যে, একজন আরেকজনের রানশে আগুন দেবে, একজন গুলি করে মারবে আরেকজনের পাঞ্চারদের।'

নিজের চেয়ারে হেলান দিল লকহার্ট, আনমনে খুলল ডেস্কের একটা ড্রয়ার, চিন্তার ভাঁজ পড়েছে কপালে।

ব্যালার্ড বলল, 'তোমার কেমন লাগছে জানি না, আমি কিন্তু ভেতরে ভেতরে অসহ্য রাগে কাঁপছি। যেহেতু আইন বলে কিছু একটা আছে আমাদের বেসিনে, এবং যেহেতু আইনের লোক বলে অন্তত একজন হলেও আছে শহরে, সেহেতু কিছু করার আগে তোমার কাছে এসেছি। পয়সাওয়ালা লোক জেমস, তাই নতুন নতুন লোক ভাড়া করার ক্ষমতা আছে ওর, কিন্তু আমরা বাকি রানশাররা যদি একত্রিত

বইঘর.কম

হই ওর বিরুদ্ধে, বিশ্বাস করো এক সপ্তাহের মধ্যে ওর মৃত্যুর খবর পাবে তুমি। কে বা কারা আগেও আগুন দিয়েছিল ওর রানশে, সন্দেহ নেই আবার করা হবে কাজটা, সেই সঙ্গে লুট করা হবে ওর সব ঘোড়া আর গরুবাছুর। নির্বিচারে খুন করা হবে ওর রাইডার আর পাঞ্চারদেরকে। ঘটনাগুলো যখন ঘটবে, তখন যদি বাধা দাও আমাদেরকে, তা হলে তোমার পরিণতিও ভালো হবে না, লকহার্ট।'

'মাথা ঠাণ্ডা করো, ব্যালার্ড,' শান্ত গলায় বলল লকহার্ট।

'আমার জায়গায় তুমি থাকলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারতে? যদি ভোররাতে হামলা করা হতো তোমার রানশে, যদি সেখানে আগুন দেয়া হতো তোমার চোখের সামনে, যদি গুলি করে খুন করা হতো তোমার দু'জন অভিজ্ঞ পাঞ্চারকে, কেমন লাগত তোমার?'

'ভোররাতে, না?' গাল চুলকাল লকহার্ট, অনিশ্চিত একটা ভঙ্গি চেহারায়। 'তারমানে যে বা যারা হামলা করেছে তোমার রানশে, তাদেরকে স্পষ্টভাবে দেখার মতো যথেষ্ট আলো ছিল না তখন?'

একটু থতমত খেয়ে গেল ব্যালার্ড। 'না, ছিল না।'

'ওরা যখন হামলা করেছে, তখন তোমরাও কি জবাব দিয়েছ?'

'হ্যাঁ, দিয়েছি।'

'ওদের আউটফিটের কাউকে আহত বা অক্ষত অবস্থায় ধরতে পেরেছ তোমরা?'

'না।'

'ওদের কারও লাশ পেয়েছ?'

'না।'

'পাছায় গ্র্যাপ্পেলের মার্কা আছে এ-রকম কোনো ঘোড়া ধরতে পেরেছ?'

'না।'

'সব প্রশ্নের জবাবই যখন না, তখন আমাকে তাড়াহুড়ো করতে বলছ কেন? তোমরা সাধারণ মানুষরা ভুলে যাও, আইনের লোকদের হাত কিন্তু বাঁধা থাকে। আইনের লোকেরা চাইলেই যা খুশি তা-ই

বইঘর.কম

করতে পারে না। তোমরা ঢালাওভাবে যে-কারও বিরুদ্ধে যে-কোনো অভিযোগ করতে পারো, আমরা ঢালাওভাবে সেসব গ্রহণ বা বর্জন কোনোটাই করতে পারি না। কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার আগে আমাদের চাই নিরেট প্রমাণ। ভেবে দেখো, তোমাদের বন্ধু গিবসের বিরুদ্ধে নিজের ভাই ফ্রেডকে হত্যার অভিযোগ করেছিল জেমস, ওর কথায় প্রভাবিত হয়ে গিবসের বিরুদ্ধে হুলিয়া পর্যন্ত জারি করেছিলাম আমি, কিন্তু পরে যখন পরিচিত হই লোকটার সঙ্গে, বুঝতে পারি, ওর মতো একটা মানুষ আর যা-ই করুক ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে না। বুঝতে পারি, হুলিয়াটা জারি করার আগে জিনার সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল আমার, কথা বলা উচিত ছিল ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে। কাজেই শেষপর্যন্ত কী হলো? শেষপর্যন্ত আমার হুলিয়া প্রত্যাহার করে নিতে হলো আমাকেই। তারপর থেকে ঠিক করেছি, আর তাড়াহুড়ো করবো না—যার যা খুশি বলুক আমাকে, যার যা খুশি ভাবুক আমার বিরুদ্ধে।'

লকহার্টের দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ব্যালার্ড বলল, 'তারমানে কিছুই করবে না তুমি?'

'কিছুই করবো না কথাটা ঠিক না। ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হবো আগামীকাল সকালে, সেখানে পৌঁছে যা যা দেখার দেখবো সরেজমিন। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবো।'

লকহার্টের দিকে আবারও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর নিঃশব্দে চেয়ার ছাড়ল ব্যালার্ড, অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে।

উঠে দাঁড়াল ওল্ডারসনও, কোনো কথা বলল না লকহার্টের সঙ্গে, বেরিয়ে এল রাস্তায়।

রাত ঘনিয়েছে, এখন আর ফেরা যাবে না, তাই দু'জনে আপাতত গিয়ে উঠল একটা হোটেলে। স্যাডলব্যাগ আর অন্য মালসামান ওদের কামরায় রেখে নীচতলায় নেমে এল দু'জনে, নিজেদের জন্য জায়গা খুঁজে নিয়ে গিয়ে বসল বারের এককোনায়।

বইঘর.কম

ব্যালার্ডকে হুইস্কি অফার করল ওল্ডারসন, কিন্তু সেটা প্রত্যাখ্যান করল সে। রুলেত বা পোকার খেলার ব্যবস্থা আছে নীচতলায়; ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। কিন্তু ওল্ডারসন নিশ্চিত, মন বিষিয়ে থাকার কারণে বিক্ষিপ্ত চিন্তায় হারিয়ে গেছে ব্যালার্ড, কিছুই দেখছে না লোকটা আসলে।

বিক্ষিপ্ত চিন্তা গ্রাস করেছে ওল্ডারসনকেও, হুইস্কির কোনো স্বাদ পাচ্ছে না সে। কী-রকম এক ক্লান্তি আর অবসাদ যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে ওর মনটাকে। বুঝতে পারছে টানা ঘুম দিলে ফুরফুরে হতে পারত মেজাজটা, কিন্তু সে নিশ্চিত, এখন বিছানায় গেলে ঘুম আসতে দেরি হবে অনেক, এমনকী নির্ঘুমও কাটাতে হতে পারে সারারাত। এবং, সবচেয়ে বড় কথা, গিবসকে মনে পড়ছে বার বার; ব্যাপারটা টের পেয়ে আরও গাঢ় হলো ওর বিষাদ।

অদ্ভুত এক বন্ধুত্ব ছিল ওদের দু'জনের মধ্যে। ছিল, কারণ মুহূর্তের আবেগ দু'জনের কাছ থেকে আলাদা করে দিয়েছে দু'জনকে। বন্ধুত্ব পরিণত হয়েছে বন্ধুত্বের আগের সম্পর্কে—এখন ওরা দু'জন দু'জনের কাছে অচেনা যেন। ওল্ডারসনের মনে পড়ে যাচ্ছে সেই দিনটার কথা যেদিন পিস্তলের মুখে ওকে অপহরণ করে নিয়ে এল গিবস, বন্দি করল ডব্লিউ.জি.'র এক লাইনশ্যাকে। তারপর টানা কয়েকটা রাত একসঙ্গে কাটানো—একজন বন্দি, অন্যজন পাহারাদার। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকে আবোলতাবোল কত প্রসঙ্গে দু'জনের বাক্যালাপ। কপালে হয়তো খারাবি ছিল ওল্ডারসনের, কিন্তু ওকে মুক্ত করে দিল গিবস, বিনিময়ে খারাবি ডেকে আনল নিজের কপালে। মাসে চল্লিশ ডলার বেতনের চাকরিটা হারাল। অভিজ্ঞ পাঞ্চার থেকে পরিণত হলো চালচুলোহীন ভবঘুরেতে। কিন্তু কথা রাখল—নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা করল ওল্ডারসনের সঙ্গে। তারপর...চোখধাঁধানো একটা ড্র, টিলার মাথায় অবিশ্বাস্য একটা গানফাইট, পরিত্যক্ত লাইনশ্যাকে আশ্রয় নিতে গিয়ে এক ইণ্ডিয়ান সর্দারের মেয়ের সম্ভ্রম বাঁচানো...কত ঘটনা! এবং সবশেষে, বিদ্যুচ্চমকের মতো—অন্তত ওল্ডারসনের কাছে,

বইঘর.কম

জরজিনা ল্যাকারির আগমন।

মেয়েটার ব্যাপারে ওল্ডারসনকে কখনোই বিশেষ কিছু বলেনি গিবস, কখনোই কোনো ইঙ্গিত দেয়নি; কিন্তু এখন বুঝতে পারছে ওল্ডারসন, ভালোবাসা ঘুণপোকার মতো—কখন যে ভেতরে ভেতরে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয় একটা মানুষের মনকে, টেরই পাওয়া যায় না। কিছু বুঝতে পারেনি হয়তো গিবসও, আর ওল্ডারসনের তো বুঝতে পারার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে ওল্ডারসন, যে-রাতে গিবস ধরা পড়েছিল জেমস আর ওর লোকদের হাতে, সে-রাতে কিছু একটা ঘটেছিল গিবস আর জিনার মধ্যে; এবং সেটা মামুলি কিছু না, তাই শহর ছাড়ার আগে একটুখানি সময়ের জন্য হলেও জিনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিল গিবস।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওল্ডারসন। হয়তো...হয়তো বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল সে গিবসের উপর, তাই ওদের দু'জনের মধ্যে তৃতীয় কারও উপস্থিতি মেনে নিতে পারেনি স্বাভাবিকভাবেই, অথচ তৃতীয় কারও আবির্ভাব খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা ছিল। এটা কি...একধরনের ঈর্ষা? গাঢ় বন্ধুত্বের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া?

কিন্তু এখন এসব ভেবে লাভটাই বা কী? গিবস কোথায় আছে জানে না ওল্ডারসন, বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে তা-ও জানে না। কিন্তু এটা জানে, সামনে কঠিন একটা লড়াই অপেক্ষা করছে ওর জন্য—পারস্পরিক দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকা একদল রানশারকে নিয়ে জেমস ল্যাকারি নামের ধূর্ত আর ভয়ঙ্কর এক কয়োটের মুখোমুখি হতে হবে যে-লড়াইয়ে; দুর্ভাগ্য, লড়াইটা শেষপর্যন্ত হয়তো একাই করতে হবে ওল্ডারসনকে।

ধাক্কা দিয়ে হুইস্কির গ্লাসটা ফেলে দিতে ইচ্ছা করছে ওল্ডারসনের, কিন্তু কাজটা করল না সে। বরং পকেট থেকে একটা ডলার বের করে সেটা চাপা দিয়ে রাখল গ্লাসটা দিয়ে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, এখনও আগের ভঙ্গিতেই বসে আছে ব্যালার্ড।

'চলো, উঠি,' ব্যালার্ডকে বলল ওল্ডারসন, 'রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ি

বইঘর.কম

সকাল সকাল। আগামীকাল থেকে কী আছে আমাদের কপালে কে জানে!'

'আগামীকাল?' ওল্ডারসনের দিকে তাকাল ব্যালার্ড। 'আমার তো মনে হচ্ছে নিজের রানশ ফেলে এখানে আসাটা চরম বোকামি হয়েছে আমার জন্য। লকহার্টকে বোঝাতে পারিনি আমরা, হয়তো পারবোও না কখনও; জেমসের মার খেয়ে খেয়ে মরার চেয়ে এখন ওর উপর হামলা করাটাই উচিত আমাদের জন্য। তুমি কী বলো?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর উঠে দাঁড়াল ওল্ডারসন। 'চলো তা হলে। ব্ল্যাক হিলসের মতো একটা অকাজের শহরে আর এক মুহূর্তও থাকতে রাজি না আমি।'

পঁচিশ

গিবসের জুয়ার ভাগ্য ভালো। শুধু ভালো বললে কম বলা হয় আসলে, বেশ ভালো বলা উচিত। শহরের বড় সেলুনটাতে জুয়া খেলার মোটামুটি অনেক রকমের আয়োজনই আছে, নিজের হোটেলকামরায় সারাটা দুপুর টানা ঘুমানোর পর বিকেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে সেখানে হাজির হয়ে গেল সে। ভারী লাঞ্চের দাম আর হোটেলকামরার একদিনের ভাড়া অগ্রীম দেয়ার পর ওর পকেটে ডলার বলতে আর কিছুই নেই প্রায়, খুচরোখাচরা যা ছিল সব প্রথমে লাগাল সে রুলেতের টেবিলে। প্রথম দানে এক ডলারে পাঁচ, তারপর দ্বিতীয় দানে পাঁচ ডলারে পনেরো ডলার কামিয়ে নিল সে। তৃতীয়, চতুর্থ আর পঞ্চম দান হারল। এরপর মাঝখানের দুটো দান বাদ দিলে বললে আর কোনো পরাজয় নেই; টানা একটা ঘণ্টা খেলল সে, এবং প্রায় পুরোটা সময়ই

বইঘর.কম

ভাগ্যের সহায়তা পেল। যখন সরে এল রুলেত টেবিল থেকে, ততক্ষণে নগদ ষাট ডলার জমে গেছে ওর পকেটে।

একটা আয়েশী ভাব নিয়ে বারে গিয়ে বসল সে, এক রাউণ্ড ড্রিঙ্ক কিনল। ওটা শেষ করে নিজের জন্য জায়গা খুঁজে নিল একটা পোকার টেবিলে। জুয়ার নেশা পেয়ে বসেছে ওকে, তা ছাড়া করার মতো তেমন কিছু নেইও, খেয়াল করল না অসতর্ক হয়ে পড়েছে। তাই আধঘণ্টার মধ্যে ষাট ডলার পরিণত হলো পঁয়ত্রিশে। কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল ওর, সাবধান হলো, ছোট ছোট দানে খেলতে লাগল। এবার ভাগ্য প্রবঞ্চনা করল না ওর সঙ্গে, খোয়ানো পঁচিশ ডলার উঠে আসতে এক ঘণ্টা লাগল। ভাগ্য অনুকূলে আছে দেখে দান বড় করল সে, পার্টনারদের কে কখন কোন্ ভুলটা করছে জানা হয়ে গেছে এতক্ষণে। তাই ডিনারের সময় যখন হলো, চোখেমুখে স্পষ্ট সন্তুষ্টি নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে পোকারের টেবিল ছেড়ে, হ্যাট খুলে সম্মান জানাল পার্টনারদেরকে, আর পকেটে জমা হওয়া এক শ'টা ডলারের জন্য মনে মনে ধন্যবাদ দিল নিজের কপালকে।

এক শ' ডলার—ওর হারানো চাকরির আড়াই মাসের বেতনের সমান টাকা।

যে-সরাইখানায় সকালে নাস্তা খেয়েছে, ডিনার করার জন্য সেখানেই গেল সে। কোনার দিকের একটা টেবিলে বসল, ডিনারের অর্ডার দিল নিজের জন্য, খাবার আসার পর খেতে শুরু করল ধীরেসুস্থে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করেই টের পেল, যথেষ্ট ক্ষুধা লাগার পরও ঠিকমতো খেতে পারছে না, খাবারটা সুস্বাদু হওয়ার পরও স্বাদ পাচ্ছে না—ওর একাকীত্বের সুযোগ নিচ্ছে নিষ্ঠুর স্মৃতি, বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে জরজিনা ল্যাকারির কথা।

'আমি কেন মনে করতে যাবো এমন কাউকে,' নিজের উপর কিছুটা বিরক্ত হয়ে নিজেকেই জিজ্ঞেস করল সে মনে মনে, 'যে ভুলে গেছে আমাকে? কেন বার বার ভাববো এমন কারও কথা, যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমার সঙ্গে? যখন একা থাকবো, তখন কেন

বইঘর.কম

বুঁদ হয়ে থাকবো এমন কারও কল্পনায়, যে আমার শত্রুর বোন?'

'কাজগুলো করবো,' নিজেকেই বলল সে মনে মনে, 'কারণ মেয়েটাকে ভালোবাসি আমি—সে আমাকে পছন্দ করুক বা না-করুক। আমি ওর প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'ঠুনকো আবেগ দিয়ে কাজ কী?' আবারও আত্মজিজ্ঞাসায় জর্জরিত হলো গিবস। 'আমার পকেটে এক শ'টা ডলার আছে, ওই টাকা দিয়ে এ-শহরের সেরা সুন্দরী বেশ্যাকে বিছানায় নেয়া যাবে অনেকবার। কাজেই কী দরকার ভালোবাসাবাসির? শরীরই আসল।'

'তা-ই নাকি?' গিবসের বিবেকের আয়নায় উদয়-হওয়া প্রতিবিম্বটা জিজ্ঞেস করল ওকে। 'তা হলে লিমা যখন খুলে দিল ওর ব্লাউযের কয়েকটা বোতাম, যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল তোমার উপর, তখন ওকে নিলে না কেন? কামনাই যদি আসল হবে, তা হলে কেন লিমাকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরে গেলে জিনার কাছে?'

জবাব দিতে পারল না গিবস।

ওর বিরক্তি বাড়ল আরও। ওয়াইনের কাচপাত্রটা টেনে নিল, সেটাতে ছোট করে চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখল টেবিলের উপর। মনে মনে বলল, 'আমি ভালোবাসি না জিনাকে।'

প্রতিবিম্বটা বলল, 'আচ্ছা? তা হলে বুকে হাত দিয়ে বলো এ-মুহূর্তে যদি জিনা হাজির হয় এখানে, ওর দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। বলো, মেয়েটার উপস্থিতি টের পেয়ে অস্থির হবে না, ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য ছটফট করবে না। বলো, সব পেয়েও সব হারানোর যে-অনুভূতি কাজ করছে তোমার ভেতরে, সেটা জিনার কারণে না।'

ওয়াইনের পাত্রে আরেকবার চুমুক দিল গিবস। মনে মনে বলল, 'আমি ভুলে যেতে চাই জিনাকে।'

প্রতিবিম্বটা বলল, 'মিথ্যুক কোথাকার! একা থাকলেই স্মরণ করছ মেয়েটাকে, কাজ না থাকলে সুখকল্পনার ঘোড়া ছোটাচ্ছ ওকে নিয়ে—এ-ই কি তোমার ভুলে যেতে চাওয়ার নমুনা?'

বইঘর.কম

এমন সময় হালকাপাতলা কারও ছায়া পড়ল ওর টেবিলে।

সেটা লক্ষ করে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল গিবস, কে এসেছে দেখার জন্য চোখ তুলে তাকাল।

সাপারহাউস থেকে সোজা বাসায় যাওয়া উচিত ছিল লকহার্টের, কিন্তু সেটা করতে পারল না সে। অদ্ভুত এক অস্থিরতায় ভুগছে। বার বার কেন যেন মনে হচ্ছে, ওল্ডারসন আর ব্যালার্ডকে আইনের দোহাই দিয়ে ওভাবে প্রত্যাখ্যান না করলেও পারত সে।

ইচ্ছা করলে সাপারহাউসের বারেই বসতে পারত, কিন্তু সেটা না করে বেরিয়ে এল লকহার্ট, কিছুটা হেঁটে গিয়ে ঢুকল মোটামুটি বড় একটা সেলুনে, এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল বারের এককোনায়। একটা আয়না আছে ওর মুখোমুখি, সেটার দিকে তাকিয়ে আছে; যতটা না দেখছে সেলুনটা, তারচেয়ে বেশি দেখছে নিজেকে। মদ খাওয়ায় তেমন রুচি নেই ওর, গলাটা বেশি শুকনো না ঠেকলে অথবা কোনো আবেগে জর্জরিত না হলে সাধারণত পানপাত্র হাতে নেয় না সে। তাই বারটেণ্ডার যখন এসে দাঁড়াল ওর সামনে, লোকটার দিকে না তাকিয়েই বলল, 'হুইস্কি, এক রাউণ্ড।'

কিন্তু হুইস্কির গ্লাসটা যখন ঠক্ করে নামিয়ে রাখা হলো ওর সামনে, সেটাতে চুমুক দেবে কি দেবে না সে-দ্বিধায় ভুগতে ভুগতে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

তা হলে শেষপর্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে জেমস ল্যাকারি? এভার্টকে খুন করে পুড়িয়ে দিয়েছে লোকটার রানশ? আগুন দিয়েছে ব্যালার্ডের রানশেও? ওর হামলায় মারা গেছে ব্যালার্ডের দুই পাঞ্চার?

একটা কথা ঠিকই বলেছে ব্যালার্ড—ব্ল্যাক হিলস বেসিনের রানশারদের মধ্যে রেষারেষি থাকতে পারে, মুখ দেখাদেখি বন্ধ থাকতে পারে, কিন্তু সেসব এত বেশি না যে, একজন আরেকজনের রানশে আগুন দেবে, একজন গুলি করে মারবে আরেকজনের পাঞ্চারদের।

হুইস্কির গ্লাসটা হাতে নিল লকহার্ট, ছোট্ট চুমুক দিল সেটাতে,

বইঘর.কম

স্বভাবসুলভ চিন্তার-ভাঁজ পড়েছে কপালে।

তবে একটা কথা ভুল বলেছে ব্যালার্ড—বেসিনের বাকি রানশাররা যদি আসলেই একত্রিত হয় জেমসের বিরুদ্ধে, একসপ্তাহের মধ্যে না, কয়েকদিনের মধ্যে পরপারের টিকেট হাতে পাবে জেমস।

কিন্তু তাতে কার কী লাভ হবে? নির্বিচারে খুন করার হুমকি দেয়া হয়েছে জেমসের রাইডার আর পাঞ্চারদেরকে, কিন্তু সে-রকম হত্যাকাণ্ডের ফল কবে কোথায় ভালো হয়েছিল? যদি আবারও আগুন দেয়া হয় গ্র্যাপ্পেলে, যদি লুট করা হয় জেমসের সব ঘোড়া আর গরুবাছুর, কার কী ফায়দা হবে? এবং এ-সব যখন ঘটবে তখন যদি আসলেই বাধা দিতে যায় লকহার্ট, ওর পরিণতি যে ভালো হবে না, সেটা ভালোমতোই বোঝে সে।

'আমার জায়গায় তুমি থাকলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারতে?' ব্যালার্ডের উত্তেজিত কণ্ঠটা লকহার্টের কানে বাজছে যেন। 'যদি ভোররাতে হামলা করা হতো তোমার রানশে, যদি সেখানে আগুন দেয়া হতো তোমার চোখের সামনে, যদি গুলি করে খুন করা হতো তোমার দু'জন অভিজ্ঞ পাঞ্চারকে, কেমন লাগত তোমার?'

'যদি আসলেই করা হতো কাজটা,' মনে মনে বলল লকহার্ট, 'তা হলে যে বা যারা করত, তাদেরকে নিজের হাতে গুলি করে মারতাম আমি।'

হ্যাঁ, জেমসের বিরুদ্ধে হয়তো কোনো প্রমাণ নেই অথবা কোনো প্রমাণ যোগাড় করতে পারেনি ওল্ডারসন বা ব্যালার্ড, কিন্তু লকহার্টও কি তা পারবে না? অন্তত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কথা বলে কয়েকটা দিনের জন্য হলেও তো আটকে রাখতে পারবে দানবটাকে, নাকি?

আইনের লোকদের হাত বাঁধা থাকে সত্যি, কিন্তু আইনের লোকেরা আইনের খাতিরে চাইলে এমন কিছু কাজ করতে পারে, যা সাধারণ মানুষ পারে না। হ্যাঁ, রাজ্যের প্রচলিত আইন বলে, কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার আগে নিরেট প্রমাণ দরকার, কিন্তু অভিযোগটা

বইঘর.কম
কাতুজ

আদালত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত অভিযুক্তকে জেলহাউসে আটকে রাখার ক্ষমতা আছে লকহার্টের। গিবসের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল সে, কিন্তু জেমসের সঙ্গে কি নতুন করে পরিচিত হওয়ার দরকার আছে?

সুতরাং আগামীকাল না, বাকি হুইস্কি একচুমুকে শেষ করে মনস্থির করল লকহার্ট, ঘটনাস্থলের উদ্দেশে এখনই রওয়ানা হবে সে।

বাকিটা, পকেট থেকে একটা ডলার বের করে সেটা হুইস্কির খালি গ্লাস দিয়ে চাপা দেয়ার সময় ভাবল, জায়গামতো গিয়ে বোঝা যাবে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গিবসের মুখোমুখি বসে পড়ল বাইড ম্যারিনার।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো অবস্থা হয়েছে গিবসের। মনে মনে স্বীকার করল, যদিও ওর অনুমান ঠিক হয়েছে, তারপরও ম্যারিনারকে ওর সামনে হাজির হতে দেখে হতাশ হয়েছে সে—আশা করেছিল হালকাপাতলা ছায়াটা জিনারই। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সঙ্গী পাওয়া গেছে একজন, তারমানে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মুক্তি পাওয়া গেছে একাকীত্বের যন্ত্রণা থেকে, যতক্ষণ সঙ্গে থাকবে ম্যারিনার ততক্ষণ বোলতা হয়ে হুল ফোটাবে না জিনার স্মৃতি।

নিজেকে সামলে নিল গিবস, ওয়েটারকে ডেকে ম্যারিনারের জন্যও ডিনারের অর্ডার দিল। লোকটা চলে যাওয়ার পর বলল, 'খেয়ে নাও। চেহারা দেখে বুঝতে পারছি ডিনার করা হয়নি তোমার। খেতে খেতে কথা বলা যাবে।'

শরীরটা হালকাপাতলা হলেও ম্যারিনার খেতে পারো ভালো, এই বয়সেও। ঝটপট তিনটা বেকন আর এক প্লেট সিদ্ধ শিমের-বিচি চালান করে দিল সে নিজের পেটে, তারপর টেনে নিল সুপের বাটিটা। বলল, 'তুমি কি নিশ্চিত ডব্লিউ.জি.'র যে-রাইডারের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার, ওর নাম লেনর?'

'বেন লেনর—নামটা যদি পরিচিত হয়ে থাকে তোমার কাছে।'

বইঘর.কম

ঝট করে মুখ তুলে তাকাল ম্যারিনার। 'কী বলতে চাও?'

'মেজর স্টেলম্যানের সঙ্গে যেমন খাতির ছিল গ্যানোনের, আমার মনে হয় লেনরের সঙ্গেও তেমন দোস্তি আছে তোমার। তোমাকে জানিয়েই তোমার রানশ থেকে একটা ঘোড়া সরিয়েছে সে ওর কোনো রাইডারকে দিয়ে, তারপর খুন করিয়েছে মেজর স্টেলম্যানকে।'

গিবসের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে ম্যারিনার, কিছু বলছে না।

'আমি বলতে চাই, মেজর স্টেলম্যানের খুনের সঙ্গে তুমি জড়িত। তোমার ওখানে যখন গিয়েছিলাম, আমার কর্তব্যবোধের কথা বলেছিলাম; সেটা আস্তে আস্তে পেয়ে বসছে আমাকে, ঠিক করেছি কাল সকালে আর্মিপোস্টে যাবো।'

এক চামচ সুপও মুখে দিতে পারেনি ম্যারিনার, চেহারাটা আবার কালো হয়ে গেছে ওর। 'মেজরের খুনের সঙ্গে জড়িত না আমি।'

'সে-সিদ্ধান্ত নেয়ার তুমি কে? আগে আর্মি অফিসারদের শুনতে দাও সব, তারপর ওরাই ঠিক করবে কে দোষী আর কে নির্দোষ।'

'যদি আমি তোমাকে বলে দিই সবকিছুর পেছনে কে আছে, তা হলে কি আমার কথা চেপে যাবে আর্মির কাছে?'

'সবকিছুর পেছনে তুমিই আছো, এবং তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।'

'না,' চিৎকার করে উঠল ম্যারিনার, সঙ্গে সঙ্গে স্থান-কাল-পাত্রের কথা মনে পড়ে গেল ওর, সামলে নিল নিজেকে। নিচু গলায় বলল, 'কথা দাও, সব শোনার পর আমার যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেটা দেখবে।'

'খুনের কাজে ব্যবহৃত ঘোড়ায় তোমার রানশের মার্কা আছে—নতুন করে আর কী ক্ষতি হবে তোমার? নিজের যা ক্ষতি করার তা অনেক আগেই করে বসে আছো তুমি। আসলে তোমার কথা ভেবে খারাপই লাগছে আমার; কারণ ফাঁসিতে হয়তো ঝুলবে না তুমি, কিন্তু যাবজ্জীবন খেটে জেল থেকে বের হওয়ার আগেই,' হতাশ ভঙ্গিতে

বইঘর.কম

মাথা নাড়ল গিবস, 'মারা পড়বে। তোমার মতো বয়সে যাবজ্জীবনের ঠেলা সামলাতে পারে ক'জন?'

আবারও কিছুক্ষণ গিবসের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ম্যারিনার। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, তা হলে কী করতে হবে এখন আমাকে?'

'আমার সঙ্গে যেতে পারবে ব্ল্যাক হিলসে? শেরিফ লকহার্টের কাছে জবানবন্দি দিতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিল ম্যারিনার, কাজটা করতে আপত্তি নেই ওর।

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল গিবসও, ওর ঠোঁটের কোনায় সন্তুষ্টির একচিলতে হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, 'খাওয়া শেষ করো। তারপর বিছানায় গড়িয়ে নেয়ার জন্য ঠিক দু'ঘণ্টা সময় পাবে। তারপর ধীরেসুস্থে ব্ল্যাক হিলসের উদ্দেশে রওনা হবো আমরা।'

বিরতি দিয়ে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গভীর রাতে গ্র্যাপ্পেলে হাজির হলো লকহার্ট। রানশের উঠানে ঢুকল সে, বাঙ্কহাউসের সামনে নামল ঘোড়া থেকে। অনেকখানি পুড়ে গেছে বাড়িটা। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, এত রাতেও ঘুমায়নি জেমস, পোর্চে জনা আটেক রাইডারকে নিয়ে বসে আছে সে, পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বৈঠক করছে সম্ভবত। লকহার্টকে চিনতে পেরে আলোচনা থেমে গেছে ওদের, ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সবাই।

সময় নষ্ট না করে জেমসের দিকে এগিয়ে গেল লকহার্ট। ওকে এগোতে দেখে উঠে দাঁড়াল সবাই, কেউ কেউ পোর্চ থেকে নেমে সরে গেল কিছুটা দূরে।

'আমার সঙ্গে শহরে যেতে হবে তোমাকে, জেমস,' পোর্চের সামনে থেমে দাঁড়িয়ে বলল লকহার্ট, 'এখনই।'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল জেমস। 'কথা শুনে মনে হচ্ছে আমার জন্য কোনো পরী দেখেছ তুমি, ওকে এখনই বিয়ে না করলে আরও পাত্র

বইঘর.কম

লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাজটা করার জন্য।'

হা হা করে হেসে উঠল জেমসের কয়েকজন রাইডার।

'শহরে চলো,' জেমসের ব্যঙ্গ স্পর্শ করেনি লকহার্টকে।

'কেন?'

'আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে, এবং দিন দিন আরও ঘটছে। একাধিক লোক অভিযোগের আঙুল তুলেছে তোমার দিকে। সেসব আমলে নেয়ার আগে কয়েকটা দিন তোমাকে আটকে রাখতে চাই আমি।'

এবার হা হা করে হাসল জেমস। 'যদি না যাই?'

'তা হলে শহরে ফিরে গিয়ে হুলিয়া জারি করবো তোমার নামে, তারপর একটা পাসি গঠন করে তোমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবার আসবো এখানে।'

নিচু করে শিস দিল জেমস। নিজের রাইডারদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'আমাদের শেরিফ অনেক কাজের হয়ে গেছে ইদানীং।' দু'পা ছড়িয়ে দিল, দু'হাত ভাঁজ করল বুকের উপর। 'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী, জানতে পারি?'

'জন এভার্টকে খুন করেছ তুমি, পুড়িয়ে ছাই করেছ ওর রানশ। আগুন দিয়েছ উইল ব্যালার্ডের রানশেও, তোমাদের হামলায় মারা গেছে ওর দুই পাঞ্চার।'

'কবে?'

'গতকাল রাতে।'

এবার নিঃশব্দ কিন্তু চওড়া হাসি দেখা দিল জেমসের চেহারায়। 'প্রমাণ কী?'

'দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী—একজন উইল ব্যালার্ড নিজে, আরেকজন ম্যাক ওল্ডারসন।'

'কাজ হবে না,' ঠোঁট ওল্টাল জেমস, 'আদালতে টিকবে না তোমার অভিযোগ। কারণ তোমার আছে মাত্র দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী, অথচ আমার আছে কমপক্ষে বারোজন।'

বইঘর.কম
কার্তুজ

'বারোজন?'

'হ্যাঁ। কম করে হলেও একডজন লোক দেখেছে, গত দুটো দিন গ্র্যাপ্পেল ছেড়ে কোথাও যাইনি আমি, কারও রানশে আগুন দেয়া অথবা কারও পাঞ্চারকে গুলি করে মারা তো পরের কথা।'

'ওই একডজন লোক কি তোমারই রানশের?'

'আমার রানশের হবে না তো কি অন্য কারও রানশের হবে? নিজের রানশ আছে আমার, নিজের ঘরবাড়ি আছে, কোন্ দুঃখে অন্য কোথাও রাত কাটাতে যাবো?'

'ঠিক আছে, এসব কথা আমার সামনে না-বলে আদালতে যখন শুনানি চলতে থাকবে তখন বোলো। এখন চলো আমার সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, পাগলা কুত্তার কামড় খেয়েছি তো আমি—তোমার সঙ্গে শহরে গিয়ে সুড়সুড় করে ঢুকে পড়ি জেলহাউসে, আর আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বেসিনের অন্য রানশাররা হামলে পড়ুক গ্র্যাপ্পেলের উপর, দখল করুক সবকিছু, নাকি? তোমাকে খুঁজে বের করার জন্য শহরে ছিলাম কয়েকটা দিন, সে-সুযোগে আগুন দেয়া হয়েছে আমার এখানে, ভুলে গেছ?'

'সে-রকম আর কিছু হবে না, জেমস, নিশ্চয়তা দিচ্ছি।'

'ও...ভাগ্যবিধাতার সঙ্গে তা হলে নিয়মিত চিঠি চালাচালি হয় তোমার?'

হাসির আওয়াজ শোনা গেল আরও একবার।

'তারমানে আমার সঙ্গে যাবে না তুমি?' চেহারা কঠোর হয়েছে লকহার্টের।

'না।'

'তা হলে জোর করে নিয়ে যেতে হবে তোমাকে,' পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল লকহার্ট।

কিন্তু অস্ত্রটা ছুঁতে পারল না সে—কে যেন পেছন থেকে প্রচণ্ড লাথি হাঁকাল ওর কোমরে। হুমড়ি খেয়ে কয়েক পা আগে বাড়তে বাধ্য হলো লকহার্ট, সঙ্গে সঙ্গে যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ল ওর চোয়ালে—মুহূর্তের

বইঘর.কম

মধ্যে উঠানে নেমে এসে ওকে ঘুসি মেরেছে জেমস।

লকহার্টের চোখের সামনে হাজারটা তারা জ্বলে উঠল, টের পেল না কখন আছড়ে পড়ল উঠানের ধুলোয়, টের পেল না কখন পিস্তলটা সরিয়ে নেয়া হলো ওর হোলস্টার থেকে। তারপর জেমসের এক রাইডারের কয়েকটা সবুট লাথি যখন আছড়ে পড়ল ওর পাঁজরের হাড়ে, বোবা আর্তনাদে দম আটকে আসার মতো অবস্থা হলো বেচারার।

ওকে ঘিরে ধরে দাঁড়িয়ে গেছে জেমসের রাইডাররা—যেন প্রভুর নির্দেশের অপেক্ষা করছে একদল কুকুর।

কিন্তু জেমস কিছু বলছে না, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে লকহার্টকে, উপভোগ করছে ওর দুরবস্থা। কিছুক্ষণ পর বলল, 'একটা কথা মনে রেখো, লকহার্ট। তোমাকে ক্ষমতায় বসিয়েছিলাম আমিই, এবং সেটা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলহাউসে ঢোকানোর জন্য না। মনে রেখো, আমি যাকে শেরিফ বানাতে পারি, তাকে শেরিফের পদ থেকে টেনেহিঁচড়ে নামাতেও পারি।'

লকহার্ট কিছু বলল না, কিছু বলার মতো অবস্থা ফিরে পায়নি এখনও।

'গিবসের মতো সামান্য এক পাঞ্চার যেখানে গায়েব করে দিয়েছিল তোমাকে,' বলে চলল জেমস, 'সেখানে আমি কী হাল করতে পারি তোমার, ভেবে দেখো। এখনই যদি গুলি করে মারি তোমাকে, তারপর যদি আমার রানশেই দাফন দিই, কেউ কোনোদিন কিছু বুঝতে পারবে? কাজেই দূরে থাকো আমার থেকে, যতখানি সম্ভব।'

হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠে বসল লকহার্ট, কাশছে, যে-কোনো কারণেই হোক কাঁপছে অল্প অল্প। বিষদৃষ্টিতে একবার তাকাল জেমসের দিকে, তারপর নিজের উপর জোর খাটিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল ওর ঘোড়ার দিকে, চড়ে বসল স্যাডলে। গুঁতো দিল ঘোড়ার পেটে, ওকে পিঠে নিয়ে গ্র্যাপ্পেলের বাইরে চলে এল জন্তুটা।

বইঘর.কম
কার্তুজ

বেশ কিছুদূর আসার পর রাশ টানল লকহার্ট, মূর্তির মতো বসে থাকল স্যাডলে। টের পাচ্ছে, অসহ্য রাগে কাঁপছে ওর শরীর, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। জেমসের মতো একটা গুণ্ডার সামনে কতখানি অসহায় সে, টের পেয়ে আরও বাড়ছে ওর কষ্টটা।

জেমসের বিরুদ্ধে পাসি গঠন করার হুমকিটা ছিল আসলে একটা ধোঁকাবাজি, এবং তাতে একটুও ভয় পায়নি গুণ্ডাটা। ব্ল্যাক হিলস বেসিনের রানশাররাই যেখানে স্বার্থপর, সেখানে শহরের লোকেরা নিজেদের জানের মায়া ত্যাগ করে আর কাজ বাদ দিয়ে লকহার্টের পিছন পিছন ঘুরে বেড়াবে কেন? নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে নিজেদের চামড়া বাঁচানোটাকে খাওয়া-পরার মতোই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে শহরের বেশিরভাগ লোক।

তারমানে, এখন থেকে একাই কাজ করতে হবে লকহার্টকে।

এবং আজ থেকে কাজটা শুধু জেমস ল্যাকারির বিরুদ্ধেই হবে, সিদ্ধান্ত নিল সে।

শেরিফ চলে যাওয়ার পর নিজের সব লোককে জড়ো করল জেমস। গুনে দেখল, সে বাদে আর পনেরোজন আছে রানশে। ওদেরকে দুটো দলে ভাগ করে ফেলল সে। একটা দলের নেতৃত্বে থাকল নিজে, সঙ্গে ছ'জন রাইডার। আরেকটা দলের নেতৃত্বে ওর এক রাইডার—অস্থায়ী ফোরম্যানের দায়িত্ব পেয়েছে সে, নাম ম্যাট, সঙ্গে গ্র্যাপ্লেলের হর্সর‍্যাঙ্গলার, বাবুর্চি এবং আরও ছ'জন রাইডার।

দ্বিতীয় দলটাকে রানশ পাহারার দায়িত্ব দিল জেমস—যদি ঠিক ঠিকই পাসি গঠন করতে সক্ষম হয় লকহার্ট, ওরা যদি হামলা করতে আসে গ্র্যাপ্লেলে, অথবা যদি অন্য রানশাররা আক্রমণ করে এখানে, তা হলে নিজের লোকদের নিয়ে সামাল দেবে ম্যাট।

নিজের ছ'রাইডারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল জেমস, আজ ভোররাতে গজব নাজিল করবে অন্য কোনো রানশের উপর।

গিবস ভেবেছিল, ম্যারিনার আসলে বাচাল একটা লোক। কিন্তু ওকে নিয়ে রওয়ানা দেয়ার পর ভুল প্রমাণিত হলো ওর ধারণা। প্রয়োজন ছাড়া একটা কথাও বলছে না ম্যারিনার, এমনকী দরকার না পড়লে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছেও না গিবসের দিকে। একটানা বেশ কিছুক্ষণ চলার পর শহর থেকে যখন যথেষ্ট দূরে এসে পড়ল দু'জনে, দিগন্তবিস্তৃত ময়দানে একটা বেঁটে পাহাড়সংলগ্ন ঝরনার ধারে যাত্রাবিরতি করল গিবস।

ছোট করে ক্যাম্প করল সে, সময় নিয়ে আগুন জ্বালাল, জুয়া খেলে কামাই করা টাকা দিয়ে কেনা বেশকিছু বেকন থেকে কয়েকটা গরম করে নিল, কফি বানাল। ওই টাকা দিয়ে নিজের জন্য গানবেল্টসহ চমৎকার একটা সিক্সশুটার আর একটা কোল্টও কিনেছে সে,ওল্ডারসনের দেয়া পিস্তলটা ব্যবহার করছে না আপাতত। বেকন আর কফি নিয়ে আগুন থেকে কিছুটা দূরে, ম্যারিনারের মুখোমুখি বসে পড়ল।

এখনও চুপ করে আছে ম্যারিনার, আত্মচিন্তায় বিভোর সম্ভবত। গিবসের বাড়িয়ে দেয়া বেকনের-প্লেটটা নিঃশব্দে নিল সে, সময় নিয়ে খাচ্ছে। মাঝেমধ্যে চুমুক দিচ্ছে কফির মগে।

'জানো, শহর ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর থেকে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে আমার,' কফির মগে আরেকবার চুমুক দিয়ে মৌনতা ভাঙল ম্যারিনার।

'কী রকম?'

'কেন যেন মনে হচ্ছে, বেন লেনরের সঙ্গে পূর্বপরিচয় আছে তোমার।'

একটুখানি থমকাল গিবস, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'মনে হওয়ার কারণ?'

একদৃষ্টিতে গিবসের দিকে তাকিয়ে ছিল ম্যারিনার, গিবসের থমকে ওঠাটা নজর এড়ায়নি ওর। স্পষ্ট সন্দেহ দেখা দিল ওর চোখে। বলল, 'জানি না। কিন্তু মনে হচ্ছে।'

বইঘর.কম

কিছু বলল না গিবস, ধীরেসুস্থে শেষ করল বেকনটা। তারপর কফি শেষ করে এগিয়ে গেল ঝরনার দিকে, ধুয়ে আনল প্লেট আর মগ।

ততক্ষণে খাওয়া শেষ করেছে ম্যারিনারও, নিজের প্লেট আর মগ ধুয়ে আনার জন্য শূথ পায়ে ঝরনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। গিবসকে পাশ কাটিয়ে কয়েক কদম গেছে, এমন সময় পেছন থেকে সিক্সগান কক্ করার শব্দ শুনে বরফের মতো জমে গেল সে।

'ঠিকই বলেছ, ম্যারিনার,' শান্ত গলায় বলছে গিবস, 'বেন লেনরের সঙ্গে পূর্বপরিচয় আছে আমার। ওর অধীনে কাউপাঞ্চিং-এর কাজ করি যেহেতু, সেহেতু ওর সঙ্গে পরিচয় না থাকাটা আসলে খুবই অস্বাভাবিক। ...কষ্ট করে প্লেট আর মগ ধুতে হবে না তোমাকে, ওগুলো ছেড়ে দাও হাত থেকে। আর মাথার উপর হাত তুলে খুব সাবধানে ঘোরো আমার দিকে। মনে রেখো, আমি যদি সারারাত ধরেও গুলি চালাই তোমার উপর, শহরের কেউ শুনতে পাবে না আওয়াজ, আর শুনলেও বাঁচাতে আসবে না তোমাকে।'

হাত থেকে প্লেট আর মগ ফেলে দিল ম্যারিনার। ধীরে ধীরে হাত তুলল মাথার উপর, তারপর আরও বেশি সময় নিয়ে ঘুরল গিবসের দিকে। ওকে স্থির দৃষ্টিতে দেখল কিছুক্ষণ, দেখল ওর হাতেধরা চকচকে সিক্সশুটারটা। বলল, 'কী হচ্ছে, জানতে পারি?'

'অবশ্যই পারো,' তরল গলায় বলল গিবস। 'খুন করা হচ্ছে তোমাকে।'

'খুন?'

'হ্যাঁ, খুন। কারণ তোমাকে যেভাবেই হোক নিরালা কোনো জায়গায় নিয়ে এসে শেষ করে দেয়ার আদেশ আছে আমার উপর।'

'আদেশ?' গলা কাঁপছে ম্যারিনারের, 'সেটা কে দিয়েছে, জানতে পারি?'

'অবশ্যই পারো।'

'কে?'

'সিনেটর উইল গ্যানোন।'

বইঘর.কম

ছাব্বিশ

পিট লিঙ্কম্যানের নেতৃত্বে থাকা দু'জন রানশার আর ছ'জন রাইডারের দলটা ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে গ্র্যাপ্পেলের বাইরে। প্রথমে লকহার্টকে ঢুকতে আর বের হতে দেখল ওরা, তার ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট পর দেখল কয়েকজন রাইডারসহ বের হলো জেমস নিজে।

ঘন জঙ্গলের কিনারায় লুকিয়ে ছিল লোকগুলো, স্থান পরিবর্তন করে একটা ঢাল বেয়ে চুপিসারে এগিয়ে এল কিছুটা। হাত তুলল লিঙ্কম্যান, থামল সবাই।

'যদি ভুল না হয় আমার,' সতর্ক আর নিচু কণ্ঠে বলল লিঙ্কম্যান, 'ভেতরে দশজনের বেশি লোক থাকার কথা না। তারমানে আমাদের সমানই ধরা যায়। আমরা যদি প্রথমে হামলা করি, জয়লাভের সম্ভাবনা আমাদেরই বেশি। এবার আসল কথা বলি। যা করতে যাচ্ছি আমরা, তা আইনের চোখে ঠাণ্ডামাথার খুন ছাড়া আর কিছু না। কারও যদি আপত্তি থাকে, এখনই সরে যাও; না হলে হয় নিজে মরবে, নইলে আমাদের মারা যাওয়ার পেছনে ভূমিকা পালন করবে।'

'হুঁ,' সায় জানাল দলের কোনো একজন, 'দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই করা উচিত কাজটা।'

নীরবতা।

'মনে রেখো,' বলল লিঙ্কম্যান, 'নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছে জেমস, একই কাজ করা ছাড়া উপায় নেই আমাদের। জন এভার্টের কী হাল করে ছেড়েছে সে ভুলে যেয়ো না কেউ। একটু আগে দলসহ

বেরিয়ে গেল সে, ঈশ্বর জানে কার কপালে খারাবি আছে আজ রাতে!'

তবুও নীরবতা, কেউ মুখ খুলছে না।

মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে হাতের ইশারায় এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল লিঙ্কম্যান।

কীভাবে কী করবে ঠিক করা ছিল আগে থেকেই, তাই দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল ওরা। প্রতিটা দলে চারজন করে সদস্য, সবাই সশস্ত্র। লিঙ্কম্যানের নেতৃত্বে থাকা দলটা গ্র্যাপ্পেলের বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে, পজিশন নিল হে-শেডের আশপাশে।

বেশ কিছুক্ষণ নিথর দাঁড়িয়ে থাকল ওরা; কিন্তু গ্র্যাপ্পেলের কোনো রাইডারের উপস্থিতি টের পেল না। আবারও এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিল লিঙ্কম্যান।

সতর্ক পায়ে আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গেল ওরা চারজন, থামল কিছুক্ষণের জন্য। এখন আরও কাছে চলে এসেছে মেইনহাউস।

সঙ্গীদের ছাড়িয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেল লিঙ্কম্যান; মেইনহাউসের বাইরে, পোর্চে দাঁড়িয়ে থাকা এক পাহারাদারকে দেখতে পেয়েছে। রানশের একদিকে অবহেলায় ফেলে রাখা কয়েকটা পিপার আড়ালে ঢুকে পড়ল লিঙ্কম্যান, মাথাটা একটুখানি বের করে তাকাল পাহারাদারের দিকে। হাতের রাইফেলটা তুলল কাঁধে, দরকার মনে করলে গুলি করবে।

কিন্তু সে-রকম কোনো দরকার হলো না, কারণ মেইনহাউসের ভেতর থেকে আসা অনুজ্জ্বল আলোয় বোঝা যাচ্ছে ঘুম পাচ্ছে পাহারাদার লোকটার, বার বার হাই তুলছে সে, বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে বাড়ির ভেতরের দিকে।

হাতের ইশারায় সঙ্গীদের আরও কাছে আসতে বলল লিঙ্কম্যান। ওরা এসে পিপাগুলোর আড়ালে দাঁড়ানোর পর পাহারাদার লোকটাকে দেখিয়ে খুবই নিচু গলায় বলল, 'পাহারার কাজে কোনো মনোযোগই নেই ওর। ঘুমাতে পারলে বাঁচে সে। সুযোগটা নেবো আমরা। ঘিরে ফেলবো বাঙ্কহাউসটা। আমি ইশারা করামাত্র মাথা নিচু করে তোমরা

বইঘর.কম

একেকজন ছুট লাগাবে একেকদিকে, শুধু খেয়াল রেখো মাটিতে পড়ে-থাকা আলগা কোনোকিছু যাতে ছিটকে না যায় তোমাদের লাথি খেয়ে।'

দশ মিনিটের মধ্যে বাঙ্কহাউসটা ঘিরে ফেলল ওরা চারজন।

সম্ভবত মাত্র একটা লণ্ঠন জ্বলছে বাঙ্কহাউসের ভেতরে, উজ্জ্বলতা দেখলেই বোঝা যায় কমিয়ে রাখা হয়েছে আলো। বাইরে সামান্য কিছু আলো আসছে, অযত্নে বেড়েওঠা নলখাগড়ার কয়েকটা ঝোপ শুধু আলোকিত হয়ে আছে সে-আলোয়, বাঙ্কহাউসের বাকিটা ঘিরে অন্ধকার।

একদিকের জানালা ঘেঁষে দাঁড়াল লিঙ্কম্যান, মাথাটা উঁচু করল আস্তে আস্তে। জানালার কাচ ভেদ করে ওর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ভেতরে।

সেণ্টার টেবিল ঘিরে বসে আছে দু'জন লোক, ওদের রাইফেল দুটো নামিয়ে রেখেছে টেবিলের উপর। মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে আছে আরেকজন, চিন্তার ভাঁজ ওর কপালে, তাসের প্যাকেট খুলে নিয়ে বসেছে—সলিটেয়ার খেলায় ব্যস্ত। ভেতরে কে যেন কিছু একটা বলল এমন সময়, শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল খেলায় ব্যস্ত লোকটা, কিন্তু কিছু না বলে আবার মন দিল খেলায়।

জানালা থেকে কিছুটা দূরে সরে গেল লিঙ্কম্যান, হাতের রাইফেলটা আস্তে আস্তে তুলল কাঁধে, বাড়ন্ত উত্তেজনা সামাল দিতে লম্বা করে দম নিল আর ছাড়ল কয়েকবার, তারপর সলিটেয়ার খেলায় ব্যস্ত লোকটার চাঁদি নিশানা করে টান দিল ট্রিগারে।

সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা পেছনদিকে হেলে পড়ল সলিটেয়ায় খেলায় ব্যস্ত ম্যাটের, একমুহূর্ত পরই চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে, আর কোনোদিন তাস নিয়ে বসা হবে না ওর।

রাইফেলের গর্জন মিলিয়েছে কি মিলায়নি, সঙ্গে সঙ্গে পাহারাদারকে গুলি করল লিঙ্কম্যানের দুই সঙ্গী। রাইফেলের শব্দ শোনামাত্র ঝিমুনি ছুটে গিয়েছিল লোকটার, বাঙ্কহাউসের ভেতরে ঢুকে পড়ার নিয়তে দরজার উদ্দেশে ছুট লাগিয়েছিল সে, পাল্লাটা হাঁ করে

বইঘর.কম

দিয়ে ওর লাশ পড়ল ভেতরে।

লিঙ্কম্যানের দলের চতুর্থ লোকটা হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে দরজার সামনে, কাঁধে ঠেকানো রাইফেলের ট্রিগারে টান দিচ্ছে বার বার, একের পর এক বুলেট পাঠাচ্ছে বাঙ্কহাউসের ভেতরে। ওদিকে লিঙ্কম্যানের রাইফেলও জ্যান্ত হয়ে উঠেছে আবার, সে-ও সমানে গুলি করছে। পাহারাদারকে গুলি করেই আরেকটা জানালার কাছে এগিয়ে গেছে দলের বাকি দু'জন সদস্য, কনুই দিয়ে জোরে গুঁতো দিয়ে ভেঙে ফেলেছে কাচ, ভাঙা জায়গা দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে সিক্সশুটারধরা হাত, বার বার টান দিচ্ছে ট্রিগারে।

বাঙ্কহাউসের প্রতিটা বাঙ্ক, প্রতিটা কোনা নিশানা করে গুলি করছে ওরা সবাই মিলে।

কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র, তারপর যেভাবে আচমকা শুরু হয়েছিল গোলাগুলি, সেভাবে হঠাৎ করেই থেমে গেল।

নীরবতা।

বাতাসে পোড়া বারুদের কড়া গন্ধ।

খালি রাইফেলটা নামিয়ে রেখে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল লিঙ্কম্যান, সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'চলো ভেতরে ঢুকে পড়ি।'

বাঙ্কহাউসের একটা কোনা ঘুরে ঢুকে পড়ল সে খোলা দরজা দিয়ে, পেছন পেছন ঢুকল ওর দুই সঙ্গী।

একটা ম্যাচকাঠি জ্বালাল লিঙ্কম্যান। মেঝেতে পড়েথাকা দুটো লাশ টপকে ঢুকল আরও ভেতরে। ম্যাচকাঠিটা নিভে গেল, আরেকটা কাঠি জ্বালাতে হলো লিঙ্কম্যানকে। বুলেটের আঘাতে চুরমার হয়ে গেছে লণ্ঠনের চিমনি, নিভে গেছে সেটা, সলতে ঘুরিয়ে আবার আগুন ধরাল লিঙ্কম্যান। সে-আলোয় পাহারাদার বাদে মোট ছ'টা লাশ দেখতে পাওয়া গেল। একটা বাঙ্কের কোনা ঘেঁষে পড়ে আছে দু'জন। দু'জন পড়ে আছে সেন্টার টেবিলের কাছে, রাইফেল হাতে নেয়ার সুযোগটা পর্যন্ত পায়নি ওরা। এককোনায় একলা মরে পড়ে আছে ম্যাট। ছ'নম্বর লোকটার লাশ পাওয়া গেল একটা জানালার চুরমার-হওয়া পাল্লার

বইঘর.কম

নীচে।

'একসঙ্গে করো সবগুলো লাশ,' সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল লিঙ্কম্যান।

তাড়াহুড়ো করে করা হলো কাজটা।

একটা লাশের উপর নিজের হাতেধরা লণ্ঠনটা ফেলে দিল লিঙ্কম্যান, তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে নিয়ে এল একদিকের দেয়ালে ঝোলানো একটা ওয়ালল্যাম্প। ওটার সবটুকু কেরোসিন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিল বাঙ্কহাউসের বিভিন্ন কোনায়। ইঙ্গিতে বেরিয়ে যেতে বলল সঙ্গীদের, তারপর আরেকটা ম্যাচকাঠি জ্বালিয়ে ছুঁড়ে মারল, সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে বেরিয়ে এল নিজে। থামল না, গিয়ে আশ্রয় নিল পিপাগুলোর আড়ালে, ওর দেখাদেখি একই জায়গায় জড়ো হলো দলের বাকিরা।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ওরা, আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে বাঙ্কহাউসের আগুন। লালচে কমলা লকলকে শিখাগুলো যখন লাফিয়ে লাফিয়ে বের হচ্ছে কয়েকটা জানালা দিয়ে, তখন সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল লিঙ্কম্যান, 'যার যার অস্ত্র রিলোড করে নাও তোমরা। এবার মেইনহাউসের দিকে যাবো আমরা। আশা করি সেটা এতক্ষণে সফলভাবে ঘিরে ধরতে সক্ষম হয়েছে আমাদের দ্বিতীয় দলটা।'

নিখাদ মৃত্যুভয় যখন দেখা যায় কারও চেহারায়, তখন লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকতে কেমন যেন খারাপ লাগে।

খারাপ লাগছে গিবসেরও, কিন্তু কিছু করার নেই। চেহারা যতটা সম্ভব কঠোর করে রেখেছে সে, একটা মেকি মুচকি হাসি ফুটিয়ে তুলেছে ঠোঁটের কোনায়; দৃষ্টিতে এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করছে যে, দেখলে মনে হবে রীতিমতো উপভোগ করছে সে ম্যারিনারের অসহায়ত্ব।

কয়েকবার ঢোক গিলল ম্যারিনার, চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে ওর কপালে। 'তারমানে...তারমানে...তুমি ব্ল্যাক হিলসের ডেপুটি শেরিফ

বইঘর.কম

না?'

হা হা করে হাসল গিবস। 'ডেপুটি শেরিফ? আমি কেন, আমার চোদ্দগুষ্ঠির কেউ কোনোদিন পালন করেনি সে-দায়িত্ব।'

'তুমি...তুমি একজন ভাড়াটে খুনি?'

'না। আমি একজন কাউপাঞ্চার।'

'গ্যানোন তোমাকে বলেছে আমাকে খুন করতে, আর তাই একটা নাটক সাজিয়ে আমাকে নিয়ে এসেছ এখানে? আমার কোনো দোষ আছে কি না তা একটাবার ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করলে না? তোমার কি বিবেক বলে কিছু নেই?'

'ছিল। নগদ পাঁচ শ' ডলারের বিনিময়ে বেচে দিয়েছি সিনেটর গ্যানোনের কাছে। আমার মতো একজন পাঞ্চারের জন্য পাঁচ শ' ডলার মানে প্রায় এক বছরের বেতন, মিস্টার ম্যারিনার।'

'দেখো, ভাই, অনেক বড় ভুল হচ্ছে তোমার। সরকার কিন্তু মেজর স্টেলম্যানের খুনিকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পনেরো শ' ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।'

'সেটাও হাতিয়ে নেবো আমি।'

'কীভাবে?'

'প্রথমে খুন করবো তোমাকে। তারপর তোমার লাশ নিয়ে যাবো আর্মির কাছে, সঙ্গে থাকবে বেন লেনর আর ওই ইণ্ডিয়ান লোকটা। যা যা বলেছি তোমার কাছে, একই কথা বলবো আর্মি অফিসারদেরকেও। তুমি যেমন বিশ্বাস করেছিলে আমার কথা, ওরাও তা-ই করবে।'

'তা হলে লকহার্ট...

'লকহার্ট?' আরেকদফা হাসল গিবস। 'ওকে আবার জড়াচ্ছ কেন এসবের মধ্যে? বুঝতেই তো পারছ তোমাকে ধোঁকা দিয়ে শহরের বাইরে নিয়ে আসার জন্য ব্যবহার করেছি লোকটার নাম।'

'শোনো...আমার একটা কথা শোনো...প্লিয তাড়াহুড়ো কোরো না...

'তোমার মতো একটা বুড়ো বাচালের কথা শোনার মতো সময়

বইঘর.কম

নেই আমার।'

'স্রেফ টাকার জন্য খুন করতে যাচ্ছ তো আমাকে?' তাড়াহুড়ো করে বলল ম্যারিনার। 'আমার একটা কথা শোনো, একটা কথা ভেবে দেখো, লাভ তোমারই হবে। যদি আমার লাশ নিয়ে যাও আর্মি অফিসারদের কাছে, তিনভাগে ভাগ করতে হবে পনেরো শ' ডলার। তারমানে তোমার ভাগে পড়বে মাত্র পাঁচ শ'। কিন্তু আমার কথা যদি শোনো, তা হলে পুরো পনেরো শ'ই পাবে তুমি, একলা।'

ভ্রূ কোঁচকাল গিবস। 'তাতে আমার লাভটা কোথায় হলো, বলো তো? তোমাকে না মারলে পাঁচ শ' ডলার পাবো না, তারমানে পনেরো শ' থেকে...'

'আমাকে যদি না মারো,' আবারও তাড়াহুড়ো করে বলল ম্যারিনার, 'কসম খোদার, নিজের পকেট থেকে পাঁচ শ' ডলার দেবো তোমাকে।'

'আর মাসে চল্লিশ ডলার বেতনের একটা চাকরি যে হারাবো আমি, সেটার কী হবে?'

'ঠিক আছে, আমাকে যদি না মারো, তা হলে ঠিক এক হাজার ডলার পাবে আমার কাছ থেকে।'

'হুঁ,' জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে লোভীর অভিনয় করল গিবস, 'পনেরো শ'র সঙ্গে এক হাজার...মানে মোট আড়াই হাজার। খারাপ না। কিন্তু তারপরও সমস্যা আছে। তোমার লাশ নিয়ে গেলে আমার কথা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করত আর্মি অফিসাররা। অথচ তুমি যা বলবে, তা যদি শোনাতে যাই ওদেরকে, প্রমাণ লাগবে।' মাথা নাড়ল সে। 'না, তোমার কথামতো কাজ করা যাবে না। হাঁটু গেড়ে বসো।'

'বিশ্বাস করো,' হাউমাউ করে উঠল ম্যারিনার, 'আমি খুন করিনি মেজর স্টেলম্যানকে। আমি খুনি না।'

'হয়তো। কিন্তু সেটা যাচাইবাছাই করতে গেলে ঠকতে হতে পারে আমাকে।' হাতের সিক্সশুটারটা ম্যারিনারের বুক থেকে কপালের দিকে নিশানা করল গিবস। 'হাঁটু গেড়ে বসো।'

বইঘর.কম
কার্তুজ

'একটা কথা শোনো...প্লিয আমার একটা কথা শোনো।'

'আমাকে শোনানোর মতো আরও কথা আছে তোমার? তুমি তো দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম বাচাল!'

'শোনো, তোমার কথা শুনে যা বুঝতে পেরেছি আমি তা হলো, আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে সিনেটর গ্যানোন। কোথাকার কোন্ কুত্তার-বাচ্চা ইণ্ডিয়ান রিযার্ভেশনের কাছাকাছি দেখেছে আমাকে, একই সময় আমার রানশের একটা ঘোড়া খুঁজে পেয়েছে ডব্লিউ.জি.'র রাইডাররা। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিটা খেলে গেছে ডব্লিউ.জি.'র ধূর্ত ফোরম্যান লেনর আর ওর মালিকের মাথায়। ওদের টাকা খেয়ে শহরের মার্শালের সামনে আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছ তুমি, তারপর নিরালায় নিয়ে এসে...'

'একই কথা কেন বার বার বলছ, ম্যারিনার?'

'বলছি, কারণ একটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া ভীষণ জরুরি আমার জন্য।'

'কী প্রশ্ন?'

'আমাকে হঠাৎ করে নিজের পথ থেকে সরিয়ে দেয়ার দরকার হলো কেন সিনেটর গ্যানোনের মতো এত ধনী আর এত সম্মানিত একজন লোকের?'

'সেটা জানার কোনো দরকার আছে আমার? আমি হচ্ছি টাকার গোলাম—যে টাকা দেবে তার হয়েই কাজ করবো।'

'শোনো...বুঝতে পারছ না তুমি...আমি আসলে এমন কিছু জানি, যা জানাজানি হলে ভীষণ বিপাকে পড়বে সিনেটর গ্যানোন। আর সেজন্যই...

'ফালতু কথা রাখো, হাঁটু গেড়ে বসো। কোন্‌টা চাও বলো—সিক্সশুটারের ছ'টা গুলি বুকে খাবে, নাকি একটা মাত্র গুলি মাথায় খাবে?'

'ঈশ্বরের দোহাই লাগে...প্লিয...'

'তোমার কথায় ভেজাল আছে, মিস্টার। তুমি যদি আসলেই কিছু জানতে সিনেটর গ্যানোনের বিরুদ্ধে, তা হলে যে-রকম গরিবি হালে

বইঘর.কম

আছো, সে-রকম থাকতে না। নিয়মিত ঘুষ দিয়ে দিয়ে তোমার মুখ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করত গ্যানোন, কষ্ট করে রানশিং করতে হতো না তোমাকে।'

'গরিবি হাল?' আশার আলো দেখা দিল ম্যারিনারের চোখেমুখে। 'তুমি কী করে জানলে গরিবি হালে আছি আমি?'

'তোমার রানশের অবস্থা তো নিজচোখেই দেখেছি।'

'তা হয়তো দেখেছ, কিন্তু আমার ব্যাংক-ব্যালেন্স সম্বন্ধে কোনো ধারণা আছে তোমার?'

মানসিক উত্তেজনা দমিয়ে রেখে মেকি হাসি হাসল গিবস; এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করছে চেহারায় যে, দেখলে মনে হবে চোখের সামনে পাগল দেখছে যেন। 'ব্যাংক-ব্যালেন্স? হাসালে। তোমার আদৌ কোনো ব্যাংক-ব্যালেন্স আছে নাকি?'

'আছে। এবং সেটা পাঁচ অঙ্ক ছাড়িয়ে গেছে অনেক আগেই।'

'মজা পেলাম কথাটা শুনে। শুনেছি বেঘোরে মরার আগে এ-রকম আবোলতাবোল কথা বলে অনেকেই।'

'ইচ্ছা করলে শহর আর ব্যাংকের নাম জেনে নিতে পারো। বলবো?'

আবারও ভ্রূ কোঁচকাল গিবস। 'তুমি আসলে কী বলতে চাচ্ছ আমাকে, বলো তো? ব্যাংকে জমা রাখা তোমার টাকার পরিমাণ যদি দশ অঙ্কও ছাড়িয়ে যায়, তাতে আমার কী?'

'তোমার কী মানে? এত টাকা কোত্থেকে পেলাম আমি, জানতে চাও না?'

'তুমি যেমন কথা বলো বেশি, তেমন গল্পও ফাঁদতে পারো সুন্দর।'

'তা-ই, না? যদি বলি গ্যানোনের হয়ে কাজ করি আমি? যদি বলি আমাকে নিয়মিত টাকাপয়সা দেয় সে? যদি বলি আমাকে আরও টাকা দেয়ার কথা আছে ওর?'

'তা হলে আমি বলবো তুমি একটা পাগল, কারণ বেকন বা কফিতে নেশাজাতীয় কিছু মেশাইনি আমি।'

বইঘর.কম
কার্তুজ

'পাগল, না? আমি যদি পাগল হই তা হলে তুমি একটা বোকা। কারণ ভেবে দেখো, মুখ বন্ধ রাখার জন্য কখন আমাকে নিয়মিত টাকা দেবে তুমি?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করার ভান করল গিবস। তারপর বলল, 'যখন আমার হয়ে বাজে কোনো কাজ করবে তুমি।'

'এই তো মাথা কাজ করছে আস্তে আস্তে। যখন জানতে পারবে বাজে কাজটা কী, তখন বুঝতে পারবে কে খুন করেছে মেজর স্টেলম্যানকে, বুঝতে পারবে আমার কথা আর্মি অফিসারদের কাছে বললে পুরস্কারের টাকাটা পেতে কেন কোনো সমস্যা হবে না তোমার।'

গ্র্যাপ্পেলের মেইনহাউসের দিকে কয়েক কদম মাত্র এগিয়েছে লিঙ্কম্যান আর ওর সঙ্গীরা, এমন সময় দোতলার একটা জানালার কাছ থেকে শোনা গেল রাইফেলের ভারী গর্জন। লিঙ্কম্যান আর ওর এক সঙ্গীর পায়ের কাছে মাটিতে বিদ্ধ হলো বুলেট, লাফিয়ে উঠল কিছু ধুলো। কয়েকবার গর্জে উঠে জানালার কাছ থেকে বিদায় নিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—সরে গেছে রাইফেলধারী।

মেইনহাউস ঘিরে থাকা দলটার একজন তার পিস্তল দিয়ে পর পর কয়েকবার নিষ্ফল জবাব দিল রাইফেলধারীকে।

গুলি করতে যাচ্ছিল লিঙ্কম্যান, কিন্তু ওর দলের একজন চেঁচিয়ে বলল ওকে, 'একজন মহিলা গুলি চালিয়েছে আমাদের উপর! দেখেছি আমি।'

'মহিলা?' থমকে গেছে লিঙ্কম্যান।

'হ্যাঁ, মোটাসোটা একটা মহিলা। একটু বয়স্ক। জেমসের বোন না, খুব সম্ভব ওদের বাবুর্চি। ...লিঙ্কম্যান, আমরা কি একজন মহিলাকেও খুন করবো? আমরা কি ওর লাশও আগুনে পোড়াবো?'

'আগুন লাগাবোই আমি গ্র্যাপ্পেলের মেইনহাউসে,' ঘুরিয়ে জবাব দিল লিঙ্কম্যান, চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে ওর।

বইঘর.কম

'সেক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব হচ্ছে, মেইনহাউসের এককোনায় আগুন লাগানো হোক। মহিলা মনে হয় না গুলি করায় পারদর্শী, কারণ আমরা চারজনই ওর সহজ টার্গেট হওয়ার পরও আমাদেরকে মিস্ করেছে। সে আর গুলি করবে বলেও মনে হয় না। কাজেই এককোনায় আগুন লাগাই আমরা, ওর যদি জানের মায়া থাকে তা হলে পালানোর পথ খুঁজে নেবে নিজের জন্য।'

বুদ্ধিটা মনে ধরল লিঙ্কম্যানের, মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল সে। যারা বাড়ি ঘিরে আছে, তাদের উদ্দেশে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল। ইচ্ছা করেই উঁচু গলায় কথা বলছে, যাতে বাড়ির ভেতরে থাকা মহিলাটা শুনতে পায়, এবং বুঝতে পারে ওকে খুন করার কোনো ইচ্ছা নেই লিঙ্কম্যানদের, বরং পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে চায় ওকে।

আগুন জ্বলে উঠল মেইনহাউসের এককোনায়।

আস্তে আস্তে বাড়ছে সেটা, বাড়িটা ঘিরে থাকা লোকগুলোও দূরে সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। তিন সঙ্গীকে নিয়ে দূরে সরে এসেছে লিঙ্কম্যানও, পিপাগুলোর আড়ালে দাঁড়িয়েছে আবার।

'মানে?' চেহারায় কৌতূহল ফুটে উঠতে যাচ্ছে টের পেয়ে নিজেকে সামলাল গিবস। 'কী বলতে চাও তুমি? মেজরের খুনের সঙ্গে সিনেটর জড়িত?'

এতক্ষণ পর একটুখানি হাসল ম্যারিনার, বুঝতে পারছে ওর কথায় কিছুটা হলেও কৌতূহলী হয়েছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা। স্কুলের বাচ্চাকে যেভাবে পড়ায় শিক্ষক, সে-ভঙ্গিতে বলল, 'তা হলে নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গেছ, আমাকে যদি খুন করো তা হলে মাত্র এক হাজার ডলার পাবে। কিন্তু যদি বাঁচিয়ে রাখো আমাকে...'

'ও, তারমানে এ-ই তোমার আসল কথা? ঠিক আছে, মরো তা হলে,' সিক্সশুটারটা ম্যারিনারের হৃৎপিণ্ড বরাবর নিশানা করল গিবস।

'এক বছর আগের কথা,' হড়বড় করে বলতে শুরু করল ম্যারিনার, 'আমি তখন ত্রিশ হাজার ডলারে নিজের বি.এম. রানশ

বইঘর.কম

বিক্রি করেছি গ্যানোনের কাছে। আশ্চর্য ব্যাপার, ন্যায্য দামের দ্বিগুণ হেঁকেছিলাম লোকটার কাছে, অথচ তাতেই রাজি হয়ে যায় সে। শুধু তা-ই না, আমাকে আরও দশ হাজার ডলার দিয়ে বলে, রানশ বিক্রির খবর যেন জানাজানি না হয়, এবং আমি যেন এমনভাবে থাকি সেখানে, দেখলে যাতে মনে হয় নিজের রানশেই আছি।'

'তুমি আসলেই একটা পাগল।'

মন্তব্যটা গায়ে মাখল না ম্যারিনার। 'ইণ্ডিয়ান রিযার্ভেশনের কিছু অংশ গিলে খাওয়ার পরিকল্পনা করেছে সরকার, জানো? সেখান থেকে কিছু জায়গা টেণ্ডারের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে সাধারণ জনগণের কাছে, খবর রাখো?'

মাথা ঝাঁকাল গিবস।

'যে-জায়গা বিক্রি করা হবে জনগণের কাছে,' বলে চলল ম্যারিনার, 'তার প্রতিটা ফুট, বলা ভালো প্রতিটা ইঞ্চি বি.এম. রানশ লাগোয়া।'

'তো?'

'আমার উপর আদেশ আছে, যখনই টেণ্ডার ডাকা হবে, আমি যেন তাতে অংশ নিই, এবং ওই জায়গার অর্ধেক কিনে নিই।'

'থামলে কেন? বলে যাও। রাত এখনও অনেক বাকি। আশা করি ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই তোমার গাঁজাখুরি গল্পটা শেষ হবে, এবং...'

'বাকি অর্ধেক কিনে নেবে বোয়েহেম ব্রাদার্স। শুনলে আশ্চর্য হবে, গ্যানোনের হয়ে কাজ করছে ওরাও।'

'দুঃখিত, আশ্চর্য হতে পারলাম না। বরং তোমাকে তোমার মুখের উপর মিথ্যুক বলতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ ইণ্ডিয়ানদের জমি সরকার নেবে কি না, নেয়ার পর কোন্ অংশ বিক্রি করবে—সে-সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে মাত্র এক সপ্তাহ আগে।'

হাসল ম্যারিনার। 'সবাই তা-ই জানে। কিন্তু সিদ্ধান্তটা আসলে হয়েছে আরও অনেক আগে, সিনেটর গ্যানোন আর সরকারের ইণ্ডিয়ান

বইঘর.কম

এজেন্ট মেজর স্টেলম্যানের মধ্যে। একদিক দিয়ে সুবিধাই হয়েছিল মেজরের জন্য—ওই জায়গা থেকে ইণ্ডিয়ানদের তাড়াতে তেমন কোনো বেগ পেতে হয়নি ওকে। কারণ একরকম খালিই পড়ে ছিল পুরো জায়গা।'

বুকের ভেতরে অদ্ভুত এক উত্তেজনা টের পাচ্ছে গিবস, কারণ যে-উদ্দেশ্যে ধোঁকা দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে সে ম্যারিনারকে, তা পূরণ হচ্ছে—আস্তে আস্তে মুখ খুলছে শয়তানটা। কিন্তু চেহারায় সে-উত্তেজনার কোনো ছাপ পড়তে দিল না গিবস, কারণ জানে সে কোনো ভুল করলেই সাবধান হয়ে যাবে শয়তান ম্যারিনার। বলল, 'সবাইকে এত বোকা মনে করো কেন? তুমি কি মনে করো ওই জায়গায় যাইনি আমি? ওখানকার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানি না? ওখান দিয়ে পনেরো শ' গরু দাবড়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না, এতই খারাপ অবস্থা। আর গ্যানোনের মতো একজন ব্যবসায়ীর কাছে পনেরো শ' গরু কোনো ব্যাপারই না...'

'গরুর কথা কখন বললাম আমি?'

কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করল গিবস। 'গরুই যদি রাখতে না পারবে, তা হলে জায়গাটা দখল করার জন্য অস্থির হয়ে গেছে কেন গ্যানোন?'

'কয়লার জন্য।'

'কয়লা?'

'হ্যাঁ। ওখানকার জমিনের নীচে টন টন কয়লা আছে, বুঝলে? জায়গাটা একটা কয়লার খনি। তুমি যদি সে-রকম কোনো খনির মালিক হতে পারো, তা হলে আর কিছু লাগে নাকি? সারাদেশে আস্তে আস্তে সম্প্রসারিত হচ্ছে রেলব্যবসা, আর একটা আহাম্মকও জানে কয়লা ছাড়া রেলগাড়ি অচল। এদেশে আগামী অন্তত পঞ্চাশ বছরে আর কোনো ব্যবসা চলুক বা না-চলুক, কয়লাখনির মালিকরা যে আঙুল ফুলে কলা গাছ হতে যাচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ আছে? তবে এসব আগেভাগেই দেখার মতো চোখ চাই। আর সে-চোখ আছে

বইঘর.কম

কেবল সিনেটর গ্যানোনের।'

মোটাসোটা মহিলা, মানে গ্র্যাপ্লেলের বাবুর্চি মেরি, লিঙ্কম্যানদের কথোপকথন শুনেছে মেইনহাউসের ভেতর থেকে, দূরে সরে যেতে দেখেছে রানশে অনুপ্রবেশকারীদের। অবস্থা নিরাপদ বুঝবার পর সিঁড়ি বেয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখল লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মেইনহাউসের আগুন। দেরি না করে আস্তাবলের দিকে ছুট লাগাল সে। পিপাগুলোকে পাশ কাটানোর সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—তিন সঙ্গীকে নিয়ে অস্ত্র হাতে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে লিঙ্কম্যান। তারমানে লোকগুলো আসলেই ওর কোনো ক্ষতি করতে চায় না, শুধু চায় সে যেন চলে যায় রানশ ছেড়ে।

আবার দৌড় দিল মেরি, আস্তাবলে পৌঁছানোর আগে থামল না। ভেতরে ঢুকে দেখল, এককোনায় গুটিসুটি মেরে বসে আছে হর্সর‍্যাঙ্গলার, এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে একা অস্ত্র ধরার সাহস পাচ্ছে না।

হাতের সামনে স্যাডলপরানো যে-ঘোড়াটা পেল, সেটাতেই চড়ে বসল মেরি, ছোটাল জন্তুটাকে।

গ্র্যাপ্লেল ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় মেইনহাউসের ছাদ ধসে পড়ার আওয়াজ শুনতে পেল সে। হু হু করে উঠল ওর বুকের ভেতরে—এতদিন ধরে কাজ করছে এই রানশে, ঘোড়ার গতি কমিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে না তাকিয়ে পারল না।

আগুনের লকলকে জিভগুলো যেন নাচানাচি করছে পুরো মেইনহাউস জুড়ে, রাতের কালো আকাশটাকে আরও কালো বানিয়ে দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে ধোঁয়ার মোটা কুণ্ডলী। ঘাড়টা আরও একটুখানি ঘুরাল মেরি। অনেকখানি কমে গেছে বাঙ্কহাউসের আগুন, এতক্ষণে নিশ্চয়ই কয়লা হয়ে গেছে ভেতরের লাশগুলো।

হোক, ঘোড়ার পেটে আবার খোঁচা দেয়ার আগে ভাবল মেরি, আগুনে পুড়ে কয়লা হওয়াই প্রাপ্য ছিল ওদের কপালে।

বইঘর.কম

সিক্সশুটারের হাতলটা নিজের অজান্তেই আরও জোরে চেপে ধরেছে গিবস। উত্তেজনায় শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হতে চাচ্ছে ওর, নিজেকে সামলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। টের পাচ্ছে, শিরা-উপশিরায় দাপাদাপি শুরু করেছে রক্তস্রোত। কিছু বলল না সে।

'সব জানত মেজর স্টেলম্যান,' বলে চলল ম্যারিনার, 'কিন্তু চুপ করে ছিল সে। বলা ভালো টাকা খাইয়ে চুপ থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল ওকে। তাই কোথাও কোনো রিপোর্ট করেনি সে। আসলে বুদ্ধিটা প্রথমে খেলা করে ওর মাথাতেই—সরকারি জরিপের রিপোর্টে সম্পূর্ণ ভুল তথ্য উপস্থাপন করে সে, মহামূল্যবান একটা জায়গার দাম অনেক কমিয়ে দেয়, কিন্তু ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিল করার জন্য পরে সব কথা ফাঁস করে গ্যানোনের মতো প্রভাবশালী আর পয়সাওয়ালা একটা লোকের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের লাভ বুঝতে পারে গ্যানোন, হাত মেলায় স্টেলম্যানের সঙ্গে, কিনে নেয় ওকে। ওয়াশিংটনেও অনেক টাকাপয়সা খরচ করে সে। হাতে রাখে বোয়েহেম ভাইদের আর আমাকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত যখন বুঝতে পেরেছে উদ্দেশ্য পূরণ হতে আর বেশি বাকি নেই ওর, সরিয়ে দিয়েছে মেজরকে।'

'তারমানে তুমি বলতে চাও গ্যানোনই খুন করেছে স্টেলম্যানকে?'

'করেনি, করিয়েছে।'

'প্রমাণ কী?'

হাসল ম্যারিনার। 'তুমি জানো কি না জানি না, রিযার্ভেশনের কিছু জায়গা সরকার দখল করতে চায় শুনে ইণ্ডিয়ান সর্দাররা সবাই মিলে একটা বৈঠক করেছিল। সেটার ঠিক দু'দিন আগে আমার রানশে গিয়ে হাজির হয় স্টেলম্যান। সে বোধহয় বুঝতে পারছিল, খারাপ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে ওর ভাগ্যে, এবং যদি সত্যিই সে-রকম কিছু ঘটে, সবসময় ভালোমানুষের মুখোশ পরে থাকা গ্যানোন ছাড়া আর কেউ দায়ী থাকবে না। তাই আমাকে গ্যানোনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রস্তাব দেয় স্টেলম্যান।'

'বিশ্বাসঘাতকতা?'

'হ্যাঁ। ওর প্রস্তাবটা ছিল, টেণ্ডারে অংশ নেবো আমি, যে-জায়গা কিনে নেয়ার কথা আমার সেটা কিনবো। কিন্তু তারপর সেটা বুঝিয়ে দেবো না গ্যানোনকে, বরং নগদ এক লক্ষ ডলারে বেচে দেবো মেজরের কাছে। এত টাকা একসঙ্গে পেলে আর কিছু লাগে না, তাই কাজ শেষে গ্যানোনের হাত থেকে বাঁচার জন্য যত দূরে সম্ভব পালিয়ে যাবো।'

শুকিয়ে আসা ঠোঁট জিভ দিয়ে চাটল গিবস। 'তুমি কী বলেছিলে?'

'বলেছিলাম, করবো কাজটা।'

'তারপর?'

'তারপর?' আবারও হাসল ম্যারিনার। 'পৃথিবীতে বড়লোক হওয়ার নিয়ম কী, জানো? আরেকজনকে ঠকাতে হবে। আরেকজনের হক মেরে দিতে হবে। আরেকজনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে। এবং তুমি যদি নিশ্চিতভাবে জানো কেউ একজন চোর, তা হলে তার উপর বাটপারি করতে হবে। আমিও তা-ই করলাম।'

'যেমন?'

'স্টেলম্যান আমার রানশ থেকে বিদায় নেয়ার পর সোজা গিয়ে হাজির হলাম গ্যানোনের কাছে। মেজরের প্রস্তাব ফাঁস করে দিলাম। বললাম, এক লক্ষ দিতে চেয়েছে সে, গ্যানোন যদি দেড় দেয় তা হলেই আবার ওর কেনা গোলাম হয়ে যাবো।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী? মেজরের হত্যাকাণ্ডের খবর পেলাম। কাজটা কার, সেটা কি বুঝতে খুব কষ্ট হয়, বলো?'

'সেটা তুমি বুঝতে পারছ, কিন্তু আদালত পারবে না। আদালতের চাই প্রমাণ—নিরেট এবং স্পষ্ট।'

'গ্যানোনকে ফাঁসাতে হলে আমার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী আছে?'

'হুঁ। কিন্তু আমার মালিককে ফাঁসিয়ে আমার লাভ কী? চাকরি

বইঘর.কম

থাকবে?'

'চাকরির চিন্তা কোরো না। মাসে চল্লিশ ডলার পাও তুমি, তারমানে কাজে তোমার হাত পাকা। অন্য কোথাও ঠিকই ব্যবস্থা করে নিতে পারবে নিজের জন্য। তা ছাড়া আমাকে জানে না মারলে কিছু তো পাচ্ছই আমার কাছ থেকে।'

কিছু বলল না গিবস, চিন্তা করার ভান করছে।

'এত ভাবনাচিন্তার কী আছে, বুঝতে পারছি না। মালিক মালিক করে মুখে ফেনা তুলে ফেলছ, কিন্তু ভেবে দেখো, গ্যানোন কি আসলে ভালোমানুষ? ভালোমানুষ হলে এতদূর আসতে পারত? লেজে পা পড়ামাত্র ছোবল দেয় সাপ; গ্যানোনও যখন দেখেছে স্টেলম্যান হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর জন্য, সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে দিয়েছে ওকে। যখন বুঝেছে, আমাকেও আর দরকার নেই, বরং আমি ওর গলার কাঁটা, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে পাঠিয়েছে আমাকে শেষ করে দেয়ার জন্য। মনে রেখো, মুখোশ পরে থাকা কাউকে চিনতে সময় লাগে বেশি, কখনও কখনও চেনাই যায় না। তাই অনুরোধ করে বলছি, আমাকে জানে বাঁচতে দাও, গ্যানোনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তুমিও জানে বাঁচো।'

কিছু না বলে পিস্তল নামিয়ে নিল গিবস।

'পুরস্কারের পুরো টাকা তোমার,' গিবসকে এখনও লোভ দেখাচ্ছে ম্যারিনার। 'পুরো। একটা সেন্টও দাবি করবো না আমি। শুধু বিশ্বাস করো আমাকে, আর জানে মেরো না।'

'ঠিক আছে। বিশ্বাস করতে রাজি আছি তোমাকে, আর যদি আমার কথামতো কাজ করো তা হলে জানেও মারবো না।'

'কী করতে হবে আমাকে?'

'আমার সঙ্গে যেতে হবে আর্মিপোস্টে। প্রথম যে-আর্মি অফিসারের দেখা পাবো আমরা, ওর কাছে বলতে হবে সব। ওকে বলতে হবে, মেজর স্টেলম্যানের হত্যাকারীকে ধরিয়ে দেয়ার সব কৃতিত্ব এককভাবে আমার, যাতে পুরস্কারের পুরো টাকা আমি পাই। রাজি?'

বইঘর.কম
কাতুজ

হাত নামাল ম্যারিনার, গলায় বাঁধা রুমাল খুলে চেহারার ঘাম মুছল। একটুখানি হেসে বলল, 'রাজি।'

'ঠিক আছে। তা হলে আমিও তোমাকে অনুরোধ করছি, দয়া করে কোনো চালাকি করার চেষ্টা কোরো না আমার সঙ্গে। যদি টের পাই আমাকেও ঠকানোর চেষ্টা করছ, তোমাকে খুন না করার আগে মরবো না।'

সাতাশ

চারটা রানশে আগুন লাগিয়ে, আর এগারোজন রাইডারকে হত্যা করে যখন বিনা-ক্ষতিতে গ্র্যাপ্লেলে ফিরে এল জেমস আর ওর রাইডাররা, তখন সকালের ঝকঝকে রোদে রানশটা দেখে ঘোড়ার রাশ টানতে বাধ্য হলো ওরা সবাই; ভাবল, দিক ভুল করে অন্য কোথাও এসে পড়েছে।

জায়গায় জায়গায় ভেঙে ফেলা হয়েছে রানশের পিকেটফেন্স। মেইনহাউসটা যেখানে ছিল, সেখানে এখন একগাদা কাঠকয়লা আর ছাই। পুড়ে কয়লা হওয়া বাঙ্কহাউস দেখলে মনেই হয় না সেটার অস্তিত্ব ছিল কোনোকালে। কুকশ্যাক, আস্তাবল, গোলাঘর, ব্ল্যাকস্মিথশ্যাক—সব ছাই হয়ে গেছে। হামলাকারীদের উপস্থিতির একমাত্র সাক্ষী হিসেবে নিষ্প্রাণ পড়ে আছে হর্সর‍্যাঙ্গলার, আস্তাবলের বাইরে উপুড় হয়ে। কোত্থেকে হাজির হয়ে গেছে দুটো কয়োট, খাবলাখাবলি করছিল লাশটা নিয়ে; জেমসদের উপস্থিতি টের পেয়ে পালাল।

জেমসরা এসেছে বুঝবার পর দূরের জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে এল

বইঘর.কম

মেরি, ঘোড়া দাবড়ে হাজির হলো লোকগুলোর কাছে, কী ঘটেছে গতরাতে জানাল সবিস্তারে।

ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে বলল জেমস, কিন্তু কয়লা-হওয়া কুকশ্যাক প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ঘাঁটাঘাঁটি করে মেরি জানাল, খাওয়ার উপযোগী কিছুই নেই।

ক্ষুধা এমনিতেই বিরক্তি বাড়িয়ে দেয় যে-কারোরই, তাই সঙ্গের ছয় রাইডারকে নিয়ে উঠানের ধুলোতেই বসে পড়ল জেমস, অসহ্য রাগে কাঁপছে।

নিজেকে এত অসহায় লাগেনি ওর কোনোদিন, কোনোদিন না। ব্যাংকে রাখা টাকার কথা বাদ দিয়ে বললে পথের ভিখিরি সে এখন। একটা রানশ ছিল ওর এককালে, এখন চোখের সামনে সেটার ধ্বংসস্তূপ। ছিল আস্তাবলভর্তি ঘোড়া, এখন সাত-আটটার বেশি নেই। ব্যবসার লাভের টাকা দিয়ে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন রাইডার অনায়াসে পুষতে পারত সে প্রতি মাসে, এখন সঙ্গে আছে মাত্র ছ'জন।

দিগন্তবিস্তৃত খোলা প্রান্তরের একদিকে বজ্রপাত হলে কয়েক মাইল দূরের আরেকদিক থেকে যে-রকম শোনায় আওয়াজটা, গ্র্যাপ্লেলের বাইরের একটা পাহাড় থেকে সে-রকম একটা আওয়াজ শোনা গেল হঠাৎ। চমকে উঠে আত্মচিন্তার জগৎ থেকে ফিরে এল জেমস, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখল উপুড় হয়ে পড়ে গেছে ওর এক রাইডার। পিপাগুলো ছাড়া আড়াল বলতে কিছু নেই, কী হচ্ছে বুঝতে পেরে হুড়োহুড়ি করে উঠে দাঁড়াল সবাই, ছুট লাগাল সেগুলোর দিকে। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর আগেই আবারও শোনা গেল রাইফেলের গর্জন, আবারও উপুড় হয়ে পড়ে গেল আরেকজন রাইডার।

তারমানে, পিপাগুলোর আড়ালে নিজের বিশাল শরীরটা লুকানোর সময় তিক্ত মনে ভাবল জেমস, আর মাত্র চারজন রইল ওর সঙ্গে। যে-পাহাড় থেকে গুলি করা হয়েছে, সেদিকে তাকাল সে।

বারুদপোড়া ধোঁয়া ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে সকালের বাতাসে, কোনো আততায়ীর হদিস পাওয়া যায় না। ঘাড় ঘুরাল জেমস। কয়োট

বইঘর.কম
কাতুজ

দুটো উধাও হয়ে গিয়েছিল, এখন দলে ভারী হয়ে জড়ো হচ্ছে একদিকের পিকেটফেন্সের বাইরে; বুঝতে পারছে যত অপেক্ষা করবে, ফল তত মিষ্টি হবে।

থু করে একগাদা থুতু ফেলল জেমস।

'গ্র্যাপ্লেলের মালিকের সঙ্গে থেকে লাভ নেই, বেতনের টাকা পাওয়া তো পরের কথা, বরং এত সাধের জানটাও হারাতে হতে পারে, তাই সুযোগ বুঝে কেটে পড়ল মেরি। শহরে পৌঁছাতে পারলে কোনো-না-কোনো সরাইখানায়, অথবা কপালে থাকলে কোনো ডিনারহাউসে কাজের সুযোগ করে নিতে পারবে নিজের জন্য।

সারারাতের ক্লান্তি পেয়ে বসল চার রাইডারকে, পিপাগুলোর আড়ালে মাটিতে শুয়ে থেকেই একসময় ঘুমিয়ে গেল ওরা। একটু তন্দ্রামতো এসেছিল জেমসেরও, ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেয়ে ছুটে গেল সেটা; সচকিত হয়ে দেখল, ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে পালাচ্ছে ওর এক রাইডার—তারমানে এতক্ষণ ঘুমের ভান করেছে লোকটা।

ওকে বাধা দেয়ার কোনো চেষ্টাই করল না জেমস।

স্যাডলের উপর বসা কিন্তু দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধা রক্তাক্ত এক রাইডার হাজির হলো দুপুরের দিকে, জানের মায়া ত্যাগ করে পিপার আড়াল ছেড়ে বের হলো জেমস আর ওর তিন রাইডার, ধরাধরি করে নামাল নতুন আসা রাইডারকে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলার আগে লোকটা জানাল, হামলা করা হয়েছে দূর পাহাড়ের ঢালে অবস্থানরত গ্র্যাপ্লেলের গরুর পালে, অ্যামুশে মারা পড়েছে চার পাঞ্চার, বাকিদের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অনেকগুলো বাছুর, স্ট্যাম্পিডে মারা পড়েছে বেশকিছু গরু।

ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জেমস। অনেক দূরের যে-পাহাড়ের ঢালে ছিল ওর গরুর-পাল, সেদিক থেকে কালো ধোঁয়ার পাতলা মেঘ উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। তারমানে, ধরে নেয়া যেতে পারে, ওখানকার একটা শ্যাকেও আগুন লাগাতে বাকি রাখেনি হামলাকারীরা।

ধীর পায়ে নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল জেমস, ক্যান্টিনটা খুলে নিয়ে পানি খেল কয়েক ঢোক। সেটা জায়গামতো রেখে দিয়ে আবার গিয়ে বসল পিপাগুলোর আড়ালে।

কেন যেন টনটন করছে ওর বুকের ভেতরটা।

কোনো খবর নেই বেন লেনরের তরফ থেকে। একটাবারের জন্যও চেহারাটা পর্যন্ত দেখায়নি সে, সাহায্য করা তো পরের কথা। এমনকী কোনো বার্তা নিয়ে হাজির হয়নি সিনেটর গ্যানোনের পক্ষ থেকে। তারমানে গিবস যা বলেছিল সেটাই কি ঠিক? জেমসকে উস্কে দিয়ে, যুদ্ধের ময়দানে ঠেলে পাঠিয়ে সরে গেছে সিনেটর গ্যানোন আর ওর আউটফিট? নিজেদের দুর্গ সুরক্ষিত করছে এখন?

অবস্থা দেখে তো তা-ই মনে হচ্ছে।

বিকেলের দিকে তুমুল গোলাগুলির আওয়াজ পেয়ে নিজের রাইফেলটা কাছে টেনে নিল জেমস। যারা লড়াই করছে তারা এখনও অনেক দূরে আছে, তাই খুব বেশি চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। তারপরও লোকগুলো কারা, ভাবতে গিয়ে চিন্তার ভাঁজ পড়ল জেমসের কপালে। মনে পড়ে গেল, ওর কয়েকজন পাঞ্চারের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না; হয়তো ওরাই ফিরে আসার চেষ্টা করছিল রানশে। পাহাড়ের ঢালে ঘাপটি মেরে থাকা প্রতিপক্ষের লোকদের নজরে পড়ে গেছে সম্ভবত, বেধে গেছে লড়াই। ফলাফলটা, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল জেমস, ওর অনুকূলে না যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

উঠে গিয়ে স্যাডলব্যাগ থেকে কয়েকটা বিস্কিট বের করে আনল সে, চিবুতে লাগল সময় নিয়ে। মিনিট পাঁচেক বাদে যখন দেখল, পাছায় গ্র্যাপ্পেলের মার্কামারা সওয়ারিবিহীন একটা আতঙ্কিত ঘোড়া ছুটে এসে ঢুকে পড়েছে রানশের উঠানে, ওর মুখের ভেতরে মরে গেল বিস্কিটের স্বাদ।

গোধূলির আলো যখন মরে যাচ্ছে, তখন আরও একবার পানি খেল জেমস, এবার পরিমাণে আগের চেয়ে একটু বেশি। ক্যান্টিনটা জায়গামতো রেখে ফিরে আসছে, এমন সময় হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল

বইঘর.কম
কাতুজ

রানশের বাইরের জঙ্গলটা, মুহুর্মুহু রাইফেলের গর্জনে রীতিমতো কাঁপছে চারদিক। ফুটো হয়ে যাচ্ছে একের পর এক পিপা, জায়গায় জায়গায় চলটা উঠে যাচ্ছে সেগুলোর, স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়ছে কোনো কোনোটা। পাল্টা গুলি করার কোনো চেষ্টাই করছে না জেমস, জানে সেটা করলে মরণ আরও ত্বরান্বিত হবে, কারণ রানশ ঘিরে ফেলা শত্রুপক্ষের কাছে ফাঁস হয়ে যাবে ওর অবস্থান।

যেদিন থেকে নিজের আসুরিক শক্তির উপর অতি-ভরসা এসেছিল জেমসের, সেদিন থেকে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দিয়েছিল সে, আজ তাঁকে একটু পর পর ডাকছে সে; কারণ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, পরাজিত হয়েছে সে, হর্সর‍্যাঙ্গলারের মতো ওর লাশটাও যেন পড়ে আছে উপুড় হয়ে, কয়োটের পাল ঘিরে ধরেছে ওকে।

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে আমূল বদলে যায় রিযার্ভেশনের চেহারা। পথের উপর জায়গায় জায়গায় আগুন জ্বালায় ইণ্ডিয়ানরা, ওদের আলোর উৎস সেটাই। টুকটাক কাজ শেষ করে একসঙ্গে জড়ো হয় পুরুষরা, মহিলারাও ঘরের কাজ সেরে ফেলে। শুধু শেষ হয় না বাচ্চাদের দুষ্টুমি, ঘুমিয়ে পড়ার আগপর্যন্ত দাপাদাপি চলতেই থাকে ওদের।

ম্যারিনারকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে গিবস, হাঁটছে ওদের ঘোড়া দুটো। নতুন মানুষ দেখে সন্দিহান হয়ে উঠেছে কয়েকটা কুকুর, সমানে ঘেউ ঘেউ করতে করতে পিছু পিছু যাচ্ছে ঘোড়া দুটোর। পিছু নিয়েছে একদল বালকও, নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটছে ওরা।

স্যাডলের উপর একভাবে বসে আছে গিবস, আড়ষ্ট হয়ে গেছে অনেকখানি। বুঝতে পারছে, নিকট ভবিষ্যতে যা ঘটতে চলেছে, তাতে ভাগ্যের জোর সহায়তা লাগবে ওর। আর্মি অফিসারের সামনে গিয়ে যদি বেঁকে বসে ম্যারিনার, যদি বলে জোর করে ধরে আনা হয়েছে ওকে, তা হলেই সব শেষ।

বইঘর.কম

তারমানে, স্টেলম্যানের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছে আর্মির যে-অফিসার, যত জলদি সম্ভব খুঁজে বের করতে হবে লোকটাকে; ম্যারিনারকে সরিয়ে দিয়ে কথা বলতে হবে লোকটার সঙ্গে, ওর কাছে ম্যারিনার কিছু বলার আগেই।

প্রশস্ত একটা ময়দানে জড়ো হয়েছে একদল সৈনিক, সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে আরাম করে, ওদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিচ্ছে ওদের নেতা। ওদেরকে পাশ কাটানোর সময় ঘোড়ার গতি কমাল গিবস, নেতার বক্তৃতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানার আশায় খাড়া করে রাখল কান। "মেজর স্টেলম্যান", "তদন্তকারী অফিসার", আর "কর্নেল কিনার্ড" বাদে যে-জরুরি কথাটা জানতে পারল সেটা হলো, এখনও কোনো কূলকিনারা হয়নি মেজরের হত্যাকাণ্ডের।

ম্যারিনারকে আড়চোখে দেখল সে। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে লোকটা, স্যাডলে বসেই ঝিমুচ্ছে। হাত বাড়িয়ে লোকটার ঘোড়ার লাগাম ধরল গিবস, যে-কেবিনে থাকত স্টেলম্যান এগিয়ে চলল সেদিকে। জায়গামতো পৌঁছে হিচিংরেইলের সঙ্গে কষে বাঁধল ম্যারিনারের ঘোড়ার লাগাম, তারপর সেটার একপ্রান্ত বেঁধে দিল নিজের ঘোড়ার লাগামের সঙ্গে। কোনো কারণে যদি তাড়াহুড়ো করে ছুট লাগানোর ইচ্ছা হয় ম্যারিনারের, কাজটা করতে সময় লাগবে ওর।

'কাকে চাই?' গম্ভীর চেহারার এক সৈনিক এগিয়ে এল।

'কর্নেল কিনার্ড,' স্যাডল থেকে নামতে নামতে বলল গিবস। 'ভেতরে আছে না সে?'

'আছে। কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার কারণ?'

'মেজর স্টেলম্যানের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই।' তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে ম্যারিনারের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'আমার মনে হয় আমার সঙ্গের এই লোকটা খুন করেছে মেজরকে।'

সৈনিকের চেহারা দেখে মনে হলো বোলতার কামড় খেয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল সে, তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে বলল, 'কর্নেল দেখা করতে চায় তোমার সঙ্গে। জলদি এসো।'

বইঘর.কম
কাতুজ

'কিন্তু...' ইতস্তত করার ভান করছে গিবস, 'আমি চলে গেলে এই লোকটাকে দেখে রাখবে কে?'

'আমি আছি,' আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল সৈনিক।

মাথা ঝাঁকিয়ে কেবিনের ভেতরে ঢুকে গেল গিবস।

আর্মির নীল ইউনিফর্ম পরে আছে কর্নেল কিনার্ড, একটা ডেস্কের ধারে চেয়ারে বসে আছে। আরেকটা চেয়ারে বসে আছে আরেকজন আর্মি অফিসার, কী যেন লিখছে। দু'জন ইণ্ডিয়ান দাঁড়িয়ে ছিল কর্নেলের সামনে, হাতের ইশারায় ওদেরকে চলে যেতে বলল কিনার্ড। তারপর ভালোমতো তাকাল গিবসের দিকে।

গিবসও ভালোমতো তাকাল কর্নেলের দিকে।

দেখে মনে হচ্ছে লোকটা ভালোই। তবে কেমন যেন ক্লান্ত আর হতাশাগ্রস্ত মনে হচ্ছে। হতে পারে—যে-দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ওকে সেটা সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে পারেনি আজপর্যন্ত, সেজন্য।

গিবস তাকিয়ে আছে দেখে কর্নেল বলল, 'আমাকে বলা হয়েছে জরুরি কিছু একটা বলতে চাও তুমি, এবং সেটা মেজর স্টেলম্যানের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে।'

মাথা ঝাঁকাল গিবস। 'ইণ্ডিয়ানদের ভাষা বোঝো?'

'কী?'

'বললাম, এখানকার ইণ্ডিয়ানরা যে-ভাষায় কথা বলে সেটা জানো নাকি?'

'টুকটাক জানতাম আগে থেকেই। তদন্ত শুরু করার পর থেকে যেহেতু সমানে কথা বলতে হচ্ছে ওদের সঙ্গে, ঝালাই হয়ে গেছে আমার বিদ্যাটা। ...কেন?'

'সময়মতো জানতে পারবে। ...তোমার সঙ্গের লোকটা কে? সেক্রেটারি?'

'না। অ্যাডজুট্যান্ট।'

'ভালো। একটা লোককে নিয়ে আসবো এখন। সে কিছু কথা বলবে তোমাকে। আমি চাই, কথাগুলো যেন লিখে ফেলা হয় সঙ্গে

বইঘর.কম

সঙ্গে। সম্ভব?'

অ্যাডজুট্যান্টের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল কর্নেল, তারপর গিবসের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

মাথা ঝাঁকাল গিবসও, তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল বাইরে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যারিনারকে নিয়ে এসে কর্নেলের সামনে আরেকটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। তারপর ম্যারিনারকে বলল, 'শুরু করো তুমি। একদম প্রথম থেকে বলবে, কোনোকিছু বাদ দেবে না। গ্যানোনের কাছে তোমার বি.এম. রানশ বিক্রি করা থেকে আরম্ভ করো।'

আরামেই কাটছে বেন লেনরের সময়। কারণ কয়েকটা দিন আরামে থাকার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়ে ব্ল্যাক হিলস শহরে পাঠানো হয়েছে ওকে। ভালো একটা হোটেলে উঠেছে সে, আরামদায়ক একটা কামরা নিয়েছে নিজের জন্য। মজার মজার সব খাবার খাচ্ছে, যখন ইচ্ছা হচ্ছে তখন জুয়ার টেবিলে উড়িয়ে দিচ্ছে কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার। দিনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দিচ্ছে সেলুনে সেলুনে, গ্লাসের পর গ্লাস হুইস্কি গিলছে, খোশগল্পে মেতে উঠছে বারটেণ্ডারদের সঙ্গে। আর রাতে, কামনার আগুন যদি গ্রাস করে নিচ্ছে ওর কলিজাটাকে, নিজচোখে বাছাই-করা বেশ্যাদের নিয়ে যাচ্ছে নিজের হোটেলকামরায়।

আসলে খবর যোগাড় করছে সে—টাটকা খবর, এবং বেশিরভাগই চলমান রেঞ্জওয়ার নিয়ে।

এবং, অপেক্ষা করছে।

এখন, একটা সেলুনের বারের এককোনায় বসে আছে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে, মদ খাওয়ার চেয়ে পানপাত্রের দিকে তাকিয়ে থাকাতেই আগ্রহ বেশি দেখা যাচ্ছে ওর মধ্যে, ওর চোখের একটানা দৃষ্টি আর ঠোঁটের কোনার মুচকি হাসিটা বলে দিচ্ছে আত্মচিন্তায় বিভোর সে।

ভালোই হয়েছে, পুড়ে ছাই হয়েছে গ্র্যাপ্পেল, সহজ হয়েছে লেনরের কাজ। বেসিনের যে-রানশাররা করেছে কাজটা তাদেরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল সে। ওরা যদি না করত কাজটা, তা হলে লোক

বইঘর.কম
কাতুজ

নিয়ে গিয়ে লেনরকেই করতে হতো সেটা। খরচ, সময়, পরিশ্রম—তিনটাই বেচে গেছে ওর; মুক্তি পেয়েছে সম্ভাব্য অপবাদ আর ঝুঁকি থেকে।

কোন্ খবরটা আসেনি ওর কাছে? কোন্ খবরটা যোগাড় করেনি সে? জানে, ওর মালিক সিনেটর গ্যানোনের দু'চোখের বিষ ম্যাক ওল্ডারসন এখন কোথায়। শহরেই আছে লোকটা; আজ সকালে নাস্তার পর জুয়া খেলতে বসার আগে জ্বলন্ত সিগার নিয়ে যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল লেনর, তখন চোখের সামনে দেখেছে, কয়েকজন সঙ্গীসহ হাসতে হাসতে কোথায় যেন যাচ্ছে ওই সাংবাদিক। ওকে দেখামাত্র ছ্যাঁৎ করে ওঠে লেনরের বুকের ভেতরে, হ্যাটটা টেনে কপালের উপর নামায় সে। তারপর, পোকারের টেবিলে কয়েক দান হারা আর কয়েক দান জেতার সময় সিদ্ধান্ত নেয়, কখন কোথায় কী করবে ওল্ডারসনের ব্যাপারে।

কাজটা যাতে সুষ্ঠুভাবে করতে পারে, মূলত সেজন্যই এ-ক'দিন ধরে খরচ হওয়া ডলারগুলো বিনিয়োগ করা হয়েছে লেনরের পেছনে।

সিদ্ধান্তটা মনে পড়ে যাওয়ায় আরেকটু চওড়া হলো ওর হাসি। সে জানে, সঙ্গীদের নিয়ে শহরে ঢোকার পর একটা ডিনারহাউসে ঢুকেছে ওই হারামি সাংবাদিক।

জীবনের শেষ ডিনারটা করে নেয়ার জন্য ওকে সময় দেবে লেনর।

হুইস্কির গ্লাসটা তুলে নিল সে, একচুমুক হুইস্কি খেয়ে সেটা নামিয়ে রাখল আবার। আরও অনেকভাবে করা যেত কাজটা। একে-ওকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যেত কোন্ হোটেলে উঠেছে ওল্ডারসন, তারপর ক্লার্কের সঙ্গে ভাব জমিয়ে জেনে নেয়া যেত লোকটার রুম নম্বর। তারপর...। কিন্তু...আনমনে মাথা নাড়ল লেনর...ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেত কাজটা। তারচেয়ে বরং অপেক্ষা করা যাক। ওর অতীত অভিজ্ঞতা বলে, সবুরে আসলেই মেওয়া ফলে।

সে জানে, নিমা গ্যানোনও আছে শহরে। কেন আছে? মেজর স্টেলম্যানের মৃত্যুটা সহজভাবে নিতে পারেনি মেয়েটা, ওর

বইঘর.কম

উপস্থিতিতেই খুন করা হয়েছে মেজরকে। তাই মিসেস স্টেলম্যানের দেখাশোনা করাটাকে নিজের নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করছে সে। ...নৈতিক দায়িত্ব, না? উপহাসের হাসি হাসল লেনর। ভালোবাসার রঙ যখন লাগে কারও মনে, তখন প্রেমের জ্বালার কত রকমের নাম যে দেয়া হয়!

লেনর অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল গিবসের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে লিমা। অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল, গিবস যতই পাশ কাটাতে চায়, ওর সঙ্গ পাওয়ার জন্য ততই আকুল হয়ে ওঠে মেয়েটা। এ-ব্যাপারে সিনেটর গ্যানোনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে অনেক আগেই। কিন্তু কে শোনে কার কথা? 'না, ভুল হচ্ছে তোমার,' লেনরের মুখের উপর বলেছিল সিনেটর, 'আমার মেয়ে এসব করতেই পারে না। শহরের নামি স্কুলে পড়ে সে, বড় ঘরের কত ছেলের সঙ্গে ওর পরিচয়! ওদেরকে বাদ দিয়ে আমারই রানশের এক পাঞ্চারের সঙ্গে...উঁহুঁ, অসম্ভব!'

আরও একবার ঠোঁট বাঁকা করল লেনর। সিনেটর গ্যানোন নিজের স্বার্থটা বোঝে, সেটা কীভাবে উদ্ধার করতে হবে সেটা বোঝে, এমনকী কখনও কখনও এক হাজার ডলার খুইয়ে দশ হাজার ডলারের ফায়দা বুঝে নেয়, কিন্তু নিজের মেয়ের মন বোঝে না—সেটা বুঝবার মতো সময় নেই লোকটার আসলে। সময় থাকলে ঠিকই জানতে পারত, লোক মারফত বাড়ি ফেরার কথা বার বার বলে পাঠানোর পরও কেন শহরেই পড়ে আছে লিমা।

লেনর জানে, একরকম শীতল বন্ধুত্ব আছে লিমা আর বিগ জেমসের বোন জিনার মধ্যে। মাঝেমধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয় ওদের, তখন সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য কীসব নিয়ে যেন কথা বলে। বলুক, তাতে লেনরের কী? ওই দু'জনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান খুব বেশি না; কাছাকাছি বয়সের দুটো মেয়ে তো কতকিছু নিয়েই কথা বলতে পারে, ঠিক না? বিশেষ করে তাদের একজন যখন আবার প্রেমজ্বরে আক্রান্ত।

নিজের অজান্তেই খিক খিক করে হেসে ফেলল লেনর। প্রেমে

বইঘর.কম

বিশ্বাসী না সে, কিন্তু কামে বিশ্বাসী। ওকে যদি মেরেকেটে শেষও করে দেয় কেউ, তবুও মানবে না, একটা ছেলে আর একটা মেয়ে শারীরিক প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো আবেগের বশবর্তী হয়ে কাছাকাছি হতে পারে।

আচ্ছা, জরজিনা ল্যাকারি যে হঠাৎ করেই ওর হোটেলরুম ছেড়ে দিল, হঠাৎ করেই যে গিয়ে উঠল ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের বাড়ির পেছনের ছোট্ট একটা শ্যাকে—রহস্যটা কী? হয়তো কোনো রহস্য নেই, হয়তো সবকিছুই সন্দেহের চোখে দেখে বলে সাধারণ একটা ঘটনা বড় করে দেখছে লেনর। মেয়েটাকে নিশ্চয়ই নিখরচায় থাকতে দেবে না ফ্রি উইণ্ডের মালিক? বুড়ো ডাক্তারের পার্টটাইম নার্সগিরি করে ক'টা ডলারই বা পায় সে?

ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলকে বিভিন্ন কারণে পছন্দ করে না লেনর। আগের ঘটনাগুলো যদি বাদও দেয়া হয়, এই দু'-তিন দিন আগেও ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে ডাক্তারের কারণে। মেজর স্টেলম্যানের খুনের তদন্ত করছে যে-লোকটা...কী যেন নাম...হ্যাঁ, কর্নেল কিনার্ড, বলা নেই কওয়া নেই একরাতে হঠাৎ হাজির ডাক্তারের বাসায়। জেমস শহর ছেড়েছে জানার পর ডাক্তার তখন ফিরে এসেছে। চোরের মন পুলিশ পুলিশ—কালো শার্ট আর কালো জিন্স লাগিয়ে, পায়ে মোকাসিন গলিয়ে, অন্ধকারে গা ঢেকে জায়গামতো গিয়ে হাজির হয়েছিল লেনর। কিন্তু কারও বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে কি জানা সম্ভব সে-বাড়িতে কী কথা হচ্ছে?

পরদিন সকাল থেকে তুমুল আলোচনা শুরু হয়ে যায় শহরের সেলুনে সেলুনে; বিষয়: গভীর রাতে ডাক্তারের বাসায় কর্নেল কিনার্ডের আগমনের হেতু। যারা আলোচনা করছিল তারাই শেষপর্যন্ত বলাবলি করতে লাগল, কর্নেলের বাবার সঙ্গে একসময় বন্ধুত্ব ছিল ডাক্তারের, ব্ল্যাক হিলস পার হয়ে রিয়ার্ভেশনে যাচ্ছিল কর্নেল, যাত্রায় কিছুক্ষণের জন্য বিরতি দিয়ে দেখা করে গেছে ওর বাপের বন্ধুর সঙ্গে।

কিন্তু, বলা বাহুল্য, ও-রকম একটা প্রসঙ্গের এ-রকম একটা

বইঘর.কম

মামুলি ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি লেনর, হওয়ার কথাও না। সে জানে, ম্যাক ওল্ডারসন যা জানে, টালি গিবস যা জানে, হিরাম ম্যাক্সওয়েলও তা জানে; এবং যেহেতু ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করেছে কিনার্ড, সেহেতু ধরে নেয়া যেতে পারে জানাজানিটা আরও বেড়েছে। ব্ল্যাক হিলস বেসিনে যা হচ্ছে তার জন্য এক বিগ জেমস ছাড়া আর কেউ অভিযুক্ত করতে পারবে না ডব্লিউ.জি. রানশকে; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কথাটা কি জোর দিয়ে বলা যায় এখন?

হুইস্কির গ্লাসে আরেকবার চুমুক দিতে গিয়ে টের পেল লেনর, একটা অস্বস্তি কাঁটার মতো বিঁধতে শুরু করেছে ওর মনে।

সে খবর পেয়েছে, বিগ জেমস আর ওর তিন রাইডারকে নাকি অ্যাম্বুশ করা হয়েছে। খবর পেয়েছে, গোলাগুলিতে আহত হয়েছে জেমস, কিন্তু ওর আঘাত নাকি সে-রকম গুরুতর না। পালাতে সক্ষম হয়েছে লোকটা—শয়তানরা সহজে মরে না, ভালোমানুষ হুট করে মরে যায়। লোকে যেভাবে হারিয়ে-যাওয়া গরু খোঁজে, সেভাবে সন্ধান করা হচ্ছে জেমসের, কিন্তু সে যেন স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে। ব্যালার্ড আর লিঙ্কম্যানের মতো পরিচিত রানশারদের নিয়ে যে-সার্চ পার্টি গঠন করা হয়েছে শেরিফ লকহার্টের উদ্যোগে, যে-পার্টিকে বর্তমানে নেতৃত্ব দিচ্ছে ওল্ডারসন, ওদের ধারণা, আসলে গুরুতরই ছিল জেমসের ক্ষত, ক্রমাগত রক্তক্ষরণে মারা গেছে সে, কোনো পাহাড়ি ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে গেছে ওর লাশ।

হুইস্কির গ্লাসটা খালি করল লেনর, দাম চুকিয়ে উঠে দাঁড়াল। হ্যাটটা খুলে নামিয়ে রেখেছিল বারের উপর, সেটা মাথায় দিল। বেরিয়ে এল সেলুন ছেড়ে, জোর পায়ে হেঁটে দ্রুত পৌঁছে গেল বড় স্টোরটার কোনায়। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পর পর ছ'টা সিগারেট খেল। অলস কিন্তু সতর্ক দৃষ্টিতে দেখল, ওই সময়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল দু'জন রাইডার, কিন্তু কেউ ঢুকল না শহরে। এবং একসময়, লেনরের হিসেব-করা সময়ের সঙ্গে মিল রেখে, সঙ্গীদের নিয়ে ডিনারহাউস থেকে বের হলো ওল্ডারসন।

বইঘর.কম

হাতের আধখাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল লেনর, সেটাকে বুটের নীচে পিষে মারার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল না। স্টোরের কোনা ঘুরে ছুট লাগাল, খেয়াল রেখেছে অন্ধকারে যেন ঢেকে থাকে ওর শরীর। আঁকাবাঁকা কয়েকটা গলি ধরে, ফিডস্টেবল ছাড়িয়ে হাজির হয়ে গেল কোরালের পেছনে।

এখানে একজায়গায় নিজের রাইফেলটা লুকিয়ে রেখেছে সে।

অস্ত্রটা খুঁজে বের করতে সময় নিল না সে, লিভার টেনে একটা বুলেট পাঠিয়ে দিল চেম্বারে। তারপর ধীরেসুস্থে হেঁটে নিজের হাতে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল কোরালে। গত কয়েকদিন ধরে এই জায়গা পর্যবেক্ষণ করছে সে; জানে ডিনারের কিছুক্ষণ পর লণ্ঠন সরিয়ে ফেলা হয় এটার সামনের দরজা থেকে, ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে জায়গাটা।

ভেতরে ঢুকে সুবিধাজনক জায়গায় পজিশন নিচ্ছে, এমন সময় শুনতে পেল, দুলকি চালে এগিয়ে আসছে কয়েকটা ঘোড়া; সওয়ারিদের একজন যে ম্যাক ওল্ডারসন, সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই লেনরের, সে-ব্যাপারে দরকার হলে নিজের সর্বস্ব বাজি ধরতে রাজি আছে সে।

লেনর যে-জায়গায় পজিশন নিয়েছে সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আস্তাবলের দীর্ঘ সেন্টারওয়ে, ছাদ থেকে ঝুলন্ত একটা হুকে একটা লণ্ঠন জ্বলছে সেখানে। আশপাশের কয়েক শ' গজে আলোর একমাত্র উৎস সেটাই।

আরও কাছে এসে পড়েছে পাঁচ ঘোড়সওয়ার, রাস্তার আলো ছায়ামূর্তি গড়ে দিয়েছে ওদের, কিন্তু ওল্ডারসনকে আলাদা করে চিনতে কোনো অসুবিধাই হচ্ছে না লেনরের। আস্তাবলের কাছে থামল ওরা, নামল ঘোড়া থেকে, আজ রাতের মতো ঘোড়া রাখতে যাচ্ছে আস্তাবলরক্ষকের জিম্মায়।

কাঁধে রাইফেল তুলল লেনর, সময় নিয়ে নিশানা করছে ওল্ডারসনকে।

বইঘর.কম

বোধহয় আসন্ন অমঙ্গল টের পেয়ে একসঙ্গে হ্রেষা ছাড়ল আস্তাবলের কয়েকটা ঘোড়া, মনোযোগে একটুখানি হলেও ছেদ পড়ল লেনরের। স্যাডল ছেড়ে নামল ওল্ডারসন, কী নিয়ে যেন খুনসুটি করছে স্টেবলবয়ের সঙ্গে। কথা শেষ করে ঘুরল সে, হুকে ঝোলানো লণ্ঠনের আলোয় ওর চলন্ত ছায়ামূর্তিটা সহজ টার্গেট লেনরের জন্য।

টালি গিবস উধাও, কোথাও কোনো পাত্তা নেই লোকটার, সম্ভবত রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছে। এখন মরতে যাচ্ছে ম্যাক ওল্ডারসন। পরিস্থিতি একটু ঠাণ্ডা হলে হঠাৎ করেই লাপাত্তা করে দেয়া হবে ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলকেও। মেজর স্টেলম্যানের হত্যাকাণ্ডের কোনো কূলকিনারা করতে পারছে না কর্নেল কিনার্ড, পারবে বলেও মনে হয় না। না পারুক, না পারলেই তো ভালো, জায়গামতো যার গ্লাভ ফেলে রেখে এসেছিল লেনর সেই বিগ জেমস এখন অস্তিত্বহীন।

সুতরাং, মোটামুটি ধরে নেয়া যেতে পারে, সিনেটর গ্যানোনের পথে, একটু ঘুরিয়ে বললে, লেনরের পথে কাঁটা বলে কেউ নেই আর।

রাইফেলের ট্রিগারে টান দিল লেনর।

আটাশ

হতভম্ব হয়ে গেছে কর্নেল কিনার্ড, এইমাত্র যা শুনল ম্যারিনারের মুখ থেকে তা বিশ্বাস করবে কি না বুঝতে পারছে না। বিমূঢ় দৃষ্টিতে গিবসের দিকে তাকাল সে।

'আমার কথা হয়তো অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে তোমার কাছে, কর্নেল,' বলে চলল ম্যারিনার, 'কিন্তু যা বলেছি আমি তার একটা বর্ণও মিথ্যা না। মেজরকে খুন করিয়েছে সিনেটর গ্যানোন। তারপর লোক পাঠিয়ে একটা কালো ঘোড়া চুরি করিয়েছে আমার এলাকা থেকে,

বইঘর.কম

তারপর এমনভাবে সাজিয়েছে ঘটনা যার ফলে ফেঁসে গেছি আমি। অথচ, মেজরের খুনের ব্যাপারে, কোনো দোষ নেই আমার।'

লেখা শেষ অ্যাডজুট্যান্টের, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল সে, ডান হাতটা ম্যাসেজ করছে।

বিস্ময়বিহ্বলতা কিছুটা কাটিয়ে উঠে কর্নেল কিনার্ড বলল, 'আসলে...ঘোড়ার ব্যাপারটা ছাড়া আর কোনোকিছু বুঝতে অসুবিধা হয়নি আমার।'

'ওটা আমার নিজের আইডিয়া,' কোমাঞ্চি ভাষায় বলল গিবস। 'ম্যারিনারের রেঞ্জ থেকেই ওটাকে পাকড়াও করি আমি, পরে ওটাকে কাজে লাগিয়ে ব্ল্যাকমেইল করি ওকে, তা না হলে এই স্বীকারোক্তিটা আদায় করা যেত না ওর কাছ থেকে।'

কিছু বুঝতে পারেনি ম্যারিনার, হাঁ করে তাকিয়ে আছে গিবসের দিকে। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে লাগল, 'তুমি...তুমি...'

'কর্পোরাল!' জোরে ডাক দিল কর্নেল, বাইরে যে দুই সৈনিক দাঁড়িয়ে ছিল তাদের একজন ঢুকল ভেতরে। 'যে-ঘরটাকে নিজের বেডরুম হিসেবে ব্যবহার করত মিসেস স্টেলম্যান,' আঙুলের ইশারায় দেখাল ম্যারিনারকে, 'এই লোকটাকে সেখানে নিয়ে যাও তোমরা দু'জন। আটকে রাখবে ওকে, এবং খেয়াল রাখবে কিছুতেই যেন পালাতে না পারে সে।'

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল ম্যারিনার, একলাফে উঠে দাঁড়াল সে, দৌড় দিল দরজার দিকে, কিন্তু ওকে ধরে ফেলল বিশালদেহী সৈনিকটা, সাহায্যের জন্য উঁচু গলায় ডাকল অন্যজনকে। দ্বিতীয় লোকটা ঘরে ঢোকার পর দু'জনে মিলে টানতে টানতে মিসেস স্টেলম্যানের বেডরুমে নিয়ে গেল ম্যারিনারকে, জোর করে ঢুকিয়ে দিল ভেতরে, নিজেরাও ঢুকল, তারপর আটকে দিল দরজাটা।

চেয়ার ছেড়ে উঠল কর্নেল, এগিয়ে এসে দাঁড়াল গিবসের সামনে। 'লোকটা আসলে কে, বলো তো? আর তোমার পরিচয়টাই বা কী?'

বইঘর.কম

দুটো প্রশ্নেরই বিস্তারিত জবাব দিল গিবস। ব্ল্যাক হিলসের রেঞ্জওয়ার, তাতে বিগ জেমস ল্যাকারির ভূমিকা, ওল্ডারসন এবং ওর কিডন্যাপিং—এসবও বলল। ডব্লিউ.জি. রানশের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা থেকে শুরু করে ম্যারিনারকে ধোঁকা দেয়া পর্যন্ত অনেক ঘটনাও বলল। কথার মাঝখানে মাঝখানে দম নেয়াটা বাদ দিয়ে বললে একটানা বলে গেল সে। সারাটা সময়ে একটা প্রশ্নও জিজ্ঞেস করল না কর্নেল, কোনো মন্তব্য করল না, শুধু তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। ওদিকে ওর প্রতিটা বাক্য ঝড়ের গতিতে লিখে ফেলল অ্যাডজুট্যান্ট।

যখন থামল সে, নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল কর্নেল, খোলা দরজাটা দিয়ে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে বাইরে। কিছুক্ষণ পর সিগারকেস খুলে বড়সড় একটা সিগার গুঁজল দাঁতের ফাঁকে, কিন্তু সেটা জ্বালানোর কথা মনে থাকল না। সিগারটা দাঁতে চেপেই কী যেন বলতে চাইল কয়েকবার, কিন্তু প্রতিবারই সিদ্ধান্ত বদল করে চুপ করে থাকল। শেষপর্যন্ত উঠে দাঁড়াল, হেঁটে এগিয়ে গেল দরজাটার দিকে, পাল্লার কাছে পৌঁছে ঘুরল, পাল্লায় ভর দিয়ে তাকাল গিবসের দিকে। 'মিস্টার, তুমি কী কাহিনি নিয়ে হাজির হয়েছ আমার কাছে, বুঝতে পারছ? সিনেটর গ্যানোন একজন পাবলিক ফিগার। আমি...আমি... এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না!'

'ওল্ডারসনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার আগপর্যন্ত আমারও বিশ্বাস হয়নি,' বলল গিবস। 'ওরা যখন মারছিল আমাকে, যখন চাবকাচ্ছিল, তখনও যেন বুঝেও বুঝতে পারছিলাম না কেন অত পিটুনি খেতে হচ্ছিল আমাকে। যদি কিছুই না জানতাম সিনেটর গ্যানোনের ব্যাপারে, এবং একটু আগে যা বলল ম্যারিনার সেসব যদি শুনতাম কখনও, স্রেফ পাগল ঠাউরাতাম লোকটাকে।'

'কিন্তু আমার কাউকে পাগল ঠাউরানোর উপায় নেই, আবার হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকারও সুযোগ নেই। তোমার রেকর্ড চেক করতে হবে আমাকে। পাকড়াও করতে হবে ম্যারিনারের বাবুর্চিকে—বি.এম. রানশে আসলেই গিয়েছিল কি না মেজর স্টেলম্যান জানতে হবে। কথা

বইঘর.কম
কার্তুজ

বলতে হবে তোমার বন্ধু ওল্ডারসনের সঙ্গেও। কথা বলতে হবে বোয়েহেম ভাইদের সঙ্গে। যে-ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে ম্যারিনারের, টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে সেখানে, জানতে হবে ওর অ্যাকাউন্টে টাকার পরিমাণ আসলে কত। কথা বলতে হবে এখানকার কয়েকজন ইণ্ডিয়ান সর্দারের সঙ্গেও। খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হবে আমাকে এখন, তাড়াহুড়ো করা যাবে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গিবস। 'পশ্চিমে কতদিন ধরে দায়িত্ব পালন করছ, কর্নেল?'

'সাত মাস।'

'আর আমি বলতে গেলে আমার পুরোটা জীবনই কাটিয়ে দিলাম এখানে। তোমার ভুলটা কী হচ্ছে, একটু বলি। গ্যানোন যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে মেজরের খুনের ব্যাপারে সন্দেহ করা হচ্ছে ওকে, প্রমাণ বলতে যা আছে সব নিশ্চিহ্ন করে দেবে। লোক পাঠিয়ে পাকড়াও করে আনবে ম্যারিনারের বাবুর্চিকে? হয়তো করতে পারবে কাজটা, কিন্তু ততক্ষণে লাশ পড়ে যাবে বোয়েহেম ভাইদের। শুধু তা-ই না, বাজি ধরে বলতে পারি, বি.এম. রানশ থেকে রিযার্ভেশন পর্যন্ত আসার আগেই অ্যাম্বুশে মারা পড়বে ম্যারিনারের বাবুর্চি। তারপর ম্যারিনার নিজেও আর একটা সপ্তাহ বেঁচে থাকবে কি না সন্দেহ। বাজি ধরে আরও বলতে পারি, জবানবন্দি নেয়ার জন্য ওল্ডারসনকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যাবে না, ওর উপর ইতোমধ্যেই হামলা হয়ে গেছে কি না কে জানে! আর আমার কথা যদি বলো...আমাকে যদি বেঁচে থাকতে হয়, এই রাজ্য তো বটেই, চলে যেতে হতে পারে এমনকী আমেরিকা ছেড়ে।' থেমে তিতা হাসি হাসল গিবস, মাথা নাড়ল। 'পুবের সঙ্গে পশ্চিমের অনেকগুলো বড় পার্থক্য আছে। গ্যানোনের বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ করা হচ্ছে, তা যদি পুবের কারও বিরুদ্ধে করা হতো, লোকটা কী করত জানো? ওর পক্ষে যত বড় উকিল ধরা সম্ভব, ধরত। কিন্তু পশ্চিমে কী করা হবে? গ্যানোনের পক্ষে যত ভয়ঙ্কর গানম্যান ভাড়া করা সম্ভব, পকেটের শেষ ডলারটা না

বইঘর.কম

ফুরানো পর্যন্ত তা করতে থাকবে—ওর শত্রুদেরকে, এমনকী যদি প্রয়োজন মনে করে তা হলে তোমাকেও খতম না করা পর্যন্ত।'

'তারমানে...তুমি বলতে চাও, যারা সাক্ষ্য দিতে পারে ওর বিরুদ্ধে, তাদের সবাইকে শেষ করে দেবে সে?'

'ওর জায়গায় আমি থাকলে সেটাই করতাম।'

স্পষ্ট দ্বিধা ফুটে উঠল কর্নেলের চেহারায়। 'তা হলে কী করা উচিত আমার? যদি ধরে নিই তোমার কথাই ঠিক...

'এখানে ধরাধরির কিছু নেই, কর্নেল। মেজরের ভাগ্যে কী জুটেছে, একটাবার ভেবে দেখো।'

'ঠিক আছে। কিন্তু কী করবো আমি এখন?'

'প্রথম কথা, এখানে একজন সর্দার আছে, নাম থলথলে ভালুক। আমার দাবি, ম্যারিনারকে তুলে দেয়া হোক লোকটার হাতে। নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, লোকটা বিশ্বস্ত; অন্তত আমি যদি গিয়ে বলি ওকে, ম্যারিনারকে আটকে রাখতে হবে, তা হলে নির্দ্বিধায় কাজটা করবে সে।'

'কেন করবে?'

থলথলে ভালুকের মেয়ের ইজ্জত বাঁচানোর ঘটনাটা সংক্ষেপে বলল গিবস।

'কিন্তু...ম্যারিনারকে কি জেলে ঢোকালেই ভালো হতো না?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল।

'প্রত্যেক জেলে একটা করে জানালা থাকে, এবং কোনো জানালাই এত ছোট না যে, আততায়ীর রাইফেলের বুলেট সেখান দিয়ে ঢুকতে পারবে না। কিন্তু থলথলে ভালুকের কাছে থাকলে ম্যারিনারকে খুন করাটা সহজ হবে না।'

'ঠিক আছে, মানলাম। তারপর?'

'যতদূর জানি, মেজর স্টেলম্যানের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আর্মি কমিশনের বিশেষ একটা ক্ষমতা দেয়ার কথা তোমাকে। খুনের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে যে-কাউকে আটক করতে পারো তুমি, জিজ্ঞাসাবাদ

বইঘর.কম

করতে পারো। ঠিক না?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'তা হলে দলবলসহ এখনই রওনা হয়ে যাও ডব্লিউ.জি. রানশের উদ্দেশে। গ্রেপ্তার করো গ্যানোনকে, যারা সাক্ষ্য দিতে পারে ওর বিরুদ্ধে তাদেরকে শেষ করার হুকুম যাতে দিতে না পারে সে। খেয়াল রেখো, তোমার কব্জায় যখন থাকবে সে, হয়তো দেখা করতে চাইবে এর-ওর সঙ্গে, কিন্তু ভুলেও ওর সেই চাওয়া পূরণ করতে যেয়ো না।'

'কিন্তু...প্রমাণ?'

'প্রমাণের কথা ভুলে যাও আপাতত। ওকে ধরো আগে, বোতলে ভরে সেটার ছিপি আটকাও শক্ত করে, তারপর দরকার লাগলে তোমার সব প্রমাণ যোগাড় করে দেবো আমি নিজে। ঠিক আছে?'

তবুও দ্বিধা করছে কর্নেল, কিছু বলছে না।

'দেরি কোরো না, প্লিয,' মিনতি জানাল গিবস, 'এ-রকম সুযোগ আর পাবে না।'

উঠে দাঁড়াল কর্নেল, কিছুক্ষণ পায়চারি করে বেড়াল। তারপর হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'সিনেটর গ্যানোনকে গ্রেপ্তার করার মানে কী দাঁড়াবে, জানো?'

'কী?'

'সে যে নিরপরাধ না, সেটা ওকেই প্রমাণ করতে বলা। কিন্তু আমেরিকার বেশিরভাগ রাজ্যের আইনে খুব সাধারণ একটা কথা বলা আছে, জানো কি না জানি না—দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সবাই নিরপরাধ। এটা যে-কারও অধিকার।'

লম্বা করে দম নিল গিবস। 'কখনও কখনও, বাস্তবতার খাতিরে, কাউকে কাউকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হয়। তা না করলে আরও অনেক লোক নিজেদের অধিকার হারায়।'

'কিন্তু যদি কোনো ভুল হয়? যদি শেষপর্যন্ত প্রমাণিত হয় সিনেটর গ্যানোন নির্দোষ? তা হলে আমার অবস্থা কী হবে ভেবে দেখেছ?'

'যদি ভুল না হয়, তা হলে তোমার কী অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ?

বইঘর.কম

কর্নেল থেকে মেজর জেনারেল বানিয়ে দেয়া হতে পারে তোমাকে, আমি নিশ্চিত। তা ছাড়া, যদি কোনো ভুল হয়ও, আর্মি কমিশনের সেই বিশেষ ক্ষমতার কথা বলবার সুযোগ কিন্তু থাকবে তোমার।'

এগিয়ে গিয়ে আবারও চেয়ারে বসে পড়ল কর্নেল, অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গিবসের দিকে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ব্ল্যাক হিলস শহর হয়ে এখানে এসেছি আমি, জানো?'

কৌতূহল ফুটল গিবসের চোখেমুখে। 'তা-ই নাকি?'

'ডাক্তার হিরাম ম্যাক্সওয়েল...চেনো লোকটাকে?'

'খুব ভালোমতো। বেন লেনর আর ওর লোকদের হাতে মার খেয়ে যখন মরতে বসেছিলাম আমি তখন জিনাই...' কী বলছে টের পেয়ে একটু থমকে গেল গিবস, 'তখন ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলই শুশ্রূষা করে ভালো করেছে আমাকে।'

'হুঁ। মেজর স্টেলম্যানের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কথা বলেছি আমি লোকটার সঙ্গে। ওই উদ্দেশ্যেই গিয়েছিলাম ওর কাছে। একসময় সেনাবাহিনীতে ছিল লোকটা, জানো কি না জানি না, অতিরিক্ত মদ্যপানের বদভ্যাসের কারণে চাকরি হারায়।'

'জানি।'

'আমার পরিচিত এক সিনিয়র অফিসার ওর কথা বলেছিল আমাকে, বলেছিল মেজরের হত্যারহস্যের যদি কোনো কূলকিনারা করতে চাই তা হলে অন্তত একবারের জন্য হলেও যেন দেখা করি লোকটার সঙ্গে। যা-হোক, আমাকে কি বলেছে ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল, জানো?'

'না।'

'বলেছে, সারা ব্ল্যাক হিলসে মাত্র একজন লোকই আছে যে একটুখানি হলেও আলো দেখাতে পারবে আমাকে ওই ব্যাপারে।'

'কে সে?'

'লোকটার নাম টালি গিবস; ওর যে-বর্ণনা ডাক্তার দিয়েছে আমাকে, তা হুবহু তোমার মতো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তুমিই কি সেই

বইঘর.কম

লোক?'

চট করে কিছু বলতে পারল না গিবস, কর্নেলের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করছে।

মুচকি হেসে উঠে দাঁড়াল কর্নেল কিনার্ড। 'চলো তা হলে, খুঁজে বের করি থলথলে ভালুককে। তোমাকে কেমন স্বাগত জানায় সে, দেখি। যার গুণগান গেয়েছে ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল, তাকে যদি বুকে টেনে নেয় থলথলে ভালুক, তা হলে অনিশ্চয়তা অনেকখানি দূর হবে আমার মন থেকে। তোমার কথামতো আসলেই যদি ম্যারিনারকে আটকে রাখে লোকটা, তা হলে নির্ভার মনে রওনা দিতে পারি ডব্লিউ.জি. রানশের উদ্দেশে। ...অবশ্য এমনিতেও সেখানে যাওয়ার কথা আছে আমার।'

'কেন?'

'আমাকে লাঞ্চের দাওয়াত দিয়ে রেখেছে সিনেটর গ্যানোন।'

মাথা ঝাঁকাল গিবস। 'তারমানে ডব্লিউ.জি.'র উদ্দেশে যখন রওনা হবো আমরা, ঘোড়াগুলোর উপর অত্যাচার না করলেও চলবে আমাদের।'

একদিক দিয়ে গর্জে উঠল লেনরের রাইফেল, আরেকদিক দিয়ে মৃদু আর্তনাদ করে উঠে মাটিতে পড়ে গেল ওল্ডারসন।

ঘুরে ছুট লাগাল লেনর, ঢুকে যাচ্ছে কোরালের আরও ভেতরে। একটা খড়ের গাদার আড়ালে ছুঁড়ে ফেলল রাইফেলটা, তারপর লাফিয়ে ধরে ফেলল শিকবিহীন বড়সড় একটা খোলা জানালার গোবরাট, একটু কসরত করে শরীরটা তুলে ফেলল সেখানে। কয়েক মুহূর্ত পরই বেরিয়ে এল কোরালের বাইরে, একটু আগে যেখানে দাঁড়িয়ে গুলি চালিয়েছে ঠিক সে-জায়গার উল্টোদিকে।

দেরি না করে আবারও ছুট লাগাল লেনর, এবার গিয়ে হাজির হলো আস্তাবলের খোলা জানালার কাছে, আগের কায়দায় গোবরাট ডিঙিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। অপরিচিত একটা মানুষকে ওভাবে ঢুকতে

বইঘর.কম

দেখে নাক ঝেড়ে আর ঘাড় নাড়িয়ে অস্বস্তি প্রকাশ করল কয়েকটা ঘোড়া, কিন্তু সেসব পাত্তা দিল না লেনর। দ্রুত হাতে দড়ির বাঁধন খুলে দিল কয়েকটা ঘোড়ার, তারপর এগিয়ে গেল সবচেয়ে কিনারার ঘোড়াটার কাছে, কষে পর পর দুটো সবুট লাথি মারল ওটার পাঁজরে আর পেটে। চিৎকার করে উঠল জন্তুটা, দাঁড়িয়ে গেল পেছনের দু'পা'র উপর, লেনরের দিকে এগোতে গিয়ে দেখল আবারও লাথি মারার জন্য পা তুলছে সে। মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল ওটা, ছুট লাগাল আস্তাবলের দরজার উদ্দেশে। ওটার আতঙ্কিত অসহায় হ্রেষা ভয় সঞ্চার করল বাকি ঘোড়াগুলোর ভেতরও, যেগুলোর দড়ির বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে সেগুলোও ছুট লাগাল প্রথমটার পিছু পিছু। শুরু হয়ে গেল স্ট্যামপিড।

একটা মুহূর্তও নষ্ট করল না লেনর, গোবরাট ডিঙিয়ে চলে এল আস্তাবলের পেছনদিকে। এবার সরে গেল না চট করে, কান পেতে শুনছে।

নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে ঘোড়াগুলো, যারা ওল্ডারসনকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গিয়েছিল তারা নিজেদের জান বাঁচাবে নাকি ঘোড়াগুলোকে সামলাবে বুঝতে পারছে না। ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর খুরের আওয়াজ এখনও শোনা যাচ্ছে মেঘ ডাকার গুড়ুগুড়ু আওয়াজের মতো। গজব নাজিল হয়েছে আস্তাবল আর কোরালের সামনে, যারা আছে ওখানে তারা চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে।

আবারও ছুট লাগাল লেনর; ওল্ডারসনকে ফেলে রেখে যারা ঘোড়া সামলানোর কাজে ব্যস্ত, গিয়ে যোগ দিল তাদের সঙ্গে। হট্টগোলের কারণে কেউ ফিরেও তাকাল না ওর দিকে, তাকানোর কথাও না; সে-সুযোগে মাটিতে পড়ে থাকা এবং ঘোড়ার খুরের চাপা খাওয়া ওল্ডারসনকে একনজর দেখে নিল সে, মুচকি হেসে আস্তে আস্তে সরে এল মেকি সাহায্যের কাজ থেকে। ঢুকে পড়ল দু'সারি বাড়ির মাঝখানের অন্ধকার একটা গলিতে, সেটা সাবধানে পার হয়ে গিয়ে উঠল একটা সাইডওয়াকে। হাসল আবারও।

বইঘর.কম

সবুরের ফল যে এত মিষ্টি হবে, ভাবেনি সে—আস্তাবলের ওখান থেকে প্রথমে গুলি এবং পরে লোকজনের চেঁচামেচির আওয়াজ শুনে, যারা বসে ছিল হোটেললবিতে তারাও ছুট লাগিয়েছে সেদিকে; লেনর মোটামুটি নিশ্চিত এখন আর কেউ নেই ফ্রি উইণ্ডের পোর্চে কিংবা লবিতে।

এবার দ্রুত পা চালাল লেনর, ঢুকে পড়ল হোটেলে। রেজিস্টারটা খোলা রেখেই বাইরে চলে গেছে ক্লার্ক, ওটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল সে।

আশ্চর্য, রক্ত লেগে আছে রেজিস্টারের পাতায়! তাও আবার, দেখে মনে হচ্ছে, টাটকা! তাড়াহুড়ো করে ছুট লাগাতে গিয়ে কোনোকিছুর সঙ্গে ঘষা খেয়ে কেটে গেল নাকি ক্লার্কের হাত? কী জানি, ঠোঁট উল্টাল লেনর, হবে হয়তো।

একেবারে শেষ এণ্ট্রিটা থেকে শুরু করে একটা একটা করে নাম দেখছে লেনর, খুঁজছে লিমা গ্যানোনের রুম নম্বর। ব্ল্যাক হিলস বড় শহর, এখানে হরহামেশা আগমন ঘটে আগন্তুকদের, ওদের অনেকেই রাত কাটায় হোটেলে; তাই লিমার নামটা এবং রুম নম্বরটা খুঁজে পেতে একটু সময়ই লাগল লেনরের। কিন্তু এবারও ধৈর্যহারা হলো না সে, বরং নাম আর নম্বরটা খুঁজে পাওয়ার পর আবারও মুচকি হাসল। গায়ে হঠাৎ বাতাসের স্পর্শ পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, লবিসংলগ্ন করিডরের শেষমাথার জানালাটা খোলা; ওখানকার টেনে-রাখা পর্দাটা ফুলে ফুলে উঠছে রাতের জোরালো বাতাসে। ক্লার্ক লোকটা ভীষণ বেখেয়ালি, ভেবে উপরতলায় উঠবার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল লেনর।

লিমার দরজায় কয়েকবার নক করল সে, তারপরও যখন কোনো সাড়াশব্দ পেল না, জোরে থাবা দিল দু'বার। এবার ঝড়ের গতিতে খুলে গেল দরজাটা।

গোবরাটে দাঁড়িয়ে আছে লিমা, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে-কোনো কারণেই হোক প্রচণ্ড বিরক্ত সে। লেনরকে দেখে আরও বাড়ল ওর বিরক্তি, ভ্রূ কুঁচকে গেল।

বইঘর.কম

মুচকি হাসার চেষ্টা করল লেনর, কিন্তু ঠিকমতো করতে পারল না কাজটা; লিমার চোখে বিষদৃষ্টি ফুটে উঠতে দেখে হাসি বন্ধ করল। হ্যাটটা একটুখানি উঁচু করে বলল, 'কিছু কথা ছিল।'

'বাইরে দাঁড়িয়েই বলো,' চাঁছাছোলা কণ্ঠে বলল লিমা।

এতখানি ভর্ৎসনা আশা করেনি লেনর, চেহারাটা কালো হয়ে গেল ওর। বলল, 'তোমার বাবা...

'ফিরে যেতে বলেছে আমাকে, তা-ই তো?'

'হ্যাঁ। তোমার ব্যাপারে যারপরনাই চিন্তিত হয়ে পড়েছে সে।'

'বাড়ির বাইরে এ-ই প্রথম দিন কাটাচ্ছি না আমি, আর বাবাও এ-ই প্রথম যারপরনাই চিন্তিত হয়নি আমাকে নিয়ে। ...আর কিছু বলবে?'

'এই শহরে কেন শুধু শুধু...

'কে বলেছে শুধু শুধু? বাবা? নাকি তুমি নিজেই বানিয়ে বানিয়ে বলছ? জানো না, কিছুদিন আগে বিধবা হয়েছে মিসেস স্টেলম্যান? এখনও সে-শোক আর ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডটার কথা ভুলতে পারেনি সে, তাই ওর দেখাশোনা করছি আমি। কানে ঢুকেছে আমার কথা? ঢুকে থাকলে চলে যাও এখন, রানশে গিয়ে বাবাকে বোলো, ভদ্রমহিলা স্বাভাবিক হলে ওকে বাড়ি-ফেরার ট্রেনে তুলে দিয়ে কলেজে চলে যাবো আমি। আপাতত ডব্লিউ.জি.-তে ফেরার ইচ্ছা নেই আমার।'

'তোমার যা খুশি কোরো, বাধা দেয়ার আমি কে? আমি শুধু বলতে চাই, এই শহরটা এখন আর নিরাপদ না, অন্তত মেয়েদের জন্য। তাই তোমার বাবা...

তিতা হাসি হাসল লিমা, মাথা নাড়ল। 'আমি যে সাবালিকা হয়ে গেছি, আশা করি সে-কথা ভুলে যায়নি বাবা? আমার ইচ্ছা হলে বাড়ি ফিরবো, ইচ্ছা না হলে ফিরবো না।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল লেনর। 'হুঁ, ঠিকই বলেছ—ব্যাপারটা আসলে তোমার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করছে। তবে...মিস্টার গ্যানোনকে দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই...

'কেন? মিসেস এম্‌সের কী হয়েছে?'

বইঘর.কম
কার্তুজ

'ঘরদোর গোছানোর কাজেই তো সারাদিন ব্যস্ত থাকে তোমাদের হাউসকিপার, মিস্টার গ্যানোনের খেয়াল রাখবে কখন? তা ছাড়া বয়স হয়েছে মহিলার...'

'হঠাৎ দেখাশোনার কথা বলছ কেন? কী হয়েছে বাবার? অসুস্থ নাকি?'

মুখে মিথ্যা বলল না লেনর, কিন্তু মাথা ঝাঁকাল।

ওর দিকে একদৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল লিমা।

লেনরও তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে, রাতের বেলায় এ-রকম নিরালায় মেয়েটাকে একলা পেয়ে কামনা জেগে উঠতে চাচ্ছে ওর—হোক না মেয়েটা ওর মালিকের সন্তান, এবং ভবিষ্যতের মালিক।

'তোমাকে অনেকদিন থেকে চিনি আমি, লেনর,' একসময় বলল লিমা, 'তুমি একটা মিথ্যুক। গুড নাইট।' দরজা লাগিয়ে দিল সে।

'গুড নাইট,' বন্ধ দরজার এপাশ থেকে বলল লেনর। তাকিয়ে আছে দরজাটার দিকে, মুচকি হাসিটা ফিরে এসেছে ঠোঁটের কোনায়, একটু আগে জেগে-ওঠা কামনাটা দমন করতে ইচ্ছা করছে না।

পকেট থেকে তামাকের থলে আর সিগারেট পেপার বের করল সে, ওই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট বানাল ধীরেসুস্থে। ওটা ধরাল, দু'-তিন টান দিল, তারপর অলস পায়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

কোনো তাড়াহুড়ো নেই ওর। এখন আর আগের মতো সতর্ক হওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই।

ফাঁদ পাততে হবে লিমার জন্য, সিঁড়ি দিয়ে নামছে আর ভাবছে লেনর, নিখুঁত কোনো ফাঁদ। টালি গিবস লাপাত্তা, সুতরাং মেয়েটার জন্য বিশ্বস্ত কোনো দেহরক্ষী নেই সিনেটর গ্যানোনের, কাজটা আপাতত লেনরকেই দিতে চাইবে সে।

দেহরক্ষী? শব্দটা কেন মনে হলো ভাবতে গিয়ে লেনরের হাসিটা চওড়া হলো—লিমার দেহ সে রক্ষা করবে অবশ্যই, তবে ওর সেই ফাঁদে মেয়েটা ধরা না পড়া পর্যন্ত। তারপর? এবার দাঁত বের করে

বইঘর.কম

হাসল লেনর। যাদেরকে বিনাপয়সায় ভোগ করেছে সে, বলা ভালো যাদেরকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়েছে, তাদের কাউকেই বাঁচিয়ে রাখেনি—সেটা নিরাপদ মনে করেনি ওর জন্য।

লিমাকে ধর্ষণ করতে কেমন লাগবে, সেটা কল্পনা করতে করতে যখন করিডর পার হচ্ছে সে, ঘুণাক্ষরেও টের পেল না, লবির এককোনার বিশাল ক্লযিটের পাল্লা দুটো ফাঁক হয়ে গেছে, সেখান দিয়ে বেরিয়ে এসেছে পিস্তলধরা একটা কম্পমান হাত, এবং অস্ত্রটার নিশানা সে নিজেই। পাল্লা দুটোর ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে পিস্তলের মালিকের জ্বলন্ত চোখ দুটো।

চরম জিঘাংসার দৃষ্টি সেখানে।

অ্যাম্বুশে জেমসের তিন রাইডার মরেছে ঠিকই, কিন্তু সে নিজে জখম হলেও মরেনি।

গ্র্যাপ্পেল ছেড়ে পালায় সে, বিশ্বস্ত এবং অনেকদিনের সঙ্গী ঘোড়াটার উপর সঁপে দেয় নিজেকে। ওর সঙ্গে প্রতারণা করেনি জন্তুটা, মালিকের হাল বুঝতে পারে, রাতের আঁধারে শত্রুদের চোখ ফাঁকি দিয়ে হাজির হয়ে যায় কাছের একটা জঙ্গলে। সেখানে নিজের পরিচর্যা করে জেমস। পরিচর্যা বলতে, ঝরনার পানিতে মুখ ডুবিয়ে পেট ভরে পানি খাওয়া, ডান কাঁধের চামড়া-মাংস কেটে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া বুলেটের ক্ষতস্থানে কাদামাটির পুরু প্রলেপ দেয়া, শার্ট ছিঁড়ে বানানো পট্টি দিয়ে ডান হাত আর ডান উরুর ক্ষতস্থানে নামকাওয়াস্তে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

কাজ শেষে ঝরনার ধারে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না নিজেও; ঘুম থেকে উঠে আবার চড়ে বসে ঘোড়াটার পিঠে, ক্ষুধা আর রক্তপাতের কারণে দুর্বল হয়ে যাওয়া শরীরটা তখন কাঁপছে, মাথা ঘুরছে।

ঘোড়ার ঘাড়ের সঙ্গে নিজের মাথা আর কাঁধ মিশিয়ে দিয়ে কখন হাজির হয়েছিল সে ব্ল্যাক হিলস শহরের বাইরে, বলতে পারবে না তা-ও। তবে, মনে আছে, সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে শুরু করেছিল

বইঘর.কম

তখন; শহরের লোকেরা দিনান্তে বাড়ি ফিরেছে অথবা সাপারহাউসে ঢুকেছে ডিনার করার জন্য।

স্যাডলের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়েছিল জেমস, ধরেই নিয়েছিল ওই অবস্থাতেই মরণ হবে ওর। কিন্তু ভাগ্যবিধাতা এত তাড়াতাড়ি দুনিয়া থেকে তুলে নিতে চাননি ওকে। তাই ঘোড়াটা যখন হাঁটতে শুরু করে শহরে প্রবেশ করার পথের দিকে, সচকিত হয়ে ওঠে সে, মুখ ঘুরিয়ে নেয় ওটার। শহরের বাইরের জঙ্গলে নিয়ে যায় ওটাকে, যারপরনাই কষ্ট করে নামে স্যাডল থেকে, একটা ঝোপের সঙ্গে কোনোরকমে জড়িয়ে দেয় জন্তুটার লাগাম। কিছুক্ষণ মড়ার মতো পড়ে থাকে মাটিতে। তারপর, একহাতে ঘোড়ার একটা পা এবং আরেকহাতে একদিকের রেকাব আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়ায় অনেক কষ্ট করে। ওর মাথাটা তখন আবার ঘুরাতে শুরু করেছে, চোখের সামনে দুলছে পৃথিবীটা। তারপরও বুঝতে পারছিল যদি বাঁচতে হয়, শহরে ঢুকতে হবে, হাজির হতে হবে জিনার কাছে।

হ্যাঁ, সারাদুনিয়ায় যদি আশ্রয় বলে কোনোকিছু থেকে থাকে জেমসের জন্য, সারাদুনিয়ায় যদি আপন বলে কেউ থেকে থাকে, তা হলে ওই এক জিনাই আছে। ওর আপন বোন, ওর ছোট বোন; ছোটবেলায় যাকে কথায় কথায় মারত সে, মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলত মেয়েটা, তারপর কান্না শেষ হলে আবার ফিরে আসত জেমসের কাছে। ওর বিরুদ্ধে অনেক ক্ষোভ মেয়েটার, অনেক অভিযোগ, হয়তো অনেক রাগও আছে; কিন্তু ওর থেকে কোনোদিন মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারবে না সে, এবং সেটা ভালোমতোই জানে জেমস।

হোঁচট খেতে খেতে, কয়েকবার পড়ে গিয়ে এবং মনের জোরে উঠে দাঁড়িয়ে, অন্ধকারে গা ঢেকে কতক্ষণ পর ফ্রি উইণ্ডের এককিনারায় এসে দাঁড়াল সে, জানে না।

কিন্তু ভেতরে ঢুকবে কীভাবে? পোর্চে লোক আছে, লোক আছে লবিতেও। রিসিপ্‌শন ডেস্কে ক্লার্ক আছে, রাতের ঘুমের সময়টা বাদ

বইঘর.কম

দিয়ে বললে প্রায় সারাদিনই ওই ডেস্কে কাটিয়ে দেয় লোকটা। ওদের কেউ যদি দেখে ফেলে জেমসকে...হয়তো গুলি করবে না, হয়তো গিয়ে খবরও দেবে না জেমসের প্রতিপক্ষ রানশারদের কাউকে, কিন্তু অন্তত শেরিফ লকহার্টকে জানাবে নিশ্চয়ই। তারপর?

তারপর শেরিফের হাতে গ্রেপ্তার হতে হবে জেমসকে, জেলহাউসটা অস্থায়ী ঠিকানা হবে ওর জন্য, সন্দেহ নেই চিকিৎসা আর থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়ে যাবে; কিন্তু সে একটু সুস্থ হয়ে ওঠামাত্র আদালতে মামলা ঠুকে দেয়া হবে ওর নামে—জন এভার্টকে খুন করা, আগুন লাগিয়ে লোকটার রানশ ছাই করা এবং উস্কানি দিয়ে ভয়াবহ রেঞ্জওয়ার শুরু করার অভিযোগে। ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার একাধিক লোক আছে, জানে জেমস, এবং মামলার ফলাফল কী হবে তা-ও অনুমান করতে পারে সে। ফাঁসি যদি না-ও দেয়া হয়, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নিশ্চিত ওর জন্য।

কিন্তু কয়েদখানায় আটকে থাকতে চায় না জেমস। একটু সুস্থ হলে খুঁজে খুঁজে বের করতে চায় সে প্রতিটা লোককে—যারা ওর রানশে আগুন দিয়েছে, যারা ওকে অ্যাম্বুশ করেছে। তারপর, হোটেলের এককিনারায় ঘাপটি মেরে বসে থেকে দাঁতে দাঁত পিষছিল জেমস, সুদেআসলে সব দেনা চুকিয়ে দেবে সে।

মাথার উপরে একটা জানালা দেখতে পাচ্ছিল সে। ওটা নিশ্চয়ই হোটেলের করিডরের দিকে খোলে—ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়ায় সে, থাবা চালায় জানালার পাল্লায়। কিন্তু না, খুলছিল না ওটা—ভেতর থেকে ছিটকিনি আটকানো আছে সম্ভবত।

বেঁচে থাকার তাগিদে মাথার দপদপানি ভুলে যায় জেমস, শরীরের সব শক্তি জড়ো করে হাতে, তারপর ঠেলা মারে পাল্লার গায়ে। ছোট ছিটকিনি সামাল দিতে পারেনি সে-ধাক্কা, ভেঙে যায়; খুলে দু'দিকে সরে যায় পাল্লা। বেঁচে থাকার তাগিদটা আবারও টের পায় জেমস, উঠে পড়ে গোবরাটে, বেশি নড়াচড়ায় ক্ষতস্থানগুলো থেকে নতুন করে রক্তপাত শুরু হয়েছে টের পাওয়ার পরও। সান্ধ্য বাতাসে ফুলে ফুলে

বইঘর.কম

ওঠা পর্দার আড়ালে যখন লুকাচ্ছিল নিজেকে, টের পাচ্ছিল, বমি বমি লাগছে ওর; পেটের ভেতরে যদি কিছু থাকত তখন তা হলে নিশ্চয়ই বের হয়ে আসত হড়হড় করে।

কী ছিল সে, আর কী হয়েছে! বিগ জেমস ল্যাকারি—রানশার, ফোরম্যান, পাঞ্চার, কাউবয় সবার কাছে সমীহ করার মতো একটা নাম। ওকে সমীহ করত শহরের বিভিন্ন স্টোরের মালিক, বারটেণ্ডাররা, এমনকী শেরিফও। সব বদলে গেছে। শরীরের কয়েক জায়গায় বুলেটের ক্ষত নিয়ে একটা হোটেলের করিডরে পর্দার আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকা লোকটা জেমস ল্যাকারি হতে পারে, কিন্তু বিগ জেমস না।

একজন বন্ধুও নেই ওর, ভাড়াটে কোনো গানম্যান নেই, জিনা ছাড়া কোনো আত্মীয় নেই যার কাছে সাহায্য চাইতে পারে সে। জীবনে নরহত্যা কম করেনি সে, টের পাচ্ছিল, মরতে ভয় করছে নিজেরই। হোটেলের করিডর পর্যন্ত ভয়কে জয় করেছিল সে, কিন্তু এবার? ক্লার্কের চোখ এড়িয়ে কীভাবে যাবে সিঁড়ির কাছে? কীভাবে হাজির হবে জিনার রুমে? কীভাবে...

হঠাৎ করেই যেন বজ্রপাতের আওয়াজ হলো বাইরে...ভীষণ চমকে উঠেছিল জেমস। যখন বুঝতে পেরেছিল নতুন করে কেউ গুলি চালায়নি ওর উপর, পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছিল। একটা রাইফেল গর্জে উঠেছিল বাইরে কোথাও, আর সঙ্গে সঙ্গে...আশ্চর্য ব্যাপার, কী ঘটেছে দেখার জন্য লবির লোকগুলো ছুটে বেরিয়ে যায় বাইরে। ভাগ্যকে কখনও ধন্যবাদ দেয়নি জেমস, কিন্তু তখন দিয়েছিল—দৌড়ে বাইরে চলে গিয়েছিল ক্লার্কও।

এ-রকম সুযোগ আর আসবে না, বুঝতে পেরে যত জলদি সম্ভব উঠে দাঁড়ায় জেমস। করিডরের দেয়াল ধরে ধরে এগিয়ে যায় রিসিপ্‌শন ডেস্কের দিকে, ওটা পার হয়ে পা রাখতে যাবে সিঁড়িতে, এমন সময় চিন্তাটা পেয়ে বসেছিল ওকে।

নিজের কামরায় যদি না থাকে জিনা?

সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কের একটা শীতল স্রোত নেমে যায় ওর মেরুদণ্ড

বইঘর.কম

বেয়ে। ঠিকই তো, কথাটা আগে কেন আসেনি মাথায়? জিনা তো না-ও থাকতে পারে ওর ঘরে। কোনো কাজে বাইরে গিয়ে থাকতে পারে সে, অথবা কোনোকিছু কেনার জন্য গিয়ে থাকতে পারে স্টোরে, এমনকী...হতে পারে, হোটেল ছেড়ে দিয়েছে সে এতদিনে।

হাতে সময় খুব কম, তাই তাড়াহুড়ো করে রিসিপ্‌শন ডেস্কের কাছে হাজির হয় জেমস। টেনে নেয় রেজিস্টারটা, শেষ থেকে একটা একটা করে নাম দেখতে থাকে। কব্জি বেয়ে চুইয়ে নামা রক্ত ভরে যাচ্ছিল রেজিস্টারের পাতায়; পাত্তা দেয়ার সময় ছিল না জেমসের।

জিনার নামটা খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল শেষপর্যন্ত, এবং সেইসঙ্গে এ-ও জানা গিয়েছিল, হোটেল ছেড়ে দিয়েছে সে।

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে জেমস, একধরনের বিমূঢ়তা পেয়ে বসে ওকে, কী করা উচিত বুঝতে পারছিল না।

হোটেলরুম ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গেছে জিনা?

চিন্তাভাবনা করার বেশি সময় পায়নি সে, কে যেন লাফিয়ে উঠেছিল বাইরের সাইডওয়াকে, তক্তার গায়ে বুটজুতোর শক্ত সোলের ঠক্ শব্দটা কান এড়ায়নি জেমসের। লোকটার এগোনোর ধীরস্থির কিন্তু নিশ্চিত আওয়াজ শুনে বুঝতে পারে, হোটেলের দিকেই আসছে সে।

চট করে এদিকওদিক তাকায় জেমস। কোথায় লুকাবে সে এখন? কোথায় লুকানো যায়? করিডরের শেষমাথার জানালাটার কাছে যাওয়া যাবে না, তার আগেই হোটেললবিতে পা রাখবে লোকটা, দেখে ফেলবে জেমসকে। সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে ওঠাও যাবে না, সে-শক্তি নেই গায়ে। তা হলে?

বিশাল ক্লযিটটা কেন চোখে পড়ল না এতক্ষণ—ভাবতে ভাবতে সেটার দিকে এগিয়ে যায় সে। চট করে খুলে ফেলে ওটা, ভেতরে জায়গা করে নেয় নিজের জন্য। একদিকের দেয়ালে পিঠটা ঠেকিয়ে দুই হাঁটু ভাঁজ করে পাছাটা মাত্র রেখেছে মেঝেতে, এমন সময় সেই লোকটা এসে ঢোকে হোটেলে।

জেমসের মাথা তখন আবার ঘুরাতে শুরু করেছে, মাত্রাতিরিক্ত

বইঘর.কম

পরিশ্রম আর অবসাদে কাঁপতে শুরু করেছে শরীরটা, ওই অবস্থাতেই ক্লুযিটের পাল্লা দুটো একটুখানি ফাঁক করে দেখল, ওর মতোই রিসিপ্‌শন ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আগন্তুক, ওর মতোই রেজিস্টারটা টেনে নিয়ে কী করছে যেন।

লোকটার চেহারা পাশ থেকে দেখতে পাচ্ছিল জেমস, কেন যেন পরিচিত মনে হচ্ছিল লোকটাকে। কয়েক সেকেণ্ড পরই বুকের খাঁচায় জোরে বাড়ি মারল ওর হৃৎপিণ্ডটা—চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বেন লেনর, ওর বড় শত্রুদের একজন।

বেন লেনর—কাঁপা কাঁপা হাতটা হোলস্টারের দিকে বাড়ানোর সময় ভাবছিল জেমস, স্বার্থপর আর কুটিল একটা লোক, উইল গ্যানোনের কথামতো যে উস্কে দিয়েছে জেমসকে, এবং নিজের পিঠের পেছনে ওই দু'জন আছে জেনে রেঞ্জওয়ার শুরু করতে দ্বিধা করেনি জেমস। কিন্তু ওকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিয়ে গেছে হারামজাদারা, কাজ উদ্ধার হয়ে যাওয়ামাত্র সরিয়ে দিতে চেয়েছে ওকে, তাই সরে গেছে চুপিসারে; যখন হামলা করা হচ্ছিল গ্র্যাপ্পেলে তখন কোনো খবর নেয়নি, সাহায্য করার জন্য একজন রাইডারও পাঠায়নি। বেন লেনর—হয়তো সে-ই খুন করেছে মেজর স্টেলম্যানকে, এবং তারপর জেমসের গ্লাভটা ফেলে রেখে এসেছে ঘটনাস্থলে যাতে...

দাঁতে দাঁত পিষল জেমস, যথেষ্টর চেয়ে বেশি সময় লাগলেও বের করতে পারল পিস্তলটা।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে, রেজিস্টার দেখা শেষ করে সিঁড়ির দিকে হাঁটা ধরেছে লেনর।

জেমস ঠিক করল অপেক্ষা করবে সে। দেখা যাক কী হয়।

একটু পর সিঁড়ি দিয়ে ধীরেসুস্থে নেমে আসতে দেখা গেল লেনরকে। মুচকি মুচকি হাসছে, সিগারেট খাচ্ছে, কোনো সুখচিন্তায় বিভোর সম্ভবত।

হোটেললবির লোকগুলো, কিংবা ক্লার্ক ফিরে আসেনি এখন পর্যন্ত।

বইঘর.কম

একহাতে ক্লযিটের পাল্লা আরও একটু ফাঁক করল জেমস, পিস্তলধরা হাতটা বের করল সেখান দিয়ে। টের পাচ্ছে, উত্তেজনা আর অবসাদে কাঁপছে হাতটা, চেষ্টা করেও সে-কাঁপুনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না সে। জিঘাংসার আগুন জ্বলছে দু'চোখে।

পর পর দু'বার ট্রিগার টানল সে লেনরকে নিশানা করে।

ডান কব্জিতে আর ডানদিকের কোমরের নীচে প্রচণ্ড ব্যথা টের পেল লেনর, ওর মনে হলো যেন আগুন জ্বলে উঠেছে ওই দু'জায়গায়। সিগারেটটা আপ্নাআপনি খসে পড়েছে ঠোঁট থেকে, সে নিজেও আপনাআপনি গড়িয়ে পড়ে গেছে মেঝেতে।

কে, কেন গুলি করেছে ওকে সে-চিন্তার বদলে, ওর মনে পড়ে গেল ওকে ব্ল্যাক হিলসে পাঠানোর আগে ওকে উদ্দেশ্য করে বলা সিনেটর গ্যানোনের কিছু কথা, 'মনে রেখো, ভুলেও ধরা পড়া চলবে না অথবা আহত হওয়া চলবে না। আমার অনেক কথা জানো তুমি, আমার হয়ে অনেক খারাপ-কাজ করেছ। কাজেই শত্রুপক্ষ যদি পাকড়াও করতে পারে তোমাকে, আমি ধরে নেবো আমার জারিজুরি খতম। সেক্ষেত্রে তোমাকেও যত জলদি সম্ভব খতম করে দেয়া ছাড়া উপায় থাকবে না আমার।'

কাজেই কোনোরকমে উঠে দাঁড়াল লেনর, কাজটা করতে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যথা টের পেল আহত জায়গা দুটোয়, কিন্তু পাত্তা দিল না। ওকে খতম করে দেয়ার কথা যখন বলেছে সিনেটর গ্যানোন, তখন চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যেতে পারে, কাউকে না কাউকে পাঠিয়েছে সে লেনরের পেছন পেছন, যে-লোক নজর রাখছে লেনরের উপর।

বাঁ হাত দিয়ে ডান কব্জির ক্ষতস্থান চেপে ধরল লেনর, যত জলদি সম্ভব হাঁটা ধরল। বুঝতে পারছে ওর আঘাত গুরুতর না, এখন যদি ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুট লাগাতে পারে ডব্লিউ.জি.'র উদ্দেশে তা হলে আর যা-ই হোক, আততায়ীর গুলিতে মরতে হবে না। সে যদি হাজির হতে পারে রানশে তা হলে নিশ্চয়ই ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে

বইঘর.কম
কাতুজে

সিনেটর গ্যানোন।

যে-আস্তাবলে নিজের ঘোড়া রেখেছে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেদিকে যাওয়ার সময় একটা চিন্তা খেলে গেল লেনরের মাথায়। সিনেটর গ্যানোনের পাঠানো কেউ কি গুলি চালিয়েছে ওর উপর?

মনে হয় না। এত কাঁচা কাউকে পাঠাবে না সিনেটর গ্যানোন। পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়েছে, শব্দ শুনেই বুঝেছে লেনর, স্বল্প দূরত্বে যার নিশানা এত বাজে সে-লোক...

উঁহুঁ, যে গুলি করেছে সে সিনেটর গ্যানোনের লোক না। সে আসলেই কাঁচা...অথবা হতে পারে খুব উত্তেজিত অবস্থায় ছিল।

হোটেলের ভেতরে পিস্তল গর্জে ওঠার আওয়াজ শুনেছে অনেকেই, কয়েকজন তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে আসছে হোটেলের দিকে; ওদেরকে এড়ানোর জন্য চট করে একটা অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়ল লেনর। আর যা-ই হোক, মনে মনে নিজেকে বলল সে, ধরা পড়া চলবে না। তা ছাড়া, মূলত যে-উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল ওকে শহরে, তা সফলভাবে করতে পেরেছে সে; এমনিতেই রানশে ফেরার সময় হয়ে গিয়েছিল ওর।

কোন্ সংক্ষিপ্ত পথ ধরে গেলে সবচেয়ে কম সময়ে পৌঁছানো যাবে ডব্লিউ.জি.-তে, জানে সে।

লেনরকে পড়ে যেতে দেখল জেমস, খুশির একটা বিস্ফোরণ টের পেল সে নিজের মনে; কিন্তু যখন দেখল উঠে দাঁড়াচ্ছে লেনর, খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে যাচ্ছে ওর চোখের সামনে দিয়ে, তখন খরায়-ফাটা জমিনে পড়া দু'-চার ফোঁটা বৃষ্টির মতো উধাও হয়ে গেল ওর সব আনন্দ, যারপরনাই হতাশা ছেঁকে ধরল ওকে। পিস্তলধরা হাতটা ঢুকিয়ে নিল ক্লযিটের ভেতরে, কোলের উপর নামিয়ে রাখল অস্ত্রটা, পিঠের মতো করে মাথার পেছনদিকটাও ঠেকাল দেয়ালে। আর পারছে না সে।

এখন যতটা অবসাদগ্রস্ত সে, কোনো মানুষ বোধহয় তার চেয়ে

বইঘর.কম

বেশি অবসাদ-আক্রান্ত হতে পারে না। লেনরকে দু'বার গুলি করতে গিয়েই ফুরিয়ে গেছে শরীরের সব জোর; এত খারাপ লাগছে যে, মনে হচ্ছে মারা যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। একটু আগের উত্তেজনার কারণে ভুলে গিয়েছিল মাথা ঘুরানোর সমস্যাটার কথা, কিন্তু এখন টের পাচ্ছে আবার—বোধহয় আগের চেয়ে বেড়েছে সেটা। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মরণপিপাসা; মনে হচ্ছে কেউ যদি একটা ফোঁটা পানি খেতে দিত ওকে, তা হলে প্রয়োজনে নিজের জিভ দিয়ে চেটে লোকটার বুট জোড়া সাফ করে দিত জেমস।

চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আপনাআপনি, হোটেলের পোর্চে একদল লোকের হুড়মুড় করে হাজির হওয়ার আওয়াজ শুনে তাকাল জেমস। কারা, কেন এসেছে বুঝতে একটু সময় লাগল ওর, হয়তো অতি ক্লান্তির কারণেই। সঙ্গে সঙ্গে তিক্ততায় ছেয়ে গেল মনটা। ভুল হয়ে গেছে, মাথা গরম থাকায় মারাত্মক বোকামি করে ফেলেছে সে। জাহান্নামে যাক লেনর, ওকে গুলি করা উচিত হয়নি, বরং চলে যেতে দেয়া উচিত ছিল অক্ষত অবস্থায়। তা হলে লোকটা চলে যাওয়ার পর কেটে পড়ার সুযোগ পেত জেমস নিজেও।

উত্তেজিত অবস্থায় নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছে লোকগুলো, ক্লুযিটের বন্ধ পাল্লার আড়ালে বসে-থাকা জেমস সেসবের কিছু শুনছে, কিছু শুনছে না। আবার চোখ বন্ধ করে ফেলেছে সে, নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে নিয়তির হাতে, যা খুশি ঘটুক। বাধা দেয়ার মতো, অথবা নিজের ইচ্ছায় কিছু করার মতো শক্তি আপাতত নেই ওর।

জিনা নেই; তা হলে আর কার কাছে যেতে পারে সে? এত বড় শহরে আর কে আছে যে অন্তত মানবিকতার খাতিরে হলেও একটু শুশ্রূষা করতে পারে ওকে? কে আছে, যে ওকে একজন খুনি না, বরং একজন আহত আর অসহায় মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে পারে?

ডাক্তার হিরাম ম্যাক্সওয়েল।

কিন্তু...সে যা করেছে ডাক্তারের সঙ্গে, লোকটা কি ফিরে তাকাবে

বইঘর.কম
কার্তুজ

ওর দিকে? সে যদি ডাক্তারের জায়গায় থাকত তা হলে কি করত কাজটা? অবশ্যই না। কিন্তু কথা হচ্ছে, সবাই বলাবলি করে, হিরাম ম্যাক্সওয়েল যতটা না ডাক্তার তারচেয়ে বেশি একজন বড়-মনের মানুষ; খোদ শয়তানও যদি আহত হয়ে গিয়ে হাজির হয় লোকটার কাছে, সে নাকি শুশ্রূষা করবে।

একভাবে পড়ে থাকল জেমস। টের পাচ্ছে ঝিমুচ্ছে সে, টের পাচ্ছে আস্তে আস্তে কমছে হোটেলের ভেতরের উত্তেজনা। রাতের গভীরতার সঙ্গে তাল রেখে আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে গেল হোটেললবি। একটামাত্র লণ্ঠন জ্বলছিল রিসিপ্‌শন ডেস্কের কাছে, সেটার উজ্জ্বলতা কমিয়ে দিল ক্লার্ক, ক্লযিটের ঠিক উল্টোদিকের দেয়াল ঘেঁষে রাখা বড়সড় সোফাটায় শুয়ে পড়ল আরাম করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শোনা গেল ওর ভারী শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ।

ক্লযিটের পাল্লা দুটো একটু ফাঁক করল জেমস।

ঘুমিয়ে গেছে ক্লার্ক, তার আগে হোটেলের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু করিডরের সেই জানালাটা যে খোলা আছে সেটা বোধহয় টেরই পায়নি।

বুট জোড়া পা থেকে খুলে ফেলল জেমস, তারপর পুরোপুরি ফাঁক করল ক্লযিটের দরজা। পিস্তলটা ঢোকাল হোলস্টারে। লম্বা করে দম নিয়ে বেরিয়ে এল। খালি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে খোলা জানালাটার দিকে, টলছে কিন্তু পাত্তা দিচ্ছে না।

কারণ বেঁচে থাকার তাগিদটা নতুন করে টের পাচ্ছে সে।

আশ্চর্য ব্যাপার, থমথমে হয়ে গেছে সারা শহর, শুধু গমগম করছে ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের বাড়িটা। আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে পুরো বাড়ি, লোকজনের বিরতিহীন আসা-যাওয়া চলছে। সেখান থেকে কিছুটা দূরে একটা ছোট্ট শ্যাক, বলা ভালো, ছাপরাঘরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে যা দেখছে জেমস, তাতে ডাক্তারের কাছ থেকে শুশ্রূষা পাওয়ার ইচ্ছাটা মরে গেছে ওর; একইসঙ্গে এটাও বুঝতে পারছে,

বইঘর.কম

দুনিয়াতে থাকার জন্য আর বেশি সময় বাকি নেই ওর হাতে।

ওর শত্রুদের কে নেই ওই বাড়িতে? শেরিফ লকহার্ট? আছে। উইল ব্যালার্ড? আছে। পিট লিঙ্কম্যান? আছে। এমনকী যাদের মধ্যে চরম রেষারেষি ছিল এতদিন সেই প্যাট বাটলার, লিন শ্র্যাডার আর ফ্র্যাঙ্ক লুইসকে দেখে মনে হচ্ছে কতকালের বন্ধু যেন ওরা! লোকগুলোর সঙ্গে আছে ওদের বিশ্বস্ত কাউহ্যাণ্ড আর পাঞ্চাররা। এদের কেউ একজন যদি দেখে ফেলে জেমসকে, কেউ একজন যদি চিনে ফেলে...

প্রচণ্ড মৃত্যুভয় আর সেই সঙ্গে মরণপিপাসাটা আরও একবার টের পেল জেমস।

কিন্তু...কী এমন হয়েছে ডাক্তারের বাসায়? এত উত্তেজিত কেন লোকগুলো? বিমর্ষ দেখাচ্ছে শেরিফকে—কারণ কী? জরুরি কোনো মিটিং করছে ওরা কিন্তু একমত হতে পারছে না? জেমসকে, নাকি ভাবা উচিত জেমসের লাশ খুঁজে বের করার জন্য সার্চ পার্টি গঠন করতে চাচ্ছে অথচ পারছে না? কিন্তু কথা হচ্ছে, সেসব বিষয়ে কথা বলার জন্য ডাক্তারের বাড়িতে আসতে হবে কেন? শেরিফের অফিসে সমস্যা কী?

ম্যাক্সওয়েলের বাড়ির পেছনের দরজাটা খুলে গেল আরও একবার, সেখান দিয়ে যে বেরিয়ে এল তাকে দেখে চমকে উঠল জেমস, খুশির বিস্ফোরণটা টের পেল আবার।

জিনা।

এবং, সৌভাগ্য আর কাকে বলে, এদিকেই আসছে মেয়েটা।

মেয়েটা কাছাকাছি আসার পর ওকে নাম ধরে নিচু গলায় ডাকল জেমস।

চমকে উঠল জিনা, থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, এদিকওদিক তাকাচ্ছে।

আবারও আগের মতো করে ডাকল জেমস।

এবার শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ছুটে এল মেয়েটা। জেমসকে

বইঘর.কম
কার্তুজ

দেখামাত্র, বলা ভালো চিনতে পারামাত্র থমকে দাঁড়িয়ে গেল আবার।

'আমি...' শুকিয়ে যাওয়া গলা ভেজানোর জন্য ঢোক গেলার চেষ্টা করল জেমস, কিন্তু পারল না, 'আমি...মরে যাচ্ছি! আমাকে একটু সাহায্য করো!'

আর থাকতে পারল না জিনা, ছুটে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল জেমসের কাছে। একনজর দেখল ভাইকে, তারপর বলল, 'এখনই ডেকে আনছি আঙ্কেল ম্যাক্সকে।' উঠে দাঁড়াচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা হাত বাড়িয়ে জিনার একটা হাত চেপে ধরল জেমস। 'যদি চাও খুন হই আমি ওই লোকগুলোর হাতে, তা হলে করতে পারো কাজটা।'

'কিন্তু...'

'তুমি পারবে,' জিনাকে কথা বলতে দিল না জেমস। 'শুধু কোথাও লুকিয়ে রাখো আমাকে। শুধু...শুধু...ওই লোকগুলোর হাতে ধরা পড়তে দিয়ো না আমাকে...বোন আমার!'

অদ্ভুত আবেগে কেঁপে উঠল জিনার সারা শরীর, কাঁপছে ওর ঠোঁট দুটো, ফুলে ফুলে উঠছে নাকের বাঁশি। ভাইকে জড়িয়ে ধরল সে। উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। কাজটা করার সময় টের পেল, সাংঘাতিক দুর্বল হয়ে পড়েছে জেমস।

ওকে নিজের ছাপরাঘরে নিয়ে গেল জিনা, মেঝের এককোনায় বিছিয়ে রাখা সস্তা বেডরোলে শুইয়ে দিল। তারপর একছুটে গিয়ে বন্ধ করল ঘরের দরজা, টেনে দিল একমাত্র জানালাটার পর্দা। একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে আলো বাড়িয়ে দিল সেটার। ওটা হাতে নিয়ে ভাইয়ের কাছে গেল, একদৃষ্টিতে দেখছে লোকটাকে।

এককালের বিগ জেমস এখন শিশুর মতো অসহায় আর দুর্বল। চেহারায় আর চুলে মাটি লেগে আছে, ভবঘুরেদের মতো নোংরা হয়ে গেছে পরনের কাপড়, গালে কয়েকদিনের না-কাটা দাড়ি থাকার পরও বোঝা যায় দু'চোয়াল ভেঙে ঢুকে গেছে ভেতরে। বোধহয় টানা কয়েকরাত ঘুমায়নি সে, তাই লাল হয়ে আছে চোখ দুটো। স্বাস্থ্য নষ্ট

বইঘর.কম

হয়ে গেছে, পরনের শার্টটাকে ন্যাতাকানির চেয়ে খুব বেশি উন্নত বলা যাবে না। মাটি লেগে নোংরা হয়ে আছে বুটবিহীন দুই পা, রক্ত শুষে নিয়ে লালচে আর কেমন চটচটে হয়ে আছে জিন্সটা। আস্তে আস্তে দম নিচ্ছে জেমস, যেন জীবনবায়ু টেনে নেয়ার মতো শক্তিটুকুও পাচ্ছে না।

জিনা টের পেল, সেবাশুশ্রূষা না করা হলে মরতে আর বেশি বাকি নেই জেমসের।

ব্যাপারটা বুঝতে পারছে জেমসও। বোনের দিকে দুর্বল একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'আমি...আমি ঠিক হয়ে যাবো, জিনা। আর...একটু সুস্থ হলেই চলে যাবো। তার আগে কয়েকটা দিন এখানে লুকিয়ে রেখো আমাকে, দোহাই লাগে। আর...ওই লোকগুলোর হাতে ধরা পড়তে দিয়ো না আমাকে।'

লণ্ঠনটা মাটিতে নামিয়ে রাখল জিনা, আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে, জেমসের বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরল।

'আমার যাওয়ার আর কোনো জায়গা ছিল না,' বলল জেমস, 'তাই তোমার কাছেই এলাম। বোন, আমাকে বাঁচাবে না তুমি?'

কিছু বলল না জিনা, মাথা ঝাঁকাল শুধু, ফোঁপাচ্ছে এখনও। টপটপ করে পানি পড়ছে ওর দু'চোখ দিয়ে।

ঊনত্রিশ

দিগন্তবিস্তৃত সবুজ প্রেইরির বুকে বিকেলের রোদে মরূদ্যানের মতো মনে হচ্ছে ডব্লিউ.জি. রানশটাকে।

আসতে এত দেরি হতো না ওদের। জায়গায় জায়গায় যাত্রাবিরতি

বইঘর.কম

দিয়েছে কর্নেল কিনার্ড, এটা-সেটা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছে গিবসকে যেগুলোর মূল কথা: একজন সিনেটরের বিরুদ্ধে যা করতে যাচ্ছে ওরা তা ভুল হলে পরিণতি কী?

রানশটা নজরে পড়ামাত্র, আগের প্রতিবারের মতো, হাত তুলল কর্নেল। ঘোড়ার রাশ টানল গিবস, থামল ছয় ট্রুপার আর অ্যাডজুট্যান্টও।

গাঢ় নীল ইউনিফর্মে দেখতে চমৎকার লাগছে কর্নেলকে। স্যাডলের উপর পিঠ খাড়া করে বসে আছে সে, ক্লান্তির ছাপ পড়তে দেয়নি চেহারায়। লোকটার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয় গিবসের তখন ওর চেহারায় সামরিক ভাবটা দেখা যায়নি, কিন্তু এখন আছে সেটা।

কর্তৃত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে গিবসের দিকে তাকাল কর্নেল, বলল, 'তুমি এখানে, এই জঙ্গলের ভেতরে থাকো। অ্যাডজুট্যান্ট আর ট্রুপারদের নিয়ে রানশে যাবো আমি।'

কথাটা পছন্দ হলো না গিবসের। 'আমি কোনোকিছু অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রাখার মতো মানুষ না। পুরো ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল আমাকে দিয়ে, এখন আমি চাই...'

'তুমি কী চাও না-চাও সেটা বড় কথা না। বড় কথা হচ্ছে, সেনাবাহিনী, অর্থাৎ মেজর স্টেলম্যানের হত্যাকাণ্ড তদন্ত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কী চায় না-চায়।'

কর্নেলের মনোভাব টের পেল গিবস। 'ঠিক আছে, এখানেই থাকবো আমি, অপেক্ষা করবো তোমাদের জন্য।'

'তুমি এমনিতেই প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে আছো সিনেটরের উপর, তাই কোনো সুযোগ দিতে চাই না তোমাকে। চাই না তোমাকে দেখামাত্র সিনেটরও কোনো সুযোগ নিক। যা করার আমি করবো, এবং একা করবো কাজটা।'

'ঠিক আছে, কোরো। কিন্তু যখন গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে গ্যানোনকে, তখন কি সে আমাকে দেখবে না?'

'হ্যাঁ, দেখবে হয়তো, কিন্তু কিছু করতে পারবে না। আশা করি

বইঘর.কম

তুমিও কোনো বোকামি করে বসবে না তখন।' সেনাবাহিনীর কায়দায় লাগাম দিয়ে ঘোড়ার ঘাড়ে বাড়ি মারল কর্নেল, হাঁটতে শুরু করল ওটা। অ্যাডজুট্যান্ট আর ট্রুপারদের উদ্দেশে ইশারা করল সে, ওর পিছু নিল ওরা।

চেহারায় যতই কর্তৃত্বপূর্ণ ভাব বজায় রাখুক কর্নেল, ভেতরে ভেতরে ভীষণ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে সে আসলে; একজন চালচুলোহীন পাঞ্চারের অনুরোধে আর পরিকল্পনায় যা করতে যাচ্ছে তা করাটা ঠিক হচ্ছে কি না ভাবছে বার বার। জুয়াড়ি না সে, কোনোকালে ছিলও না, কিন্তু এখন যা করতে যাচ্ছে তা করতে যে-কোনো পাকা জুয়াড়িরও বুক কাঁপবে। উইল গ্যানোন একজন প্রভাবশালী সিনেটর, যে-অভিযোগ করা হবে ওর বিরুদ্ধে তা যদি ভুল হয় তা হলে কিনার্ডের চাকরি তো যাবেই, জেল-জরিমানাও হয়ে যেতে পারে। কাজেই আগামী অন্তত একটা ঘণ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওর জন্য, সেনাবাহিনীতে ওর এই চাকরিটার জন্য। এখন কোনো ভুল করা যাবে না, অথচ দায়িত্ব-কর্তব্যের বাইরে অনুমাননির্ভর পদক্ষেপ বলতে যা বোঝায় সেটাও নিতে হবে সুচারুভাবে। কারণ, অন্য কোনো বিকল্প নেই ওর হাতে।

ধীরেসুস্থে এগোচ্ছে কিনার্ড, এদিকওদিক তাকাচ্ছে, রানশটা খারাপ লাগছে না ওর। বেশ বড় রানশ এটা, এ-তল্লাটের সবচেয়ে বড় সম্ভবত। যেমন সুন্দর, সবকিছু তেমন সাজানোগোছানো। বোঝা যাচ্ছে রানশটা শুধু পরিপাটি করে রাখতেই অনেক টাকা খরচ করে সিনেটর। হ্যাঁ, টাকার গন্ধ আছে এখানকার বাতাসে, বলা উচিত টাকার নেশাধরানো গন্ধ আছে; হোক না সে-টাকা দুর্নীতির।

লোকে যখন টসটসে পাকা আপেল দেখে তখন ফলটার লাল রঙ দেখে পুলকিত হয়, ওটার ভেতরটা পোকায়-খাওয়া কি না তা ভাবে ক'জন?

রানশের ভেতর দিয়ে বয়ে চলা ছোট্ট সুন্দর খাঁড়ির ঢাল ছেড়ে মেইনহাউসের দিকে এগোল কিনার্ড, বিশাল কটনউডটার নীচে এসে

বইঘর.কম

নামল স্যাডল ছেড়ে। ওর সঙ্গীরাও যখন স্যাডল ছেড়ে দাঁড়াচ্ছে ওর মুখোমুখি তখন বলল, 'অ্যাডজুট্যান্ট, আমার সঙ্গে ভেতরে যাবে তুমি। আর সার্জেন্ট, তোমার লোকদের নিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় থাকবে, যাতে ভেতর থেকে আমি বা অ্যাডজুট্যান্ট ডাকামাত্র সাহায্য করার জন্য যেতে পারো। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল সার্জেন্ট।

কিনার্ডকে দেখে আশ্চর্য হলো গ্যানোন, কিন্তু একইসঙ্গে আন্তরিক হাসি দেখা দিল ওর ঠোঁটের কোনায়। কিনার্ডের বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল, 'হঠাৎ?'

গ্যানোনের উদ্দেশে ছোট্ট একটা বাউ করল কিনার্ড, বলল, 'সিনেটর, আসলে...জরুরি একটা কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি, না এসে পারলাম না।'

খুশি বিদায় নিল গ্যানোনের চেহারা থেকে, সতর্ক দৃষ্টি দেখা দিয়েছে ওর দু'চোখে। 'জরুরি কাজ?'

'সামরিক ক্ষমতাবলে তোমাকে গ্রেপ্তার করছি আমি। আমার সঙ্গে রিযার্ভেশনে যেতে হবে তোমাকে।'

সতর্ক দৃষ্টিটা মুছে গেল গ্যানোনের চোখ থেকে, অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটের কোনায়। 'গ্রেপ্তার? আমাকে? খুবই ইন্টারেস্টিং। বসো, বসো। দাঁড়িয়ে থাকলে উত্তেজনা সামাল দিতে পারে না লোকে, এবং আমার মনে হচ্ছে অতি মাত্রায় উত্তেজিত তুমি।'

বসল না কিনার্ড। 'আমার কাছে তথ্যপ্রমাণ আছে, মেজর স্টেলম্যানের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তুমি। কাজেই তোমাকে গ্রেপ্তার করা আমার কর্তব্য।'

'মেজর স্টেলম্যানের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমি জড়িত?' একটা ভ্রূ উঁচু করল গ্যানোন। 'তুমি জানো কি না জানি না, লোকটা আমার পুরনো আর প্রিয় বন্ধুদের একজন ছিল।'

ইউনিফর্মের ভেতর থেকে কয়েক তা ভাঁজ-করা কাগজ বের করল

বইঘর.কম

কিনার্ড, বাড়িয়ে ধরল গ্যানোনের দিকে। 'কলম দিয়ে যা লেখা হয় তার জোর, মুখে যা বলা হয় তার জোরের চেয়ে অনেক বেশি। এখানে আসার আগে একাধিক কপি করা হয়েছে এই লেখাটার।'

হাত বাড়িয়ে কাগজগুলো নিল গ্যানোন। ভাঁজ না খুলে জিজ্ঞেস করল, 'কী এটা?'

'তথ্যপ্রমাণ—একটু আগে যা বললাম।'

'কীসের প্রমাণ?'

'সরকারকে ফাঁকি দেয়ার জন্য মেজরের সঙ্গে আঁতাত করেছিলে তুমি। কিন্তু যেইমাত্র তোমার উপর টেক্কা মারতে গেল মেজর, সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিলে লোকটাকে। তুমি একটা খুনি, সিনেটর।'

মেকি হাসি হাসল গ্যানোন, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। একবার ঢোক গিলে বলল, 'ড্রিঙ্ক করবে, কর্নেল?'

'না।'

'সিগার খাবে?'

'না।'

'তা হলে থাকো এখানে, এবং একটু সময় দাও আমাকে। এই কাগজগুলো নিয়ে স্টাডিরুমে যাবো আমি, কে কী বলতে চায় তা পড়বো ওখানে গিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে।'

'অসুবিধা নেই। কিন্তু মনে রেখো, পালানোর চেষ্টা করলে লাভ হবে না। তোমার বাড়ি ঘিরে রেখেছে আমার ট্রুপাররা। কাগজগুলো নষ্ট করে দিলেও কোনো ফায়দা নেই, কারণ আগেই বলেছি একাধিক কপি করা হয়েছে ওগুলোর।'

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল গ্যানোন, কাগজগুলো হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দোতলায় উঠবার সিঁড়ির দিকে।

তাড়াহুড়োর কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ওর ভাবভঙ্গিতে।

কোমরের নীচ থেকে শরীরের বাকি অংশে কোনো সাড়া নেই। যে-

বইঘর.কম
কার্তুজ

হাতে গুলি লেগেছে, অবশের মতো হয়ে গেছে সেটাও। তারপরও দাঁতে দাঁত চেপে ডব্লিউ.জি.'র দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লেনর, ঠিক করেছে রানশে না-পৌঁছানো পর্যন্ত থামবে না, তাতে যদি মরণও হয় ঘোড়াটার অথবা ওর, অসুবিধা নেই।

দূর থেকে রানশটাকে দেখতে পেয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তি জাগল ওর মনে, এতক্ষণ ঘাড়টা নিচু করে ছিল, এবার সোজা করল পিঠ। সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিল ওর স্বস্তির অনুভূতিটা, ভালো হাতটা দিয়ে জোরে টান দিল ঘোড়ার লাগামে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জন্তুটা, হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে।

কী ব্যাপার? সেনাবাহিনীর উর্দিপরা ছয় ট্রুপারকে কেন দেখা যাচ্ছে মেইনহাউসের বাইরে বিশাল কটনউডটার নীচে? রানশের ভেতরে কী করছে সেনাবাহিনীর লোকজন? ছ'জন যদি বাইরে থাকে, তা হলে ভেতরে আছে ক'জন? এত যুদ্ধংদেহী মনোভাব কেন ওদের? কী হয়েছে?

বিপদঘণ্টা বেজে উঠল লেনরের মনে।

তা হলে কি...সব জানাজানি হয়ে গেছে? কোথায় কী ভুল করল লেনর? কোন্ সূত্র ধরে সেনাবাহিনীর লোকেরা হাজির হয়ে গেল রানশে?

ব্যথাবেদনা ভুলে গেল লেনর; এমনকী ভুলে গেল ওর শরীরের দু'জায়গায় আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেছে পিস্তলের বুলেট। মনের পর্দায় ঝড়ের গতিতে অতীত হাতড়াচ্ছে সে, ঠায় বসে আছে স্যাডলের উপর, এখনও মনে করতে পারছে না কবে কোথায় কোন্ ভুলটা করেছে সে।

না, মাথা নাড়ল লেনর, সেনাবাহিনীর লোকেরা বিদায় না নেয়ার আগে ঢোকা যাবে না রানশে। সে জানে, যে-লোক কোনো ঘটনার খারাপটা আগে চিন্তা করে, সে-লোকের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সিনেটর গ্যানোনের যা খুশি হোক, অসুবিধা নেই লেনরের; বুলেটের আঁচড় লাগার পরও যখন এতদূর আসতে পেরেছে সে, তখন বুঝতে পারছে টিকে যেতে পারবে সে।

বইঘর.কম

আপাতত লুকিয়ে পড়া ছাড়া করার কিছু নেই ওর। কোথাও ঘাপটি মেরে থেকে চোখ রাখতে হবে রানশের উপর, দেখতে হবে কী ঘটে না-ঘটে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

লাগামে টান দিল লেনর, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল রানশের বাইরের জঙ্গলটার দিকে, এখন আর কোনো তাড়াহুড়ো নেই বলে হেঁটে এগোতে দিচ্ছে জন্তুটাকে। শহরে কয়েকদিন থাকতে হতে পারে ভেবে কয়েকটা বাড়তি কাপড় নিয়ে গিয়েছিল স্যাডলব্যাগে ভরে, একটা শার্ট কাজে দিয়েছে খুব—ওটা ছিঁড়ে পট্টির মতো বানিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছে আহত কব্জিতে আর কোমরের ক্ষতস্থানে, রক্তপাত বন্ধ করতে পেরেছে সফলভাবে।

এগিয়ে আসছে জঙ্গলটা, মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিচ্ছে লেনর। প্রায় অনায়াসে খুন করল সে ওল্ডারসনকে, কেউ ধরতেও পারল না ওকে। হোটেলের ভেতরে কোথাও লুকিয়ে ছিল হামলাকারী লোকটা, দু'বার গুলি চালাল সে লেনরকে লক্ষ্য করে, আঁচড় লাগা ছাড়া গুরুতর কোনো ক্ষতি হলো না ওর। আরেকটু হলেই ধরা পড়ে গিয়েছিল সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাতে, কিন্তু সময়মতো দেখতে পেয়েছে ওদেরকে, রাশ টানতে পেরেছে ঘোড়ার।

আসলেই, প্রবাদ কখনও ভুল হয় না—শুধু সাহসী লোকেরাই ভাগ্যের সহায়তা পায়।

নিজের স্টাডিরুমে, প্রিয় চেয়ারটাতে বসল গ্যানোন, একটা সিগার ধরাল। ভাঁজ খুলে চোখের সামনে মেলে ধরল কাগজগুলো। অগুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা লেখা আছে প্রথম পৃষ্ঠাটায়, সেগুলোর একেবারে নীচে লেখা আছে: অনুলিপি; মূল কপি ফোর্ট কোমাঞ্চির কমাণ্ড্যান্টের দপ্তরে প্রেরিত ও সংরক্ষিত।

পড়তে শুরু করল গ্যানোন।

প্রথম দুই প্যারাগ্রাফ পরই যখন চলে এল ওর নাম, পিঠ সোজা করে বসতে বাধ্য হলো সে। যখন বুঝতে পারল কোত্থেকে শুরু হয়ে

বইঘর.কম

কোথায় শেষ হতে যাচ্ছে ঘটনাপ্রবাহ, সিগার সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হলো মুখ থেকে। যখন পড়া শেষ হলো, চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারটা মুখে দিল আবার, কিন্তু ততক্ষণে আগুন নিভে গেছে।

হ্যাঁ, ফেঁসে গেছে সে—পুরোপুরি। ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে। দু'-তিনটা ছোট্ট ঘটনা বাদে কিছুই বলতে বাকি রাখেনি বাইড ম্যারিনার। যে-জায়গা প্রকৃতপক্ষে একটা কয়লাখনি, সেটা কেন দখল করতে চায় গ্যানোন, বলা হয়নি সে-কথা। বলা হয়নি সিনেটর ক্যারি বেন্টলের কথা, উল্লেখ করা হয়নি বেন লেনরের নাম। অথচ এই কুচক্রান্তের সঙ্গে ওই দু'জনও জড়িত।

এ-রকম একটা কাজ কেন করল ম্যারিনার? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না এ-মুহূর্তে, কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে, সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে লোকটা। তা না হলে গ্যানোনকে গ্রেপ্তার করার কথা এত নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বলতে পারত না কর্নেল কিনার্ড।

ম্যারিনার ধরা পড়েছে, তারমানে বোয়েহেম ভাইদেরকেও পাকড়াও করা হয়েছে নাকি? যদি না করা হয়ে থাকে, তা হলে সন্দেহ নেই সেনাবাহিনীর জেলখানা অপেক্ষা করছে ওই দু'জনের জন্যও। কিন্তু...সেনাবাহিনীকে এত খবর সরবরাহ করল কে? ওল্ডারসন? রেঞ্জওয়ারে ব্যস্ত লোকটাকে না শেষ করে দেয়ার কথা লেনরের? সে কি ব্যর্থ হয়েছে কাজটা করতে? নাকি মাসে চল্লিশ ডলার বেতনের পাঞ্চার টালি গিবস নিজে উদ্যোগী হয়ে গ্যানোনের সাম্রাজ্য আর সাধ ধুলোয় মিশিয়ে দিল? কিন্তু...লোকটা না উধাও হয়ে গেছে?

কাগজগুলো আবার হাতে নিল গ্যানোন, চলে গেল প্রথম পৃষ্ঠায়। বিশেষ সেই লাইনটা দেখল আবার: অনুলিপি; মূল কপি ফোর্ট কোমাঞ্চির কমাণ্ড্যান্টের দপ্তরে প্রেরিত ও সংরক্ষিত।

তারমানে ফোর্ট কোমাঞ্চির কমাণ্ড্যান্ট বিশাল একটা বাহিনী নিয়ে ছুটে আসছে ডব্লিউ.জি.'র দিকে? তা না হলে কিনার্ড কেন বলল, ওর সঙ্গে রিযার্ভেশনে যেতে হবে গ্যানোনকে? কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপের সন্ধান পেয়ে গেছে ওরা, অধিকতর তদন্ত যখন শুরু হবে তখন জানা

বইঘর.কম

যাবে সেই সাপ উস্কানিদাতা হিসেবে ব্ল্যাক হিলসের সাম্প্রতিক রেঞ্জওয়ারের সঙ্গেও জড়িত। জানা যাবে, বিগ জেমসের সঙ্গেও আঁতাত ছিল গ্যানোনের, এবং ওকে দিয়েই...

সিগারটা ছুঁড়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল গ্যানোন, টের পেল সাংঘাতিক অস্থিরতা পেয়ে বসেছে ওকে। বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে...কী করা উচিত। একটু পানি খেলে ভালো লাগবে হয়তো, কিন্তু তা না করে আরেকটা সিগার ধরাল, দু'টান দেয়ার পর সেটাও ছুঁড়ে ফেলে দিল।

গ্রেপ্তার হওয়া মানে সেনাবাহিনীর জেলখানা অপেক্ষা করছে ওর জন্যও, এবং যদি সত্যিই তা ঘটে তা হলে...তা হলে...

মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করল গ্যানোন। অবশ্যই আদালত পর্যন্ত গড়াবে এই ব্যাপার, গড়াতেই হবে, কারণ তা না হলে রক্ষা নেই ওর। যদি কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় ওকে তা হলে তার আগে কী করা উচিত? বাঘা বাঘা উকিলদের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। মোটা ঘুষ দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত পেশকার আর জুরিকে, সম্ভব হলে বিচারককেও। এখন পানির মতো টাকা খরচ করতে হবে গ্যানোনকে; খরচ হোক, অসুবিধা নেই, মানসম্মান আর জান বাঁচানো যেখানে বড় সমস্যা সেখানে টাকা কোনো ব্যাপার না।

কিন্তু দু'হাতে টাকা খরচ করলেও কোনো লাভ কি হবে শেষপর্যন্ত? পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সেনাবাহিনী, ওদের লোকজন কোনো টাউন মার্শাল বা শেরিফের মতো না যে, সাক্ষীদের নিরাপত্তার দিকটা ভাববে না। এতক্ষণে, গ্যানোন নিশ্চিত, নিরাপদ কোনো জায়গায় সরিয়ে ফেলা হয়েছে ম্যারিনারকে, এবং সম্ভবত বোয়েহেম ভাইদেরকেও। আরও কী কী করেছে ওরা কে জানে! সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, মামলাটা যদি সামরিক আদালত পর্যন্ত গড়ায়, তা হলে ঘুষ দেয়ার চিন্তাটা স্রেফ ভুলে যেতে হবে গ্যানোনকে। সেক্ষেত্রে...সেক্ষেত্রে কী হতে পারে কল্পনাও করতে চায় না সে।

তথ্যপ্রমাণ বলতে যা যোগাড় করা হয়েছে গ্যানোনের বিরুদ্ধে তা

বইঘর.কম

খুব যে মজবুত তা না, কিন্তু সংখ্যায় বেশি এবং কোনোটাই অতিরঞ্জিত না। গ্যানোন যদি ধরেও নেয় আদালতের লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত জিতে যাবে সে, তারপরও সিনেট ক্ষমা করবে না ওকে—চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায় ইমপিচমেন্ট অপেক্ষা করছে ওর জন্য নিকট ভবিষ্যতে। অপেক্ষা করছে চূড়ান্ত সম্মানহানিও, কারণ তিলকে তাল করার অভ্যাস আছে যেসব সাংবাদিকের তারা খুলে নেবে গ্যানোনের ভালোমানুষির মুখোশটা, শেষপর্যন্ত জুতোর মালা পরিয়ে ছাড়বে ওর গলায়। যেখানেই যাবে সে, লোকের টিটকারি, উপহাসের হাসি, আর বাঁকা দৃষ্টি ছাড়া অন্যকিছু জুটবে না কপালে।

প্রচণ্ড অস্থিরতায় মাথা খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা হলো গ্যানোনের; ওর ইচ্ছা করছে এই মুহূর্তে ছুটে অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে, কিন্তু সে-উপায় নেই। যদি পালায় সে, তা হলে রাজ্যের আইন অনুযায়ী আপনাআপনি প্রমাণিত হয়ে যাবে ওর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্যি, সেক্ষেত্রে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ পাওয়া আর না-পাওয়া সমান কথা হবে ওর জন্য। তা ছাড়া পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? দুর্ধর্ষ ইণ্ডিয়ানদের পরাজিত করে হটিয়ে দিয়েছে যে-সেনাবাহিনী, তাদের হাত যে কত লম্বা, তা কে না জানে!

তারমানে, চরমভাবে পরাজিত হয়েছে গ্যানোন, এবং সে-পরাজয় মেনে নিতে হবে ওকে।

পরাজয়ের কারণটা, বিদ্যুচ্চমকের মতো, হঠাৎ করেই বুঝতে পারল সে।

শুরুতেই শেষ করে দেয়া উচিত ছিল ওল্ডারসনকে। ওকে অপহরণ করে নিয়ে এসে বন্দি করে রাখার পরিকল্পনাটা চরম বোকামি হয়ে গেছে। বোকামি হয়েছে আরও—জানে মেরে ফেলা উচিত ছিল গিবসকে।

আসলে গ্যানোন কল্পনাই করতে পারেনি কলম পিষে পেট চালানো এক সাংবাদিক কত ভয়ঙ্কর হতে পারে ওর জন্য, ভাবতেই পারেনি ওরই রানশের এক পাঞ্চার মাটি সরিয়ে দিতে পারে ওর পায়ের নীচ

বইঘর.কম

থেকে।

লিমা...লিমার কী হবে এখন? বাবার অনুপস্থিতিতে অনেক টাকার মালিক হয়ে যাবে মেয়েটা, তখন কী করবে সে অত টাকা দিয়ে? দু'হাতে খরচ করে পথের ভিখিরিতে পরিণত হবে কয়েক বছরের মধ্যে, নাকি হাল ধরার চেষ্টা করবে ব্যবসার? জানে না গ্যানোন—নিজের মেয়েকে কখনোই ঠিকমতো চিনতে পারেনি সে। তবে একটা ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত সে, ওকে কখনোই সেভাবে মিস্ করবে না মেয়েটা। যখন জানতে পারবে কত বড় কুচক্রী ছিল ওর বাপ, তখন...। এমনিতেও গ্যানোনের সঙ্গে তেমন সখ্য ছিল না মেয়েটার কোনোকালেই।

কাগজগুলো চোখের সামনে আবার মেলে ধরল গ্যানোন, পড়তে শুরু করল। পড়া শেষ হলে আনমনে তুলে নিল একটা কলম, দোয়াতের কালিতে ডুবাল সেটার মুখ, শেষ পৃষ্ঠাটায় লিখল:

কর্নেল কিনার্ড, যদি তোমার আর তোমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পক্ষে সম্ভব হয়, আমার বিচারটা কি গোপনে করা যাবে?

লেখা শেষ করে কলমটা জায়গামতো রেখে দিল সে, ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকল হাউসকিপার মিসেস এম্স্কে। আসতে একটু সময় লাগবে বুড়ি মহিলাটার, জানে গ্যানোন, সে-সুযোগে একটা ড্রয়ার খুলে স্টীলের ছোট একটা বাক্স বের করল। খুলল বাক্সটার ডালা, একনজরে দেখে নিল ভেতরে রাখা নগদ পঁচাত্তর হাজার ডলারের কাগুজে নোটগুলো। তারপর ডালাটা বন্ধ করে হেলান দিল চেয়ারে, অপেক্ষা করছে মিসেস এম্সের জন্য।

মহিলা এসে ওর সামনে দাঁড়ানোর পর বলল, 'মিসেস এম্স্, সেনাবাহিনীর একজন কর্নেল আছে নীচে, নাম কিনার্ড; এই বাক্সটা আর এই কাগজগুলো নিয়ে যাও ওর কাছে, ওর হাতে দিয়ো এগুলো। কাগজে একটা কথা লিখে দিয়েছি আমি, সেটার জবাবে লোকটা কী বলে শুনে এসে জানিয়ো আমাকে।'

মাথা ঝাঁকাল মিসেস এম্স্, এগিয়ে এসে তুলে নিল বাক্সটা আর

বইঘর.কম
কাতুজ

কাগজগুলো।

ঘুরে চলে যাচ্ছে সে, এমন সময় আবারও মুখ খুলল গ্যানোন, 'শোনো, লোকটাকে বোলো, ওর জবাবের জন্য অপেক্ষা করছি আমি।'

'তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, লেনর, পৃথিবীটা গোল,' বলল গিবস, দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে সে, ফিতেখোলা হোলস্টারের সিক্সগানের বাঁটে থাবা চালানোর অপেক্ষায় নিশ্চল হয়ে আছে ডান হাতের আঙুলগুলো, 'তা না হলে শেষপর্যন্ত কেন দেখা হয়ে গেল আবার?'

চমকে উঠল লেনর, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। জঙ্গলের ভেতরে জড়াজড়ি করে বেড়েওঠা কয়েকটা গাছের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল গিবসকে। কোন্ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সে বুঝতে একমুহূর্তও লাগল না ওর, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আর নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিল সে। স্যাডলে বসে, এবং আরও বড় কথা আহত হাত দিয়ে ফাস্ট ড্র করা এককথায় অসম্ভব ওর পক্ষে। কিন্তু তা না করেও উপায় নেই মনে হচ্ছে, কারণ গিবসের দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে কী করতে চাচ্ছে সে।

'শুয়োরের বাচ্চা!' লেনরকে গালি দিল গিবস, 'দশ-বারোজনে মিলে একজন লোককে পেটাতে মজা লাগে, না? বেজন্মা কোথাকার, যদি তোমার জন্মের ঠিক থাকত তা হলে এতটা ডরপুক হতে না। যদি জন্মের ঠিক থাকত, তা হলে একা মুখোমুখি হতে আমার।'

বাঁ দিকের স্টিরাপে ভর দিয়ে স্যাডল ছাড়ার ভঙ্গি করল লেনর, স্বাভাবিকভাবেই ডান কোমরটা চলে এল ওর হাতের কাছে। আহত হাত দিয়েই সাপের ছোবল মারল সে পিস্তলের বাঁটে।

কিন্তু প্রস্তুত ছিল গিবস, হোলস্টারে থাবা মারল সে।

পিস্তলটা মাত্র হোলস্টারছাড়া করতে পেরেছে লেনর, এমন সময় পর পর দু'বার গুলি করল গিবস।

প্রথম বুলেটটা লাগল লেনরের বাঁ কাঁধে, পেছনদিকে কিছুটা হেলে

বইঘর.কম

গেল সে। দ্বিতীয় বুলেট এসে লাগল ওর পিস্তলধরা হাতের তর্জনীতে, উধাও হয়ে গেল আঙুলটা, সেই সঙ্গে খসে পড়ল পিস্তল।

কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল লেনর, ভয়ে ছুট লাগাল ওর ঘোড়া। গিবসকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল জন্তুটা, খপ করে ওটার লাগাম চেপে ধরল গিবস, টান মারল। থেমে দাঁড়াল ঘোড়াটা।

সিক্সশুটারের বাকি চারটা বুলেট লেনরের দু'হাতের উপর খরচ করল গিবস, নিশ্চিত হলো, এখন আর পিস্তল হাতে নিতে পারবে না লোকটা।

কার্তুজ উগলে আগুনগরম হয়ে গেছে সিক্সগান, ওটা ধীরেসুস্থে হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল গিবস। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, ব্যথায় গোঙাচ্ছে লেনর। বলল, 'এ-রকম গোঙানি একদিন আমিও গুঙিয়েছিলাম। সেদিন আমাকে ঘিরে ধরেছিলে তোমরা দশ-বারোজন। আমাকে আর না মারার অনুরোধ করেছিলাম তোমাদেরকে। কাজটা তো করোইনি তোমরা, বরং আমার আকুতি বাড়িয়ে দিয়েছিল তোমাদের বিকৃত আনন্দ। আমাকে মারতে মারতে যখন হাত ব্যথা হয়ে গিয়েছিল তোমার, তখন সঙ্গীদের উদ্দেশে কী বলেছিলে, খেয়াল আছে? বলেছিলে, "তোমরা থামো। চাবুক থাকতে হাতে ব্যথা পেয়ে লাভ কী? এই, কেউ একজন গিয়ে নিয়ে আসো তো আমার চাবুকটা।" ...লেনর, তোমার প্রিয় চাবুকটা এখন কোথায়? বাইরে যখন যাও, আমি জানি চাবুকটা পেঁচিয়ে বেঁধে রাখো স্যাডলের সঙ্গে; এখন সেখানেই আছে নাকি সেটা? দেখা যাক। ...হ্যাঁ, এই তো, পেয়ে গেছি।' বলতে বলতে চাবুকটা খুলে হাতে নিল সে, পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে লেনরের দিকে।

একদিকে কাত হয়ে পড়ে আছে লেনর, উঠে দাঁড়ানো তো পরের কথা, বসতে পর্যন্ত পারছে না সে, সমানে রক্ত পড়ছে দু'হাত দিয়ে, চোখে আকুতি।

অনেকদিন আগের টুকরো টুকরো কিছু স্মৃতি মনে পড়ে গেল গিবসের: ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের বাসায় পড়ে আছে সে মড়ার মতো,

বইঘর.কম

যখন জ্ঞান ফিরে পায় তখন তাকিয়ে থাকে ভালো চোখটা দিয়ে, অক্ষম আক্রোশে কেঁপে কেঁপে ওঠে ওর শরীরটা, তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা দমাতে দাঁতে দাঁত পিষে সে। মনে পড়ে গেল, ওকে ধোলাই দিয়ে আধমরা বানিয়ে দেয়ার জন্য জেমসকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তারের বাসায় গিয়েছিল লেনর, দরজা দিয়ে ঢুকেই বলেছিল, 'হ্যালো, গিবস।'

ভঙ্গিটা নকল করে গিবস বলল, 'হ্যালো, লেনর।' সঙ্গে সঙ্গে টের পেল মাথায় রক্ত উঠে গেছে ওর; কখন হাত উঁচু করল, কখন চাবুক দিয়ে সর্বশক্তিতে একটা বাড়ি মারল লেনরকে, নিজেও জানে না।

আর্তনাদ করে উঠল লেনর।

'বল্,' লোকটাকে আরেকটা বাড়ি মারল গিবস, 'তোকে একসময় গুরু মানতাম কি না আমি? একসময় নিজের ভাইয়ের মতো বিশ্বাস করতাম কি না তোকে? তা হলে কেন আমার বিশ্বাসের সুযোগ নিলি? কেন আমাকে দিয়ে ধরে আনালি ওল্ডারসনকে? কেন সেদিন কয়োটের পালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লি আমার উপর?' পর পর কয়েকটা বাড়ি মারল।

বাবা রে মা রে করছে লেনর, কয়েক বাড়িতেই ছিঁড়ে গেছে ওর শার্ট, কেটে গেছে চামড়া। রক্তের মোটা দাগ দেখা যাচ্ছে চাবুকের বাড়ি-খাওয়া জায়গাগুলোতে।

'বল্,' ক্ষ্যাপার মতো চেঁচাচ্ছে গিবস, 'ব্ল্যাক হিলসের রানশারদের বিরুদ্ধে কে লেলিয়ে দিয়েছে জেমসকে? রেঞ্জওয়ার শুরু করার হুমকি দিয়েছিল সে, এত সাহস আর শক্তি কোত্থেকে পেল লোকটা? বল্!'

লেনর নিরুত্তর।

আরও রেগে গেল গিবস, আরও দশ-বারোটা বাড়ি মারল লেনরকে।

শরীরের অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে এখন সমানে আর্তনাদ করছে লেনর, একইসঙ্গে তড়পাচ্ছে জবাইকরা মুরগির মতো।

'বল্, কে গুলি চালিয়েছে মেজর স্টেলম্যানের উপর? ঘটনাস্থলে কে ফেলে এসেছে জেমসের গ্লাভ? বল্, তা না হলে চাবকাতে

বইঘর.কম

চাবকাতে আজ তোকে মেরে ফেলবো এখানেই, তারপর যা হওয়ার হবে।'

'দোহাই লাগে, গিবস, আর মেরো না,' মুখ আর বন্ধ রাখতে পারল না লেনর। 'সব বলছি আমি, সব...আর মেরো না। সিনেটর গ্যানোনের কথামতো মেজরকে খুন করেছি আমি নিজে, তারপর যাতে জেমস ফেঁসে যায় সেজন্য ওর একটা গ্লাভ ফেলে রেখে এসেছিলাম ওখানে।'

লেনরকে আরও চার-পাঁচটা বাড়ি মারল গিবস। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এখন একজায়গায় নিয়ে যাবো তোকে। সেখানে গিয়ে বলতে পারবি এই কথাগুলো? বল্, বলতে পারবি? না পারলে...তোর চাবুক দিয়ে তোকেই...'

'পারবো, পারবো, আর মেরো না।'

এগিয়ে গিয়ে ডান বুটের চোখা অংশটা দিয়ে লেনরের নাকেমুখে প্রচণ্ড লাথি মারল গিবস, একটা দাঁত ভেঙে গেল লোকটার, থেঁতলে গেল দুই ঠোঁট। চাবুকের আঘাতে ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে যাওয়া শার্টের কলার ধরে টেনে লেনরকে দাঁড় করাল সে। দড়ি দিয়ে গেরো দেয়ার ভঙ্গিতে চাবুকের একটা প্রান্ত আটকে দিল লোকটার গলায়, অন্যপ্রান্তটা ধরে টানতে শুরু করল।

জঙ্গল ছেড়ে বের হলো গিবস, এগিয়ে যাচ্ছে ডব্লিউ.জি. রানশের পিকেটফেন্সের দিকে।

ওর পেছন পেছন দড়ি-দিয়ে-বাঁধা গরুর ভঙ্গিতে হাঁচড়েপাঁচড়ে আসছে লেনর।

কয়েক মিনিট পরই কর্নেলের জবাব নিয়ে স্টাডিরুমে ঢুকল মিসেস এম্স্।

'কী বলেছে লোকটা?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল গ্যানোন।

স্টীলের বাক্সটা ডেস্কের উপর নামিয়ে রাখল মিসেস এম্স্। 'বলল, প্রস্তাবটা গ্রহণ করা সম্ভব না ওর পক্ষে। জানতে চাইল, যে-

বইঘর.কম
কার্তুজ

কাজে এসেছে সে তা করার জন্য উপরে আসতে হবে কি না ওকে।'

'না, হবে না। ধন্যবাদ তোমাকে, মিসেস এম্‌স্‌। এখন আসতে পারো তুমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বাইরে চলে গেল বুড়ি হাউসকিপার, বাইরে থেকে টেনে দিয়ে গেল দরজাটা।

ডেস্কের আরেকটা ড্রয়ার খুলে চকচকে কালো একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ কোল্ট বের করল গ্যানোন। উল্টেপাল্টে দেখছে অস্ত্রটা, একইসঙ্গে ভাবছে, সব পরাজয় মেনে নিতে হয় না সবসময়।

কোল্টের নল নিজের মাথায় ঠেকিয়ে যখন ট্রিগার টানল সে, তখন লেনরকে টানতে টানতে রানশে ঢুকল গিবস।

ত্রিশ

পাঁচদিন পর।

তেজ হারিয়েছে দুপুরের রোদ, মৃদুমন্দ বাতাস মোহনীয় করে তুলেছে বিকেলটাকে, এমন সময় পিঠে গিবসকে নিয়ে ব্ল্যাক হিলস শহরে ঢুকল ওর ঘোড়া। যে-হোটেলে জিনা আছে বলে জানে সে, সচেতনভাবে এড়িয়ে গেল সেটা, গিয়ে উঠল অন্য একটা হোটেলে। এক আস্তাবলরক্ষককে কয়েকটা ডলার অগ্রীম দিয়ে খাতিরযত্নের ব্যবস্থা করাল ঘোড়াটার, তারপর গিয়ে ঢুকল বড় একটা স্টোরে। একপ্রস্থ নতুন পোশাক, বুট আর হ্যাট কিনল নিজের জন্য, ফিরে এল হোটেলে। সময় নিয়ে গোসল করল, দাড়ি-গোঁফ কামাল নিখুঁতভাবে। নতুন কাপড় পরল, হোলস্টার ঝোলাল কোমরে, হ্যাটটা মাথায় দিয়ে হোটেলকামরার আয়নায় কিছুক্ষণ দেখল নিজেকে।

বইঘর.কম

সন্তুষ্ট হয়ে মুচকি হাসল একটুখানি, বেরিয়ে এল বাইরে।

এখনও অনেক সময় বাকি আছে ডিনারের, তারপরও খেয়ে নেবে সে—কিছু কাজ আছে। তা ছাড়া সকালে সামান্য নাস্তার পর আর কিছু খাওয়া হয়নি।

পেট ভরে খাওয়ার পর বিল চুকিয়ে রেস্টুরেন্টের বাইরে চলে এল গিবস, সময় নিয়ে সিগারেট ধরাল একটা। একজায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে ওটা টানতে টানতে সিদ্ধান্ত নিল, উইল গ্যানোনের আত্মহত্যার খবরটা জানাবে লিমাকে। খবরটা জানা উচিত মেয়েটার।

পা চালিয়ে হাজির হলো সে জায়গামতো, সিঁড়ি বেয়ে উঠে টোকা দিল লিমার দরজায়। অস্বস্তি বোধ করছে, মনে পড়ে যাচ্ছে সে-রাতের কথা যখন লিমা...। মনে পড়ে যাচ্ছে, একই হোটেলে থাকতে পারে জিনাও...

খুলে দেয়া হলো দরজাটা, গোবরাটে দাঁড়িয়ে আছে লিমা। ভ্রূ জোড়া কুঁচকে ছিল মেয়েটার, গিবসকে দেখে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হলো ওর চেহারা, কিন্তু একইসঙ্গে শূন্যতা ফুটে উঠল দৃষ্টিতে।

'হ্যালো, লিমা,' যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা করল গিবস।

কিছু বলল না লিমা।

'ভেতরে আসতে পারি?'

এবারও কিছু বলল না লিমা, তবে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

ভেতরে ঢুকল গিবস, এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল বিছানার এককোনায়। যথেষ্ট দূরত্ব রেখে আরেক কোনায় বসে পড়ল লিমা।

গিবস খেয়াল করল, দরজাটা আটকায়নি মেয়েটা।

চেপে রাখা দম আস্তে করে ছাড়ল সে। জানতে চাইল, 'কেমন আছো?'

'আছি একরকম। তুমি?'

'ভালো। শহরের খবর কী?'

গিবসের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লিমা, কী যেন খুঁজছে

বইঘর.কম
কাতুজ

ওর চেহারায়। 'মাত্র এলে নাকি শহরে?'

'না, মাত্র না, বেশ কিছুক্ষণ হয়েছে। কিন্তু কয়েকদিন পর এসেছি তো, অনেক খবরই জানি না। তা ছাড়া প্রথমেই এসেছি তোমার কাছে।'

'প্রথমে আমার কাছে এসেছ? সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

একটু যেন খুশি হলো লিমা। 'দেরি করে ফেলেছ তুমি, গিবস।'

'দেরি? মানে?'

'বলছি। তার আগে বলো, এ-ক'দিন কোথায় ছিলে?'

'সেসব বলার জন্যই তো এলাম। কিন্তু শহরের হালহকিকত না জানার আগপর্যন্ত বলা যাবে না কথাগুলো, কারণ আমি আগে নিশ্চিত হতে চাই কোথাও জরুরি কোনো কাজ নেই আমার।'

'জরুরি? না, সব জরুরত সম্ভবত ফুরিয়ে গেছে, গিবস। রেঞ্জওয়ার শুরু হয়েছিল ব্ল্যাক হিলস বেসিনে, শেষ হয়ে গেছে সেটা। বিগ জেমস একলা কুলিয়ে উঠতে পারেনি বাকি রানশারদের সঙ্গে। পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়েছে ল্যাকারিদের রানশ। ওদের বেশিরভাগ রাইডার মারা গেছে, অনেকে পালিয়েছে। সবাই বলাবলি করছে, বিগ জেমস নিজে মারা পড়েছে অ্যাম্বুশে, যদিও ওর লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি এখনও। খুন করা হয়েছে জন এভার্ট নামের এক রানশারকে, ওর বউ শেরিফের কাছে বলেছে কাজটা নাকি জেমসের। কমবেশি ক্ষতি হয়েছে আরও অনেকেরই। যা-হোক, আসল কথা হচ্ছে, প্রশমিত হয়ে গেছে সব উত্তেজনা, ব্ল্যাক হিলস বেসিন আর শহরটা যথেষ্ট শান্ত এখন।'

'আর কিছু?'

'তুমি কি বিশেষ কারও খবর জানতে চাচ্ছ, গিবস?'

'বিশেষ কারও খবর কেন জানতে চাইবো, লিমা?'

'তারমানে, বলতে চাও, বিশেষ কোনো একজনের খবর জানতে চাও না তুমি?'

বইঘর.কম

কিছু বলল না গিবস।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিমা। 'ওল্ডারসন নামের এক সাংবাদিক...শুনেছি তোমার সঙ্গে নাকি বন্ধুত্ব ছিল লোকটার...মারা গেছে।'

'কী?' চমকে উঠল গিবস। 'কীভাবে?'

'খুন করা হয়েছে লোকটাকে। ওরা একটা সার্চপার্টি গঠন করেছিল—জেমসকে, অথবা ওর লাশটা খুঁজে বের করার জন্য। একরাতে কাজ সেরে শহরে ফিরে এসেছে ওল্ডারসন আর ওর সঙ্গীরা, আস্তাবলে রাখতে গেছে ঘোড়া, কে যেন রাইফেল দিয়ে গুলি চালায় লোকটার উপর। বুকে গুলি খায় বেচারা। সঙ্গে সঙ্গে ওকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হয় ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের বাসায়। কিন্তু যার কপালে মরণ লেখা আছে তাকে বাঁচাতে পারবে কোন্ ডাক্তার?' আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিমা। 'সাধ্যমতো চেষ্টা করেও পারেনি ডাক্তার ম্যাক্সওয়েল। শুনেছি ফুটো হয়ে গিয়েছিল মিস্টার ওল্ডারসনের একটা ফুসফুস, বুলেটটা নাকি খোঁচা দিয়েছিল হৃৎপিণ্ডেও।'

কিছু বলছে না গিবস, বাকহারা হয়ে গেছে সে, বুকের ভেতরটা মোচড়াচ্ছে বন্ধুর কথা ভেবে।

'অনেকেই ষলাবলি করছিল; কাজটা জেমসের। যে-কোনোভাবেই হোক শহরে হাজির হয়েছিল লোকটা, সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। এবং সেটা পাওয়ামাত্র পরপারের টিকেট ধরিয়ে দিয়েছে বেচারা সাংবাদিকের হাতে। তারপর কেটে পড়েছে। কোথায় যে গেছে সে, তা এক ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ জানে না সম্ভবত।'

কিন্তু কেন যেন মন মানছে না গিবসের কেন যেন মনে হচ্ছে, জেমস খুন করেনি ওল্ডারসনকে। সুবিধাজনক জায়গায় লুকিয়ে থেকে রাইফেল দিয়ে গুলি করা কার অভ্যাস, জেনে গেছে সে।

গিবসকে চুপ করে থাকতে দেখে ভুল বুঝল লিমা, ভাবল জিনার কথা জানতে চাচ্ছে সে, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারছে না। আবারও

বইঘর.কম
কার্তুজ

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিমা, করুণ হাসি হাসল। 'গিবস, কেন যেন মনে হচ্ছে, প্রথমে আমার কাছে আসোনি তুমি। প্রথমে গিয়েছিলে জিনার ঘরে। কিন্তু যখন দেখেছ সে নেই তখন...'

চোখ তুলে ব্যথিত দৃষ্টিতে লিমার দিকে তাকাল গিবস, এখনও মানতে পারছে না নিষ্ঠুর উপায়ে খুন করা হয়েছে ওল্ডারসনকে। বলল, 'কেন তোমার কাছে মিথ্যা বলবো, লিমা? তোমার কাছে মিথ্যা বললে কী লাভ আমার?'

ঠোঁট উল্টাল লিমা। 'জানি না। যা-হোক, জিনার খবর বলে দিই। ঠিক কী কারণে জানি না...তবে অনেকে বলাবলি করছিল টাকার টানাটানি চলছে মেয়েটার...হোটেল ছেড়ে দিয়েছে সে। কিন্তু আমার মনে হয় আরও কোনো কারণ আছে। যেমন তোমার সঙ্গে যে-রাতে...যে-রাতে...কী বলবো...বুঝতেই পারছ কী বলতে চাচ্ছি আমি...সে-রাতের পর থেকে আমার সঙ্গে শীতল হয়ে যায় মেয়েটার সম্পর্ক। নিজে তো কখনোই কথা বলতে আসত না আমার সঙ্গে, আমি যদি কখনও যেচে পড়ে যেতাম কথা বলতে তা হলেও তেমন পাত্তা দিত না, বলতে গেলে মুখ ঘুরিয়ে রাখত আরেকদিকে। সুবিধা হবে না বুঝে ওর ব্যাপারে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি আমিও। তবে যতদূর শুনেছি, ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের বাসার পেছনে ছোট্ট একটা ছাপরাঘরে নাকি থাকছে সে আপাতত। আর, ডাক্তারের পার্টটাইম নার্সের চাকরিটাও চালিয়ে যাচ্ছে। ওই কাজে নাকি হাত পাকিয়ে ফেলেছে সে এতদিনে।'

'একটা প্রশ্নের জবাব দেবে, লিমা?'

'উত্তর জানা থাকার পরও তোমার কোন্ প্রশ্নের জবাব আমি দিইনি, বলতে পারো?'

'সে-রাতে...মানে...সে-রাতের ব্যাপারে তুমি কি অভিযোগ জানিয়েছিলে কারও কাছে?'

'কারও কাছে বলতে কি জিনার কথা বোঝাচ্ছ তুমি?'

কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল গিবস।

বইঘর.কম

'প্রশ্নই আসে না। আমি কেন অভিযোগ জানাতে যাবো ওর কাছে? তা ছাড়া অভিযোগ জানাবোই বা কার বিরুদ্ধে? তোমার বিরুদ্ধে? কই, তুমি তো কিছু করোনি সে-রাতে। সব দোষ ছিল আমার একার। যতদূর মনে পড়ে, তুমি তো ভালোকথাই বলতে এসেছিলে তখন। রেঞ্জওয়ার শুরু হয়ে যেতে পারে, শহরটা মেয়েদের জন্য নিরাপদ না...ইত্যাদি ইত্যাদি।'

অনুভূতিশূন্য দৃষ্টিতে লিমার দিকে তাকিয়ে আছে গিবস, কিছু বলছে না।

'কেন জানতে চাইলে কথাটা? তোমার আর জিনার মধ্যে কোনো মনোমালিন্য হয়েছে নাকি?'

'বাদ দাও,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল গিবস। 'চলো অন্য কোনো প্রসঙ্গে কথা বলি। ...এ-ক'দিন কোথায় ছিলাম জানতে চাচ্ছিলে না?'

'হ্যাঁ,' নড়েচড়ে বসল লিমা।

শহর ছেড়ে চলে যাওয়া, অস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে বাইড ম্যারিনারের স্প্রেডে হাজির হওয়া, ভয় দেখিয়ে লোকটাকে কাবু করা, ওকে নিয়ে রিযার্ভেশনে যাওয়া, তারপর সেখান থেকে কর্নেল কিনার্ডের সঙ্গে ডব্লিউ.জি. রানশে যাওয়া—সব বলল গিবস। জানাল গ্যানোনের ষড়যন্ত্র আর আত্মহত্যার কথা। সবশেষে যোগ করল, 'এখন রিযার্ভেশনে, সেনাবাহিনীর হাসপাতালে আছে লেনর। নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছে সে, বিবৃতি দিয়েছে কর্নেল কিনার্ডের কাছে। সে যেদিন খাড়া হতে পারবে দু'পায়ে, কর্নেল বলেছে সেদিনই বিচার শুরু হবে লোকটার; এবং মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কিছু যেন না জোটে তোমাদের এককালের ফোরম্যানের কপালে, তার বন্দোবস্ত করবে সে নিজে।'

কাঠপুতুলের মতো বসে থেকে গিবসের সব কথা শুনল লিমা, তারপর ফোঁপাল কিছুক্ষণ, তারপর আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। শেষে দু'চোখ মুছে জানতে চাইল, 'বাবাকে কবর দেয়া হয়েছে কোথায়?'

বইঘর.কম

'তোমাদের রানশেই। খাঁড়িটার একধারে, একটা কটনউডের নীচে। মরা মানুষের সঙ্গে হিংসা করতে হয় না, তাই ওর কবরে ক্রুশ গেঁথে দিয়েছি আমি নিজেই।'

চুপ করে আছে লিমা, তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে

'তোমার বাবাকে কবর দেয়ার পর আমরা গিয়েছিলাম বোয়েহেম ভাইদের পাকড়াও করতে। সেটাও সফলভাবে করতে পেরেছি সেনাবাহিনীর লোক দেখেই চুপসে যায় ওরা সব স্বীকার করে নেয় কিছুক্ষণের মধ্যেই। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে ম্যারিনারের বাবুর্চিকেও। অধিকতর তদন্তের জন্য ফোর্ট কোমাঞ্চি থেকে হাজির হয়েছেন সেনাবাহিনীর বড় কর্তা তিনিই সব দেখছেন এখন। আর...একদল ট্রুপার ঘিরে রেখেছে তোমাদের রানশ যতদিন পর্যন্ত সরকারিভাবে ঘোষণা না দেয়া হবে মেজর স্টেলম্যানের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শেষ, ততদিন পর্যন্ত সেখানেই থাকবে ওরা

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর লিমা বলল 'অনেক আগে থেকেই বাবাকে সন্দেহ করতাম আমি। জানি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত না থাকলে এত টাকা বানাতে পারে না মানুষ

উঠে দাঁড়াল গিবস। 'কী করবে তুমি এখন?'

কান্নাভেজা চোখ তুলে তাকাল লিমা 'কী করবো?' ঠোঁট উল্টাল। 'জানি না। জানতে ইচ্ছাও করছে না

'আমার একটা কথা রাখবে?'

গিবসের দিকে তাকিয়ে আছে লিমা কিছু বলছে না

'ফিরে যাও তোমাদের রানশে' বলে চলল গিবস 'তোমাকে কিছু বলবে না সেনাবাহিনীর লোকেরা এখন উথালপাথাল অবস্থা তোমাদের, ব্যবসার হাল ধরা উচিত কোনো একজনের কাউবয় আর পাঞ্চাররা ভয়েই কাবু হয়ে আছে, নিজে থেকে কিছু করার সাহস পাচ্ছে না কেউ। এভাবে চলতে থাকলে তোমাদের সবকিছু উচ্ছন্নে যেতে সময় লাগবে না। তাই ভেঙে না পড়ে শক্ত হও। যদি দরকার হয়...' কথা শেষ না করে থেমে গেল গিবস।

বইঘর.কম

'যদি দরকার হয়?'

'তা হলে তোমাকে সাহায্য করতে রাজি আছি আমি, কিন্তু সেটা শুধু একজন বন্ধু হিসেবে, তোমার আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে।'

আরও একবার করুণ হাসি হাসল লিমা। 'ঠিক আছে, ভেবে দেখবো কথাটা। প্রয়োজন মনে করলে খবর পাঠাবো তোমার কাছে। গুডবাই।'

গোধূলির ছিটেফোঁটা আলো ছিল প্রকৃতিতে, আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে সেটা। নীড়ে ফিরতে শুরু করেছিল পাখিরা, আস্তে আস্তে থেমে যাচ্ছে ওদের কলকাকলিও। একটা-দুটো করে লণ্ঠন জ্বলে উঠছে শহরের এখানে-সেখানে, ওগুলোর মিটমিটে আলোর কারণে ঘনায়মান অন্ধকার আরও বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে। কেমন যেন চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে সবকিছু।

ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের রান্নাঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে গিবস, টোকা দিতে গিয়েও দিতে পারছে না দরজার গায়ে। তাকিয়ে আছে অনতিদূরের ছোট্ট শ্যাকটার দিকে। দেখছে ছাপরাঘরটা, আর স্মৃতি হাতড়াচ্ছে। উথালপাথাল একটা অনুভূতি আবারও চুরমার করে দিচ্ছে ওর বুকের ভেতরটা। কিন্তু সব সহ্য করছে সে, এবং তা করতে গিয়েই যেন স্থির হয়ে গেছে স্থাণুর মতো, অদ্ভুত এক ভাবালুতা আর নিষ্ক্রিয়তা পেয়ে বসেছে ওকে।

সে দেখছে, টেনে রাখা হয়েছে ছাপরাঘরটার একমাত্র জানালার পর্দা, কিন্তু ভেতরে যে আলো জ্বলছে সেটা বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট।

জিনা বলেছিল, সাহস শব্দটা উচ্চারণ করার আগে বিবেকের আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নেয়া উচিত ছিল গিবসের। জানতে চেয়েছিল, সাহসী পুরুষরা মেয়েদের একাকীত্বের সুযোগ নেয় কি না। হিসহিসে গলায় বলেছিল, যদি সাহস বলতে আসলেই কিছু থেকে থাকে গিবসের, তা হলে আর কোনোদিন মেয়েটার সামনে

বইঘর.কম

গিয়ে না দাঁড়ায় যেন। যারা বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে জানে না, কিছু একটা করা উচিত তাদের, কিন্তু কাজটা কী, বলেনি জিনা।

কোনো কথারই জবাব দিতে পারেনি গিবস সে-রাতে, জবাব দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়নি ওকে। আজ সে কয়েকটা কথা বলতে চায় মেয়েটাকে। আজ সে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব চাইবে মেয়েটার কাছে।

ছাপরাঘরটার উদ্দেশে ধীর পায়ে হাঁটা ধরল গিবস। জায়গামতো পৌঁছে টোকা দিল দরজায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, যখন দেখল কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না তখন টোকা দিল আবারও, আগের চেয়ে জোরে।

দরজাটা খুলল জিনা, মনের অজান্তেই সরে গেল কিছুটা, ভেতর থেকে আসা আলোয় দেখল গিবসকে, চিনতে পেরে চমকে উঠল ভূত দেখার মতো, এবং মুহূর্তের মধ্যে জমে গেল বরফের মতো।

জমে গেছে গিবসও, শরীরের একটা পেশীও নড়ছে না ওর, কাজ করছে না মাথা, কারণ জিনার কিছুটা পেছনে, একটু বাঁ দিকে দেখা যাচ্ছে একটা বেডরোলের উপর বসে আছে জেমস, একটু কুঁজো হয়ে পিস্তল তুলে নিচ্ছে হাতে।

গিবস আসতে পারে, কল্পনাও করেনি জেমস, তাই খুব তাড়াহুড়ো করে পিস্তলটা তাক করল সে ওর দিকে, পর পর দু'বার টান দিল ট্রিগারে।

প্রথম বুলেটটা সম্পূর্ণ মিস্ করল গিবসকে, দ্বিতীয়টা যেন আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে গেল ওর বাঁ কাঁধে।

জিনার উপর থেকে সরে গেছে গিবসের দৃষ্টি, মেয়েটার অস্তিত্ব যেন ভুলে গেছে সে, বলতে পারবে না কোন্ তাড়নায় ওর ডান হাত আলগা করে দিয়েছে হোলস্টারের ফিতে—হয়তো জেমসকে দেখামাত্র, বলতে পারবে না কোন্ মুহূর্তে সিক্সগানটা বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। ঠিক কখন গগনবিদারী চিৎকার বেরিয়ে এল জিনার গলা চিরে বলতে পারবে না, শুধু একটা মুহূর্তের জন্য টের পেল বাঁ হাতের তালুটা অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বার বার আঘাত করছে সিক্সগানের

বইঘর.কম

হ্যামারে, আর ডান হাতের তর্জনী সেই গতির সঙ্গে তাল রেখে টেনে যাচ্ছে ট্রিগার।

তৃতীয় গুলিটা করার জন্য নিশানা একটু সরাতে যাচ্ছিল জেমস, কিন্তু তার আগেই গিবসের চারটা বুলেট ছিন্নভিন্ন করে ফেলল ওর হৃৎপিণ্ডটাকে। বেডরোলের উপর কাত হয়ে পড়ে গেল সে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে বুকটা, নিষ্প্রাণ হাত থেকে ছুটে গেছে পিস্তল। গিবসের শেষ দুটো বুলেট যখন হজম করল সে, ততক্ষণে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে ওর।

চোখের সামনে ভাইকে মরতে দেখল জিনা, ঘাড় ঘুরিয়ে অনুভূতিশূন্য দৃষ্টিতে গিবসকে দেখল সে; ভয়াবহ একটা ঘটনার আকস্মিকতায় হোক, অথবা অতি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় হোক, অথবা অন্য যে-কোনো কারণে হোক, টলে উঠে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে। পড়ে যাচ্ছিল, হাত থেকে সিক্সগানটা ফেলে দিয়ে একলাফে আগে বাড়ল গিবস, ধরে ফেলল মেয়েটাকে। ওর বগলের নীচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল দু'হাত, ওকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে গেল ঘরের ভেতরে, শুইয়ে দিল মেঝের এককোনায়। টের পেল, টনটন করছে আহত কাঁধটা, সমানে বের হওয়া রক্তে বারোটা বেজে গেছে নতুন-কেনা শার্টটার।

কে যেন ছুটে আসছে। আসুক, এখন আর তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই গিবসের। অদ্ভুত সেই নিষ্ক্রিয়তা আবার পেয়ে বসছে ওকে, উদ্দীপনা হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে যেতে চাচ্ছে শরীরের সবগুলো পেশী।

দরজায় আবির্ভাব ঘটল ডাক্তার ম্যাক্সওয়েলের, ছাপরাঘরের ভেতরটা একনজর দেখে বুঝে নিল সে কী ঘটেছে। গিবসকে দেখে ভ্রূ কোঁচকাল একবার, কিন্তু পরমুহূর্তেই স্বাভাবিক হয়ে গেল। এগিয়ে এল গিবসের দিকে।

'হ্যালো, ম্যাক্স,' হাসার চেষ্টা করল গিবস, কিন্তু সেটা যে ঠিকমতো ফুটল না ওর চেহারায় তা টের পেল নিজেই, 'জেমসের একটা বুলেট চিরে দিয়ে গেছে আমার কাঁধের মাংস। আরও একবার

বইঘর.কম

তোমার ছুরি-কাঁচির নীচে নিজেকে সঁপে দিতে হবে আমার। যাও, চট করে ডাক্তারি ব্যাগটা নিয়ে এসো, বেশি রক্ত হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়তে চাই না আমি।'

বেরিয়ে যাওয়ার আগে ইঙ্গিতে জিনাকে দেখাল ম্যাক্সওয়েল। 'ওর কী হয়েছে?'

'অজ্ঞান হয়ে গেছে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ খুলে তাকাবে আশা করি।'

ভরপেট ডিনার করার পর একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে নিজের হোটেলকামরায় চলে এল গিবস। বসে পড়ল বিছানায়, ইতোমধ্যে বদলে ফেলেছে রক্তেভেজা শার্টটা। দ্রুত হাতে কয়েকটা সিগারেট বানিয়ে ফেলল সে, বোতলের ছিপি খুলে কয়েক ঢোক নির্জলা হুইস্কি গলাধঃকরণ করল, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে, একদৃষ্টিতে দেখছে রাতের অন্ধকার আকাশটা।

নিয়তি বোধহয় চায় না জিনার সঙ্গে মিলন হোক ওর, তাই বার বার বাধা আসছে। মেয়েটার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলার জন্য গেল সে ছাপরাঘরটাতে, অথচ...। ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারে জেমস, কল্পনা করেনি ওকে দেখামাত্র গুলি করতে পারে। বেঁচে থাকার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তিতে যা করেছে গিবস, তা আসলে করতে চায়নি, অন্তত জিনার উপস্থিতিতে।

এখন সব এলোমেলো হয়ে গেছে, সব। যে-মেয়ে সমাজ বা আইনের পরোয়া না করে নিজের গুণ্ডা ভাইটাকে, খুনি ভাইটাকে লুকিয়ে রাখতে পারে নিজের ঘরে, সে যদি নিজের চোখের সামনে খুন হতে দেখে লোকটাকে, তা হলে কী করবে? লকহার্টের জেলহাউসে কাটানো রাতটার কথা মনে পড়ে গেল গিবসের। সে-রাতে মনে মনে নিজেকে বলেছিল সে, জেমসকে খুন করার জন্য ওকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে না জিনা।

বইঘর.কম

তারমানে মেয়েটার চোখে সারাজীবন অপরাধী হয়ে থাকল গিবস।

অস্থির লাগছে। বিছানা ছাড়ল গিবস, উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল খোলা জানালাটার কাছে, দাঁড়াল সেখানে। শহরের রাস্তাগুলোয় কেমন ছায়া ছায়া অন্ধকার। লোকজনের যাতায়াত কমে গেছে, এবং সময় যত যাচ্ছে তত কমছে।

সবকিছু কেমন অসহ্য লাগছে গিবসের। মনে হচ্ছে, ওকে সেদিন চাবুকপেটা না করে যদি গুলি করে মারত লেনর, তা হলেই ভালো হতো। অসহনীয় হয়ে উঠছে সেদিনের পর থেকে ঘটা প্রতিটা দিনের স্মৃতি। ইস্‌স্‌, যদি কখনও জিনার সঙ্গে পরিচয় না হতো গিবসের, যদি কখনও ভালো না লাগত মেয়েটাকে, ওকে যদি কখনও ভালো না বাসত সে...

টনটন করছে বাঁ কাঁধের আহত জায়গাটা। ডান হাতটা আলতো করে সেখানে রাখল গিবস।

চলে যেতে হবে ওকে, সিদ্ধান্ত নিল সে, চলে যেতে হবে অনেক অনেক দূরে। এবং আগামীকাল সকালেই কাজটা করবে সে।

দরজায় কেউ টোকা দিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না?

অনেকক্ষণ ধরেই হয়তো টোকা দেয়া হচ্ছে, শুনতে পায়নি গিবস। দরজার দিকে ঘুরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সে, নিশ্চিত হতে চাচ্ছে আসলেই টোকা দেয়া হচ্ছে কি না। যখন স্পষ্ট শুনতে পেল আওয়াজটা, দ্রুত এগিয়ে গেল, খুলে দিল দরজাটা।

একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজায়।

জিনা।

সেই অসহ্য নিষ্ক্রিয়তাটা আবার টের পেল গিবস ওর সারাশরীরে।

'ভেতরে আসতে বলবে না?' নিচু গলায় জানতে চাইল জিনা।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল গিবস, এগিয়ে গেল বিছানার পাশের ছোট্ট টেবিলটার দিকে। একটা লণ্ঠন জ্বলছে সেটার

বইঘর.কম

উপর, কিন্তু আলো কমিয়ে রাখা হয়েছে। আলো বাড়িয়ে দিল গিবস, বসে পড়ল বিছানার একদিকে।

ধীর পায়ে হেঁটে কাছে এল জিনা, একদৃষ্টিতে দেখছে গিবসকে। দরজাটা খোলাই থাকল।

গিবসও তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। দেখছে বেদনায় ভরা সুন্দর চেহারাটা। মনে পড়ে যাচ্ছে সে-রাতের কথা যখন ওকে চুমু খেতে দিয়েছিল জিনা, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। টের পাচ্ছে, একটা আহত কামনা ছটফট করছে ওর বুকের ভেতরে। বলল, 'বসো।'

বিছানার আরেকদিকে বসে পড়ল জিনা। বলল, 'তুমি...হয়তো ভাবো তোমাকে ঘৃণা করি আমি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গিবস। 'সেটা ভাবার যথেষ্ট কারণ কি নেই? তোমার-আমার মধ্যে যা যা হয়েছে সেসব যদি বাদও দিই, আজ তোমার চোখের সামনে গুলি করে মারতে হলো তোমারই ভাইকে।'

'কাজটা না করলে ওর হাতে মরতে হতো তোমাকে। তা ছাড়া, অনেক আগেই টের পেয়েছিলাম, নিজের মরণ নিজেই ডেকে এনেছে সে,' বিরক্তিতে ভ্রূ কোঁচকাল জিনা, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'ওর কথা বাদ দাও।'

'ঠিক আছে, তবে তার আগে শুধু একটা প্রশ্নের জবাব দাও। সে-রাতে কি আসলেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলে আমার সঙ্গে? সে-রাতে কি আসলেই আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিলে ওর হাতে?'

'না, গিবস। ওর একজন লোক লুকিয়ে থেকে নজর রাখছিল ডাক্তার ম্যাক্সের বাসার উপর। তোমাকে দেখে ফেলে সে, গিয়ে খবর দেয় ওকে। সঙ্গে সঙ্গে দলবলসহ ছুটে আসে সে, ফাঁদ পাতে তোমার জন্য। আমাকে কাবু করতে কোনো অসুবিধাই হয়নি ওর। হুমকি দিয়ে বলেছিল, আমি যদি কোনো আওয়াজ করি, অথবা কোনোভাবে সতর্ক করে দেয়ার চেষ্টা করি তোমাকে, তা হলে নাকি খুন করবে তোমাকে। আঙ্কেল ম্যাক্সের বেডরুমেই ছিলাম আমি তখন, সব

বইঘর.কম

শুনছিলাম, কিন্তু কোনো সাহায্য করতে পারিনি তোমাকে।'

'তা হলে লিমার ব্যাপারটা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল কেন?'

'জেমসই ভুল বুঝিয়েছিল আমাকে। সে আসলে চাচ্ছিল তোমার সঙ্গে যেন দূরত্ব তৈরি হয় আমার। হোটেলে কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে তুমি অনুমান করে নেয় সে, পরে তোমার গালে খামচির দাগ দেখতে পায়। তিলকে তাল বানিয়ে ঘটনাটা উপস্থাপন করে আমার কাছে। ওর কথা বিশ্বাস করি আবারও, ক্ষোভে-দুঃখে ভেঙে পড়ি, পরে যখন দেখা হয় তোমার সঙ্গে তখন খারাপ ব্যবহার করি। যারপরনাই রাগ হচ্ছিল তোমার উপর, এমনকী রীতিমতো ঘৃণা হচ্ছিল লিমাকে। ওই ঘটনার পর থেকে ওর সঙ্গে ঠিকমতো কথাও বলিনি। আজ, আমার শ্যাকে কী ঘটেছে জানতে পেরে ওখানে গিয়েছিল মেয়েটা, বেশ কিছু কথা বলেছে আমাকে, এবং নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছে।'

'তাতে আমার কী লাভ হলো? কথা বলার জন্য গিয়েছিলাম তোমার শ্যাকে, কিন্তু ভালোবাসার মানুষটার সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানোর বদলে একজন খুনি হিসেবে বেরিয়ে আসতে হলো সেখান থেকে। এবং তোমার চোখে সারাজীবন খুনি হয়েই থাকতে হবে আমাকে।'

গিবসের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জিনা। 'আমি কি...এখনও তোমার ভালোবাসার মানুষ?'

মেয়েটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল গিবসও। 'কেন, বোঝো না? যদি তা না হতে, শহরে ফেরার পর কখনও যেতাম তোমার কাছে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল জিনা, তারপর বলল, 'শুধু শুধু নিজেকে অপরাধী করছ, গিবস। তুমি খুনি না। যেভাবে মারা গেছে জেমস, সেটারই উপযুক্ত ছিল সে, সেটাই পাওনা ছিল ওর কপালে। আমি শুধু বোন হিসেবে নিজের দায়িত্বটা পালন করার চেষ্টা করেছি,

বইঘর.কম

ব্যাপারটা অন্যায় হচ্ছে জানার পরও। মুমূর্ষু অবস্থায় সাহায্য চায় সে আমার কাছে, ওকে ফিরিয়ে দিতে পারিনি তখন। ভেবেছিলাম শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলি একটু, তারপর শেরিফ লকহার্টকে খবর দিয়ে নিয়ে যাবো আমার শ্যাকে, ধরিয়ে দেবো জেমসকে। পরে যা হওয়ার হবে। কিন্তু...' কথা শেষ না করে থেমে গেল সে।

চুপ করে আছে গিবস।

'আমাদের রানশে আগুন লাগানোর জন্য দায়ী করেছিলাম তোমাকে। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, আমার ওই অভিযোগও ঠিক হয়নি। কারণ পরে ব্ল্যাক হিলস বেসিনেরই কয়েকজন রানশার একসঙ্গে গিয়ে আগুন দিয়েছে আমাদের ওখানে, পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে সবকিছু। কাজেই আমাদের রানশের আগুনে পুড়ে যাওয়াটাও কপালের লিখন ছিল।'

এবারও কিছু বলল না গিবস।

'একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?' কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল জিনা।

'কী?'

'যে-ক'দিন আমাকে ছেড়ে দূরে দূরে ছিলে, কেমন লাগছিল তোমার কাছে?'

'কেমন লাগছিল? মনে হচ্ছিল, দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো। যখনই একা ছিলাম, কোত্থেকে আমার মনে হাজির হয়ে গেছ তুমি, বিচ্ছেদবেদনা কী তা হাড়ে হাড়ে টের পাইয়েছ আমাকে। কতবার যে মনে মনে তোমার ব্যাপারে কথা বলেছি আমি—নিজের সঙ্গে, এমনকী তোমার সঙ্গেও।'

'যদি বলি একই অবস্থা হয়েছিল আমারও?'

স্থির হয়ে গেছে গিবস, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জিনার দিকে। তারপর, বলতে পারবে না, কখন উঠে দাঁড়িয়েছে সে নিজের জায়গা ছেড়ে, বলতে পারবে না কখন এগিয়ে গেছে জিনার দিকে, বলতে পারবে না কখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে মেয়েটার উপর—বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছে মেয়েটাকে।

বইঘর.কম

'তোমাকে ভুল বুঝেছি আমি,' গিবসকে পাগলের মতো চুমু খাচ্ছে আর বলছে জিনা, 'খারাপ ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে, আমাকে ক্ষমা করে দেয়া যায় না?'

'ভালোবাসার মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হয় না,' প্রাণবন্ত সাড়া দিচ্ছে গিবসও, 'জানো না?'

করিডরে দৌড় দিল কেউ, আওয়াজ শুনে আদর-সোহাগের পর্ব শেষ করল ওরা। গিবসের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল জিনা। 'এবার কী করবো আমরা?'

'কাল সকালে একটা টেলিগ্রাম পাঠানোর ব্যবস্থা করবো কর্নেল কিনার্ডের কাছে। নাম শুনেছ লোকটার? মেজর স্টেলম্যানের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছিল সে। ওকে জানাবো, ওল্ডারসনের খুনি হিসেবেও লেনরকে সন্দেহ হয় আমার। লেনরকে চেপে ধরার অনুরোধ জানাবো। তারপর একটা গির্জায় নিয়ে যাবো তোমাকে, বিয়ে করবো। তারপর...দু'জনে মিলে খেটেখুটে আবার দাঁড় করানোর চেষ্টা করবো গ্র্যাপ্পেলকে। ও, ভালো কথা...আগেভাগেই বলে রাখি নইলে পরে ভুলে যেতে পারি...ডব্লিউ.জি.-তে কিন্তু আমাকে মাসে চল্লিশ ডলার বেতন দিত। তুমি কত দেবে?'

গিবসের রসিকতায় হেসে ফেলল জিনা। হাসতে হাসতেই বলল, 'স্বামীকে বেতন দেয় না কোনো মেয়ে, জানো না?'

গিবসও হাসছে, হাসতে হাসতেই ভ্রূ নাচাল। 'তা হলে কী দেয়?'

'যাও,' কিছুটা লাল হয়ে গেছে জিনার দু'গাল, 'দুষ্টু কোথাকার!'

জিনার পেছন পেছন যতটা সম্ভব নিঃশব্দে হেঁটে এগোচ্ছে লিমা, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছে; মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছে কোথায়, কার কাছে যাচ্ছে মেয়েটা।

গিবস যে-হোটেলে আছে, সেটার সিঁড়িতে যখন পা রাখল লিমা, ততক্ষণে গিবসের ঘরে ঢুকে পড়েছে জিনা।

বইঘর.কম

সিঁড়ির ধাপগুলো একটা একটা করে টপকাচ্ছে লিমা, যত কাছাকাছি যাচ্ছে গিবসের কামরার তত যেন বাড়ছে ওর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি, নিজেকে ভূতগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে ওর। দোতলা হোটেলটার ঠিক কোন্ কামরায় আছে গিবস, জানে না সে, জানবার দরকারও মনে করছে না; কেন যেন মনে হচ্ছে ওর, কামরাটা ঠিকই খুঁজে নিতে পারবে।

গিবসের কামরার খোলা দরজাটার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখল লিমা, গিবস আর জিনা জড়িয়ে ধরেছে একজন আরেকজনকে, পাগলের মতো চুমু খাচ্ছে পরস্পরকে।

লিমার সমস্ত উত্তেজনায় যেন পানি ঢেলে দিল কেউ; ওর মনে হলো, এখন আর হৃৎস্পন্দন বলে কিছু নেই ওর। মনে হলো, সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে; কী এক অদ্ভুত আবেগে কাঁপছে সে, যেন জ্বর আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

মেয়েটা বলতে পারবে না, কখন মুখের কাছে হাত তুলে একটা ফোঁপানি চাপা দিল সে; বলতে পারবে না, কখন ঘুরে ছুট লাগাল সিঁড়ির দিকে। রিসিপ্‌শন ডেস্কের বিস্ময়বিহ্বল ক্লার্কের সামনে দিয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে রাস্তায় বের হওয়ার পর যেন হুঁশ ফিরল ওর, টের পেল ফ্রি উইণ্ডের দিকে ছুটছে সে। টের পেল, শহর ছাড়ার প্রচণ্ডতম তাগিদটা পেয়ে বসেছে ওকে।

আর না, আজ রাতেই কোনো স্টেজকোচে চেপে রওয়ানা হয়ে যাবে সে মিসেস স্টেলম্যানকে নিয়ে। মহিলাকে পৌঁছে দেবে ওর স্বজনদের কাছে, তারপর...

তারপর কী করবে লিমা?

ফ্রি উইণ্ডের পোর্চে থেমে দাঁড়াল সে, হাঁপাচ্ছে, আঁকড়ে ধরেছে কাঠের একটা স্তম্ভ। হঠাৎ পরিশ্রমের কোনো সুযোগ ছিল না ওর আয়েশী জীবনে, এখনও নেই; তাই এতদূর দৌড়ে আসার ধকল সামাল দিতে কুঁজো হয়ে দাঁড়াতে হয়েছে।

ডব্লিউ.জি.-তে ফিরে যাবে লিমা, সিদ্ধান্ত নিল সে, মুখোমুখি হবে

বইঘর.কম

বাস্তবের। মুখোমুখি হবে সে বুনো পশ্চিমের। তারপর...দেখাই যাক না কী ঘটে।

ভালোবাসা মানে, ভালোবাসার মানুষটার ভালোতে বাস করা; জিনাকে নিয়ে যদি খুশি হতে পারে টালি গিবস, লিমার ক্ষতি কী? তা ছাড়া জীবন আসলে অনেক বড়, এখানে ওই লোকের মতো কেউ যদি হারিয়েও যায় চিরতরে, অভাবটা পূরণ করার মতো সময় ও সুযোগ আসতে পারে আবার; পারে না?

***

বইঘর.কম

প্রকাশিত হয়েছে

ওয়েস্টার্ন

দাবিদার

তারক রায়

বহু দূর পাড়ি দিয়ে এসে ফ্লেচার'স হোল-এ পা রাখল জন উইলিয়ামস; এমন একজনের আহ্বানে, যাকে সে কোনও দিন দেখেনি। লোকটা তার বাবা–মৃত্যুশয্যায় শুয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছে ভুলের। কিন্তু সার্কেল ইউ-তে এসে শুনল জন, পরপারে যাত্রা করেছে মরিস উইলিয়ামস।

এখানেই থিতু হতে চাইল জন। নতুন জীবন শুরু করবে। সম্পত্তির ন্যায্য অংশ দাবি করল সৎ-ভাইদের কাছে। প্রমাণ হিসাবে রয়েছে ওকে লেখা মিস্টার উইলিয়ামসের চিঠি। কুটিল বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ তা মানবে কেন? শুরু হলো জন, বার্ট আর পিটারের ত্রিমুখী সংঘাত। আগুনে ঘি ঢালল প্রতিশোধের নেশায় অন্ধ এক নারী। সব কিছু মিলে নরক গুলজার...

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

বইঘর.কম

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই ভি.পি.পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১৮/২/১৬ মিস্ট্রিজ অভ দ্য ডার্ক জাঙ্গল (অনুবাদ) এমিলিও সালগ্যারি/ডিউক জন সময়টা আঠারো শ' একান্ন। পটভূমিঃ সুন্দরবন। কাহিনিটির নায়ক অসম সাহসী এক বাঙালি যুবক, যার আঙুলের ইশারায় বাঘে-কুকুরে এক ঘাটে জল খায়। সঙ্গীর মৃত্যু-রহস্যের কিনারা করতে রাজমঙ্গল দ্বীপে পা দিল ও। সেখানে রয়েছে কিংবদন্তির বট গাছ। আর গোক্ষুরের ফণার মতো হাজারো প্রশ্ন। অমানিশা কে? সে কি দেবী, না রাক্ষসী? সর্পমানবীর রহস্যটাই বা কী? ...অরণ্যচারী সেই রহস্যময়ী? কী তার সত্যিকারের পরিচয়? আকাশ ছেয়ে দিয়েছে ম্যারাবুর ঝাঁক। যুবকের নামে হুলিয়া জারি করল ইতিহাস-কুখ্যাত ভয়ঙ্কর দস্যু সম্প্রদায়— ঠগি একাধারে ভয় আর সাহসের, প্রেম আর প্রতিহিংসার, রোমাঞ্চ আর প্রতিশোধের মিশেল— গতিময় এ উপন্যাসটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টান-টান উত্তেজনা এ কাহিনি অবলম্বনে তৈরি হয়েছে টিভি সিরিজ, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এ-দেশি দর্শকদের যেটি এক সময় করে রেখেছিল উন্মুখ, রুদ্ধশ্বাস ও সম্মোহিত।

আরও আসছে